জেমস বন্ড 007

থান্ডারবল

ইয়ান ফ্লেমিং

Bengali Translation of Ian Fleming's
DR. NO
By
Shaheed Ashraf

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট, ১৯৭২
প্রকাশক কর্তৃক বাংলা অনুবাদসত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশিকা
হেলেনা বেগম
গোড়ান, ঢাকা— ১৪

roni060007

মুদ্রাকর :
মীর সফিউর রহমান
গ্রীণল্যাণ্ড প্রেস,
২৪, মোহিনী মোহন দাস লেন, ঢাকা—১
বাংলাদেশ।
ফর্মা নং ১—১০ পর্যন্ত।

প্যারাগণ প্রিণ্টার্স
২৬, কুমারটুলি
ঢাকা—১
ফর্মা নং ১১ হইতে সমাপ্ত।

প্রচ্ছদ অংকনে :
হাশেম খাঁন

দাম : ছয় টাকা মাত্র।

থাণ্ডার বল

THUNDER BALL

জেমস বন্ড

007

মূল : ইয়ান ফ্লেমিং

অনুবাদ : শহীদ আশরাফ

খোন্দকার প্রকাশনী

বাকল্যাণ্ডবাধ রে

ওয়াইজ ঘাট, ঢাকা—বাংলাদেশ।

উৎসর্গ

যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে মুক্ত এ দেশ অথচ যারা আজও লাঞ্ছিত অবহেলিত তাদের স্মরণে—

প্রকাশিকা

১।৮।৭২

"সংগ্রাহক"

বন্ধনী

২০০৪

(১) জেমস বণ্ড অসুস্থ

জেম্‌স্‌ বণ্ডের জীবনে মাঝে মাঝে এমন একটা সময় আসে, যখন তার কাছে সবকিছুই একেবারে অর্থহীন বলে মনে হয়। আজ ছিল একটা খারাপ দিন।

প্রথমতঃ সে নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পাচ্ছিল—যেরকম মানসিক দুরবস্থা তার খুব কম হয়। শরীরটা দারুণ ম্যাজম্যাজ করছিল, সেই সংগে ভ[illegible] মাথাব্যথা আর দেহের গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা। খুব বেশি [illegible] আর মদ খাওয়ার ফলে, কাশির সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল ধোঁয়ার মত একগাদা কালো কালো ফুটকি—যেন একটা পচা পুকুরের পানিতে পোকা কিল্‌কিল্‌ করছে।

গত রাত্রে পার্ক লেনের সেই বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে বসে হুইস্কি ও সোডার শেষ যে গেলাসটা বণ্ড গলায় ঢাললো, আগের দশটা গেলাসের চেয়ে তার স্বাদ কিছু আলাদা ছিলনা। কিন্তু শেষের ঐ গেলাসটা যথেষ্ট অনিচ্ছার সঙ্গেই নেমেছে তার গলা দিয়ে এবং তারপর থেকে মুখটা ভারী তেতো তার পেটটা খুব ভর্ত্তি বলে মনে হচ্ছিল।

এগারো নম্বর গেলাস শেষ করবার পর, স্বভাবতঃই বণ্ড্‌ নিজের মস্তিষ্কের করুণ অবস্থাটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। তা সত্ত্বেও সে রাজী হয়ে গেল আর এক বাজী (Rubber) তাস খেলতে—একশো পয়েণ্টে পাঁচ পাউণ্ড হিসেবে। এর ওপরে আবার মদের ঝোঁকে শেষ দানটায় "রি-ডব্‌ল্‌" দিয়ে দিলে, আর খেল্‌ল একটা গাধার মত।···এখনও যেন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ইস্কাবনের রানী সেই বোকা বোকা আবোধ্য হাসি হেসে দড়াম করে কেমন তার

গোলামের ওপর চেপে বসল এবং সে পুরো চারশো পয়েন্ট হেরে গেল। বণ্ডের মোট হারের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ালো ১০০ পাউণ্ডে। যে অঙ্কটা উপেক্ষা করা তার পক্ষে খুবই শক্ত।

নিজের ফ্ল্যাটে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালের কাটাটায় ওষুধ লাগাচ্ছিল বণ্ড্। আয়নায় নিজের বিষণ্ণ চেহারা দেখে তার নিজেকে ঘেন্না করতে ইচ্ছে হল।—এসব কিছুর আসল কারণ হল এই, যে বণ্ড্কে গত একমাস ধরে স্রেফ অফিসে বসে বসে কলম পেষার কাজ করতে হচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল বাজে কতকগুলো কাগজে দাগ দেওয়া, এবং টেলিফোনে নিরীহ সব কর্মচারীরা তর্ক করতে চেষ্টা করলে, তাদের তেড়ে ধমক দেওয়া। এর ওপর তার সেক্রেটারী পড়লো জ্বরে। আর তার জায়গায় এসে হল এক ন্যাকা, কুচ্ছিৎ মাগীকে, যে সারাক্ষণ তাকে 'স্যার স্যার' করে, আর কথা বলে বেশী বেশী কেতাদুরস্ত ভাবে।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।...আজ সবে সোমবার সকাল, সামনে একটা দীর্ঘ সপ্তাহ। বণ্ড ওষুধের বড়ি দুটো গিলে ফেলে, ফ্রুট সল্টের শিশির দিকে হাত বাড়ালো। এমন সময় শোবার ঘরের টেলিফোনটা দারুণ জোরে বেজে উঠলো। ডাক এসেছে খাস সদর দপ্তর থেকে।

*　　　*　　　*

জেম্স্ বণ্ড্ লণ্ডনের রাস্তা ধরে ঝড়ের বেগে গাড়ী চালিয়ে সদর দপ্তরে এসে পৌঁছলো। লিফটে চড়ে ন-তলায় উঠে উপস্থিত হল গুপ্তচর বিভাগের বড়কর্তার সামনে, অফিসের সবাই যাঁকে 'M' বলে জানে। দুরুদুরু বুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো অতি পরিচিত ঠাণ্ডা, ধূসরবর্ণের অতি স্বচ্ছ চোখদুটোর সামনে।

—"সুপ্রভাত, বণ্ড এত সকালে তোমায় ডেকে আনলাম বলে কিছু মনে কোরনা। অফিসের ভীড় বেড়ে যাবার আগেই তোমার সঙ্গে কথাটা বলে নিতে চাইছি।"

বণ্ডের উত্তেজনা একটু মিইয়ে গেল। 'M' যখন তাকে নম্বরের (007) বদলে নাম ধরে ডাকছেন, তখন লক্ষণ সুবিধের নয়। গরম গরম কোন কাজ আছে বলে মনে হচ্ছেনা। 'M'–এর গলা অন্তরঙ্গ ও সদয় শোনাচ্ছে—বড় কোন উত্তেজক খবর জানবার সময়ের মত উত্তেজিত নয় মোটেই।

—"আজকাল আর তোমার সঙ্গে বিশেষ দেখা হয় না, বণ্ড। কেমন আছ? মানে, তোমার শরীর কি বলে?" M ডেস্ক থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে উদ্যত হলেন।

বণ্ড খুব সন্দিগ্ধ ভাবে আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো যে কাগজটা কী হতে পারে। বললো—"আমি ভালই আছি স্যার।"

M খুব নরম ক [illegible] "আমাদের মেডিক্যাল অফিসার কিন্তু তা মনে করেননা বণ্ড। আমার মনে হয়, তাঁর বক্তব্যটা তোমার জানা উচিত।"

বণ্ড খুব চটে গিয়ে কাগজটার দিকে দেখলো। যত্তো সব বাজে ব্যাপার। সামলে নিয়ে বললো—"আপনি যা বলেন স্যার।"

M একবার ভাল করে বণ্ডকে দেখে নিয়ে, কাগজটা তুলে পড়তে লাগলেন—"এই অফিসারটি স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে মোটামুটি ভালই আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে জীবন ইনি যাপন করছেন, তাতে এরকম ভালো বেশীদিন থাকবেন না। বহুবার সতর্ক করা সত্ত্বেও ইনি এক ধরনের খুব কড়া সিগারেট খান, দিনে ষাটটা করে। অতিরিক্ত খাটুনির কোন কাজ না থাকলে, এই অফিসাটির দৈনিক মদের পরিমাণ আধবোতল মতন, যে মদের মধ্যে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ এ্যালকোহল থাকে।

"স্বাস্থ্যপরীক্ষায় এঁর শরীরে এর মধ্যেই সামান্য অসুস্থতার লক্ষণ ধরা পড়েছে। রক্তচাপ একটু বেশী, জিভ সাদা, ইত্যাদি। জেরার মুখে অফিসারটি এ-ও স্বীকার করেছেন, যে প্রায়ই তাঁর মাথাব্যথা ইত্যাদি দৈহিক গণ্ডগোল দেখা দেয়। মনে হয়, এ-সবই

এঁর উচ্ছৃংখল জীবনযাপনের ফল। আমার মতে 007-এর দু-তিন হপ্তা সম্পূর্ণ সংযত বিশ্রাম নেওয়া উচিত। এর ফলে তিনি তাঁর আগেকার অসাধারণ উন্নত দৈহিক অবস্থা ফিরে পাবেন।"

M কাগজটাকে পাশের ট্রেতে ফেলে দিলেন। সামনের ডেস্কে হাতের তালুদুটো উপুড় করে রেখে সোজাসুজি তাকালের বণ্ডের দিকে। বললেন—"ব্যাপারটা খুব জমাট নয়, কী বল?"

বণ্ড নিজের অধীরতাকে কোনোরকমে চাপা দিয়ে বলল—"আমি একদম ভালো আছি, স্যার। মাথাব্যাথা তো সকলেরই হয় মাঝেসাঝে। অল্পসল্প অসুস্থতাও। গোটাদুয়েক অ্যাসপিরিন খেয়ে নিলেই আবার সব ঠিকঠাক। এগুলো কিছুই নয় স্যার।"

M বেশ রাগতস্বরে বললেন- [illegible] করছ। ওষুধ অসুস্থতার লক্ষণগুলো চাপা দিতে পারে কিন্তু সারাতে পারে না। এই সব চাপাচুপির ফলে অসুখ হয়ে ওঠে আরও মারাত্মক। সব ওষুধই হচ্ছে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর ও 'অপ্রাকৃতিক'। আমাদের অধিকাংশ খাদ্যও তাই,—সাদা চিনি সাদা রুটি, পাস্তুরাইজড্ দুধ, ইত্যাদি। সব খাবার বেশী রান্না করে নষ্ট করে ফেলা হয়। জানো," M পকেট থেকে নোটবই বার করে পাতা ওল্টালেন, "সাদা রুটির মধ্যে আটা ছাড়াও থাকে—একগাদা চক্ আর বেন্‌জল পার-অক্সাইড, ক্লোরিন গ্যাস, স্যাল আমোনিয়াক্ ও ফট্‌কিরি। ভাবতে পারো!" নোটবই পকেটেপুরে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে বণ্ডের দিকে তাকালেন।

বণ্ড হাঁ করে এই সব ধোঁয়াটে কথাবার্তা শুনছিল। কোনরকমে আত্মরক্ষার চেষ্টায় সে বলল—"না স্যার রুটি তো আমি বেশী খাই না।"

M অধীরভাবে বললেম—"হতে পারে। কিন্তু ভালো জিনিষ খাও কিছু? কাঁচা সব্জি, বাদাম, দই, বা তাজা ফল তুমি কত খাও হে?"

বণ্ড হেসে ফেলে বলল—"খাইনা বললেই হয়, স্যার।"

২

শ্রাব্‌ল্যাণ্ড্‌স্‌-এর প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়

জেম্‌স্‌ বণ্ড তার স্যুটকেসটাকে একটা চকোলেট রঙের পুরোনো অস্টিন ট্যাক্সীর পেছনে ঢুকিয়ে সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে এসে বসলো। ড্রাইভারটি এক চালাক-চতুর চেহারার তরুণ, মুখে ব্রণের দাপ। বণ্ড পাশে এসে বসতে, সে বুক পকেট থেকে একটা চিরুণী বার করে তার বা[illegible] চুলগুলোকে সযত্নে আঁচড়ে নিল। তারপর সেটাকে আবার পকেটে রেখে সামনে দিকে ঝুঁকে চাপ দিল গাড়ীর সেল্‌ফ্‌ স্টার্টারে।

বণ্ড আন্দাজ করল, এই চিরুণীর কায়দার সাহায্যে যুবকটি বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করছে, যে সে বণ্ডকে নেহাৎ দয়া করেই সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে এবং তার কাছ থেকে তরুণ 'ক[illegible]র মনে যে এক সস্তা আত্মগর্ব এসেছে, এটা তারই বহিঃপ্রকাশ! বণ্ড আপন মনে ভেবে দেখল, এই তরুণটি সপ্তাহে রোজগার করে বড়জোর কুড়ি পাউণ্ড। অথচ বাপ-মায়ের কোনোরকম পরোয়া করে না, আর মনের ইচ্ছে সিনেমার তারকা হওয়া। এতে এর নিজের দোষ কম। এর জন্মই হয়েছে এক বেচা-কেনার হাটের মধ্যে—এটম বোমা ও মহাকাশ অভিযানের যুগে। জীবনটা এই ছেলেটির কাছে সহজ ও অর্থহীন।

বণ্ড প্রশ্ন করল—"শ্রাব্‌ল্যাণ্ড কতদূর হবে?"

একটা ট্র্যাফিক আইল্যাণ্ড ঘুরে বাঁক নিতে গিয়ে ছেলেটি পাকাহাতে দ্রুতগতির মধ্যেই গীয়ার বদলালো, আবার বাঁক শেষ হতে আবার গীয়ার যথাস্থানে নিয়ে এল—যদিও এ-সব কায়দা করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তারপর বলল,—"এই

আধঘণ্টা মতন লাগবে পৌঁছতে।" বলেই সে অ্যাক্সিলেটারের ওপর জোরে পা দাবিয়ে বিপজ্জনভাবে একটা লরীকে মোড়ের মাথায় ওভারটেক্ করল।

—"তুমি দেখছি তোমার এই ব্লুবার্ড-কে পুরোপুরি খাটিয়ে নিতে কোনো কসুর কর না!" ('ব্লু-বার্ড', এক বিশ্ববিখ্যাত রেসিং-কারের নাম— অনুবাদক)

তরুণটি বাঁ-দিকে এক ঝলক্ তাকিয়ে দেখে নিল বণ্ড তাকে নিয়ে মজা করছে কিনা। কিন্তু বণ্ডের সেরকম উদ্দেশ্য আছে বলে তার বোধ হল না। তখন সে একটু নরমভাবে বলল—"কী করব! আমার বাবা আমাকে এর চেয়ে ভাল গাড়ী কিনে দেবে না। তাঁর মতে, এই বুড়ো গাড়ী কুড়ি বছর তাঁকে ঠিকঠিক কাজ দিয়েছে, সুতরাং আমাকেও আরও বছর কুড়ি ভালো কাজ না দেওয়ার কোনও কারণ নেই। তাই আমি নিজেই টাকা জমাচ্ছি। আদ্দেক টাকা এর মধ্যেই জমে গেছে।"

বণ্ড বুঝল, যে চিরুণীর কায়দা দেখে ছেলেটার সম্বন্ধে প্রথমেই অতটা বিরূপ হওয়া তার পক্ষে অনুচিত হয়েছিল। ছোকরা তেমন খারাপ নয়।

বণ্ড বলল—"কী গাড়ী কিনবে?"

—"ফোক্স্ওয়াগেন্ মিনিবাস। ব্রাইটনে রেসের দিন অনেক-জনকে নিয়ে যাওয়া যাবে।"

—"এ মতলবটা ভালো। ব্রাইটনের রাস্তায় টাকা পাবে প্রচুর।"

—"আমারও তাই মনে হয়।" ছেলেটার আচরণে এবার আগ্রহের ছোঁয়া লাগল, "মাত্র একবার আমি ওখানে গিয়েছিলাম। দু-জন রেসের 'বুকী' (Bookie) আর দুটো মাগীকে লণ্ডনে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ভাড়া পেয়েছিলাম দশ পাউণ্ড আর পাঁচ শিলিং বক্শিশ। চমৎকার ব্যাপার!"

—"অবশ্যই! কিন্তু ব্রাইটনে অন্য ধরণের লোকও যায়। তোমাকে যাতে বোকা বানিয়ে ঠকিয়ে নিতে না পারে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান থেকো। ব্রাইটনে পাকা বদমাইসদের কয়েকটা দল আছে। আচ্ছা, ঐ 'বাকেট অফ্ ব্লাড্' দলের এখন কিরকম অবস্থা?"

—"মামলায় জড়িয়ে পড়বার পর থেকে ওরা একদম ঠাণ্ডা। সে মামলাটার খবর তো সব কাগজেই বেরিয়েছিল।" ছেলেটা হঠাৎ বুঝতে পারল যে বণ্ড খুব অন্তরঙ্গের মতই কথা বলছে তার সঙ্গে। সে নতুন আগ্রহের সঙ্গে পাশে বসা বণ্ডের আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিল। বলল— "তা আপনি ঐ বাজে জায়গাটিতে চলেছেন কেন, —থাকতে, না কারো সঙ্গে দেখা করতে?"

—"বাজে জায়গা!"

—"তাছাড়া কী!" সংক্ষেপে উত্তর দিল ছেলেটি, "এই প্রথম আমি আপনার মত একজনকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি। মোটা মোটা ভদ্রমহিলা আর বুড়ো-হাবড়ারা ছাড়া সাধারণতঃ ও-জায়গায় কেউ যায় না। তারা আবার ট্যাক্সীতে চেপেই আমাকে জোরে চালাতে মানা করে দেয়। জোরে গেলেই নাকি তাদের সায়াটিকা বা অন্য-কিছুর ব্যথা চাগাড় দেয়।"

বণ্ড হেসে ফেলে বলল,—"উপায় নেই। আমার ডাক্তার মনে করে যে ওখানে আমার উপকার হবে। তাই আগামী চোদ্দটা দিন ওখানেই কাটাতে হবে। মেজাজ খারাপ করে আর কী লাভ! 'শ্রাব্ল্যাণ্ড্স্' সম্পর্কে এখানকার লোকদের কিরকম ধারণা?"

গাড়ী ব্রাইটন রোড ছেড়ে পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরল। গাঁয়ের শান্ত রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে চল্‌ল। ছেলেটি বলতে লাগল,— "এদিকের লোকেদের মতে ওটা একটা পাগলের আড্ডা। ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কারণ, ওখানে যারা আসে, সবাই বড়লোক, তথচ এখানে পয়সা খরচ করতে নারাজ। অবশ্য চায়ের দোকান-গুলোর রোজগার বেশ ভালই বেড়েছে।"

ছেলেটি একবার বণ্ডের দিকে তাকাল। বলল,—"আপনি শুনলে স্রেফ অবাক হবেন। জানেন, দামড়া দামড়া সব লোক, যাদের অনেকেরই যথেষ্ট নামডাক আছে শহরে, —সবাই একেবারে খালি পেটে গাড়ীতে চেপে ঘুরে বেড়ায়, আর চায়ের দোকান দেখলেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে, শুধু চা খাওয়ার জন্যে। চায়ের বেশী কিছু খাওয়ার অনুমতি নেই তাদের। আবার মাঝে মাঝে, পাশের টেবিলে বসে কেউ মাখন-রুটি খাচ্ছে দেখলে এদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। পাগলের মত একগাদা ঐ-সব খাবারের অর্ডার দেয়, আর গোগ্রাসে সেগুলো গিলতে থাকে—যেন কয়েকটা বাচ্চা-ছেলে লুকিয়ে মাংসের দোকানে ঢুকে পড়েছে। খেতে খেতে চম্‌কে চম্‌কে চারি পাশ তাকায়, কেউ আবার দেখে ফেলল কিনা দেখবার জন্য।···এই সব লোকেদের সত্যি সত্যি লজ্জা পাওয়া উচিত।"

—"এ'রকম করাটা অবশ্য বোকামি, তখন তারা এই চিকিৎসার জন্য বা যে জন্যই হোক মুঠো মুঠো টাকা দিচ্ছে।"

—"আরেকটা ব্যাপার আছে।" ছেলেটা বেশ রাগের সঙ্গেই বলল, "শ্রাবল্যাণ্ড-এ থাকা-খাওয়ার খরচ নেয় হপ্তায় কুড়ি পাউণ্ড। যদি ওরা এর বদলে নিতবেলা পেট পুরে খেতে দিত তাহলে আমার কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু সেরেফ গরম জল খাওয়ানোর বদলে কোন্ আক্কেলে ওরা অত টাকা নেয়। কোনো মানে হয়?"

—"আমার মনে হয় ওটা নানান্ রকম চিকিৎসার খরচ,—খাওয়ার খরচ নয়। আর সত্যিই যদি রোগীদের সারিয়ে তুলতে পারে, তবে ও খরচ গায়ে লাগে না।"

—"বোধ হয় তাই।" ছেলেটি একটু সন্দেহের সঙ্গে বলল, "চিকিৎসার শেষে যখন আমি বুড়োগুলোকে ফেরৎ নিয়ে আসি, তখন কারো কারো চেহারা অনেকটা বদলে যায়।" তারপর সে একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, —"কেউ কেউ আবার হপ্তাখানেক বাদাম-টাদাম খেয়ে চিকিৎসা করিয়ে পাকা বুড়ো বজ্জাত হয়ে ওঠে। ভাবছি আমিও ভর্তি হয়ে দেখব এবার।"

—"তার মানে ?"

ছেলেটি আরেকবার আড়চোখে বণ্ডকে দেখে নিল। দেখে একটু ভরসা পেল, আর ব্রাইটন সম্বন্ধে বণ্ডের অন্তরঙ্গ মন্তব্যগুলোও মনে পড়ল তার। সুতরাং সে বলতে শুরু করল—"হয়েছে কি, আমাদের ওয়াশিংটন গ্রামে একটা মেয়ে থাকে। খুব চালাক চতুর মেয়ে। আমাদের স্থানীয় 'ইয়ে' আর কি। 'হানি বী' নামের একটা চায়ের দোকানে পরিচারিকার কাজ করে, অর্থাৎ করত। আমাদের সকলের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল, বুঝেছেন কিনা। এক এক বারের জন্য নিত এক পাউণ্ড। নানারকম ফ্রেঞ্চ কায়দা জানত। বেশ ভালই চলছিল আমাদের বৃন্দাবন।

"তারপর হল কি, এ বছর শ্রাবল্যাণ্ড পর্যন্ত মেয়েটার নাম ছড়িয়ে পড়ল, আর কয়েকটা বুড়ো বজ্জাত পলি-র পেছন পেছন ঘুরতে লাগল। পলি গ্রেস হচ্ছে ঐ মেয়েটার নাম। কাছাকাছি একটা পুরোনো খনি আছে। সেখানে আর কাজটাজ হয়না। ওখানেই পলির সঙ্গে আমাদের কারবার চলত। তা, বুড়োগুলো পলিকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে যায় ঐ খনিতে, আর··। কিন্তু আসল মুশকিল হল, যে তারা পলিকে পাঁচ-দশ পাউণ্ড ভাড়া দিতে লাগল। ফলে পলির দর গেল বেড়ে। আমাদেরকে আর চোখেই দেখতে পায় না। একমাস আগে চায়ের দোকানের চাকরীটা দিল ছেড়ে।"

রাগের চোটে ছেলেটার গলা চড়িয়ে বলে উঠল,—"জানেন তারপর কী করল ? শ-দুয়েক পাউণ্ড দিয়ে একটা ঝড়্‌ঝড়ে গাড়ী কিনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কাগজে লণ্ডনের কার্জন ষ্ট্রীটের যে-সব গাড়ীওয়ালা মাগীদের কথা লেখে, ঠিক সেইরকম। এখন মেয়েটা গাড়ীতে চেপে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। ব্রাইটন, লিউইস, বা অন্যত্র, যেখানে সেখানে সে শিকার পেতে পারে। আর মাঝে মাঝে সেই খনিতে 'শ্রাবল্যাণ্ডের' বুড়োগুলোর কাছে ভাড়া খাটে। ভাবতে পারেন !" রাগের চোটে ছোকরা সামনের এক নিরীহ সাইকেল আরোহীর প্রতি জোরসে হুবার হর্ণ দিল।

বণ্ড বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই বলল—"সত্যিই বড় যাচ্ছে ব্যাপার। ওখানে তো শুনেছি বাদামের কাটলেট, আর কী কী যেন সব অখাদ্য খেতে দেয়। আমি ভাবতেই পারছি না, ঐসব খেয়েও বুড়োগুলোর কি করে বদমায়েসী করবার ইচ্ছে থাকে।"

ছেলেটি নাক দিয়ে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে বলল—"আপনি তো ভারী জানেন"—বলেই সে বুঝল যে একটু বাড়াবাড়ি করছে। একটু সামলে নিয়ে বলল—"মানে আমরাও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আমার এক বন্ধু, স্থানীয় ডাক্তারের ছেলে, একদিন এই কথাটা একটু ঘুরিয়ে বাবার কাছে তুলেছিল। তার বাবা জানালেন, যে ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। শ্রাবল্যাণ্ডে খাবার দেয় অল্প, কিন্তু সেইসঙ্গে থাকে প্রচুর বিশ্রাম, দলাই-মলাই, আর গরম ও ঠাণ্ডা জলে সিট্‌জ্‌ (sitz) বাথ্‌। মদ একদম বারণ। এতে রোগীদের রক্তস্রোত একেবারে পরিষ্কার করে মানবদেহের বিভিন্ন যন্ত্রগুলোকে মেজে ঘসে তকতকে করে দেয়। বুঝেছেন কিনা। ফলে আর কি বুড়ো-হাবড়াগুলো একদম রগ্‌রগে হয়ে জেগে ওঠে, বুঝেছেন কিনা।"

বণ্ড হাসল। বলল,—"যাক্‌, জায়গাটাতে ভালো-ও কিছু আছে তাহলে।"

রাস্তার ডানদিকে এক সাইনবোর্ড দেখা গেল। তাতে লেখা—"শ্রাব্‌ল্যাণ্ডস্‌। স্বাস্থ্যের তোরণদ্বার। ডানদিকে যান। কোনো আওয়াজ্‌ নয়।" ডানদিকে ঘুরে কিছুদূর চলবার পর ছেলেটি একটা ভারী ঝুলবারান্দার তলায় গাড়ী থামাল। একদিকের পালিশ করা অজস্র লোহার চাকতি বসানো দরজার পাশে একটা লম্বা ঝক্‌ঝকে মৃৎপাত্র। তার ওপর একটা নোটিস টাঙানো—"ভিতরে ধূমপান নিষিদ্ধ। আপনার সিগারেট এখানে জমা দিয়ে যান।"

বণ্ড ট্যাক্সী থেকে নেমে পেছন থেকে সুটকেস তুলে নিল। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে দশ শিলিং বক্‌শিশ দিল ড্রাইভার ছেলেটিকে। সে খুব নির্বিকারভাবেই নিল। যেন সেটা তার প্রাপ্যেরই অংশ। বলল,—"ধন্যবাদ। যদি কোনোদিন এখান থেকে পালাতে চান,

আমায় ডেকে পাঠাবেন। পলি ছাড়া অন্য মেয়েমানুষও আছে আমাদের এখানে। আর ব্রাইটন রোডের ওপর একটি চায়ের দোকান আছে, যেখানে মাখন দেওয়া গরম কেক পাওয়া যায়। চলি।" সে গীয়ার ঠেলে নামিয়ে দিয়ে একই রাস্তা দিয়ে ফেরবার পথ ধরল। বণ্ড তার সুটকেস হাতে তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। তারপর ভারী দরজাটা ঠেলে ঢুকল ভেতরে।

বাড়ীর ভেতরটা বেশ গরম ও শান্ত। রিসেপ্‌শন্ ডেস্ক্-এ বসে ছিল ধব্‌ধবে সাদা পোষাক পরা একটি ফুটফুটে মেয়ে। সে বণ্ডকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। রেজিষ্টারে সই করবার পর মেয়েটি তাকে অনেকগুলো হাল্‌কা আসবাবপত্রে সাজানো থাকবার ঘর এবং একটা সাদা, গন্ধহীন, লম্বা করিডরের ভেতর দিয়ে বাড়ীর পেছনদিকে নিয়ে গেল। বণ্ডকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে সে বলল যে 'বড়সাহেব' একঘণ্টার মধ্যে, অর্থাৎ ছ'টার সময় দেখা করবেন বণ্ডের সঙ্গে। বলে সে চলে গেল।

ঘরটা সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্রে ভর্তি। জানলার চমৎকার সব পর্দা। বিছানায় একটা বৈদ্যুতিক চাদরের বন্দোবস্ত করা আছে। বিছানার পাশে এক ফুলদানী 'মেরিগোল্ড' ফুল, আর একটা বই,—অ্যালান ময়েল রচিত 'প্রাকৃতিক চিকিৎসার ব্যাখ্য'। বণ্ড ঘরের সেণ্ট্রাল হীটিং বন্ধ করে জানালা গুলো পুরো খুলে দিল। জানলার নীচে ফলমূলের বাগানের সারি সারি অচেনা গাছ, আর মাঝখানে একটা সূর্যঘড়ি ঝলমল করে উঠল। বণ্ড নিজের জিনিষ-পত্র সব খুলে সাজিয়ে রাখল। তারপর ঘরের একমাত্র আরাম কেদারাটিতে বসে বইটা খুলে, শরীর থেকে নষ্ট পদার্থগুলো কী করে বার করতে হয়, সে সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করতে লাগল। অনেক অজানা বিদ্‌ঘুটে সব খাবার সম্পর্কে সে অনেক কথা জেনে ফেলল। সে সব 'দ-াই মলাই'-এর পরিচ্ছেদ পর্যন্ত পড়েছে, এমন সময় ফোন উঠল বেজে। ফোনে এক নারীকণ্ঠ তাকে জানাল, যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বণ্ড 'পরামর্শ কক্ষ নং A-তে মিঃ ওয়েনের সঙ্গে দেখা করলে, তিনি খুশী হন।

'পরামর্শ কক্ষে' ঢুকতে 'শ্রাবল্যাণ্ডস'-এর বড়সাহেব মিঃ জোশুয়া ওয়েন বণ্ডের করমর্দন করলেন। ভদ্রলোকের মাথায় একঝোপ সাদা চুল। তাঁর খয়েরী চোখ দুটো নরম ও স্বচ্ছ। হাসিটুকু খুব আন্তরিক। বোঝা গেল, যে বণ্ডের চিকিৎসার ভার পেয়ে তিনি সত্যিই খুশী এবং বণ্ডের সম্পর্কে আগ্রহও তাঁর প্রচুর। প্রথমে বণ্ডকে প্যাণ্ট বাদে সব জামাকাপড় খুলে ফেলতে বললেন। বণ্ডের সর্বাঙ্গে অজস্র কাটা ছেঁড়ার দাগ দেখে তিনি আস্তে করে মন্তব্য করলেন,—"কী ব্যাপার! আপনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন বলে বোধ হচ্ছে, মিঃ বণ্ড।"

বণ্ড নির্বিকভাবে বলল,—"হ্যাঁ। ওগুলো বুলেটের চুমুর দাগ। যুদ্ধের সময়!"

—"বটে! সত্যি, এই মানুষে মানুষে যুদ্ধ ব্যাপারটা বড় বীভৎস।···এবার একটু জোরে শ্বাস নিন।" মিঃ ওয়েন বণ্ডের বুকে পিঠে কান লাগিয়ে কী সব শুনলেন। তারপর বণ্ডের ওজন নিলেন, রক্তের চাপও উচ্চতা মাপলেন। শেষে তাকে একটা ডাক্তারী খাটে উপুড় করে শুইয়ে তার সর্বাঙ্গের হাড়ের জোড় মেরুদণ্ডের গাঁটগুলো নরম আঙুলের ডগা দিয়ে ঠিপে টিপে দেখলেন।

পরীক্ষা শেষ হলে, বণ্ড জামাকাপড় পরতে লাগল, আর মিঃ ওয়েন নিজের ডেস্কে বসে দ্রুত অনেক কিছু লিখে নিলেন। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন—"আমার মনে হয় মিঃ বণ্ড আপনার কোনরকম দুঃচিন্তার কারণ নেই। রক্তের চাপ একটু বেশী। মেরুদণ্ডের ওপরদিকের জোড়গুলোতে একটু চোট লেগেছে, আপনার মাথাব্যাথার কারণ বোধহয় এটাই। আর কোমড়ের নীচের একটা বড় হাড় ধাক্কা লেগে অল্প সরে গেছে! আপনি নিশ্চয়ই কোনও এক সময় বেকায়দায় আছাড় খেয়েছিলেন, তাই না?" মিঃ ওয়েন ভুরু তুলে তাকালেন বণ্ডের দিকে।

বণ্ড বলল,—"বোধহয়।" মনে মনে হিসেব করে দেখল, যে উক্ত 'বেকায়দায় আছাড়' খাওয়াটা বোধহয় ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরীর অভ্যুত্থানের সময়কার সেই ঘটনাটা। হাইংকেল ও তার সাঙ্গো-

পাঙ্গরা বণ্ডকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। তাদের হাত থেকে পালাবার জন্য বণ্ডকে লাফিয়ে পড়তে হয়েছিল চলন্ত আর্লবার্গ এক্সপ্রেস্ ট্রেন থেকে।

মিঃ ওয়েন একটা ছাপানো ফর্ম টেনে নিয়ে চিন্তান্বিতভাবে ফর্মে লেখা বিভিন্ন 'আইটেম্'-এ একে একে দাগ দিতে লাগিলেন। বল্লেন,—"হুম্! এক হপ্তা ধরে নির্দ্দিষ্ট স্বল্প খাদ্য—রক্তস্রোতের বিষ দূর করার জন্য, শরীরটাকে জুৎ করবার জন্য দলাই-মলাই, ঠাণ্ডা আর গরম জলে গোসল, হাড়ের চিকিৎসা এবং শিরদাঁড়ার চোট ঠিক করবার জন্য অল্প 'ট্র্যাকশন'। আপনাকে সারিয়ে তোলবার পক্ষে এই যথেষ্ট। আর অবশ্যই সম্পূর্ণ বিশ্রাম। আমি জানি মিঃ বণ্ড, যে আপনি একজন সরকারী চাকুরে। আপনার কাজকর্মের দুশ্চিন্তা থেকে এ-কদিন ছুটি নিলে আপনার উপকার হবে।" মিঃ ওয়েন উঠে পড়ে ছাপানো কাগজটা বণ্ডের দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন —"আধঘণ্টার মধ্যেই আপনার চিকিৎসা আরম্ভ হবে মিঃ বণ্ড। আশাকরি এক্ষুণি কাজ সুরু করতে আপনার আপত্তি নেই।"

—"ধন্যবাদ" বণ্ড কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। "আচ্ছা, ট্র্যাকশন্ ব্যাপারটা কি?"

—"ওটা একটা শিরদাঁড়া প্রসারিত করবার যন্ত্র। খুব উপকারী"। মিঃ ওয়েন সহজভাবে হাসলেন, "ওটা সম্বন্ধে অন্য রোগীরা কী বলে তা নিয়ে আপনি যেন চিন্তিত হবেন না। ওরা যন্ত্রটাকে বলে— 'মরণের তক্তা'। জানেন তো কোনও কোনও লোক কতদূর ভীতু হয়।"

—"হুম্।"

বণ্ড সাদা রঙের করিডর দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে এল। আশেপাশের সব ঘরে অনেক লোক বসে বসে পড়ছিল, বা নীচু গলায় কথা বলছিল। তারা সবাই বয়স্ক। অধিকাংশই আবার মহিলা। তাঁরা বিশ্রী ধোসা ড্রেসিং গাউন পরে বসে ছিলেন। গরম বদ্ধ হাওয়া আর এই বেলুনের মত মেয়েদের মধ্যে বণ্ড হাপিয়ে উঠল। হলের ভেতর দিয়ে প্রধান ফটকের বাইরে চমৎকার ফুরফুর হাওয়ার মধ্যে বেরিয়ে এল।

বণ্ড গাছপালার সোঁদা গন্ধে ভরা সরু রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করছিল। অসহ্য! এই যমের অরুচি জায়গাটা থেকে নিজের চাকরিটি না খুইয়ে কী করে পালানো যায়। অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে একটি সাদা পোশাক পরা মেয়ের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে গেল। মেয়েটি আসছিল জোর কদমে, সামনের মোড় ঘুরে। বণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা লাগবার আগেই চট্ করে পাশ কাটিয়ে সরে গেল, বণ্ডের প্রতি এক ঝলক কৌতুকের হাসি ছুঁড়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা মভ্ রঙের বেন্ট্‌লি গাড়ী তীব্রবেগে মোড় ঘুরে এসে পড়ল মেয়েটির ওপর। আর এক মুহূর্ত দেরী হলেই বোধহয় সে চাকার তলায় চলে যেত। কিন্তু তার আগেই বণ্ড প্রায় নাচের ভঙ্গিতে মেয়েটির কোমর ধরে ঠিক গাড়ীর বনেটের ওপর থেকে তুলে নিল। মেয়েটিকে নামিয়ে রাখতে রাখতে গাড়ীটা ঘ্যাঁস করে পাশে এসে থামল। বণ্ডের ডান হাতে তখনও এক সুপুষ্ট স্তনের স্পর্শ লেগে আছে

মেয়েটি প্রথমে চমকে উঠে "আরে!" বলে ভীষণ অবাক হয়ে তাকাল বণ্ডের মুখের দিকে। তারপরেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সে দমবন্ধ গলায় বণ্ডকে ধন্যবাদ দিল, এবং গাড়ীটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ততক্ষণে গাড়ীর ড্রাইভারের আসন থেকে একজন ভদ্রলোক খুব নির্বিকারভাবে বেরিয়ে এসে তাকে বললেন—"আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আশা করি আপনি ঠিক আছেন!" বলে ফেলেই তিনি মেয়েটিকে চিনতে পারলেন। খুব মসৃণ গলায় বলে উঠলেন —"আরে! সখী প্যাট্রিশিয়া না? কেমন আছ প্যাট্? আমার জন্য সব তৈরী তো?"

ভদ্রলোক অসামান্য সুপুরুষ। এক গাঢ় ব্রোঞ্জ রঙের রমণীরঞ্জন। মুখে চমৎকার একজোড়া গোঁফ, তার নীচে সুন্দর অধরোষ্ঠ —মেয়েরা ঘুমের মধ্যে যে ধরনের ঠোঁটে চুমু খাওয়ার স্বপ্ন দেখে। তাঁর সুগঠিত দেহ দেখে মনে হয়, যে তাঁর গায়ে স্প্যানিশ বা দক্ষিণ আমেরিকান রক্ত আছে। পুরো ছ-ফুট লম্বা অ্যাথলীটের মত চেহারা। —সব মিলিয়ে বণ্ড আন্দাজ করল, যে ইনি একটি

অনিন্দকান্তি লম্পট। জীবনে যে কটি মেয়েকে ইনি কামনা করেছেন, বোধহয় তার প্রত্যেককেই করায়ত্ত করতে পেরেছেন। এটাই সম্ভবতঃ তাঁর জীবিকা। আর জীবিকায় উপার্জনটাও প্রচুর।

মেয়েটি নিজেকে সামলে নিয়েছে। খুব রাগের সঙ্গে সে বলল—"আপনার সত্যিই সাবধান হওয়া উচিত, কাউন্ট লিপ্। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যে এ রাস্তা দিয়ে রোগীরা আর কর্মীরা হরদম যাতায়াত করে। এ ভদ্রলোক না থাকলে," মেয়েটি বণ্ডের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, "আপনি আমাকে খতম করে ফেলতেন। আর ওখানে তো একটা বিরাট সাইনবোর্ড টাঙিয়ে ড্রাইভারদের সাবধান করে দেওয়াই আছে।"

—"আমি খুবই দুঃখিত। আমার একটু তাড়া ছিল। ওয়েন-সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল আমার। কিন্তু আমি দেরী করে ফেলেছি। প্যারিসে দু-হপ্তা কাটাবার পর আমার একটু চিকিৎসার প্রয়োজন পড়েছে।" ভদ্রলোক যেন কৃপা করে বণ্ডের প্রতি একটু সৌজন্য দেখালেন—"আপনাকে ধন্যবাদ, বিপদের মুহূর্ত্তে আপনার হাত-পাগুলো সত্যিই চট্‌পট্‌ চলে। আচ্ছা, এবার আমি চলি।" ভদ্রলোক ওদের দিকে হাত নেড়ে গাড়ীতে উঠে বসলেন। গাড়ী মৃদু গর্জ্জন করে রাস্তা ধরে বাড়ীটার দিকে চলে গেল।

মেয়েটি বলল—"এবার আমাকে পালাতে হচ্ছে। ভীষণ দেরী হয়ে গেছে।" গাড়ীটা যে রাস্তা দিয়ে গেল, সেটা ধরেই দু'জনে এগোতে লাগল।

বণ্ড মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল—"তুমি কি এখানে কাজ কর?" সে জানাল, যে সে তিন বছর যাবৎ শ্রাব-ল্যাণ্ডস্-এ কাজ করছে। জানাল যে এখানে কাজ করতে তার ভালই লাগে। বণ্ড এখানে কতদিনের জন্য এসেছে, তা জেনে নিল মেয়েটি। টুকরো কথাবার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে তারা এগোতে লাগল।

মেয়েটির চেহারা এ্যাথলীটের মত। বণ্ড ভাবল, বোধহয় এ টেনিস খেলে, বা স্কেটিং করে। ঠিক এই ধরণের স্বচ্ছন্দ, আঁট্‌সাঁট্

চেহারার উপর বণ্ডের চিরকালের লোভ। তার মুখের সহজ সৌন্দর্য এমন কিছু অসাধারণ নয়। কিন্তু একজোড়া প্রশস্ত ঠোঁট তার মুখকে এমন মাদকতাময় ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক করে তুলেছে, যে তা যে কোনও পুরুষের কাছেই একটা চ্যালেঞ্জের মত। সকলের মত এ মেয়েটির পরণেও ধবধবে সাদা পোষাক। পোষাকের ভেতর দিয়ে তার বক্ষ ও নিতম্বের চড়াই-উতরাই এত প্রকট হয়ে উঠেছে, যে স্পষ্ট বোঝা যায় এই সাদা সাজের তলায় অল্পই জামাকাপড় পরেছে সে।

বণ্ড প্রশ্ন করল, যে এখানে তার একঘেয়ে লাগে কিনা। কাজকর্ম না থাকলে সে কী করে!

মেয়েটি বুঝল, যে বণ্ড আরেকটু অগ্রসর হতে চাইছে। সে একটু মুচকি হাসি ও একঝলক আনন্দিত দৃষ্টির সঙ্গে তা মেনে নিল। বলল—"আমার একটা ছোট্ট গাড়ী আছে। গাঁয়ের রাস্তায় গাড়ী চড়ে প্রায়ই ঘুরে বেড়াই। আর হেঁটে বেড়াবার জন্যও কয়েকটা চমৎকার রাস্তা আছে। তাছাড়া এখানে হরদম নতুন নতুন রোগী আসে। তাঁদের অনেকেই খুব মজার লোক। এই যে গাড়ীওয়ালা ভদ্রলোককে দেখলেন, এঁর নাম কাউণ্ট লিপ্। ইনি প্রতি বছর এখানে আসেন। আমায় দূর প্রাচ্যের সব দেশের দারুণ দারুণ গল্প বলেন। ম্যাকাও নামে একটা জায়গায় ওঁর কী যেন ব্যবসা আছে। ওটা তো হংকং-এর কাছে, তাই না?"

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ।" বণ্ড বলল, এবং মনে মনে ভাবল কাউণ্টের ওই অদ্ভুত চোখদুটো তাহলে চীনা রক্তের দরুণ। ভদ্রলোকের বংশপরিচয় জানতে পারলে মজা হত। যদি ম্যাকাও-এ জন্মে থাকেন, তবে হয়ত ওঁর গায়ে পোর্তুগীজ রক্তও থাকতে পারে।

ওরা বিরাট বাড়ীটার প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁছল। গরম হলঘরটার ভেতর ঢুকে মেয়েটি বলল—"এবার আমি দৌড় লাগাচ্ছি। আপনাকে আরেকবার ধন্যবাদ। আশা করি এখানে থাকতে আপনার ভালই লাগবে। মেয়েটি হাসল, কিন্তু রিসেপশনিস্ট্ মহিলা কড়া চোখে তাদের লক্ষ্য করছে দেখে হাসিটাকে

নিরুত্তাপ রাখল ; তারপর দ্রুত পায়ে চিকিৎসার কামরাগুলোর দিকে চলে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, বণ্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার গুরু নিতম্বের আন্দোলনের দিকে। পরে, ঘড়ির দিকে একবার দেখে নিয়ে সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

এ বাড়ীর একতলার নীচেও একটা তলা আছে, যেখানে নানারকম চিকিৎসা হয় ; বণ্ড সেখানেই নেমে এল। চতুর্দিকে শুধু সাদা রং আর জীবাণু-নাশক ওষুধের হালকা গন্ধ। একটা দরজার ওপর লেখা —"পুরুষ-দের চিকিৎসা-কক্ষ।" দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে একজন মালিশওয়ালা অন্তরঙ্গভাবে অভ্যর্থনা জানাল বণ্ডকে। বণ্ড জামাকাপড় খুলে ফেলে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে মালিশ-ওয়ালার পেছন পেছন একটা লম্বা ঘরে এসে ঢুকল।

লম্বা ঘরটা প্লাষ্টিকের পর্দার সাহায্যে অনেকগুলো কামরায় বিভক্ত। প্রথম কামরাটাতে পাশাপাশি দুজন বয়স্ক লোককে বৈদ্যুতিক চাদরের সাহায্যে ঘামানো হচ্ছে। তাদের টকটকে লাল হয়ে যাওয়া মুখ থেকে স্রোতের মত ঘাম বেরোচ্ছে। তার পরে দুটো মালিশের টেবিল। একটার ওপর এক কমবয়েসী, কিন্তু ভীষণ মোটা ভদ্রলোকের টোল খাওয়া ন্যাকাশে দেহ মালিশের চোটে বিশ্রীভাবে থল্‌থল্‌ করছে।—এসব দেখেই তো বণ্ডের মাথা ঘুরতে লাগল। কোনোরকমে তোয়ালেটা খুলে অন্য টেবিলটার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে মালিশওয়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করল। মালিশ আরম্ভ হল। এত দক্ষ ও গভীর মালিশ বণ্ড জীবনে নেয়নি।

মালিশের চোটে বণ্ডের স্নায়ু ঝন্‌ঝন্‌ করছে, পেশী এবং তন্তুগুলো ব্যথায় ককিয়ে উঠছে। কিন্তু তার মধ্যেই সে আবছাভাবে অনুভব করল, যে পাশের টেবিলের মোটা মানুষটি হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠে পড়ল। এবং খানিক পরে অন্য একজন রোগী এসে সে টেবিলটি দখল করলেন। শুনতে পেল পাশের টেবিলের মালিশওয়ালা বলছে,—"আপনাকে তো হাতঘড়িটা খুলতে হবে, স্যার!"

কাউন্ট লিপ্-এর ভদ্র, মসৃণ কণ্ঠস্বর চিনতে বণ্ডের দেরী হল না। তিনি খুব ওজন নিয়ে বললেন,—"বাজে কথা বোলো না, ভাই। আমি প্রতিবছর এখানে আসি, এবং মালিশের সময় সর্বদাই হাতঘড়ি পরে থেকেছি। আমি এটা পরেই থাকছি। তুমি কিছু মনে কোরো না।"

মালিশওয়ালা ভদ্র অথচ দৃঢ় গলায় বলল—"আমি দুঃখিত, স্যার। এর আগে নিশ্চয়ই অন্য কেউ আপনাকে মালিশ করত। হাতঘড়ি পরে থাকলে হাত মালিশ করবার সময় রক্তচলাচলে বাধার সৃষ্টি করে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন স্যার···।"

এক মুহূর্তে সব চুপচাপ। কাউন্ট যে কী কষ্টে নিজের রাগ দমন করছেন, সেটা বণ্ড প্রায় অনুভব করতে পারল। তিনি কথা বললেন, চিবিয়ে চিবিয়ে—অসীম দ্বেষের সঙ্গে—"খুলে নাও তাহলে।" 'হারামজাদা' আর বলবার দরকার করল না। কথা বলবার ভঙ্গী থেকেই ও কথাটা আন্দাজ করে নেওয়া যায়।

"ধন্যবাদ স্যার।" খানিক পরে পাশের টেবিলে মালিশ আরম্ভ হল।

এই সামান্য ঘটনাটুকু বণ্ডের কাছে বড় অদ্ভুত ঠেকল। মালিশের সময় হাতঘড়ি তো খুলতেই হবে। সেটা পরে থাকবার জন্য এরকম ধ্বস্তাধ্বস্তির মানেটা কি? যতো সব ছেলেমানুষী।

"এবার একটু চিৎ হয়ে শোবেন, স্যার।"

বণ্ড চিৎ হয়ে শুল। এবার সে মাথা নাড়াতে পারে। সে খুব সহজভাবে একবার ডানদিকে তাকাল। কাউন্টের মুখ বণ্ডের বিপরীত দিকে ফেরানো। তাঁর বাঁ-হাত টেবিল থেকে মেঝের দিকে ঝুলে পড়েছে। রোদেপোড়া হাতটা যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখানে কব্জি ঘিরে প্রায় সাদা চামড়া। অর্থাৎ কাউন্ট সর্বদা ঘড়ি পরে থাকবার দরুণ ওজায়গাটা কখনও রোদের ছোঁয়া পায়নি। দাগের ঠিক মাঝখানে, যে জায়গায় ঘড়িটা থাকে, সেখানে চামড়ার ওপর লাল উল্কিতে একটা চিহ্ন আঁকা। একটা আঁকাবাঁকা দাগ ও তার ওপর আড়াআড়ি দুটো লম্বা টান।

বটে। কাউণ্ট লিপ্‌ তাহলে এই চিহ্নটাকে দেখাতে চাইছিলেন না? বণ্ড ঠিক করল, যে তার গুপ্তচর বিভাগের নথিপত্র ঘেঁটে একটু খোজ নিতে হবে। দেখা যাক্‌, এই যারা হাতঘড়ির আড়ালে গুপ্ত পরিচয়চিহ্ন বয়ে বেড়ায়, তাদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কিনা।

৩ বিচিত্র চিকিৎসা

বণ্ডের শরীর নিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ হল। একঘণ্টা দলাই-মলাই করবার পরে তার মনে হল যেন শরীরটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। কোনো রকমে সে কাপড় চোপড় পরে নিল, M কে অভিশাপ দিল এই অত্যাচারের জন্য। তারপরে ওপরে উঠে এল অত্যন্ত দুর্বলভাবে। সামনের বড় বসবার ঘরটায় ঢোকবার মুখে দুটো টেলিফোনের খুপরি রয়েছে। সেখান থেকে ও সেই নম্বরে ডাক দিল, ওর সরকারী অফিসে, বাইরে থেকে একমাত্র যে নম্বরে ডাকা যায়। সে জানে, যে এরকম সমস্ত ডাক সদর দপ্তরে আড়ি পেতে শোনা হয়। সে যখন Records-এর দপ্তর চাইল তখন টেলিফোনের আওয়াজ শুনেই বুঝল, লোকে আড়ি পেতেছে। সে সে নিজের নম্বরটা (007) দিয়ে প্রশ্ন করল, যে তার জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি হচ্ছে খুব সুন্দর, প্রাচ্য জাতীয় এবং ওর দেহে পর্তুগীজ রক্ত থাকতে পারে, [illegible]লে তার খবরটা সে দিল। দশ মিনিটবাদে Records সেক্শনের বড়কর্তা তাকে ফোনে ডেকে কথা বললেন।

উনি বললেন, খুব উৎসুক হয়ে—ঐ চিহ্নটা হচ্ছে একটা 'Tong চিহ্ন। এর নাম হচ্ছে 'লাল বজ্রের Tong'। চীনেম্যান ছাড়া এই দলের সভ্য সাধারণতঃ দেখা যায় না। এটা সাধারণ ধার্মিক একটা দল নয়। সম্পূর্ণ অপরাধীদের দল। আমাদের 'Station h' একবার এদের সঙ্গে লড়তে বাধ্য হয়েছিল। এদেরকে হংকং-এ পাওয়া যায়, কিন্তু এদের আসল ঘাঁটি হচ্ছে ম্যাকাও-এ। Station h পিকিং পর্যন্ত গুপ্তচর লাগিয়ে প্রচুর পয়সা খরচ করেছিল। গোড়ায় ব্যাপারটা ভাল চলছিল। কাজেই তারা যথেষ্ট খাটাখাটুনি করতে আরম্ভ করেছিল। তার পরে ব্যাপারটা একেবারে চেচে গেল। 'Station H'-এর জনাদুয়েক একেবারে ওপরের লোকেরা মারা গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল লুকোচুরির ব্যাপার। পরে

বোঝা গেল যে Redland,-এর সঙ্গে এদের একটা যোগাযোগ আছে। তারপর থেকে এরা মাঝে মাঝে বেআইনী মাদকদ্রব্য চালান করে শোনা গেছে, বাংলাদেশে এরা সোনার চোরাকারবারী করেছে বলে জানা গেছে, এবং প্রথমশ্রেণীর দাসব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছে, তাও জানা গেছে। এদের সম্পর্কে যদি কিছু খবর জোগাড় করতে পার,—কাজে আসবে।"

বণ্ড বলল,—"ধন্যবাদ। না, আমি এখণও পরিষ্কার কিছু ধরতে পারিনি। এই প্রথম আমি এই সব 'লাল বজ্রের Tong'-দের নাম শুনলাম। যদি কিছু ঘটে, আপনাকে খবর দেব। এখন আসি।"

বণ্ড খুব চিন্তাপূর্ণ চিত্তে ফোনটা নামিয়ে রাখল। ও ভাবল, এই লোকটা শ্রাব্‌ল্যাণ্ডে কি করছে। বণ্ড টেলিফোনের খুপরী থেকে বেরিয়ে এল। পাশের খুপরির একটু আওয়াজ পেয়ে সে ঘুরে দেখল। তার দিকে পেছন করে কাউণ্ট-লিপ্‌ তক্ষুণি ফোন তুলে ধরেছেন। কতক্ষণ সে সেখানে ছিল? সে কি বণ্ডের প্রশ্নগুলো শুনতে পেয়েছে? অথবা তার মন্তব্য? বণ্ড তার পেটের মধ্যে সেই মোচড়ানো ব্যথাটা অনুভব করল, যেটা হয়, সে জানে, যখনই ওর ধারণা হয় যে সে বিপজ্জনক এবং বোকার মত ভুল করে বসেছে।

সে নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল; এখন সাড়ে সাতটা। হেঁটে চলে গেলে খাবার ঘরে, যেখানে এখন খাবার দেওয়া হচ্ছে। সেখানে একটি বয়স্ক মহিলাকে সে নিজের নাম জানাল, সেই মহিলা কাগজটাগজ দেখে একটা শাকসব্জির ঝোল মগে করে এনে দিলেন। মগটা হাতে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বণ্ড বলল—"এই কি পুরো খাবার?"

মহিলা হাসলেন না। কঠোর ভাবে বললেন—"আপনার ভাগ্য ভাল। এটুকুও পাবেন না যখন চিকিৎসার নতুন পর্যায় আরম্ভ হবে। এরপর থেকে রোজ দুপুরে একটু শাকসব্জির ঝোল পাবেন, এবং বিকেল চারটেয় দু-কাপ করে চা।"

বণ্ড একটা তিক্ত হাসি হাসল। ঐ জঘন্য মগটাকে নিয়ে এক

কোণে একটা টেবিলে বসে খেতে থাকল। একেবারে জলবৎতরলং ঝোল। আশেপাশে ওরই মত রোগীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখে তার মায়া লাগল, কারণ এখন সে তাদেরই দলে। তার এখন এই দলেই দীক্ষা হয়ে গেছে। সে ঝোলের শেষ গাজরের টুকরোটা পর্যন্ত খেল, তারপর অন্যমনস্কভাবে নিজের ঘরের দিকে রওনা হল। সে ভাবছিল কাউণ্ড লিপের কথা, ভাবছিল ঘুমের কথা, কিন্তু সবচেয়ে বেশী ভাবছিল নিজের খালি পেটের কথা।

এইরকম দুদিন যাবার পরে বণ্ড অসহ্য বোধ করতে লাগল। সব সময় খানিকটা মাথাধরা, চোখ হলদে হয়ে এসেছে, জিভ প্রতিমুহূর্তে জ্বালা করছে। তাকে যে মালিশ করে, সে বলল চিন্তার কোন কারণ নেই। এইটাই হওয়া উচিত। কিছু না তার দেহ থেকে বিষগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। বণ্ড এখন এত অবসন্ন, যে তর্ক করল না। এখন খাওয়া ছাড়া কোন চিন্তাই বণ্ডের মাথায় আসে না।

তৃতীয় দিনে বণ্ডকে মালিশ-টালিশ করে হাড়মালিশ করবার ঘরে পাঠানো হল। এটা হাসপাতালের একটা নতুন দিক। সে যখন ঘরটার দরজা খুলে ঢুকল, তখন ভেবেছিল একটা জোয়ান মত লোক নিশ্চয়ই তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু দেখল, সেই প্রথম দিনে দেখা প্যাট্রিশিয়া বলে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। বণ্ড অবাক হয়ে বলল—"আরে সর্বনাশ, তুমি কি এই করো নাকি?"

প্যাট্রিশিয়া লোকজনের এই ধরণের কথা শুনে অভ্যস্ত, এবং এবিষয়ে যথেষ্ট রাগিতও বটে। হাসল না। সোজা কাজের ভঙ্গিতে বলল—"যারা এই সব কাজ করে তাদের শতকরা কুড়িভাগই মেয়ে। কাপড় খুলুন। শুধু প্যাণ্টটা পরে থাকবেন।"

বণ্ড একটু মজাই পেলে, এবং মেয়েটির হুকুম তামিল করল। তারপর প্যাট্রিশিয়া তাকে ওর সামনে দাঁড়াতে বলল। মেয়েটি ওর চারপাশে ঘুরে তাকিয়ে দেখাল, শুধু ব্যবসাদারি চোখ নিয়ে। ওর দেহে যত কাটার দাগ আছে, সেগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করল না। শুধু বলল,—"মুখ নীচু করে খাটে শুয়ে পড়ুন।" তারপর ছুটো

শক্ত হাতে পরিষ্কারভাবে সে বণ্ডের গ্রন্থিগুলো মুচড়ে মুচড়ে ঠিক করে আরম্ভ করল।

বণ্ড শিগগীরই বুঝল, যে মেয়েটি যথেষ্ট শক্তিশালী। বণ্ডের শক্ত মজবুত দেহ প্যাট্রিশিয়ার পক্ষে কিছুই নয়। বণ্ড একটা সুন্দর মেয়ে এবং একটা অর্ধউলঙ্গ পুরুষের মধ্যে এইরকম নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্কে খানিকটা বিরক্তই হয়ে উঠল। কাজকর্ম হয়ে যাবার পরে প্যাট্রিশিয়া ওকে দাঁড়াতে বলল এবং বণ্ডের দুই হাত নিজের গলার পেছনে মুঠি করে ধরতে বলল। সামান্য দূরত্ব থেকেও তার চোখে খালি নিজের কাজের কথা ভাসছে। হঠাৎ সে একটা ঝাকুনি দিল, বোধহয় বণ্ডের শিরদাঁড়াটাকে ঠিক করার জন্য। এবার বণ্ড সত্যি-সত্যিই চটে গেল। যখন প্যাট্রিশিয়া ওকে হাত ছাড়াতে বলল, উলটে বণ্ড ঝটকা দিয়ে তাকে সামনে টেনে এনে চুমু খেল। প্যাট্রিশিয়ার চোখ আগুনের মত জ্বলে উঠল, গাল হয়ে গেল লাল।

বণ্ড হাসল।

বণ্ড বলল—"ঠিক আছে, আমাকে এটা করতেই হত। তুমি যদি ডাক্তার হতে চাও তাহলে এত সুন্দর ঠোঁট তোমার থাকা উচিত নয়।"

প্যাট্রিশিয়া বললে, "গতবার এ কাণ্ড যখন ঘটেছিল, তখন সেই ব্যক্তিটিকে পরের ট্রেনেই রওনা হতে হয়েছিল।"

বণ্ড তার দিকে একপা এগিয়ে গিয়ে বলল—"সত্যিই যদি সে রকম কোনো সম্ভাবনা থাকে, তবে এস, আরেকবার তোমায় চুমু খেয়ে নিই।"

প্যাট্রিশিয়া বলে—"বোকামি করবেন না। আপনার কাপড়-চোপড় তুলে নিন। এরপর আধঘণ্টা ট্র্যাকশন'। এতে আপনাকে কিছুক্ষণ চুপ করিয়ে রাখবে বলে মনে হয়।"

বণ্ড বলল—"ঠিক আছে। কিন্তু তোমার পরের ছুটির দিনে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে হবে।"

প্যাট্রিশিয়া বলল—"দেখা যাবে। পরের চিকিৎসার দিনে আপনি কিরকম ব্যবহার করেন, তার ওপর ঘটনাটা নির্ভর করছে।"

প্যাট্রিশিয়া দরজা খুলে ধরল, বণ্ড বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা খেল কাউন্টলিপ-এর সঙ্গে। লিপ তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে প্যাট্রিশিয়ার কাছে হেসে বললেন—"মার খেতে এলাম। আশা করি আজকে তোমার গায়ের জোর খুব বেশী নেই।"

প্যাট্রিশিয়া গম্ভীর মুখে বললো—"তৈরী হয়ে নিন। আমি বণ্ড সায়েবকে অন্য চিকিৎসার ঘরে পৌঁছে দিয়ে এক্ষুণি ফিরছি।"

সে বণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দা দিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলে গেল।

সে গিয়ে একটা ছোট ঘরের দরজা খুললো। সেখানে নানা রকম ডাক্তারী যন্ত্রপাতি এবং একটি ডাক্তারী বিছানা রয়েছে। ঘরের চেহারা দেখেই বণ্ড ঘাবড়ে গেল। অত্যন্ত সন্দেহের চোখে সে জিনিসগুলো দেখতে থাকে। একটা বৈদ্যুতিক মোটর লাগানো আছে বিছানার তলায়, কতকগুলো দণ্ড খাড়া করা আছে, আর তাদের সঙ্গে মোটা মোটা চামড়ার বন্ধনী লাগানো। সামনে একটা মিটার মত আছে, যেখানে রক্তচাপ মাপার ব্যবস্থা আছে।—

প্যাট্রিশিয়া চামড়ার বন্ধনীগুলো খুলে বললো—"দয়া করে মুখ নীচু করে শুয়ে পড়ুন তো।—"

বণ্ড অত্যন্ত চটে বললো—"যতক্ষণ এই ব্যাপারটা কি ঘটছে আমি বুঝতে না পারবো, ততক্ষণ আমি শোব না। এই জিনিসটার চেহারাটাই আমার খারাপ লাগছে।"

প্যাট্রিশিয়া একটু অধীর ভাবে বললো—"এটা কিছুই নয়, আপনার শিরদাঁড়াটা টেনে সোজা করার একটা যন্ত্র। আপনার শিরদাঁড়াটায় সামান্য গণ্ডগোল আছে, সেইটা সারাতে এটার সাহায্য নেব। দেখবেন, এটা মোটেই খারাপ কিছু নয়, বরং শরীরকে খুব ঠাণ্ডা করবে। অনেক রোগী এমনকি ঘুমিয়েও পড়ে এখানে শুয়ে।"

বণ্ড দৃঢ়ভাবে বললো—"এই রোগীটি ঘুমাবে না। কত জোরে তুমি আমাকে মারছ, আগে আমাকে বলতে হবে। ঐ লাল লাল লেখাগুলো কি? তুমি আমাকে ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করবে না তো?"

প্যাট্রিশিয়া বললো—"বোকামি করবেন না। যদি সত্যিই বেশী জোর পড়ে যায় তাহলে বিপদের আশংকা আছে। কিন্তু আমি আপনাকে অত্যন্ত কম জোর দেব। আসুন শুয়ে পড়ুন। আর একজন রোগী আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

বণ্ড অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুয়ে পড়লো। তারপর বললো—"যদি তুমি আমায় খুন কর, আমি তোমার নামে কেস করব।"

বণ্ড এর বুকে, পায়ে চামড়ার বন্ধনীগুলো প্যাট্রিশিয়া লাগিয়ে দিল। তারপর কি সব যন্ত্রের মধ্যে কতকগুলো সুইচ্ টিপে দিল। বৈদ্যুতিক মোটরটা গোঁ গোঁ শব্দে চলতে আরম্ভ করলো। বণ্ড অনুভব করলো, চামড়ার বন্ধনীগুলো একেবার শক্ত হয়ে তাকে টেনে ধরছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে।—অনুভূতিটা বিচিত্র, কিন্তু কষ্টকর নয়।

প্যাট্রিশিয়া জিজ্ঞেস করলো—"কেমন, খারাপ লাগছে না তো?

বণ্ড বললো—"না, লাগছে না।"

সে শুনতে পেল প্যাট্রিশিয়া ঘরের বাইরে চলে গেল এবং বাইরের দরজা বন্ধ করার শব্দ ভেসে এল। বণ্ড সেই যন্ত্রের আওয়াজ এবং চামড়ার বন্ধনীগুলোতে চাপ খেতে খেতে আস্তে আস্তে আরাম বোধ করতে লাগলো। সত্যিই জিনিষটা খারাপ নয়। মিছিমিছি সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

মিনিট পনের বাদে সে দরজা খোলবার আওয়াজ পেল এবং প্যাট্রিশিয়া এসে ঢুকলো।

প্যাট্রিশিয়া বললো—"কেমন, ভাল লাগছে তো?"

বণ্ড বললো—"চমৎকার।"

প্যাট্রিশিয়া এসে যন্ত্রগুলোতে আরও কি যেন সব করলো যার ফলে যন্ত্রের আওয়াজটা আরও বেড়ে গেল।

প্যাট্রিশিয়া তার মুখের কাছে মুখ এনে আশ্বাসের ভঙ্গীতে পিঠে হাত রেখে বললো—"আর মাত্র মিনিট পনের লাগবে।"

বণ্ড বললো—"ঠিক আছে।"

আবার দরজা বন্ধ হবার শব্দ হোল। বণ্ড ঐ যন্ত্রের টানা-ছাড়ার ছন্দে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেল।—

বোধহয় পাঁচ মিনিট পরে সামান্য হাওয়ার ঝাপটায় বণ্ড চোখ খুল্‌লো। তার ঠিক চোখের সামনে একটা হাত, একটা পুরুষের হাত। ঐ যন্ত্রটার হাতলের দিকে হাত বাড়িয়ে যন্ত্রের গতিবেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে। প্রথমে বণ্ড ঘটনাটা বুঝতে পারেনি, কিন্তু একটু পরেই বুঝে চীৎকার করবার চেষ্টা করলো, ততক্ষণে যন্ত্র তার দেহ নিয়ে তাণ্ডব আরম্ভ করে দিয়েছে। বণ্ড এর সমস্ত শরীর প্রচণ্ড ব্যথায় ভরে গেছে। আবার সে মাথা তুলে চীৎকার করবার চেষ্টা করলো, তার মাথা পড়ে গেল। একটা ধোঁয়ার পর্দার আড়াল থেকে সে দেখতে পেল, সেই মানুষটির হাত আস্তে যন্ত্রের সুইচ থেকে নেমে এল। হাতটা তার চোখের সামনে দিয়ে সরে গেল, হাতের কব্জীতে সেই মারাত্মক লাল সাঙ্কেতিক উল্কি আঁকা আছে।

তার কানের কাছে একটা গলা সে শুনতে পেল। সেই গলা বললো—"বন্ধুবর, আর আমাকে ঘাঁটাতে এসনা। কথাটা মনে রেখ।"

লোকটা বোধ হয় চলে গেল। ভীষণ যন্ত্রণায় বণ্ড চীৎকার করবার চেষ্টা করলো। তার সারা গা দিয়ে ঘাম বেরোচ্ছে। সে ছট্‌ফট্ করবার চেষ্টা করলো।

তারপর হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল।—

৪ এক্লুরেজ—একটি বিচিত্র অনুভূতি

মানুষের দেহ কখনও যন্ত্রণার স্মৃতি বয়ে বেড়ায় না। আঘাত যখন লাগে. সে খবর যেমন তাড়াতাড়ি মস্তিষ্কে এবং স্নায়ুতে গিয়ে পৌছোয়, ঠিক ততটা তাড়াতাড়ি তারা সে স্মৃতি ভুলে যেতে পারে। কোন সুন্দর স্মৃতি আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত রোমন্থন করতে পারি। কিন্তু যন্ত্রণাটা ঠিক কি রকম লেগেছিল, সেটা আর পরে মনে করা যায় না। বণ্ড শুয়ে শুয়ে নিজের দেহের অনুভূতিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখছিল। সে দেখে অবাক হোল যে সেই অমানুষিক যন্ত্রণার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অবশ্য তার সমস্ত শিরদাড়া ভীষণ ব্যথা করছিল, যেন কেউ মুগুর দিয়ে সমস্তটাকে পিটিয়েছে, কিন্তু সে যন্ত্রণার তুলনায় এটা কিছুই নয়।

কতকগুলো গলার মৃদু আওয়াজ শোনা গেল।

—"কিন্তু, প্যাট্রিশিয়া, তুমি কি করে জানলে যে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে?"

—"ঐ ট্র্যাকশান যন্ত্রের আওয়াজটা শুনে। ওর এত জোর আওয়াজ আমি কোনদিন শুনিনি। আমি অন্য একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আওয়াজ শুনে ভাবলাম হয়তো দরজাটা খোলা আছে। তবু একবার দেখবার জন্যে গেলাম। গিয়ে দেখি সাংঘাতিক ব্যাপার —ইণ্ডিকেটার ২০০-র দাগ পর্য্যন্ত উঠে গেছে। আমি কোন রকমে Lever-টা টেনে নামিয়ে ওঁর গায়ের Strap-গুলো খুলে ফেললাম, আর চট্‌পট্ কোরামিন এনে ভদ্রলোকের শিরায় একটা ইন্‌জেকশান দিয়ে দিলাম। ওঁর নাড়ী তখন ভীষণ দুর্বল। এরপর আমি আপনাকে ফোন করি।"

—"তোমার যা করা উচিত ছিল, তা সবই ঠিক ঠিক করেছ। এবং আমার মনে হয় না এই বিশ্রী ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব আছে।" এটা মিঃ ওয়েনের গলা, বণ্ড বুঝলো।

একটু পরে মিঃ ওয়েন একটু দ্বিধার সঙ্গে আবার বললেন—"ব্যাপারটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক, আমার মনে হয় এই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই যন্ত্রের Lever-টা নেড়েচেড়ে কোন কায়দা করতে গিয়েছিলেন। এই ট্র্যাকশান চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের এক্ষুণি বিশেষ কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে হবে—এ ভদ্রলোকের মারা যাওয়াটাও অসম্ভব ছিল না।"

একটা হাত বণ্ডের কব্জিতে চাপ দিয়ে তার নাড়ী দেখলে। বণ্ডের মাথার ভিতরটা কেমন এলোমেলো লাগছিল। তার হঠাৎ ভীষণ রাগ হোল M-এর ওপর। M একটা পাগল। তাঁর দোষেই এই পুরো বাজে ব্যাপারটা হোল। বণ্ড ঠিক করলো একবার এখান থেকে বেরোতে পারলেই সে সোজা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবে। গিয়ে তাকে বোঝাবে যে M একটা বদ্ধ উন্মাদ—দেশের পক্ষে বিপদজনক। এরপরে বণ্ডের চিন্তাগুলো সব কি রকম তাল গোল পাকিয়ে গেল। তার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগলো কাউন্ট লিপ-এর লোমওয়ালা হাত, প্যাট্রিশিয়ার ঠোঁট, আর শাকের ঝোল। আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হয়ে যাওয়ার আগে, সে মিঃ ওয়েনকে মৃদু গলায় বলতে শুনলো—"হাড়টাড় কিছু ভাঙেনি, তবে অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, আর জোর 'শক' পেয়েছেন। পাট্রিশিয়া, তোমাকে এঁর সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হলো। এঁর এখন দরকার বিশ্রাম, উত্তাপ এবং এক্সুরেজ। তুমি বুঝতে ?"

* * *

বণ্ড-এর যখন আবার জ্ঞান ফিরে এল, সে দেখলো যে সে উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছে, আর তার সমস্ত শরীরে এক অদ্ভুত অনুভূতি। দেহের নীচে উষ্ণ বৈদ্যুতিক চাদর, আর তার পিঠ দু-দুটো Sun Lamp-এর আলোয় ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠছে। এবং দুটি নরম হাত তার ঘাড় থেকে হাঁটু পর্যন্ত এক বিচিত্র কায়দায় মালিশ

করছে। বণ্ড-এর এত আরাম লাগল যে বলবার নয়।

সে ঘুম ঘুম চোখে জিজ্ঞেস করলো—"এটাকেই এফ্লুরেজ বলে?"

প্যাট্রিশিয়ার কোমল গলা শোনা গেল—"আমি ভাবছিলাম এইবার আপনার জ্ঞান ফিরে আসবে। আপনার গায়ের রংটা হঠাৎ কিরকম বদলে গেল। কেমন লাগছে?"

—"দারুণ! তবে বরফ দেওয়া একটা ডবল হুইস্কি পেলে আরও ভাল লাগতো।"

প্যাট্রিশিয়া হেসে ফেললো। বললো—"মিঃ ওয়েন বললেন যে আপনার এখন এক কাপ হাল্কা চা খাওয়া উচিত। কিন্তু আমার মনে হোল আর একটু গরম কোন জিনিষ আপাততঃ আপনার বেশী ভাল লাগবে। তাই অল্প খানিকটা Brandy এনেছি, আর বরফ-ও আছে প্রচুর। ইচ্ছে হলে খেতে পারেন। আপনার ড্রেসিং গাউনটা পাশেই আছে। উঠে বসে পরে নিন। আমি অন্যদিকে ফিরে আছি।"

বণ্ড আস্তে আস্তে পাশ ফিরলো। দেখলো তার সর্বাঙ্গ এখনও টন্‌টন্ করছে, যদিও ব্যাথা অনেকটা কম। সে সাবধানে উঠে ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে পা ঝুলিয়ে বসলো।

প্যাট্রিশিয়া তার সামনে এসে দাঁড়ালো—শুভ্র সুন্দর ও লোভনীয়। ভর্ত্তি গেলাসটা সে বণ্ড-এর দিকে বাড়িয়ে দিল। বরফের টুং টাং শব্দের সঙ্গে চুমুক দিতে দিতে বণ্ড মনে মনে বিবেচনা করলো—এই মেয়েটি সত্যই চমৎকার। একে বিয়ে করলে মন্দ হয় না। ও আমাকে সারাদিন ধরে এফ্লুরেজ দেবে আর মাঝে মাঝে এই রকম কড়া একগেলাস করে মদ। দিনগুলো ভালোই কাটবে। বণ্ড প্যাট্রিশিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলো এবং খালি গেলাসটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে—"আর একটু।"

প্যাট্রিশিয়া হাসলো। বণ্ড ভাল হয়ে ওঠাতে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছিল। গেলাসটা নিয়ে বললো—"বেশ, আর ঠিক একবার। কিন্তু মনে রাখবেন এটা আপনি খালি পেটে খাচ্ছেন।" এই বলে সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বণ্ডের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো।

বললো—"এবার আপনি বলুন দেখি ব্যাপারটা ঠিক কি হয়েছিল? আপনি কি Leverটা টেনে ফেলেছিলেন? আমাদের এখানে এর আগে কখনও এরকম হয়নি। আপনি আমাদের খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।"

বণ্ড তার চোখের দিকে তাকালো। খুব শান্ত ভাবে বললো—"ঠিকই ধরেছ। আমি নড়েচড়ে আর একটু ভাল ভাবে শোওয়ার চেষ্টা করছিলাম। হাতটা সরতে গিয়ে হঠাৎ মনে হোল একটা শক্ত কিছুর সঙ্গে জোরে ধাক্কা লেগে গেল। ঐ Lever-টার সঙ্গেই লেগেছিল বোধহয়। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। ভাগ্যিস তুমি তাড়াতাড়ি এসে পড়েছিলে।"

প্যাট্রিশিয়া আর একবার গ্লাস ভর্ত্তি করে বণ্ডকে এগিয়ে দিল,—"যাক যা হবার হয়ে গেছে। আপনার ভাগ্য ভাল যে তেমন খারাপ কিছু হয়নি। আর দুদিনের মধ্যে আপনি একেবারে ঠিক হয়ে যাবেন।"

প্যাট্রিশিয়া থামলো একটু। তারপর বিব্রতভাবে বললো—"আর, মিঃ ওয়েন বলেছিলেন, যে আপনি, মানে, যদি এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে চুপচাপ থাকেন তাহলে খুব ভাল হয়। কারণ অন্য রোগীরা শুনলে ঘাবড়ে যেতে পারেন।"

বণ্ড একবার ভেবে দেখলো যে এই দুর্ঘটনার খবর বেরিয়ে পড়লে কি কেলেঙ্কারীটাই না হবে। বণ্ড কল্পনায় দেখলো—খবরের কাগজের বিরাট হেড লাইন—"যান্ত্রিক গোলযোগে রোগীর অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিচ্ছিন্ন-প্রায়। প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়ে ভীষণ কাণ্ড।"

বণ্ড বলল—"ভয় নেই, আমি কাউকে কিছু বলব না। হাজার হলেও, দোষটা তো আমারই।" সে গ্লাসটি শেষ করে ফেরৎ দিল। আস্তে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললো—ভাল লাগলো, খুবই ভাল লাগলো। এখন আর একটু 'এক্সুরেজ' হলে মন্দ হয় না। আর, ভাল কথা, আমায় বিয়ে করবে? আজ পর্যন্ত তোমাকেই দেখলাম একমাত্র মেয়ে যে একজন পুরুষকে ঠিকঠিক ম্যানেজ করতে পারে।"

প্যাট্রিশিয়া হেসে উঠ্‌লো। বললো—ইয়ারকি পরে হবে, এখন উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন দেখি। আপনার পিঠে মালিশ দরকার।"

—"কি করে জানলে ?

* * * *

দুদিন পরের কথা। বণ্ড আবার প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়ের সেই ঝিম ধরা পরিবেশে ফিরে এসেছে। আবার সেই পুরনো রুটীন—সকালের গ্লাস ভর্ত্তি গরম জল, শাকের ঝোল, কয়েক টুকরো কমলা-লেবু (কমলা লেবু যে ও রকম পাতলা করে কাটা যায়, তা আগে জানা ছিল না), মালিশ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে বণ্ড-এর সবচেয়ে ভাল লাগে, তার দৈনিক চায়ের দোকানে যাওয়াটা। বণ্ড চিরকাল চা জিনিষটাকে অপছন্দ করে এসেছে। কিন্তু আজকাল প্রতিদিন সে উৎসাহের সংগে (তার পক্ষে যতটা সম্ভব) হেঁটে অথবা বাসে করে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসে। সেখানে একগাদা চিনি দিয়ে রীতিমত তারিয়ে তারিয়ে একটি কাপ চা শেষ করে। আজ তার কাছে তিন কাপ চা, পুরো আধ বোতল শ্যাম্পেনের মতন লোভনীয় ও শক্তিদায়ক।

যদিও এই বিদঘুটে চিকিৎসা তাকে সারাক্ষণ খুব দুর্বল করে রাখছিল, তবু বণ্ড এর মনে তিনটি জিনিষ সম্বন্ধে লোভ ক্রমশঃ বাড়ছিল। প্রথমতঃ খুব বড় এক প্লেট মনের মত করে রান্না করা 'স্প্যাঘেটী' (Spaghetti) সংগে পুরো এক বোতল 'কিয়ান্তী' (Chianti), দ্বিতীয়তঃ প্যাট্রিশিয়ার বলিষ্ঠ ও লোভনীয় শরীর, এবং তৃতীয়তঃ কাউন্ট লিপ-এর সংগে একটা চুলচেরা শোধবোধ করে নেওয়া।

প্রথম দুটো পরে হলেও চলবে, কিন্তু কাউন্ট লিপ্‌-এর সংগে বোঝা-পড়াটা শীগগিরই হওয়া দরকার। এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে বণ্ড সুস্থ হবার পর থেকেই রীতিমত মতলব আঁটছিল।

চিকিৎসার ফাঁকে ফাঁকে অভ্যস্ত গুপ্তচরসুলভ রীতিতে বণ্ড, কাউন্ট লিপ্‌-এর বিভিন্ন খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করতে লাগল।

প্যাটি শিয়া অথবা মালিশওয়ালা ইত্যাদির সংগে টুকিটাকি কথা-বার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে এই খোঁজ খবর চলতে লাগলো। একদিন কাউন্টের অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর ঘরের তালা খুলে বণ্ড সে ঘরটাতে আগাগোড়া অনুসন্ধান চালালো। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু সুবিধা হল না। সে শুধু জানতে পারল যে, এই কাউন্ট পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ঘোরাফেরা করেন। কারণ, ওঁর পাশের মোজা থেকে গালের ব্লেড পর্যন্ত প্রতিটি জিনিস পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে কেনা

কাউন্ট লিপ বণ্ডকে কি করেছে, সেটা সদর দপ্তরে জানানোর কথা সে একেবারেই মাথায় আনেনি। কারণ শ্রাবল্যাণ্ডের পটভূমিকায় গোটা ব্যাপারটা কেমন যেন অবাস্তব ও হাস্যকর লাগে। জেমস্ বণ্ড্ ইংল্যাণ্ডের গুপ্তচর বিভাগের একটি সেরা অস্ত্র। আর সে কিনা এই এক হতচ্ছাড়া জায়গায় এসে দিনের পর দিন মুখ বুঁজে গরম জল ও সব্জীর ঝোল খেয়ে চলেছে। তারপর তাকে এক তক্তায় হাত-পা বেঁধে পেড়ে ফেলা হল। তৎক্ষণাৎ একটি লোক এসে আরামসে লিভারটাকে টেনে কয়েক দাগ তুলে দিল এবং শত্রুযুদ্ধ-জয়ী [illegible] মহাশয় কীচকবধ হতে হতে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন।

নাঃ। বণ্ড ঠিক করলো যা করবার সে নিজেই করবে। কাউন্ট লিপ সম্বন্ধে যে কটা প্রয়োজনীয় খবর সে যোগাড় করতে পারলো, তা হোল—কাউন্ট লিপ একজন অতি স্বাস্থ্যবান লোক, কিন্তু কোমর সরু রাখার ব্যাপারে একটু বেশী রকম নজর দেন, সেজন্য প্রত্যহ এই চিকিৎসালয়ে একটি ভালমত 'টার্কিশ-বাথ' নেন, এবং এর একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। —ব্যাস্, এগুলোর ওপরেই বণ্ড নিজের পুরো প্ল্যান ঠিক করে ফেললো, আর শ্রাবল্যাণ্ডে তার শেষ দিনের জন্য সমস্ত প্ল্যানটি ঘড়ির কাঁটা ধরে সাজিয়ে রাখলো।

সেইদিন সকাল ঠিক দশটার সময় বণ্ড শেষ বারের মত মিঃ ওয়েন-এর সঙ্গে দেখা করলো। মিঃ ওয়েন তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে খুবই খুশী হলেন। বণ্ডের শরীর পরীক্ষা করে দেখা গেল,

শ্রাবল্যাণ্ডে এসে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি বড় কম হয়নি। রক্তের চাপ অনেক কমে গেছে, ওজন কমেছে দশ পাউণ্ড, অন্যান্য ছোটখাট গণ্ডগোল সবই সেরে গেছে।

দশটা দশের সময় বণ্ড একতলায় নেমে এল শেষ মালিশটা নেবার জন্য। মালিশ ঘরটা অন্য দিনের মতই ভর্তি। বণ্ড নিজের টেবিলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো আর মালিশ নিতে নিতে তার শিকারের পায়ের আওয়াজ শোনবার জন্য কান খাড়া করে থাকলো যথাসময়ে বণ্ড শুনতে পেল করিডোরে ঢুকবার দরজাটা ক্যাঁচ করে খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল—কাউণ্ট লিপ এর বলিষ্ঠ পদধ্বনির সংগে তাঁর দরাজ গলা শোনা গেল—সুপ্রভাত, বেরেকফোর্ড। সব ঠিক আছে তো? আজকের চানটা যেন বেশ গরমা-গরম হয়। আরও পুরো তিন আউন্স ওজন কমাতে হবে। বুঝেছ?"

প্রধান পরিচারক বেরেকফোর্ড-এর গলা শোনা গেল—"ঠিক আছে স্যার।"

বণ্ড শুনতে পেল বেরেকফোর্ড-এর জুতোর আওয়াজ ও তার পিছন পিছন কাউণ্ট-এর খালি পায়ের আওয়াজ করিডোরের শেষ প্রান্তে স্নানঘরের দিকে চলে গেল। খানিক পরে, স্নান ঘরের দরজাটা ক্যাঁচ করে খুললো আর বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ বেরেক-ফোর্ড কাউণ্টকে টার্কিশ বাথে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল।

বণ্ড মনে মনে সময়ের হিসেব করতে লাগলো। কুড়ি মিনিট কেটে গেল। পঁচিশ মিনিট। বণ্ড টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লো। তার মালিশওয়ালাকে বল্‌লো—"ধন্যবাদ স্যাম্। তোমার মালিশ এ-কদিনে আমার অনেক উপকার করেছে। আজই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। দরকার হলে আবার আসবো। তুমি এখন লাঞ্চে যেতে পার। আমার জন্য ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। আমি ধীরে সুস্থে বেরোচ্ছি।"

বণ্ড এই এক সপ্তাহ ধরে মালিশওয়ালাদের দৈনিক রুটীনলক্ষ্য করছিল। সে জানতো, এরা প্রত্যেকে লাঞ্চের ছুটীর কয়েক মিনিট

আগেই কাজকর্ম শেষ করে পালায়। সুতরাং স্যামকে আর দ্বিতীয়বার বলতে হল না। সে চটপট ক্যান্টিনের দিকে রওনা হয়ে পড়লো। আর কজন মালিশওয়ালারও কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, তারা ঐ একই পথ ধরলো। মালিশঘর পুরো খালি।

বণ্ড বেরেসফোর্ডের গলা শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই তার অভ্যস্ত চীৎকার শোনা গেল—"কে আছে ওখানে। টেড্.....টেড্। ধুত্তোর। স্যাম আছ নাকি? টার্কিশ বাথে কাউন্ট-এর কাছে থাকতে হবে। স্যাম?"

বণ্ড চটপট স্যামের মোটাগলা নকল করবার চেষ্টা করে জবাব দিল—আচ্ছা স্যার।" বেরেকফোর্ডের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই বণ্ড ঘুরে দাঁড়ালো।

এবার শুধু কাউন্ট লিপ আর জেম্‌স্ বণ্ড।

বণ্ড টার্কিশ বাথ-এর ঘরটাতে ঢুকলো। এই ঘড়টাতে ভূগোল জানবার জন্য তাকে একবার টার্কিশ বাথ নিতে হয়েছে। ঘরের একদিকে টার্কিস বাথটা। দেখতে অনেকটা জলের ট্যাঙ্কের মত। সবদিক বন্ধ একটা বিরাট চৌকো বাক্স,—শুধু ওপর দিকের ছাদে একটা গোল ফুটো। বাক্সের একটা দিক খুলে রোগীরা ঢোকে, তারপর সেটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভেতরে ছাদের ফুটো দিয়ে মাথাটুকু বার করে রেখে বসবার ব্যবস্থা আছে। ট্যাঙ্কের ভেতরের দেওয়ালে সারি সারি অজস্র ইলেকট্রিক বাল্‌ব্। এদের সবটুকু উত্তাপ গিয়ে লাগে রোগীর সর্বাঙ্গে। এই উত্তাপ একটি 'থার্মোস্ট্যাট্'-এর সাহায্যে বাইরে থেকে কমবেশী করা হয়। আসলে এই পুরো টার্কিশ বাথ ব্যাপারটা রোগীর শরীর থেকে ভাল মত গাম ঝরানোর একটা সুন্দর ব্যবস্থা।

বণ্ড খুব শান্তভাবে সুইচটা বেশ খানিকটা ঘুরিয়ে দিল।

কাউন্ট লিপ-এর পক্ষে তাকে দেখা সম্ভব ছিলনা। সাংঘাতিক গরমে তিনি সরোষে চীৎকার করে উঠলেন—"এই বেরেসফোর্ড! হচ্ছেটা কি? শূয়োরের মত ঘামছি। শীগগির বেরোতে দাও।"

—"আপনি যে আর একটু গরম চাইছিলেন স্যার।" বণ্ড

বেরেসফোর্ডের নম্র গলা অনুকরণ করে বললো।

—"বাজে তর্ক কোরনা। বেরোতে দাও।"

—"আমার সন্দেহ হচ্ছে, স্যার, যে আপনি এই বিখ্যাত উত্তাপ চিকিৎসার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি। উত্তাপের সাহায্যে রক্তস্রোতের, এমনকি পেশীর তন্তুর মধ্যের সমস্ত বিষকে বিশ্লিষ্ট করে ফেলা সম্ভব। আপনার মত রক্তদুষ্ট রোগীদের পক্ষে এই উত্তাপ চিকিৎসা অপরিহার্য্য।" বণ্ড দেখলো যে বিদঘুটে কথাগুলোকে অনায়াসে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। সে বেরেসফোর্ডের পরিণাম সম্বন্ধে আশংকা করছিল না, কারণ তার ক্যান্টিনে খেতে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক পাকা সাক্ষী থাকবে।

—"তোমার বক্তৃতার নিকুচি করেছে। আমি বলছি আমায় বেরোতে দাও।"

বণ্ড যন্ত্রের ডায়ালের দিকে একবার তাকালো। ১২০° ডিগ্রী ফারেন হাইট। লোকটাকে কতটা গরম করা যেতে পারে? ডায়ালের ২০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত দাগ আছে। কিন্তু অতটা গরমে ভদ্রলোক জ্যান্ত সেদ্ধ হয়ে যাবেন। বণ্ডের ইচ্ছে ওকে শুধু ভাল মত শাস্তি দেওয়া—খতম করা নয়। ১৮০ ডিগ্রী বোধ হয় সবচেয়ে ভাল হবে। বণ্ড সুইচ ঘুরিয়ে ১৮০ তে তুলে দিল। বললো—"আমার মনে হয় এই রকম গরমে আধটি ঘণ্ট থাকলে আপনার প্রচুর উপকার হবে, স্যার। বণ্ড এবার স্বকণ্ঠে তীক্ষ্ণভাবে বললো—আর যদি আপনার গায়ে আগুন লেগে যায়, তাহলে আমার নামে মামলা করতে পারেন।"

কাউন্টের ভেজা মাথাটা বণ্ডের দিকে ঘোরবার চেষ্টা করলো, পারলো না। কাউন্ট লিপ এবার মরীয়া গলায় চীৎকার করে উঠলেন। এতক্ষণে তাঁর কাছে পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়েছে। তাঁর চাপা গলায় ঘৃণা ও ক্রোধ গোপন করার চেষ্টা—"তোমাকে এক হাজার পাউণ্ড দিচ্ছি। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল।" কাউন্ট দরজা খোলার আওয়াজ পেলেন,—"দশ হাজার দেব। ঠিক আছে··· পঞ্চাশ।"

বণ্ড বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে ভাল করে দরজা বন্ধ করলো। চটপট নিজের জামা কাপড় চাপিয়ে নিয়ে দ্রুত পদে করিডোর দিয়ে বেরিয়ে গেল। কাউণ্টের দম আটকানো গলায় প্রথম আর্ত্তনাদটা শোনা গেল। বণ্ড নিজেকে সান্ত্বনা দিল যে, খুব খারাপ কাজ সে কিছু করেনি। হপ্তাখানেক মলম লাগিয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এটাও তার মনে হল যে, কোনো লোক যখন এক কথায় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ঘুষ দিতে চায়, তার অর্থ হচ্ছে, হয় সে খুব বেশী রকম ধনী, অথবা তার সুস্থ ভাবে চলাফেরা করার প্রয়োজন অত্যান্ত বেশী; কারণ এছাড়া কেবল যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কারো পক্ষে এতটা খরচ করা সম্ভব নয়।

* *

জেমস বণ্ড ঠিকই আন্দাজ করেছিল। শ্রাব্‌ল্যাণ্ডের বিচিত্র পরিবেশ এই দুই দুর্দান্ত পুরুষের ছেলেমানুষি ঝগড়ার চেউ বণ্ডের সম্পূর্ণ অজান্তে গিয়ে আঘাত করল একটা বিশাল অথচ নিখুঁত ষড়যন্ত্রের সাজানো সময়-ব্যবস্থাকে, যে ষড়যন্ত্র আর কিছুদিন পরেই সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের শক্ত ভিৎ ধরে নাড়া দিয়েছিল।

৫ FIRCO রহস্য

বুলেভার্ড হাউসমান হচ্ছে প্যারিসের একটা লম্বা রাস্তার নাম। রাস্তাটা যেমন লম্বা তেমনই বর্ণহীন। কিন্তু এটাই বোধহয় প্যারিসের সবচেয়ে সুগঠিত পথ। এর দুধারে বড় বড় সব সেকেলে বাড়ী। বাড়ীগুলির মধ্যে আছে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস, গোটা দুয়েক চার্চ, ছোট একটি মিউজিয়াম ইত্যাদি। আর একটু এগিয়ে গেলে দেখা যাবে, একটা বিরাট বাড়ীর গায়ে চক্‌চকে পিতলের ফলকে লেখা আছে 'FIRCO'! কথাটি কতকগুলি বড় বড় ফরাসী শব্দের আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত। কেউ যদি প্রতিষ্ঠানটি এবং তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানাবার জন্য উৎসাহিত হন, তাহলে ঐ ফলকের পাশের কলিং বেল টিপলেই কেউ এসে দরজা খুলে দেবে। উৎসাহী ভদ্রলোকটা ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞাসাবাদের পর যখন বেরিয়ে আসবেন, তখন, এতক্ষণ ধরে তিনি [illegible]র বক্‌বকানি শুনলেন, তাতে প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃত উদ্দেশ্য ঠিক স্পষ্ট না হলেও এঁদের ব্যাপারস্যাপার যে বেশ উঁচুদরের, সে তাঁর কোনই সন্দেহ থাকবে না।

*　　　*　　　*

প্রাকৃতিক চিকিৎসালয় থেকে ছাড়া পাওয়ার দুদিন পরে, যেদিন বণ্ড মনের আনন্দে স্প্যাঘেটী আর কিয়ান্তী খেল এবং প্যাট্রিশিয়ার সংগে একটি উত্তপ্ত সন্ধ্যা কাটালো, তার ঠিক আগের রাত্রে সাতটার সময় 'FIRCO'-র সব কজন ট্রাস্টিকে এক বিশেষ জরুরী বৈঠকে ডাকা হল। ইউরোপের বিভিন্ন অংশ থেকে এঁরা এলেন, গাড়ীতে, ট্রেনে অথবা প্লেনে। এঁদের প্রত্যেককে বিভিন্ন সঠিক সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল—কখন তাঁরা FIRCO-র হেড অফিসের নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে ভিতরে আসবেন। প্রবেশপথে

নিখুঁত ও বিস্তৃত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যথা, বিপদ সংকেতের ব্যবস্থা, টেলিভিশন-এর সাহায্যে প্রবেশদ্বারের প্রতিটি ভদ্রলোককে আড়াল থেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা ইত্যাদি।

ঘড়িতে সাতটা বাজবার আগেই এই প্রতিষ্ঠানের মোট কুড়িজন বড়কর্তার সকলে চারতলার একটী নির্দিষ্ট ঘরে একত্রিত হলেন। সভাপতি মহোদয় ইতিমধ্যেই নিজের আসনে এসে বসেছিলেন। কোনরকম অভিবাদন বিনিময় হল না। কারণ সভাপতি এটিকে এক অপ্রয়োজনীয় ও কৃত্রিম অনুষ্ঠান বলে বাতিল করে দিয়েছিলেন। উপস্থিত এই একুশজন ব্যক্তি প্রত্যেকে এক-একটী নির্দিষ্ট সংখ্যাদ্বারা পরিচিত। এই সংখ্যাগুলি ১ থেকে ২১-এর মধ্যে। প্রত্যেক নম্বর অনুযায়ী তাঁরা একটী গোলটেবিল ঘিরে পরপর বসেছিলেন। এক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুযায়ী এঁদের প্রত্যেকের পরিচয়জ্ঞাপক সংখ্যা প্রতি মাসের প্রথম দিনে দু-সংখ্যা করে এগিয়ে যায়। সেইমত, সভাপতি হচ্ছেন বর্তমানে ২ নম্বর। উপস্থিত কেউই ধূমপান করছেন না এবং কারো হাতে মদের গেলাসও নেই। কারণ সভাপতি এই দুটী জিনিষই খুব অপছন্দ করেন। প্রত্যেকের সামনে একটী করে এই মিটিং-এর কর্মতালিকা রাখা আছে। কিন্তু তার দিকে কেউ নজর দেননি। তাঁরা জানেন, আজকের বিশেষ মিটিং-টীর সংগে এই অবাস্তব তালিকাটীর কোনও সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকে স্থিরভাবে নিজের আসনে বসে আছেন এবং প্রবল আগ্রহ ও এক বিচিত্র সম্ভ্রমে পূর্ণ দৃষ্টিতে সভাপতির দিকে তাকিয়ে তাঁর কথার জন্য অপেক্ষা করছেন।

পৃথিবীতে এক ধরণের মানুষ আছেন, যাঁদের হয়তো আপনি জীবনে কোনদিন দেখেননি, তবু এইরকম একজনকে যদি একদল লোকের মধ্যেও দেখেন, আপনার সমস্ত দৃষ্টি তিনিই কেড়ে নেবেন। এঁদের চেহারায় যেমন থাকে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তেমনি থাকে এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণী শক্তি। এ সব কিছুর ওপর অনুভব করা যায় এঁদের বিচিত্র নির্লিপ্ততা, যার পেছনে থাকে প্রচণ্ড আত্ম-বিশ্বাস। একজন সাধারণ লোকের গোটা জীবনে এরকম মানুষ

স্মৃতিশক্তির বেশী দেখা সম্ভব নয়। ইতিহাসের বিখ্যাত মহামানবদের অনেকেরই হয়তো এ গুণগুলি ছিল। চেঙ্গিস খাঁ, আলেকজাণ্ডার অথবা নেপোলিয়ান সম্ভবতঃ এই ক্ষমতার জন্যই সাধারণের থেকে পৃথক হতে পেরেছিলেন। হিটলার ইউরোপের শ্রেষ্ঠ আট কোটী মানুষকে যে এই ক্ষমতার বলেই সম্মোহিত করে রেখেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।

বর্তমান মিটিং-এর সভাপতি এই দুর্লভ জাতের মানুষ। অপরিচিত কোন লোক যদি রাস্তায় এঁকে দেখতো, তাহলে তার দৃষ্টিতেও সম্ভ্রম জাগতো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মিটিং-এর অন্য কুড়ি জন সদস্য তাঁর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকান, তাতে সম্ভ্রম ছাড়াও যথেষ্ট বিশ্বাস ও আনুগত্য মিশ্রিত আছে। কারণ তাঁরা জানেন, এই অসাধারণ ব্যক্তিটি তাঁদের প্রধান সেনাপতি—এবং এঁর ক্ষমতার বোধ হয় কোন শেষ নেই।

এঁর নাম আর্নস্ট্ স্ত্রাভো ব্লোফেল্ড। জন্মেছিলেন পোল্যাণ্ডের এক প্রান্তে, ১৯০৮ সালে। এঁর বাবা পোলিশ, মা গ্রীক। ম্যাট্রিক পাশ করবার পরে ওয়ারশ টেকনিকাল ইন্‌সষ্টিটিউটে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রেডিওনিক্‌স্ নিয়ে পাশ করে বেরোন। তারপর পোল্যাণ্ডের সরকারী ডাক ও তার বিভাগে একটি ভাল চাকরী পান। তাঁর মত একজন অসাধারণ মানুষের পক্ষে এরকম সাধারণ চাকরী নেওয়াটা একটু বিচিত্র। কিন্তু ব্লোফেল্ড ইতিমধ্যেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি চমৎকার সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, পৃথিবীর সব বড় বড় শক্তিধরদের শক্তির মূলে রয়েছে দ্রুত এবং নিখুঁত সংবাদ আদান প্রদান ব্যবস্থা। পাশাপাশি দুজন লোকের মধ্যে, একজন যদি একটি জরুরী খবর অন্যজনের আগে সংগ্রহ করতে পারে, তবে তার সুবিধা অনেকখানি। অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনার মূলে আছ এই সুবিধাটুকু।

জার্মানী যখন পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তোড়জোড় আরম্ভ করলো, তখন ব্লোফেল্ড তাঁর এই ধারণাটি কাজে লাগাবেন বলে ঠিক করলেন। তাঁর হাত দিয়ে যে সব জরুরী টেলিগ্রাম ইত্যাদি যাওয়া

আসা করছিল, তাঁর কাছে সেগুলোর মূল্য হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু শত্রুপক্ষের কাছে এ খবরগুলো অমূল্য। সুতরাং তিনি ক্রমশঃ পাকা হাতে এই সমস্ত চিঠিপত্রের নকল সংগ্রহ করতে লাগলেন। যে সব চিঠির ওপর "অত্যন্ত জরুরী" অথবা "অতি গোপনীয়" লেখা থাকতো, তাদের ওপরেই তাঁর নজর ছিল বেশী। এরপর তিনি সতর্কতার সংগে কাজ চালিয়ে ধীরে ধীরে এক জাল গুপ্তচর-চক্রের সৃষ্টি করলেন।

বিভিন্ন দূতাবাস এবং অস্ত্রাগারের বড় কর্তাদের নামে এই সব জরুরী চিঠিগুলো যেত। স্বভাবতঃই তাঁদের সেক্রেটারী অথবা অ্যাসিস্ট্যাণ্টদের হাত পার হয়ে ছাড়া চিঠিগুলোর যাওয়া সম্ভব ছিল না। চিঠি যতই জরুরী হোক না কেন, এই সব সেক্রেটারী এবং অ্যাসিস্ট্যাণ্টরা ইচ্ছে করলেই তা খুলে দেখতে পারেন। ব্লোকেল্ড সুকৌশলে এই সব ছোট অথচ ক্ষমতাশালী লোকদের নাম ইত্যাদি সংগ্রহ করলেন। এগুলি তাঁর পরে কাজে লাগবে।

এরপর ব্লোফেল্ড তাঁর গুপ্ত সংবাদের দু-একটি নমুনা ঈষৎ বাঁকা রাস্তা দিয়ে জার্মান রাষ্ট্রদূতের হাতে পৌঁছে দিলেন। এগুলি পেয়ে জার্মানরা তৎক্ষণাৎ তাঁর গুরুত্ব বুঝে ফেললো। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর প্রতিটি জরুরী গুপ্তসংবাদ একজন বিশেষ প্রতিনিধি মারফৎ জার্মানীর সদর দপ্তরে পৌঁছবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।—এরপর থেকে ব্লোফেল্ডের কাজ খুব সহজ হয়ে এল।

তিনি বাছা বাছা সব গুপ্ত খবর পাচার করতে লাগলেন এবং তাঁর হাতে চটপট্ মোটা অংকের টাকাও এসে পৌঁছতে লাগলো। টাকার অংক নিয়ে দর কষাকষির সূত্রপাত হতেই ব্লোফেল্ড সোজা তাঁদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, যে তাঁকে এইসব খবরের জন্য "তাতার" নামক এক বিস্তৃত গুপ্তচরচক্র চালু রাখতে হয়। প্রমাণ স্বরূপ তিনি তাঁর পূর্বপ্রস্তুত তালিকাটি দেখিয়ে বলেছিলেন, এই এতজন চরকে তিনি নিয়মিত পারিশ্রমিক দিতে বাধ্য।

সমস্ত টাকাই ব্লোফেল্ড আমেরিকান ডলারে নিতেন। অর্থাগমের বিশালতা দেখে তিনি ব্যবসাটিকে আরো বিস্তৃত করবার দিকে

মন দিলেন। রাশিয়ানদের তিনি প্রথমেই বাদ দিলেন হিসেব থেকে। চেকোশ্লোভাকরা চিরকাল অন্যকে টাকা দেবার বেলায় ভীষণ গড়িমসি করে। সুতরাং তারাও বাদ পড়ল। সুইডিশ এবং আমেরিকানদের তাঁর পছন্দ হল। নতুন কারবার আরম্ভ করতে দেরী হলনা। ব্লোফেল্ডের গুপ্ত সম্পদের পরিমাণ বাড়তে লাগল হু-হু করে।

নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে বোধহয় ব্লোফেল্ডের এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করত। তিনি শিগগীরই বুঝতে পারলেন, এরকম বেশীদিন চলতে পারে না। প্রতিটি দেশের সঙ্গে তাঁর গুপ্ত কারবার চলত অন্য দুটি দেশের অজান্তে। কিন্তু বিভিন্ন পরিচিত গুপ্তচরদের কাছে যে সব কাণাঘুষো শুনতেন, তার থেকে তিনি জানতে পারলেন, সে কয়েকটি বিশেষ এলাকায় জার্মান ও সুইডিশ গুপ্তচরেরা একত্রে কাজ করছে। এইসব ক্ষেত্রে ব্লোফেল্ডের গুপ্তকথা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও এধরনের কাজ এক নাগাড়ে বেশীদিন চালিয়ে গেলে, কোন দিক থেকে যে বিপদ আসবে বলা যায় না।—সব চেয়ে বড় কথা. যুদ্ধটা ক্রমশঃই অস্বস্তিকরভাবে নিকটবর্তী হচ্ছিল এবং তাঁর হাতে প্রচুর টাকা, প্রায় দুলক্ষ ডলার জমা হয়েছিল। এবার টাকাগুলো গুছিয়ে নিয়ে পৃথিবীর কোনো নিরাপদ প্রান্তে সরে পড়তে হবে।

ব্লোফেল্ড তার পলায়ন পর্বটি সুন্দর ভাবে সমাপ্ত করলেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁর গুপ্তসংবাদের কারবার গুটিয়ে ফেললেন। যে সব প্রতিনিধি মারফৎ খবর পাচার হত, তাঁদের তিনি বোঝালেন যে ব্রিটিশ এবং ফরাসী গুপ্তচরেরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করায় তাঁকে পালাতে হচ্ছে। এতে অবশ্য সেই প্রতিনিধিরা বিশেষ দুঃখিত হলেন না, কারণ ব্লোফেল্ডের টাকার চাহিদা দিন দিন বাড়ছিল। এর পর ব্লোফেল্ড তাঁর সমস্ত টাকা দিয়ে কোম্পানীর কাগজ (Bond) কিনে সেগুলিকে জুরিখের একটি ভাল ব্যাংকের সেফ ডিপোজিট ভল্ট-এ স্থানান্তরিত করলেন। এই

ব্যবস্থাটুকুর জন্য তাঁর এক বন্ধুকে হাজার ডলার ঘুষ দিতে হোল।

এরপর ব্লোফেল্ড গেলেন তাঁর জন্মস্থানের নিকটবর্ত্তী একটি চার্চে। এখানে তাঁর এক কাল্পনিক বন্ধুর জন্মতারিখ খোঁজবার ছুতোয়, যে রেজিষ্ট্রী খাতায় তাঁর নিজের জন্মের খবর ও তারিখ লেখা ছিল, সেটি হস্তগত করলেন। এবং খুব পরিষ্কার ভাবে সেই পাতাটিকে কেটে বাদ দিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে পোলিশ সদর দপ্তরের নজর পড়েছিল এই রহস্যজনক লোকটির ওপর। কিন্তু তাতে তাঁর কিছুই এসে গেলনা। কারণ তিনি দু হাজার ডলারের বিনিময়ে এক ক্যানাডিয়ান নাবিকের জাল পাসপোর্ট যোগাড় করে জলপথে সুইডেন রওনা হয়ে পড়লেন।

সুইডেনে তিনি কিছুদিন বিশ্রাম নিলেন এবং পৃথিবীর হালচাল ও মহা যুদ্ধের গতি ভালভাবে খতিয়ে দেখলেন। এখান থেকে তাঁর আসল পোলিশ পাসপোর্ট নিয়ে তিনি তুরস্কে গিয়ে পৌঁছলেন। জুরিখ থেকে তাঁর সমস্ত টাকা এসে ইস্তাম্বুলের অটোমান ব্যাঙ্কে জমা করলেন, এবং পোল্যাণ্ডের পতনের অপেক্ষায় থাকলেন। পোল্যাণ্ড অল্পদিনের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করলো জার্মানীর কাছে। সংগে সংগে ব্লোফেল্ড পোলিশ উদ্বাস্তু হিসাবে তুরস্কের কাছে আশ্রয় প্রর্থনা করলেন। কিছু টাকা হাত বদল হোল এবং তিনি অনুমতি পেয়ে গেলেন।

এখানে ব্লোফেল্ড বেশ জমিয়ে বসলেন এবং শীঘ্রই "Rahir" নামক নতুন একটী গুপ্তচর চক্রের সৃষ্টি করলেন। এটির সৃষ্টি হোল 'ভাতার' এর অনুকরণে, কিন্তু ব্লোফেল্ডের পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার জন্য এর ভিত হোল আরো পাকা। তবে এবার তাঁকে আরো একটি ব্যাপারে মাথা খাটাতে হচ্ছিল। তিনি যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করে যেপক্ষের বিজয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতেন, তাঁদেরই কেবল সংবাদ বিক্রী করতেন।

উত্তর আফ্রিকায় রোমেলের বিরাট পরাজয়ের পর, ব্লোফেল্ড

খোলাখুলিভাবে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করতে আরম্ভ করলেন। ফলে মহাযুদ্ধের শেষে আকাশ ছোঁওয়া খ্যাতি প্রতিপত্তির সংগে তাঁর ভাগ্যে জুটলো ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ফরাসীদের কাছ থেকে অজস্র সম্মান ও বিভিন্ন উচ্চাস্তরের পদক। তারপর ব্লোফেল্ড তাঁর ব্যাঙ্কে জমানো পাঁচ লক্ষ ডলার সংগে নিয়ে, একটি জাল সুইডিশ পাসপোর্টের সাহায্যে দক্ষিণ আমেরিকায় সরে পড়লেন। এখানে ভাল খাদ্য ও সুপ্রচুর বিশ্রামের সংগে সংগে তিনি এই যুদ্ধহীন পৃথিবীতে নতুন একটা কিছু করবার জন্য চিন্তা আরম্ভ করলেন।

সেই আর্নস্ট্ স্ত্রাভো ব্লোফেল্ড আজ প্যারিসের এক প্রাসাদের নিঃশব্দ কক্ষে কুড়িজন সহকর্মীর সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর দৃষ্টি একবার অলস গতিতে সকলের ওপর দিয়ে বুলিয়ে গেল। ব্লোফেল্ডের কালো চোখের গভীর দৃষ্টিতে এক অশ্চর্য নির্লিপ্ততা আছে। লক্ষ্যবস্তুর প্রতি সামান্য আগ্রহ ছাড়া কোন ভাবের লেশমাত্র প্রকাশ পায় না সে চোখে। সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখলে আন্দাজ করা যায়, যে এর পেছনে কাজ করছে এক অতি পরিষ্কার মাথা। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বিপদ এড়িয়ে এবং প্রতি ক্ষেত্রে অন্য সকলের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থেকেছেন ব্লোফেল্ড। তাই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে এক বিরাট আত্মবিশ্বাস। কারণ দীর্ঘ সংঘাতপূর্ণ জীবনে, কখনও কোনো বড় কাজে তিনি ব্যর্থ হননি।

ব্লোফেল্ডের সবকিছুই বিরাট ও বিচিত্র। তাঁর দীর্ঘ দেহের ওজন ২৮৩ পাউণ্ডের কাছাকাছি। এক সময় এই দেহ আগাগোড়া পেশীবহুল ছিল। তখন তিনি একজন সৌখীন ভারোত্তোলক ছিলেন। কিন্তু গত দশ বছরে সেসব ঝরে গেছে। এখন তাঁর বিশাল উদরকে দামী সুটের তলায় চাপা দিতে হয়। এছাড়া, তিনি জীবনে মদ বা তামাক স্পর্শ করেননি, এবং কখনও কোনো মেয়ের সঙ্গে একশয্যায় রাত্রিযাপন করেননি। ব্লোফেল্ডের খাওয়া দাওয়াও অতি পরিমিত। তাঁর এই সর্বপ্রকার বদ্‌খেয়াল বা

বদভ্যাস থেকে শতহস্ত দূরে থাকার ব্যাপারটা পরিচিত সকলের কাছে একটা হেঁয়ালীর মত ছিল।

টেবিলের চারপাশ ঘিরে যে কুড়িজন ব্যাক্তি ধৈর্যের সঙ্গে ব্লোফেল্‌ডের কথা বলার অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁরা নানান্ দেশের নানান্ জাতের মানুষ। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে তাঁদের মিল সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সকলেরই বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, প্রত্যেকেই অসাধারণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, এবং দুজন ছাড়া সকলের দৃষ্টি কঠিন, সতর্ক, ও শিকারীসুলভ—আক্রমণোদ্যত নেকড়ে বা বাজের মত। অন্য দুজন অবশ্য বৈজ্ঞানিক, সুতরাং তাঁদের চোখ স্বপ্নালু ও সুধুর প্রসারী।

এই দুজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে একজন পূর্ব জার্মানীর পদার্থবিদ, নাম কোৎসে। ইনি বছর পাঁচেক আগে পশ্চিম জার্মানীতে চলে এসেছিলেন। এরপর তিনি কয়েকটি অতি গোপনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য বাইরে চালান করে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করলেন এবং সুইজারল্যাণ্ড চলে গেলেন কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে। এই সংগেই তাঁর অপরাধী জীবন শুরু হয়। অন্য বৈজ্ঞানিকটি হলেন মাদলভ্ নামক একজন পোলিশ ইলেক্‌ট্রনিক্‌স বিশেষজ্ঞ। ইনি আগে একটি বিখ্যাত কোম্পানীর রেডিও রিসার্চ বিভাগের বড়কর্তা ছিলেন। ১৯৫৬ সালে হঠাৎ তিনি বিস্ময়করভাবে চাকরী ছেড়ে দিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান।

বাকী ১৮ জন সদস্য ৬টি বিভিন্ন দলে বিভক্ত···প্রতি দলে তিনজন করে আছেন। এই ছটি দল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ৬টি কুখ্যাত গুপ্ত-অপরাধী অথবা সন্ত্রাসবাদী দলের প্রতিনিধি। ইটালীর ভয়াবহ সম্প্রদায় "Mafia" থেকে তিনজন; "Mafia"র সগোত্র এবং সমসাময়িক কর্সিকান সংস্থা 'Union Corse' থেকে তিনজন ফরাসী। সোভিয়েট রাশিয়ায় 'SMERSH' নামক একটি সরকারী গুপ্ত সংস্থা ছিল। এর কাজ ছিল দেশদ্রোহী এবং শত্রুদের বিনাশ সাধন। ১৯৫৮ সালে ক্রুশ্চেভ এটিকে তুলে দেন এবং এর জায়গায়

নতুন একটি সংস্থা চালু করেন। বর্তমান মিটিং-এ সেই 'SMERSH'-এর তিনজন প্রাক্তন সদস্য উপস্থিত আছেন।

বাকী নয়জনের মধ্যে আছেন কুখ্যাত গেষ্টাপোর তিনজন জীবিত সদস্য, মার্শাল টিটোর গুপ্ত পুলিশ চক্র থেকে বেরিয়ে আসা তিনজন যুগোশ্লাভ, এবং তুরস্কের পার্বত্য অঞ্চল থেকে তিনজন তুর্কী। এই তিনজন তুর্কী ব্লোফেল্‌ডের পূর্বতন চর-চক্র 'RAHIR' এর সদস্য ছিলেন এবং পরে 'KRYSTAL' নামক মধ্য-এসিয়ার এক বিরাট 'Heroin' (কোকেন)-এর চোরাকারবারের পাণ্ডা হিসেবে কাজ করেছেন।

এই আঠারো জনের প্রত্যেকেই ষড়যন্ত্র ও সর্বাপেক্ষা জটিল ধরণের গুপ্ত সংবাদের আদান প্রদানে বিশেষজ্ঞ। এঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বহুদিন যাবৎ পাকা অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও, কোন দেশের পুলিশ বাহিনী অথবা ইণ্টারপোলের খাতায় কারো নামে একটি আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি। লোকের চোখে তাঁদের পরিচয় বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে। এঁরা সকলেই নিজস্ব পাসপোর্ট ও পৃথিবীর প্রতিটী বড় দেশের ভিসার অধিকারী।

ঐ প্রধান বৈশিষ্ট, অর্থাৎ সারা-জীবন ধরে বহু মারাত্মক অপরাধ করেও সব সন্দেহের উর্ধ্বে থাকার জন্যই আজ তাঁরা এক বিশাল গুপ্ত-প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পেরেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'SPECTRE'—the Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion, অর্থাৎ —প্রতি-গুপ্তচরবৃত্তি, সন্ত্রাসবাদ, প্রতিহিংসা ও অত্যাচারের বিশেষ কার্যনির্বাহক সংস্থা।

'FIRCO' নামক এক ভুয়ো প্রতিষ্ঠানের আড়ালে এর কাজ চলে। 'SPECTRE'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আর্নস্ট স্ত্রাভো ব্লোফেল্‌ড।

৬ প্ল্যান ওমেগা

ব্লোফেল্ড উপস্থিত সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, একজোড়া চোখ অস্বস্তির সংগে তাঁর দৃষ্টিকে এড়িয়ে গেল। তিনি ঠিক এইরকমই আশা করেছিলেন। ঐ চোখের মালিক সম্বন্ধে রিপোর্ট দুবার পরীক্ষার পর তাঁর হাতে এসে পৌঁচেছে। ঐ রিপোর্টের সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ না থাকলেও, তিনি নিজের চক্ষু ও অনুভূতির দ্বারা লোকটির শেষ বিচার করবেন বলে স্থির করেছিলেন। এখন আর তাঁর নিজের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রইলো না।

তিনি আস্তে করে নিজের দুটি হাত টেবিলের নীচে নামিয়ে আনলেন। একটি হাত রইলো উরুর ওপর এবং অন্যটি তাঁর পাশের পকেট থেকে বার করে আনলো একটি পাতলা সোনার টিউব। ব্লোফেল্ড টিউবের ঢাকনা খুলে একটি সুগন্ধী ট্যাবলেট বার করে মুখে পুরলেন। এটা তাঁর এক ধরণের বাতিক। যখনই তিনি কোন অপ্রিয় কথা বলতে যান, তখনই নিজের নিঃশ্বাসকে সুগন্ধী করে নেন।

ব্লোফেল্ড এবার কথা বলতে আরম্ভ করলেন—নরম অথচ গমগমে, স্পষ্ট এবং স্বচ্ছন্দ গলায়—

"আমাদের আগামী বড় কাজ, অর্থাৎ Plan Omega সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করবার আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু বলবার আগে, আমি আর একটি বিষয়ে কথা বলে নিতে চাই।" ব্লোফেল্ড আরেকবার টেবিলের চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন। সেই একই চোখজোড়া আবার তাঁর দৃষ্টিকে উপেক্ষা করলো। তিনি আবার বর্ণনার ভঙ্গীতে বলতে আরম্ভ করলেন।

—কর্মিগণ অবশ্যই স্বীকার করবেন, যে আমাদের সংস্থার প্রথম

তিন বছরের কার্যাবলী যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। আমাদের জার্মান বিভাগের কর্মদক্ষতায় নাৎসী-প্রধান হিটলারের গুপ্তরত্নগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং আমাদের তুর্কী-বিভাগ এগুলিকে গোপনে বিক্রি করে ফেলতে পেরেছেন। এর থেকে আমাদের আয় হয়েছে সাড়ে সাত লক্ষ পাউণ্ড।

"পূর্ব বার্লিনে রাশিয়ান গুপ্ত সংস্থা M.W.D.র সদর দপ্তর থেকে সুন্দরভাবে একটি জরুরী কাগজপত্র ভর্তি বাক্স চুরি করে সেগুলিকে C.I.Aর কাছে বিক্রী করবার ফলে আমাদের লাভ হয়েছে পাঁচ লক্ষ ডলার। নেপ্‌লস্‌এ একদল চোরাকারবারীর ওপর বাটপাড়ি করে এক হাজার আউন্স কোকেন আমরা পাই। এর সমস্তটা বিক্রী করা হয় লস্ এ্যাঞ্জেল্‌স্‌এ আট লক্ষ ডলারের বিনিময়ে।

"চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি সরকারী রাসায়নিক কারখানা থেকে সরানো জীবাণুযুদ্ধের উপকরণ ভর্তি কয়েকটি শিশি ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগকে এক লক্ষ পাউণ্ডে বিক্রী করা হয়। একজন কুখ্যাত নাৎসী-প্রধান গোপনে ও ছদ্মনামে হাভানাতে বাস করেন। তাঁকে ব্ল্যাকমেল করে পাওয়া গেছে মাত্র এক লক্ষ ডলার।

"এক বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক, যিনি ভারী [redacted] (Heavy Water) সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, একবার বার্লিনের মাধ্যমে কম্যুনিস্টদের আশ্রয়ে চলে যাবার চেষ্টা করেন, তিনি যে সব গোপনীয় তথ্য জানতেন, সেগুলি অন্যত্র ফাঁস করার আগেই অবশ্য আমরা তাঁকে ধরে ফেলি। তাঁকে খুন করার বিনিময়ে আমরা পেয়েছি দশ কোটি ফ্রাঁ।

"সুতরাং আমাদের হিসাবমত আজ পর্যন্ত সংস্থার আয়ের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে মোটামুটি পনের লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং। আমাদের হিসাব অনুসারে এই উপার্জনের শতকরা দশ ভাগের কিছু অংশ সংস্থার মূলধনের সংগে যোগ করা হয়েছে এবং বাকী অংশ জমা হয়েছে বিভিন্ন খরচপত্রের জন্য। আমি নিয়েছি শতকরা দশভাগ, এবং বাকীটা আপনাদের কুড়িজনের মধ্যে সমান করে ভাগ করা

হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক সদস্যের লাভের পরিমাণ প্রায় ষাট হাজার পাউণ্ড।

আমার মনে হয় সদস্যদের পরিশ্রমের তুলনায় এই লাভ, বছরে কুড়ি হাজার পাউণ্ড, মোটেই যথেষ্ট নয়। তবে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে Plan Omega আমাদের প্রত্যেককে প্রচুর অর্থ এনে দেবে, এবং যদি আমরা ইচ্ছা করি, তবে ঐ কাজটির শেষে আমাদের বর্তমান প্রতিষ্ঠান উঠিয়ে দিয়ে, যে যার নিজের কাজে মন দিতে পারি।"

ব্লোফেল্ড সদস্যদের প্রতি স্মিতভাবে বললেন—"আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে?"

কুড়িজোড়া চোখ একসঙ্গে সভাপতির চোখের ওপর স্থির হল। এঁরা প্রত্যেকেই খুশী হয়েছেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ করাটা অপ্রয়োজনীয়। সভাপতি এতক্ষণ যা বললেন, তা সবই জানা কথা। সবাই বুঝলেন, এবার আসল কথা আরম্ভ হবে। সেটা যে ঠিক কি, কেউই তা জানেন না।

ব্লোফেল্ড আরকটি সুগন্ধি ট্যাবলেট্ মুখে পুরলেন। তারপর শুরু করলেন, "ঠিক আছে। ··· আপনারা জানেন, আমাদের আগের বড় কাজটি মাসখানেক আগে শেষ হয়েছে, এবং এর থেকে পুরো ১৫ লক্ষ ডলার লাভ হয়েছে। এটি সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে।" ব্লোফেল্ডের দৃষ্টি তাঁর বাঁদিকের সারি ধরে এগিয়ে গিয়ে শেষপ্রান্তে গিয়ে থামল। তিনি নরম গলায় বললেন, "৭ নম্বর, আপনি একবার দাঁড়ান।"

৭ নম্বর হচ্ছে কর্সিকার গুপ্ত-সংস্থা Union Corse-এর একজন সদস্য—এক গর্বিত বিশালদেহী ও শান্তদৃষ্টি ভদ্রলোক। সে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি ব্লোফেল্ডের দিকে তাকাল। ব্লোফেল্ড, মনে হল তার দিকেই তাকালেন। কিন্তু আসলে তাঁর নজর ছিল ৭ নম্বরের পাশে বসা ১২ নম্বর, অর্থাৎ পিয়ের বোরদ্-এর প্রতিক্রিয়ার ওপর। ১২ নম্বর বসেছিল লম্বা টেবিলটার এক প্রান্তে,

ব্লোফেল্ডের ঠিক উল্টোদিকে। তার চোখজোড়াই এতক্ষণ ব্লোফেল্ডের দৃষ্টিকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ৭ নম্বরের ওপর ব্লোফেল্ডের মনযোগ পড়তে বোরদ্-এর চোখ এখন শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে এল—বিপদ কেটে গেছে, আর ভয় নেই।

ব্লোফেল্ড সদস্যদের সম্বোধন করলেন—"আপনাদের বোধ হয় মনে আছে, ঐ কাজটি ছিল লাস্ ভেগাস্-এর এক হোটেলওয়ালার সপ্তদশী কন্যাকে অপহরণ করা। মেয়েটিকে মন্টি কার্লোর এক হোটেলে তার বাবার কামরা থেকে নিখুঁতভাবে চুরি করা হয় এবং জলপথে কর্সিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। কাজের এই পর্বটি আমাদের কর্সিকান বিভাগের কর্মীরা সমাপ্ত করেন। আমরা দশ লক্ষ ডলার মুক্তিপণ দাবী করি। মেয়েটির বাবা এতে রাজী হন। ঐ টাকা SPECTRE-এর আদেশ অনুযায়ী ইটালীর উপকূলে San Remo-র কাছে রবারের ভেলায় করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটিকে ভাসানো হয় সন্ধ্যার দিকে। আমাদের সিসিলি বিভাগের কর্মীরা রাত্রে একটি ছোট জাহাজে চেপে গিয়ে তা উদ্ধার করেন। এই ভেলার মধ্যে ছোট্ট একটি ট্রন্স্মিটার লুকানো ছিল, যার সাহায্যে ফরাসী নৌবাহিনীর কয়েকটি জাহাজ [illegible] আমাদের জাহাজের অবস্থান বুঝে নিয়ে জাহাজশুদ্ধ ধরে ফেলতে পারতেন। কিন্তু উক্ত কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে ট্রান্সমিটারটি আবিষ্কার করে অকেজো করে দেন।

মুক্তিপণ পাওয়ামাত্র সর্তানুযায়ী মেয়েটিকে আপাতদৃষ্টিতে অক্ষত দেহেই তার বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়—অবশ্য তার চুলের রংটা আমাদের বদলাতে হয়েছিল। তাকে কর্সিকা থেকে সরাবার সময় এটা খুবই দরকার হয়ে পড়ে। আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন, আমি 'আপাতদৃষ্টিতে' বলেছি। তার কারণ, Nice শহরের পুলিশ দপ্তরের এক সূত্র থেকে আমি জানতে পেরেছি, যে কর্সিকায় বন্দী থাকাকালীন মেয়েটির ওপর বলাৎকার করা হয়েছিল।"

ব্লোফেল্ড সকলকে একটু সময় দিলেন খবরটা হজম করবার জন্য। তারপর বললেন—

"প্রেতাত্মা সংঘ (SPECTRE) মেয়েটিকে সম্পূর্ণ অক্ষতদেহে ফিরিয়ে দেবার ভার নিয়েছিল। এখন এই ব্যাপারে ঐ মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে করা হয়েছিল, না মেয়েটির এবিষয়ে অল্পবিস্তর সম্মতি বা আগ্রহ ছিল—সে প্রশ্ন অবান্তর। শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা যা দাঁড়াচ্ছে, তা হল, মেয়েটিকে আমরা অক্ষত অবস্থায়, অন্ততঃ অব্যবহৃত অবস্থায় বাপ মা-র কাছে ফিরিয়ে দিতে পারিনি।"

ব্লোফেল্ড আস্তে আস্তে টেবিলের ওপর রাখা তাঁর বাঁ-হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিলেন। একই গলায় বলতে লাগলেন—

"আমাদের প্রতিষ্ঠান অতি বিশাল ও ক্ষমতাশালী। নীতিতত্ত্ব বা ধর্ম-অধর্মের পরোয়া আমি করি না। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যে আমি চাই প্রতিষ্ঠানের আচরণ সাধারণের চেয়ে অনেক উন্নত হোক। আমাদের ধরাবাঁধা কোন নিয়মকানুন নেই। তবে আত্মনিয়ন্ত্রণ সবসময়ই থাকা উচিত। আমাদের সম্প্রদায়ের শক্তি নির্ভর করে আমাদের প্রত্যেকটি সদস্যের নিজস্ব ক্ষমতার ওপর। সুতরাং একজন সদস্যের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া মানেই আমাদের সংস্থার গোটা কাঠামোকে দুর্বল করে দেওয়া।

"এধরনের ঘটনা সম্পর্কে আমার মনোভাব আপনাদের অজানা নয়, এবং এসব ক্ষেত্রে আমি যা ব্যবস্থা অবলম্বন করি, তাও আপনারা সমর্থন করে এসেছেন। বর্তমান বিষয়ে যা করবার, আমি ইতিমধ্যে করে ফেলেছি। আমি মেয়েটির বাবার কাছে একটি চিঠি মারফৎ ক্ষমাপ্রার্থনা করে পাঁচ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি। অবশ্য ঐ ট্রান্সমিটারটি লুকিয়ে রেখে তাঁরাও সর্তভঙ্গ করেছিলেন—তবে আমার ধারণা ওটি নেহাৎ পুলিশী বদমায়েশী। মেয়েটির বাবা বোধহয় এবিষয়ে কিছু জানতেন না।

"এই কাজে আমাদের লাভের পরিমাণ স্বাবতঃই অনেক কমে

গেছে। এ ব্যাপারের আসল অপরাধীকে আমি খুঁজে বার করেছি। সে-ই যে প্রকৃত দোষী, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তার উপযুক্ত শাস্তিও স্থির হয়ে গেছে।"

ব্লোফেল্ড টেবিলের প্রান্তে দাঁড়ানো ৭ নম্বরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন। কর্সিকানটিও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্লোফেল্ডের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে জানত সে নিরাপরাধ। আসল অপরাধী যে কে, তাও তার অজ্ঞাত নয়। তার সমস্ত দেহ উত্তেজনায় কঠিন—কিন্তু ভয় সে একটুও পায়নি। তার এবং প্রত্যেক সদস্যেরই জানা ছিল, যে ব্লোফেল্ড কখনও ভুল করেন না। সে বুঝতে পারছিল না, ব্লোফেল্ড ঠিক তাকেই কেন সকলের সামনে এরকম দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তবে এ-ও সে জানত যে ব্লোফেল্ড যা কববার তা ঠিক করে ফেলেছেন, এবং ভুল করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

ব্লোফেল্ড ৭ নম্বরের নির্ভীকতা লক্ষ্য করলেন। এর কারণটাও তিনি আন্দাজ করতে পারলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর ঠিক বিপরীতে উপবিষ্ট ১২ নম্বরের সমস্ত মুখ ঘেমে উঠেছে। ভাল, গায়ে ঘাম থাকলে কাজের সুবিধে হবে।

ব্লোফেল্ডের ডান হাত টেবিলের তলায় চলে গেল বোতামটা খুঁজে নিয়ে তিনি সুইচ টেনে দিলেন।

নীল আকাশ থেকে যেন সহসা নেমে এল মৃত্যু—ভয়ংকর মৃত্যু। ৩০০০ ভোল্ট বিদ্যুতের লৌহমুষ্টি পিয়ের বোরদ্-এর সমস্ত দেহকে টেনে ধনুকের মত বাঁকিয়ে দিল। তার মাথার প্রত্যেকটা চুল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অমানুষিক যন্ত্রণায় মুখ হয়ে গেল বিকৃত। চোখ-দুটো একবার জ্বলজ্বল্ করে উঠে নিভে গেল। খিঁচোনো দু-পাটি দাঁতের মধ্য দিয়ে, বেরিয়ে এল তার কালো হয়ে যাওয়া জিভটা। হাত, পা এবং পিঠের তলা থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোতে লাগল।

ব্লোফেল্ড সুইচ টেনে ১২ নম্বরের চেয়ারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎস্রোত বন্ধ করলেন। ঘরের আলোগুলো এতক্ষণ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। আবার সেগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পিয়ের

"সাব অপারেটার 'G' এর ওপর", ব্লোফেল্ড উপবিষ্ট তিনজন প্রাক্তন গেস্টাপো কর্মীর দিকে তাকালেন, "এর পর আর নির্ভর করা উচিত নয়। আমাদের জার্মান বিভাগ 'সেই' চিঠির ডাক বাক্সে পড়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 'G' কে সরাবার ব্যবস্থা করবেন। আশাকরি আপনারা বুঝতে পেরেছেন।"

জার্মান তিনজন একসঙ্গে সম্মতি জানালেন।

ব্লোফেল্ড বলে চললেন—"অন্যান্য সব কাজ ঠিক ঠিক এগিয়ে চলেছে। ১ নম্বর 'গর্ভগৃহ' এলাকায় গুপ্তধন অনুসন্ধানের নাম করে বেশ জমিয়ে বসেছেন। ঐ এলাকার আশেপাশে অনেকেই আজকাল গুপ্তধনের খোঁজে ঘোরাঘুরি করছে। ১ নম্বরের ওপর কারো সন্দেহ পড়বার কারণ নেই। তাঁর জাহাজের প্রতিটি নাবিক এক-একজন বাছাই করা সাব অপারেটার। এরা প্রত্যেকেই খুব বাধ্যতার সঙ্গে কাজ করছে।

"আপনারা প্ল্যান মাফিক 'গর্ভগৃহ' এলাকায় গিয়ে পৌঁছবেন। সকলে মিলে ১ নম্বরকে এই গুপ্তধন খোঁজার ব্যাপারে টাকা জোগাচ্ছেন—এই পরিচয়েই আপনারা ১ নম্বরের জাহাজে গিয়ে উঠবেন। অর্থাৎ আপনারা যেন নিজেদের টাকা ঠিকমত খাটছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছেন। আপনারা সকলেই নিজের নিজের ভূমিকা ও ছদ্মনাম সম্বন্ধে অবহিত আছেন এবং আশাকরি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা ও বিবেচনা করেছেন।"

সকলে সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে ব্লোফেল্ড আবার বললেন—"জলের নীচে সাঁতার কাটার জন্যে আপনাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই সব ঠিক আছে!"

প্রত্যেক সদস্য একে একে জানালেন যে সব ঠিক আছে।

ব্লোফেল্ড মন্তব্য করলেন,—"জলের তলায় কাজ করবার সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব কড়া হওয়া চাই। এজন্য আপনাদের ট্রেনিং-এ বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং গ্যাস-চালিত জলবন্দুকের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।—এবার আমাদের সিসিলীয়

বিভাগ থেকে মিঃ সিয়াক্কা একটি রিপোর্ট পেশ করবেন।"

সিসিলীয় বিভাগের ফিডেলিও সিয়াক্কা, একজন রোগা, ফ্যাকাশে চেহারার মানুষ। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, শান্ত ও সতর্ক গলায়—"বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে যে টাকা দাবী করা হয়েছে, তার সমমূল্যের সোনার বার প্যাকেটে করে প্লেন থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে দেওয়া হবে, প্যারাসুটের সাহায্যে। এটনা আগ্নেয়গিরির পাশে এই নির্দিষ্ট জায়গাটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ফল সন্তোষজনক। কালো লাভায় ঢাকা এই জায়গাটি বসবাস অথবা কৃষির পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

"এর মাঝামাঝি দুই বর্গকিলোমিটার জায়গা উদ্ধারকারীরা টর্চের সাহায্যে চিহ্নিত করে রাখবেন, যাতে রাত্রিবেলায় আকাশ থেকে দেখা যায়। সমস্ত সোনা ফেলতে বেশ কয়েকটা প্যারাসুট লাগবে। এই প্যারাসুট এবং সোনার প্যাকেটগুলোর ওপর ফসফরাসের প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাত্রি-বেলায় প্যাকেটগুলি উদ্ধার করা সহজ হবে।"

"এই উদ্ধারকারীরা কে?" ব্লোফেল্ড সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস্ করলেন।

সিয়াক্কা বললেন—"আমার কাকা হচ্ছেন ঐ জেলার Mafia দলের সর্দার। তাঁকে আমি দশলক্ষ পাউণ্ডের বিনিময়ে হাত করেছি। তাঁকে বোঝানো হয়েছে যে এটা একটা ব্যাংক লুঠের ব্যাপার। তিনি এর বেশী কিছু জানতেও চান না। সোনাগুলোকে উদ্ধার করে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ভার আছে তাঁর ওপর। ঐ এলাকায় আমাদের সাব অপারেটার ৫২ হলে কাকার আত্মীয়। ইনি ওখানকার সব কাজকর্মের দেখাশোনা করছেন এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন।"

ব্লোফেল্ড কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বললেন—"হ্যাঁ, এ পর্যন্ত ঠিকই আছে। আমাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে ঐ সোনা ঠিকমত পাচার করা। সাব-অপারে-টার ২০১ কে এ-কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতা

থেকে জানি, যে এ-লোকটি খুবই বিশ্বস্ত। 'মারকিউরিয়্যাল' জাহাজ এই সোনা বোঝাই করে ক্যাটানিয়া থেকে রওনা হবে এবং সুয়েজ খাল পেরিয়ে গোয়া অভিমুখে চলতে থাকবে। পথে, একটি নির্দিষ্ট জায়গায়, একটি বাণিজ্য তরী এসে মিলিত হবে 'মারকিউরিয়্যালে'র সঙ্গে। বোম্বাই-এর কয়েকজন বড় বড় সোনার কারবারী এই জাহাজের মালিক। সমস্ত সোনা এই বাণিজ্যতরীতে তুলে দেওয়া হবে। বর্তমান সোনার দর অনুযায়ী এর দাম স্থির হবে। সুইস ফ্রাঁ, ডলার এবং বলিভার—এই তিন রকম মুদ্রার ব্যবহৃত নোটে টাকা গুনে নিয়ে 'মারকিউরিয়াল' রওনা হবে গোয়ার দিকে। পথে এই টাকা আমাদের অংশ অনুযায়ী যথানিয়মে ভাগ করা হবে। গোয়া পৌঁছবার পর টাকাটা চার্টার্ড প্লেনে করে চলে আসবে জুরিখে। সেখানে বাইশটি বিভিন্ন সুইস ব্যাংকের ডিপোজিট ভল্টে এই অর্থের এক এক অংশ জমা করা হবে। ঐ ভল্টগুলির চাবি এই মিটিং-এর শেষে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ভল্টে জমা হওয়ার পর থেকে ও টাকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সদস্যদের ওপর। ব্লোফেল্ডের শ্যেন দৃষ্টি সদস্যদের ওপর দিয়ে ঘুরে এল—"আশাকরি সমস্ত ব্যবস্থাটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে!"

সকলে একে একে সমর্থন জানালেন। পোলিশ ইলেকট্রনিকস বিশেষজ্ঞ ক্যান্‌ডিন্‌স্কি স্পষ্ট গলায় প্রশ্ন করলেন—"এটা অবশ্য আমার এলাকা নয়. তবু একটা কথা জানতে চাই। পাশ্চাত্য শক্তিগুলি সহজেই বুঝতে পারছে, যে সিসিলি থেকে সোনার প্যাকেটগুলো বাইরে পাচার করা হবে। তাদের কারো নৌবহরের পক্ষে এই 'মাকিউরিয়াল'-কে ধরে ফেলে সোনা কেড়ে নেওয়াটা কি অসম্ভব? আকাশ আর সমুদ্র থেকে নজর রেখে জাহাজটাকে খুঁজে বার করা তো নেহাৎ সোজা ব্যাপার।"

ব্লোফেল্ড ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন—"আপনি ভুলে যাচ্ছেন, যে যতক্ষণ না সমস্ত টাকা সুইস ব্যাংকগুলোতে জমা পড়ছে, ততক্ষণ আমরা প্রথম বোমাটি, এমনকি প্রয়োজন হলে দুটি বোমার

কোনটিই, ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছিনা। সুতরাং এ ব্যবস্থায় কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই। সমুদ্রের বুকে ডাকাতির সম্ভাবনাও আমি বাতিল করে দিচ্ছি। কারণ, পশ্চিমী শক্তিগুলি এই পুরো ব্যাপারটার বাষ্পমাত্র বাইরে বেরোতে দেবেন না। দিলে জনসাধারণের মধ্যে এক ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। এজন্য সোনা পাচারের খবর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ··· অন্য কোনো প্রশ্ন আছে?"

জার্মান বিভাগের ব্রুনো বেয়ার প্রশ্ন করলেন,—সোজাসুজি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে ১ নম্বরকে 'গর্ভগৃহ' এলাকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি কি তাঁকে 'প্ল্যান ওমেগা'-র সব কাজকর্ম পরিচালনার কর্তৃত্বও দিয়েছেন? অর্থাৎ, তিনিই কি কার্য্যতঃ আমাদের, যাকে বলে, সর্বাধিনায়ক।"

খাঁটি জার্মানসুলভ প্রশ্ন, ব্লোফেল্ড মনে মনে বললেন। জার্মানরা আদেশ পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত; কিন্তু আগে তারা জেনে নেবে, আসল বড়কর্তাটি কে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান সেনাপতিরা তাদের সর্বাধিনায়কের সামনে মাথা নীচু করত ঠিক ততক্ষণ, যতক্ষণ তিনি হিটলারের সমর্থন পাচ্ছেন।

ব্লোফেল্ড বললেন—"আমি ইতিপূর্বে সদস্যদের স্পষ্টভাষায় জানিয়েছি, এবং আবার জানাচ্ছি, যে আপনারাই সর্বসম্মতিক্রমে ১ নম্বরকে আমার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেছেন। 'প্ল্যান ওমেগা'-র পরিচালনায় তিনি হচ্ছেন SPECTRE-এর সহ-সর্বাধিনায়ক। এবং যেহেতু 'সেই' চিঠিটির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্য আমাকে সদরদপ্তরে আটকা থাকতে হবে, কর্মক্ষেত্রে ১ নম্বরই হবেন সর্বাধিনায়ক। তাঁর প্রতিটি আদেশ আপনারা আমার নিজের মনে করে পালন করবেন। এ ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই কারো আপত্তি নেই।" ব্লোফেল্ডের তীক্ষ্ণদৃষ্টি উপস্থিত সকলের মুখের ওপর বুলিয়ে গেল। সকলেই একবাক্যে সমর্থন জানালেন তাঁকে।

ব্লোফেল্ড বললেন—"বেশ। আজকের অধিবেশন এখানেই শেষ হল। আমি ১২ নম্বরের দেহাবশেষ সরাবার ব্যবস্থা করছি।

আর, ১৮ নম্বর, আপনি একটু ২০ মেগাসাইক্‌ল্‌স্‌-এ ১ নম্বরকে ধরে দিন। ফরাসী পোস্টঅফিস রাত আটটার পর থেকে এই ওয়েভব্যাণ্ডটি ব্যবহার করে না।"

---

৭ মাননীয় প্রধান মন্ত্রী সমীপে

জেম্‌স্‌ বণ্ড কার্ডবোর্ডের বাক্সের ভেতর থেকে চেঁচেপুঁছে দই-এর অবশিষ্টটুকু শেষ করে ফেলল। বাক্সটার গায়ে গোটা গোটা করে লেখা ছিল—"বিশুদ্ধ ছাগদুগ্ধ হইতে প্রস্তুত। স্ট্যানওয়েতে আমাদের নিজস্ব খোঁয়াড়ের ছাগলের দুধ।…" বণ্ড একটা গোল Energen রুটি নিয়ে সাবধানে টুকরো করতে লাগলে—তাড়াহুড়ো করতে গেলে আবার এগুলো গুঁড়িয়ে যায়। তারপর হাত বাড়িয়ে ঝোলা গুড়ের প্লেটটা টেনে আনল। রুটির টুকরোগুলো একে একে গুড় সহযোগে, এবং খুব ভালভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে, গলা দিয়ে নামাতে লাগল।

দিন দশেক আগে শ্রাবল্যাণ্ড থেকে ফেরবার পর থেকে বণ্ডের মন-মেজাজ দারুণ ভালো আছে। সে জীবনে এত সুস্থবোধ করেনি। তার শক্তি ও কর্মদক্ষতা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তার অফিসের লেখালেখির যাচ্ছেতাই আর একঘেয়ে কাজগুলো পর্যন্ত তার অতি চমৎকার লাগছে। তার হাতের কাজকর্ম সে এত তাড়াতাড়ি আর সুন্দরভাবে শেষ করে ফেরৎ পাঠাচ্ছিল, যে অন্যান্য বিভাগের কর্মীরা প্রথম প্রথম বিস্মিত, এবং পরে ঈষৎ বিব্রত বোধ করছিলেন। বণ্ড বিছানা থেকে উঠছে খুব সকাল করে, সেজন্য অফিসেও আসছে তাড়াতাড়ি। আর বাড়ী ফিরছে দেরী করে। এতে মুশকিল হয়েছে বণ্ডের সেক্রেটারী লোলিয়া পনসনবি-র। সুন্দরী মেয়েটির ব্যক্তিগত দেখা সাক্ষাৎ, ঘোরাঘুরি ইত্যাদি সবকিছু

বন্ধ হবার জোগাড়। এত কাজের চাপে ক্লান্তি আর বিরক্তিও বড় কম হচ্ছিল না তার।

শেষ পর্যন্ত লোলিয়া হতাশ হয়ে তার প্রিয়তম বান্ধবী, M-এর সেক্রেটারী মিস্ মানিপেনীর সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ চাইল। মিস্ মানিপেনী লোলিয়ার সৌভাগ্যকে বিলক্ষণ হিংসে করত। কিন্তু তবু তাকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিল। ক্যান্টিনে বসে কফি খেতে খেতে সে লোলিয়াকে বলল,—"কিছু ভেবোনা। সব ঠিক হয়ে যাবে। বুড়ো M-ও ঐ হতচ্ছাড়া প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়টা থেকে ফিরে আসবার পর হপ্তাদুয়েক এইরকম হয়ে গিয়েছিলেন। এমন খাটতেন আর আমাকে খাটাতেন, যে মনে হত যেন গান্ধী বা সোয়াইট্‌জারের কাছে কাজ করছি। যাই হোক, এর পরেই তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ল কয়েকটা প্যাঁচালো কেস্, আর তিনি পত্রপাঠ সন্ধ্যেবেলায় একটি বার এ ঢুকে পড়লেন, মাথাটাকে একটু ফাঁকা করতেই বোধহয়। অনেকদিন বাদে হঠাৎ অত্যাচার করায় পরদিন অবশ্য তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল, তাহলেও এরপর আবার M আগের মত স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। আমার ধারণা তিনি ঈষৎ 'শ্যাম্পেন চিকিৎসা' প্রয়োগ করেছিলেন। সত্যি বলতে কি, প্রকৃত মানুষদের পক্ষে এইসব চিকিৎসাই ভাল। এতে তাদের হাবভাব যথারীতি বিশ্রী হয়ে পড়ে ঠিকই, কিন্তু তাদের অন্ততঃ মানুষ-মানুষ দেখায়। একটা চেনা চেনা লোক হঠাৎ যদি ভগবানের মত ভাল হয়ে পড়ে, তাহলে, তাকে সহ্য কারা সত্যিই শক্ত।"

বণ্ডের রাঁধুনি ও পরিচারিকা মিসেস্ মে যখন প্রাতরাশের খালি প্লেটগুলো সরিয়ে নিয়ে যেতে আসলো, তখন বণ্ড একটা ফিল্টারওয়ালা "ডিউক অফ্ ডারহাম" সিগারেট ধরিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই সিগারেটে নিকোটিন ও আলকাতারার অংশ নগণ্যতম। বণ্ড ছোটবেলা থেকে কড়া মোরল্যাণ্ড বলকান মিক্‌চার খেয়ে অভ্যস্ত। সে অভ্যেস ছেড়ে সে সম্প্রতি এই সিগারেট ধরেছে। এটির স্বাদ তেমন কড়া না হলেও, অন্ততঃ আমেরিকা

থেকে নতুন "তামাকবিহীন" ভ্যানগার্ড সিগারেটের চেয়ে ভাল। ভ্যানগার্ডগুলো খুব স্বাস্থ্যসম্মত কিন্তু ধরালেই একটা বিশ্রী পাতাপোড়া গন্ধ ছাড়ত, যার ফলে অফিসে ঢুকে সকলেই একবার করে ব্যাস্ত হ'য়ে খোঁজ করতেন—"দেখুন তো কোথাও আগুন-টাগুন ধরেছে কিনা!

মে প্লেটগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল, অর্থাৎ তার কিছু বলবার আছে। বণ্ড "দি টাইম্‌স"-এর পাতা থেকে চোখ তুলে তার দিকে তাকাল—"কি ব্যাপার, মে?"

মে-র চোখমুখ লাল্‌চে লাগছিল। বলিষ্ঠ আঙুলগুলোর সাহায্যে দই-এর বাক্সটাকে তুমাড় এঁটো প্লেটগুলোর মধ্যে ফেলে দিয়ে সে সোজা বণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললে—"এটা আমার উপদেশ দেওয়ার জায়গা নয়, মিস্টার জেম্‌স, কিন্তু আমি বলতে ব্যাধ্য হচ্ছি, যে আপনি নিজেকে শেষ করে ফেলছেন!"

বণ্ড খুব ফুর্ত্তির সঙ্গে বলল, "ঠিক বলেছ মে, একেবারে খাঁটি কথা বলেছে। তবে আজকাল আর আমি দিনে দশটার বেশী সিগারেট টানছি না।"

—"...আপনার ঐসব বিদ্‌ঘুটে সিগারেট খাওয়ার কথা বলছি না! আমি বলছি এই রাবিশগুলোর কথা।" মে ঘেন্নার সঙ্গে খালি প্লেটগুলোর দিকে আঙুল দেখাল,—"এই জঞ্জালগুলো কি একটা পুরুষমানুষের খাবার! হ্যাঁ, আমি একথা বলবই; কারণ আপনি যতটা ভাবেন, তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু আমার জানা আছে আপনার সম্বন্ধে। কথায় কথায় আপনাকে হাসপাতাল থেকে ফেরৎ আনা হয়। কি হয়েছিল? না—মোটর দুর্ঘটনা হয়েছিল। অত বোকা আমি নই, মিস্টার জেম্‌স। মোটর দুর্ঘটনায় গায়ের জায়গায় জায়গায় গোল গোল গর্ত্তও হয়না, কাটাছেঁড়ার দাগও হয়না—থাক, আপনাকে আর দাঁত বার করতে হবে না! গর্ত্তগুলো আমি দেখেছি। আমি জানি ওগুলো বুলেটের দাগ।"

মে কোমরে হাত দিয়ে গম্ভীর চালে বলে চল্লো—"আপনি অনায়াসে আমাকে এখান থেকে ভাগিয়ে দিতে পারেন, মিস্টার জেম্স্। কিন্তু এই আমি বলে গেলাম, এরকম গুড় আর ছাগলের দই পেটে পুরে যদি আপনি আরেকবার লাড়াই-টড়াই করবার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনাকে স্রেফ একটি কফিনে পুরে ফেরৎ আনতে হবে।"

আগেকার দিন হলে বণ্ড মে-কে সোজা জাহান্নামে গিয়ে তাকে রেহাই দিতে বলত। কিন্তু এখন তার ধৈর্য আর কৌতুকবোধ, দুটোই অসীম। সে চটপট্ মহিলাটিকে 'মরা' এবং 'জ্যান্ত খাবার সম্বন্ধে ছোটখাট একটা লেক্চার দিয়ে ফেলল। "দেখ মে এই সব সাদা চিনি সাদা নুন,—সবই হচ্ছে নেহাৎ অপ্রাকৃতিক খাবার। হয় এগুলো ডিমের সাদা অংশটার মত এমনিতেই 'মরা নয়ত এদের সমস্ত পুষ্টিকর অংশটুকু ছেঁকে বার করে নেওয়া হয়েছে। ভাজা খাবার কেক, কফি—সবই হচ্ছে এরকম মরা খাবার। এগুলো স্রেফ বিষ। মানুষকে আস্তে আস্তে খতম করে ফেলে। ভগবান জানেন কী করে এই সমস্ত জঞ্জাল আমি আরাম ক[illegible]াম।... আর এখন দেখ, ঠিক ঠিক খাবার খেয়ে আর মদ-টদ ছেড়ে দিয়ে আমি কত চমৎকার আছি! নিজেকে একটা নতুন মানুষ মনে হচ্ছে! আগের চেয়ে অনেক আরামে ঘুমোচ্ছি, শক্তি সামর্থ হয়ে গেছে দ্বিগুণ। মাথাব্যথা নেই, গায়ের ব্যথা নেই, দুর্বলতা নেই। জানো, মাসখানেক আগে এমন একটা হপ্তা যেত না, যার মধ্যে অন্ততঃ একদিন আমার এই প্রাতরাশে গোটাদুয়েক অ্যাস্পিরিন ছাড়া কিছুই খাওয়ার ক্ষমতা থাকত না। বল্লি তখনও তো তুমি তাই নিয়ে খিটির-খিটির করতে ছাড়তে না। তাহলে এখন তোমার চটার কারণটা কি?" বণ্ড ভুরু তুলে তাকাল মে-র দিকে।

মে হেরে গিয়ে ট্রে-টা তুলে নিয়ে দরজার দিকে রওনা হল। দরজায় পৌঁছে হঠাৎ একবার ঘুরে দাঁড়ালো। রাগের চোটে তার চোখে প্রায় জল এসে গেছে। বললো—"মিঃ জেম্স্! হয়ত

আপনিই খাঁটি কথা বলছেন, আর আমিই বাজে বকছি। কিন্তু এটা আমি একশোবার বলব, যে আপনি কখনই আর সেই আগের মিঃ জেম্‌স্‌ নেই।" দরজাটা সশব্দে খুলে আবার দড়াম্‌ করে বন্ধ হয়ে গেল।

বণ্ড হতাশভাবে নিঃশ্বাস ফেলে কাগজটা তুলে নিল, আর শীর্ষ-সম্মেলন না হওয়ার নবতম কারণগুলো মন দিয়ে পড়তে লাগল।

লাল রঙের টেলিফোনটা দারুণ জোরে বেজে উঠল। এই টেলিফোনটির সঙ্গে সদরদপ্তরের সরাসরি সংযোগ আছে। বণ্ড কাগজ থেকে চোখ না তুলে রিসিভারের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। সে জানত, গরমাগরম কোনও খবর বা ডাক আসবার সম্ভাবনা নেই। সেই পুরণো দিনগুলো শেষ হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা লড়াই পর্যন্ত সব আস্তে আস্তে থেমে আসছে। আজ বিস্‌লি তে একটা নতুন রাইফেল চালিয়ে দেখবার কথা ছিল বণ্ডের। সেই প্রোগ্রামটা বাতিল করবার জন্যই বোধহয় এই ফোন।

"বণ্ড বলছি।"

বড়[illegible]র গলা শোনা গেল ওপ্রান্ত থেকে। বণ্ড ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে কাগজটাকে মাটিতে ফেলে দিল। সেই পুরণো সময়ের মত রিসিভারটাকে কানের সঙ্গে চেপে ধরে ওপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা প্রতিটি শব্দের ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করতে লাগল।

"এক্ষুণি চলে এস জেম্‌স্‌। M ডাকছেন।"

"আমার জন্যে কোনও কাজ আছে?"

"শুধু তোমার জন্য নয়, প্রত্যেকের জন্য। দৌড় লাগাও—যতটা জোরে পারো। আগামী কয়েক হপ্তার জন্য যদি কোনও কাজ থাকে, এখনই সেগুলো বাতিল করে দাও। আজ রাত্রেই তোমায় পাঠাতে হচ্ছে। শিগ্‌গীর করো।" লাইনটা কেটে গেল।

সকাল সবে ন'টা। রাস্তায় অফিসের ভিড় জমতে এখনও অনেক দেরী। রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক পুলিশরা দাঁড়িয়ে নেই। পুরনো [illegible] সদরদপ্তরে পৌঁছে

গেল। ফোন পাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে সে লিফটে করে এসে পৌঁছল সদর দপ্তরের নবম এবং শেষ তলায়।

কার্পেটে ঢাকা করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বণ্ড অনুভব করল সমস্ত অফিসে একটা থমথমে অথচ ব্যস্ত আবহাওয়া। M-এর অফিসের পেছনে বিরাট কমিনিকেশন (সংবাদ আদান-প্রদান) বিভাগ থেকে ভেসে আসছে অজস্র ট্রান্স্‌মিটারের খটখটাং শব্দ আর সাইফার মেশিনগুলো মেশিনগানের মত আওয়াজ। বণ্ড বুঝল. যে পৃথিবীর সর্বত্র জরুরি খবর পাঠানো হচ্ছে বেতারের সাহায্যে। ব্যাপারটা কি!

বড়সাহেব দাঁড়িয়েছিলেন মিস মানিপেনীর পাশে। নানান্ জরুরী খবর ও সিগন্যালে ভর্তি একতাড়া কাগজ হাতে নিয়ে তিনি বোঝাচ্ছিলেন কোনটা-কোথায়-কীভাবে পাঠাতে হবে। ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—"চট্‌পট্ এগুলো পাঠাবার ব্যবস্থা কর। আরো অনেক পাঠাবার আছে। লক্ষ্মী মেয়ের মত কাজ করো। সামনে খারাপ দিন আসছে।"

মিস্ মানিপেনী বেশ প্রফুল্লভাবে হাসল। এসব গণ্ডগোল আর তাড়াহুড়োর কাজ তার মন্দ লাগত না। বরং সেই সেদিনের কথা মনে পড়ত, যখন সে নতুন এই অফিসে সাইফার ডিপার্টমেণ্টের একজন কনিষ্ঠ কর্মী হয়ে ঢুকেছিল।

মিস্ মানিপেনী ইণ্টারকম্-এর বোতাম টিপে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল—'007 এসে গেছে স্যর।" তারপর বণ্ডের দিকে মুখ তুলে বলল—"যাও ঢুকে পড়।" বড়সাহেব বণ্ডের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন,—'তৈরী হও।" M-এর ঘরের দরজার ওপরে একটা লালরঙের বাতি জ্বলে উঠল। বণ্ড গিয়ে ঢুকল সে ঘরে।

এ ঘরটার আবহাওয়া কিন্তু একেবারে শান্ত। M-আরাম করে বসে আছেন টেবিলের দিকে পাশ ফিরে। খোলা জানালা দিয়ে লণ্ডন শহর যেখানে গিয়ে আকাশের সঙ্গে মিশেছে, সেইদিক তাকিয়ে আছেন। ঘাড় ফিরিয়ে বণ্ডকে দেখলেন। বললেন—"বসে পড়

007". তারপর হাত বাড়িয়ে কয়েকটা ফুলস্ক্যাপ সাইজ ফোটো স্ট্যাট্ বণ্ডের সামনে টেবিলের ওপর ফেলে দিলেন।—"এগুলো পড়ে ছাখো। বেশ মন দিয়ে পড়।" M-নিজের পাইপটা তুলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে সেটাতে তামাক ভরতে লাগলেন।

বণ্ড ওপরের ফোটোস্টাট্টা তুলে নিল। একটা টিকানা লেখা খামের ছবি। খামটার সর্বাঙ্গে পাউডার ছিটানো হয়েছে আঙুলের ছাপ বার করবার জন্য। খামের সর্বত্র ফুটে উঠেছে অজস্র আঙুলের ছাপ।

M পাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—"সিগারেট খেতে পার।"

বণ্ড বলল—"ঠিক আছে, স্যার। আমি বদ অভ্যেসটা ছাড়বার চেষ্টা করছি।"

M একবার "হুম" বলে পাইপ মুখে পুরে সেটা ধরলেন। একগাদা ধোঁয়া বুকে টেনে নিয়ে চেয়ারে আরেকটু ঢুকে বসলেন। তাঁর ধূসর চোখের গভীর দৃষ্টি অনির্দিষ্ট ভাবে খোলা জানালার বাইরে স্থির হয়ে রইল।

খামটার ওপড়ে গোটা গোটা করে লেখা—"ব্যক্তিগত এবং অত্যন্ত জরুরী"। তার নীচে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নাম ও ঠিকান—১০নং ডাউনিং স্ট্রীট, হোয়াইটহল্, লণ্ডন, SW.1. ঠিকানার প্রতিটি খুঁটিনাটি আর্যশ্চরমক নিখুঁত—এমন কি নামের পাশে ছোট্ট করে লেখা 'PC', অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী একজন প্রিভি কাউন্সিলার ছিলেন। ডাকঘরের ছাপ রয়েছে ব্রাইটনের, ৩রা জুন, সকাল ৮-৩০। বণ্ড বুঝল যে চিঠিটাকে শেষ রাত্রির অন্ধকারে পোস্ট করা হয়েছে, যাতে সেদিন দুপুরের মধ্যেই এটি যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছয়। ঠিকানার অক্ষরগুলো বলিষ্ঠ ও সুছাঁদ। সমস্ত ব্যাপারটায় একটা চমৎকার পেশাদারী পরিচ্ছন্নতা অনুভব করা যায়। খামের উল্টে-দিকের ছবিতে বণ্ড একগাদা আঙুলের ছাপ ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। খাম বন্ধ করতে গালা ব্যবহার করা হয় নি।

খামের ভেতরের চিঠির ফোটোস্ট্যাইটা তুলে নিল বণ্ড। সেই

একই রকম সুছাঁদ, নিখুঁত ও সুবিন্যস্ত অক্ষরে চিঠিটা লেখা।

"মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়,

আপনি বোধহয় জানেন, কিংবা বিমানবাহিনীর সর্বাদিনায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই জানতে পারবেন যে, গতকাল অর্থাৎ ২রা জুন রাত ১০টা নাগাদ দুটি পারমানবিক অস্ত্র বহনকারী একটি ব্রিটীশ বিমানের ট্রেনিং ফ্লাইট শেষ করে ফিরে আসবার কথা ছিল, —কিন্তু সে বিমানটি এখনও ফেরেনি। বসকোম্ব্ ডাউন বিমান-ক্ষেত্রে অবস্থিত ব্রিটীশ বিমানবাহিনীর (RAF) ৫নং পরীক্ষামূলক স্কোয়াড্রনের একটি ভিলিয়ার্স ভিণ্ডিকেটর বিমান এটি। এটম বোমা-দুটির উপর চিহ্নিত রাষ্ট্রীয় সরবরাহ পরিচয় চিহ্ন হচ্ছে MOS/bd/-654/MKV এবং MOS/bd/655/ MKV। এ ছাড়াও বোমা দুটিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিমানবাহিনীর (USAF) পরিচয় চিহ্ন আছে, কিন্তু সেগুলো এতই জটিল, যে আপনাকে আর সেসব জানিয়ে ক্লান্ত করলাম না।

বিমানটি এক NATO ট্রেনিং ফ্লাইট-এ ছিল। আরোহী ছিলেন পাঁচজন কর্মী এবং একজন পর্যবেক্ষক। মোটামুটি ৪০,০০০ ফুট উঁচু দিয়ে দশ ঘণ্টা ওড়বার পক্ষে যথেষ্ট তেল এই বিমানে ছিল।

এটম বোমাদুটি-শুদ্ধ বিমানটি বর্তমানে এই সংস্থার দখলে রয়েছে কর্মী পাঁচজন এবং পর্যবেক্ষক—সকলেই মারা গেছেন। আপনি তাঁদের আত্মীয়দের সেইমত জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। এর দ্বারা, প্লেনটি যে ক্র্যাশ করেছে, সে খবর প্রচার করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। আমরা বুঝতেই পারছি, যে এ বিষয়ে আপনারা আপাততঃ যথাসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করবার চেষ্টা করবেন। তাতে অবশ্য আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

বিমান এবং বোমাদুটির অবস্থানের বিস্তৃত সংবাদ, যার সাহায্যে আপনারা সেগুলি উদ্ধার করতে পারবেন, আমরা আপনাকে জানাতে পারি। এর বিনিময়ে আমাদের চাই—১০ কোটি পাউণ্ড। কী করে এই টাকা আমাদের কাছে পৌঁছতে হবে,

তার বিস্তৃত নির্দেশ সঙ্গের কাগজটিতে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত টাকাটা সমমূল্যের সোনার বাট-এ দিতে হবে। সোনার বাটগুলির সংখ্যা হবে ঠিক এক হাজার। এছাড়াও আমাদের আরও দুটি সর্ত্ত আছে। প্রথমতঃ, এই সোনা আপনাদের যেখানে পৌঁছতে বলা হয়েছে, সেখান থেকে সেগুলো উদ্ধার করা এবং যথাস্থানে চালান দেওয়ার ব্যাপারে আপনারা আমাদের কোনরকম বাধা দেবেন না। দ্বিতীয়তঃ, আপনার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র আমাদের কাছে পাঠাতে হবে। ঐ ঘোষণাপত্রে লেখা থাকবে যে আপনারা এই SPECTRE সংস্থা এবং এর প্রতিটি সদস্যকে এ ব্যাপারে সবরকম দায়িত্ব থেকে রেহাই দিচ্ছেন।

সর্ত্তগুলি মেনে নেওয়ার শেষ সময় হচ্ছে ৩রা জুন, বিকেল পাঁচটা (গ্রীনউইচ সময়) থেকে এক সপ্তাহ পরে—অর্থাৎ ১০ই জুন, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। ঐ শেষ সময়ের মধ্যে যদি আপনারা সর্ত্তগুলি মেনে নেওয়ার সংবাদ না পাঠান, তাহলে তার ঠিক পরদিন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অধিকারভুক্ত অন্যূন ১০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের কোন একটি সম্পত্তি বিনষ্ট করা হবে। এই সতর্কীকরণের পরেও যদি আপনারা সম্মতি না জানান, তা হলে আমরা আপনাদের নতিস্বীকার করতে বাধ্য করবার জন্য এই সতর্কীকরণের সংবাদ সারা বিশ্বে প্রচার করে দিতে পারি। এর ফলে যে কী বিস্তৃত আতংকের সৃষ্টি হবে, তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারছেন। সতর্কীকরণের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের সম্মতি না পেলে আমরা যে কোনও একটি বড় পাশ্চাত্য শহরের ওপর এটম বোমা ফেলব এবং এই বিরাট প্রাণহানির দায়িত্ব পড়বে পুরো আপনাদের ওপর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, এটাই আমাদের প্রথম ও শেষ চিঠি। গ্রীনউইচ সময়ের প্রতি ঘণ্টার শেষে আমরা ১৬ মেগাসাইক্‌লম্ ওয়েভব্যাণ্ডে আপনার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করব। ইতি

'SPECTRE'
(The Special Executive for Counterintelligence,
Terrorism, Revenge and Extorsion.)"

জেমস্ বণ্ড দ্বিতীয়বার চিঠিটাকে ভালভাবে পড়ে নিয়ে সামনের ডেস্কে নামিয়ে রাখল। তারপর চিঠির সঙ্গের কাগজটির ফোটো-স্ট্যাট কপি, যাতে সোনা পৌঁছনো সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া রয়েছে, সেটি তুলে নিল। সবরকম খুঁটিনাটি দেওয়া আছে এটিতে—"এট্না আগ্নেয়গিরির উত্তর-পশ্চিম ঢাল···শুক্লপক্ষের সময়—গ্রীন-উইচ রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে—সোনার প্রতিটি প্যাকেট এক ফুট পুরু স্পঞ্জ রবারের মধ্যে থাকবে—এক একটি প্যাকেট অন্ততঃ গোটা তিনেক প্যারাসুটে বেঁধে ফেলতে হবে···সোনা বহনকারী বিমানগুলি কী ধরণের হবে এবং তাদের পুরো সময়সূচী, তাদের আকাশে ওঠার অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা আগে ১৬ মেগাসাইক্‌ল্‌স এ আমাদের জানাতে হবে—আমাদের কাজে কোনরকম বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সর্তভঙ্গ করা হবে এবং আমরা এটম বোমা দুটির বিস্ফোরণ ঘটাতে বাধ্য হব।"

চিঠি এবং এই সঙ্গের কাগজ, দুটিরই তলায় ছোট করে লেখা—"একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কাছে রেজিস্টার্ড এয়ার মেইলে চিঠির নকল পাঠানো হল।"

বণ্ড ফোটোস্ট্যাট্‌টি অন্যগুলির ওপর নামিয়ে রাখল। পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে দেখল এখন তাতে ন'টা সিগারেট আছে। বণ্ড একটা ধরাল। বুকভর্তি ধোঁয়া টেনে স্বনিঃশ্বাসে সেগুলো বার করে দিল।

M নিজের চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে বণ্ডের মুখোমুখি এলেন—"কি মনে হয়?"

বণ্ড M-এর চোখদুটে লক্ষ্য করল। তিন হপ্তা আগে যে চোখ ছিল পরিষ্কার ও সপ্রাণ, আজ তারা ক্লান্ত ও রক্তবর্ণ। খুবই স্বাভাবিক। বণ্ড বলল, "যদি সত্যিই ঐরকম একটা প্লেন হারিয়ে

থাকে স্যর, তাহলে আমার মনে হয় না যে এরা বাজে কিছু বকছে। চিঠির বক্তব্য বেশ খাঁটি বলেই মনে হচ্ছে।"

M বললেন—"যুদ্ধ মন্ত্রণালয় সেইরকমই মনে করেন। আমিও।" তিনি একটু থেমে আবার বললেন,—"হ্যাঁ, ঐ প্লেন আর বোমাদুটো সত্যিই হারিয়ে গেছে। আর চিঠিতে দেওয়া বোমদুটোর গায়ের নম্বর একেবারে খাঁটি।"

———

৮ অপারেশন থাণ্ডার বল

বণ্ড বলল—"কোনও সূত্র পাওয়া গেছে স্যর?"

—"অতি অল্প—কিছুই পাওয়া যায়নি বলতে গেল। এই SPECTRE দলের নাম সাতজন্মে শুনিনি। তবে এটা আমরা জানতাম, যে ইউরোপে একটা স্বাধীন গুপ্তচক্র বেশ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা এবং আমেরিকানরা তাদের কাছ থেকে কিছু গোপন কাগজপত্র কিনেছি। ফরাসী গুপ্তচর বিভাগ থেকে ম্যাথিস্ এখন জানাচ্ছে, যে সে এই দলের সঙ্গে কারবার করেছে। গোল্‌ৎস্ নামে একজন ফরাসী 'ভারী জল' (Heavy water) বিশেষজ্ঞ কম্যুনিস্ট্‌দের কাছে পালিয়েছিলেন। SPECTRE দলটি হঠাৎ ফরাসী গুপ্তচরবিভাগের যোগাযোগ দপ্তরে এক বেনামী চিঠি লিখে প্রচুর টাকার বিনিময়ে গোল্‌ৎস্-এর মুখ বন্ধ করার প্রস্তাব জানায়। ম্যাথিস কী ভেবে রাজী হয়ে যায়। সমস্ত কথাবার্ত্তা হয়েছিল বেতারে—ঐ ১৬ মেগাসাইক্‌ল্‌সে। ওরা খুব চট্‌পট্ ও পরিষ্কারভাবে গোল্‌ৎস্-কে খতম করে দেয়। বিনিময়ে ম্যাথিস এক সুটকেস টাকা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে আসে। এ ছাড়া ঐ দলের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

"আমরা আর আমেরিকানরা যখন ওদের কাছ থেকে

জিনিসপত্র কিনি, তখন ওরা নানারকম পেশাদারী প্যাঁচের সাহায্যে নিজেদের আড়ালে রেখেছিল। অবশ্য আমাদের আগ্রহ ছিল 'মাল'-গুলোর দিকেই। কার কাছ থেকে পাচ্ছি, তা নিয়ে আমরা বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম না। প্রচুর টাকা দিতে হয়েছিল তাদের—অবশ্য দামের উপযুক্ত জিনিষই পেয়েছিলাম। এরা যদি সেই একই দল হয়, তবে ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয়। অতিশয় পাকা লোক এরা। আমি প্রধানমন্ত্রীকে একথা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি।

"কিন্তু এসব কথা অবান্তর। আসল ব্যাপার হচ্ছে—প্লেন আর বোমাদুটো হারিয়েছে। ওরা যে সব খুঁটিনাটি প্রমাণ জানিয়েছে, তা হুবহু সত্যি।" M একটা মোটা ফোল্ডার টেনে এতে তার ভেতর থেকে একটা কাগজ খুঁজে বার করলেন। তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন—"হ্যাঁ, ভিণ্ডিকেটরে বিমানটী দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ড ও অ্যাটলান্টিকের ওপর দিয়ে এক NATO ট্রেনিং ফ্লাইটে ছিল। ৬-ঘন্টার ফ্লাইট। রাত আটটায় বসকোম্ব ডাউন বিমানক্ষেত্র থেকে উড়বে, আর রাত দুটোয় ফিরে আসবে। আরোহী ছিলেন ব্রিটীশ বিমানবাহিনীর পাঁচজন কর্মী ও একজন NATO পর্যবেক্ষক।

"এই পর্যবেক্ষকটি NATO মনোনীত, ইটালিয়ান বিমান-বাহিনীর একজন স্কোয়াড্রন লীডার। নাম—জোসেফ্ পেটাশী। চমৎকার পাইলট তবে এর পূর্বইতিহাস এখন ভালভালে পরীক্ষা করা হচ্ছে। খুব স্বভোবিক ভাবেই পেটাশী বস্‌কোম্বে বদলি হয়ে এসেছিল। NATO-র বাছাই করা সব পাইলটরা বেশ কয়েকমাস ধরেই এখানে আসছেন, এই ভিণ্ডিকেটার বিমান, ও এর থেকে বোমাবর্ষণের ব্যবস্থাগুলো ভালমত রপ্ত করবার জন্য। ভিণ্ডিকেটারগুলোকে NATO দূরপাল্লার আক্রমণের অস্ত্র হিসাবে তৈরী করছে।"

M আরেকটা কাগজ টেনে নিলেন—"যাইহোক, প্লেনটা

আয়ার্ল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত একেবারে ঠিকঠিক উড়ছিল। যথারীতি রাডার স্ক্রীনে এর ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখা হচ্ছিল। তারপরেই হঠাৎ নিয়মভঙ্গ করে ৪০,০০০ ফুট উচ্চতা থেকে নেমে আসে ৩০,০০০ ফুটে এবং আটলান্টিকের ওপর দিয়ে চলাচলকারী অজস্র এরোপ্লেনের ভীড়ে হারিয়ে যায়। বম্বার কম্যাণ্ড বিমানটির সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি—এটা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত জানিনা। বম্বার কম্যাণ্ডের সকলে প্লেনটা আটলান্টিকের ওপরে অন্য কোনও প্লেনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে ভেবে দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেরকম কোনও দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি, এমনকি উক্ত প্লেনটি যে কেউ দেখেছে, এরকম কিছু-ও শোনা যায়নি।" M বণ্ডের দিকে তাকালেন—"ব্যাস, এই পর্যন্তই। এর পর থেকে প্লেনটা বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে।"

বণ্ড বলল—"আমেরিকার DEW (Defence Early Warning system) লাইনে কিছু ধরা পড়েনি?"

—"খোঁজ চলছে। তবে একটা অতি ছোট সূত্র পাওয়া গেছে। আমরা প্রমাণ পেয়েছি, যে বোস্টনের প্রায় পাঁচশো মাইল পূর্বে একটা প্লেন আইডল্‌ওয়াইল্‌ড-এর দিকের স্বাভাবিক বিমানপথ ছেড়ে হঠাৎ দক্ষিণ দিকে ঘুরে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিকেও বিমান-চলাচলের একটা বড় রাস্তা আছে—উত্তরে মন্ট্রিঅল্‌ এবং গ্যাণ্ডার থেকে দক্ষিণ আমেরিকার বার্মুডা ও বাহামা দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত। সুতরাং DEW-এর অপারেটাররা ওটিকে BOAC বা ট্রান্স-কানাডা প্লেন ভেবে আর লক্ষ্য করেন নি।"

—"বোঝা যাচ্ছে, যে পুরো ব্যাপারটা খুব পাকা হতে পরিচালিত হয়েছে। ঐ প্লেনের ভীড়ে ঢুকে পড়ার মতলব খুব চমৎকার। আচ্ছা, প্লেনটা যদি আটলান্টিকের মাঝখান থেকে দূরে গিয়ে উত্তরে রাশিয়ার দিকে পাড়ি দিয়ে থাকে?"

—"হতে পারে, দক্ষিণেও চলে গিয়ে থাকতে পারে।

আটলান্টিকের উভয় কূল থেকে ৫০০ মাইল দূরে একটা বিরাট ফাঁকা জায়গা আছে, যেখানে কোনও দেশের রাডারই কাজ করে না। প্লেনটা যে রাস্তা ধরে এসেছিল, সেই রাস্তা ধরে খানিকটা ফিরে এসে যে কোনও একটা বিমান পথ ধরে ইউরোপে ঢুকে পড়াটাও অসম্ভব নয়। সোজা কথায় ঐ প্লেন এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় পৌঁছে গিয়ে থাকতে পারে। আর সেইখানেই হয়েছে আসল ঝামেলা।"

—"কিন্তু এ প্লেনটা তো বিরাট আকারের! একে নামিয়ে আনতে হলে খুব বড় আর শক্ত রানওয়ে চাই। আর নামতে একে হবেই। অত বড় একটা প্লেনকে কোথাও লুকিয়ে রাখাটাও নিশ্চয় সম্ভব নয়।"

—"ঠিকই বলেছ। এসব সহজেই অনুমান করা যায়। গতকাল মধ্যরাত্রির মধ্যে ব্রিটীশ বিমানবাহিনী থেকে পৃথিবীর প্রতিটি বড় বিমানবন্দরে খোঁজ নেওয়া হয়েছে···কোথাও কিছু নেই। এমনও হতে পারে, যে প্লেনটা ক্র্যাশ-ল্যাণ্ড করেছে—সাহারা বা অন্য কোনও মরুভূমিতে, সমুদ্রে অথবা কোনও অগভীর জলে।"

—"কিন্তু ক্র্যাশ-ল্যাণ্ডিং-এ বোমাগুলো ফেটে যাবে না?"

—"না। বোমাগুলোকে সত্যি সত্যি ফাটাবার জন্য তৈরী করে না নিলে কিছুতেই ফাটতে পারেনা। এমন কি সোজা আকাশ থেকে নিচে ফেলে দিলেও না। ১৯৫৮ সালে উত্তর-ক্যারোলিনায় এরকম একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল, B-47 বিমান থেকে এটম বোমা ফেলে। দেখা গেল, বোমার ডগায় TNT বিস্ফোরক লাগানো থাকে, সেটাই শুধু ফেটেছে। তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম ঠিক থেকে গেছে। প্লুটোনিয়াম না ফাটলে বিস্ফোরণ সম্ভব নয়।"

—"তাহলে ঐ SPECTRE-এর লোকেরা কী করে বোমা ফাটাবে?"

M দু হাত প্রসারিত করে বললেন,—"এই নিয়ে যুদ্ধ মন্ত্রিসভায় গাদা গাদা আলোচনা হয়ে গেল। আমি সবটুকু বুঝিনি। তবে

মোটামুটি বলতে গেলে, একটা এটম বোমা অন্যসব বোমার মতই দেখতে। এর ডগাটা সাধারণ TNT ভর্তি আর ল্যাজে থাকে প্লুটোনিয়াম এ-দুইএর মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। বোমা ফাটাতে এই ফাঁকা জায়গায় একধরণের ডিটোনেটার (Detonator) লাগিয়ে দিতে হয়। এটা একটা প্লাগের কাজ করে। অর্থাৎ, বোমা ফেললে TNT বিস্ফোরক ফেটে গিয়ে ডিটোনেটারে আগুন ধরিয়ে দেয় আর ডিটোনেটার সঙ্গে সঙ্গে প্লুটোনিয়ামকে বিস্ফোরিত করে।"

—"তাহলে বোমা ফাটাতে হলে প্লেন থেকে ফেলতেই হবে?"

—"ঠিক তা নয়, ওদের এমন একজন লোকের সাহায্য নিতে হবে, যার পদার্থবিদ্যা এবং পারমাণবিক বোমা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। অবশ্য তাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না। শুধু বোমার ডগারার প্যাঁচ খুলে যথাস্থানে একটা ডিটোনেটার লাগিয়ে, ডগার TNT-এ সঙ্গে একটা টাইম ফিউজ লাগানো দরকার, যাতে কোনও প্লেন থেকে না ফেলেই TNT-কে বিস্ফোরিত করা যায়। এই করলেই বোমা তৈরী।

"সমস্ত বোমাটার আকার এমন কিছু বড় হবে না। একটা গল্ফ্ ব্যাগের প্রমাণ বড়জোর, আর খুব ভারী স্রেফ একটা বড় গাড়ীতে এটা চাপিয়ে, কোনও এক শহরের মাঝামাঝি গাড়ী পার্ক করে, টাইম ফিউজটা সুইচ অন্ করে সে তল্লাট থেকে অন্তত: শ'খানেক মাইল দূরে সরে পড়তে হবে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে। ব্যাস্।"

বণ্ড আরেকটা সিগারেটের জন্য পকেটে হাত ঢোকাল। পুরো ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু তবু তা ঘটতে চলেছে। তার নিজের দেশের, এবং পৃথিবীর প্রতিটি দেশের গুপ্তচরবিভাগ সত্যিই এরকম একটা ঘটনা আশংকা করেছেন। ⋯ছোটখাটো একটি লোক, গায়ে বর্ষাতি, আর হাতে একটা ভারী সুটকেস বা গল্ফ্ ব্যাগ, · বড় শহরের মাঝখানে কোনও মালপত্তরের অফিসে, কিংবা একটা পার্ক করা গাড়ীর ভেতর, কিংবা একটা ঘন ঝোপের মধ্যে রেখে দেওয়া হল বোমাটাকে।—একে ঠেকাবার কোন উপায় নেই।

বিশেষজ্ঞদের অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমরা হয়ে পড়ব আরো অসহায়। কারণ ততদিনে সব পুঁচকে দেশগুলোও যে যার মত এটম বোমা তৈরী করে নেবে। এটম বোমা তৈরীর কোনও রহস্যই বোধহয় আর গোপন নেই। অবশ্য আসল জিনিসটি তৈরী করা একটু শক্ত—আগেকার দিনে গাদা বন্দুক মেশিন-গান বা ট্যাংক তৈরী করা যেমন শক্ত ছিল। আজ লোকদের কাছে এটম বোমা হয়ে পড়েছে তীর-ধনুকের সামিল। আর কাল, অথবা পরশু তীরধনুকই হবে মানুষের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। এটম বোমা নিয়ে ব্ল্যাকমেলের ঘটনা অবশ্য এই প্রথম। SPECTRE-কে যদি থামানো না যায়, তবে এ সংবাদ নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়বে। আর প্রতিটি অপরাধী বৈজ্ঞানিক চেষ্টা আরম্ভ করবেন,—কী করে কয়েকটা এটম বোমা তৈরী করা যায়। তাদের সময়মত থামানো যদি সম্ভব না হয়, তাহলে প্রত্যেকের টাকার দাবী মিটিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। বণ্ড M-কে তার মতামত জানাল।

M মন্তব্য করলেন,—"রাজনৈতিক ও অন্যান্য সব দিক ভেবে বিচার করলে, ব্যাপারটা অত মারাত্মক কিছু নয়। তবে সত্যি-কারের বিপদ যদি কিছু ঘটে, তাহলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি আর পাঁচ মিনিটও গদীতে টিঁকবেন না। আমরা টাকা দিই বা না দিই, এর পরিণাম কোনোটাই ভাল হবে না। তাই, এই গুপ্তদল এবং প্লেনটিকে খুঁজে বার করে ওদের থামিয়ে দেবার জন্য আমাদের যা-যা করা সম্ভব সমস্তই করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি এতে সম্পূর্ণ সম্মতি জানিয়েছেন।

"সারা পৃথিবীতে আমাদের স্বপক্ষের প্রতিটি দেশের গুপ্তচর বিভাগ কাজে নেমে পড়েছে। এই কাজের নাম দেওয়া হয়েছে—'অপারেশন থাণ্ডারবল'। এরোপ্লেন, জাহাজ, সাবমেরিন, আর যে কোন পরিমাণের টাকা—সমস্ত কিছু আমাদের প্রয়োজনের অপেক্ষায় তৈরী আছে। মন্ত্রীসভা ইতিমধ্যেই একটা বিশেষ যুদ্ধবিভাগের

সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটী খুচরো সংবাদ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এখানে। আমেরিকানরাও একই কাজ করছে।

"কিছু কিছু খবর বিরেয়ে পড়বেই। আমরা অনুমান করছি যে এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আতংকের সৃষ্টি হবে। কিন্তু সে আতংক কেবল ঐ বোমাশুদ্ধ প্লেনটি হারানোর জন্য—চিঠির রহস্য একেবারে গোপন থাকবে। চিঠির সামান্য খানিকটা নির্দোষ অংশ কেটে নিয়ে, এবং চিঠির খামটার ওপর, জোর ডিটেকটিভী তদন্ত ও পরীক্ষা চলেছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, FBI, NOTO-র গোয়েন্দা বিভাগ—সকলেই এ বিষয়ে যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। এ তদন্ত হারানো প্লেনের অনুসন্ধান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দুটোর মধ্যে সম্বন্ধ খুঁজে বার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। প্লেন খোঁজার ব্যাপারে আমরা CIA-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছি, যাতে সারা পৃথিবী জুড়ে অনুসন্ধান চালানো যায়। অ্যালেন ডালেস তাঁর অধীনস্থ প্রতিটি লোককে লাগিয়েছেন এ-কাজে। সবকিছু পুরোদমে আরম্ভ হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক্, কতদূর কি হয়।"

বণ্ড আরেকটা সিগারেট ধরাল। এক ঘণ্টার মধ্যে এই নিয়ে তিনটে হল। খুব নির্বিকার ভঙ্গীতে সে বলবার চেষ্টা করল—"এর মধ্যে আমার ভূমিকা কোথায় স্যর?"

M অন্যমনস্কভাবে তাকালেন বণ্ডের দিকে, যেন জীবনে প্রথম তাকে দেখছেন। তারপর নিজের চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে আবার জানালা দিয়ে অনির্দিষ্টভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। খানিক পরে ধীরে সুস্থে বলতে আরম্ভ করলে—"তোমাকে এই সব কথা বলে আমি প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাসভঙ্গ করেছি 007। এসব তথ্য কাউকে না বলার কথা ছিল। তবু আমি তোমাকে সব বললাম, কারণ আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। একটা সূত্র পেয়েছি, এবং সেটা ধরে এগোবার জন্য একজন বিশ্বাসযোগ্য লোক দরকার।

"আমার মতে, এ ব্যাপারের একমাত্র সূত্র হচ্ছে ঐ DEW অপারেটরের রিপোর্ট,—যে একটা প্লেন আটলান্টিকের ওপর থেকে

দক্ষিণে বাহামা বা বর্মুডার দিকে ঘুরে গেছে। সূত্রটা খুব নির্ভর-যোগ্য নয়—অন্য কেউই এটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। তবু আমি আপাততঃ এটাকে মেনে নিয়েছি। তারপর আমি পশ্চিম আট-লান্টিকের ম্যাপ ও চার্টের ওপর চোখ রেখে SPECTRE-এর সর্দারের চোখ দিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটা বিবেচনা করবার চেষ্টা করলাম। আমার বিশ্বাস আমার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন একজন অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি, যিনি এই SPECTRE দলের সর্দার ও পরিচালক।

"শেষ পর্যন্ত আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি, যে প্রথম এবং দ্বিতীয়—দুটি বোমারই লক্ষ্যস্থল ইউরোপের চেয়ে আমেরিকায় হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কারণ, প্রথমতঃ, আমেরিকানরা এটম বোমা সম্বন্ধে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভীতু। তাই, দ্বিতীয় বোমাটা যদি ব্যবহার করার দরকার হয়ে পড়ে তবে আমেরিকাকে শাসালেই SPECTRE-এর কার্যসিদ্ধি। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম বোমাটির লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ দশ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি ইউরোপের চেয়ে আমেরিকায় অনেক বেশী। এবং তৃতীয়তঃ, পূর্ব-অভিজ্ঞতা আর ঐ চিঠির কাগজ ও লেখার ধরন থেকে আমরা অনুমান করছি, যে SPECTRE এক ইউরোপীয় দল। সুতরাং ইউরোপের মধ্যে এরকম বীভৎস ধ্বংসলীলা চালাবার মতলব তাদের মাথায় না-ও থাকতে পারে।—সব দিক দেখে আমার মনে হয়, ওরা যদি বোমা ফাটায়, তাহলে তা আমেরিকাতেই ফাটাবার চেষ্টা করবে। বলা বাহুল্য, এজন্য প্লেনশুদ্ধ বোমাগুলোকে আমেরিকার কাছাকাছি কোথাও পাচার করবার চেষ্টাই স্বাভাবিক।

"এই রাস্তা ধরে আরেকটু চিন্তা করা যাক। প্লেনটা সোজাসুজি আমেরিকায় অথবা তার উপকূলের কাছাকাছি নামতে পারে না —আমেরিকার উপকূলে রাডারের জাল ভীষণ ব্যাপক ও সতর্ক। তাই উপকূলের যতটা কাছাকাছি সম্ভব নামতে হবে। এই অঞ্চলের মানচিত্র ভালভাবে পরীক্ষা করে আমার ধারণা হয়েছে, যে এ

ব্যাপারে সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা হল বাহামা দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলিই এখন জন-মানবহীন, বালু আর অগভীর জলে ঘেরা। এ অঞ্চলে একটিমাত্র ছোট রাডার স্টেশন আছে। তাও আবার স্থানীয় বাসিন্দাদের পরিচালিত এবং বেসামরিক বিমান চলাচলের ওপর নজর রাখা ছাড়া আর কিছু করে না। এই দ্বীপগুলো আমেরিকার উপকূলের রাডার সীমানা থেকে যথেষ্ট দূরে। আবার এই দূরত্ব এমন কিছু বেশীও নয়। সবচেয়ে উত্তরের দ্বীপটা থেকে আমেরিকা মাত্র শ'দুয়েক মাইল দূর। অর্থাৎ একটা দ্রুতগামী মোটরবোট বা ইয়াট্-এর পক্ষে ছ-সাত ঘণ্টার রাস্তা।"

বণ্ড বাধা দিয়ে বলল,—"তাই যদি হবে স্যর, তাহলে এই চিঠিটা আমাদের না পাঠিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পাঠালো না কেন?"

—"আমাদের বিভ্রান্ত করবার জন্য। আমরা যাতে বিশেষ কোনো জায়গায় খোঁজ না চালিয়ে এইরকম সারা পৃথিবী হাৎড়ে বেড়াই, সেইজন্য। আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের একটা মোক্ষম ধাক্কা দেওয়া প্লেন আর এটম বোমা হারালো আমাদেরই, তার ওপর আবার এই চিঠির ধাক্কা। ওরা আন্দাজ করেছিল, যে এতেই আমরা দ্বিরুক্তি না করে টাকা বার করে দেব। ওদের পরবর্তী কাজ, অর্থাৎ প্রথম বোমাটাকে যথাস্থানে ফাটানো, একটা নেহাৎ নোংরা ব্যাপার। আর ফাটানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওদের অবস্থান অনেকটা আন্দাজ করে নিতে পারব। সুতরাং, স্বভাবতঃই ওরা চাইছে, যে ওসব ফাটাফাটি না করে যত শীঘ্র সম্ভব টাকা হাতিয়ে নিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা হোক। এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা।

"আমাদের হাতে সময় রয়েছে আর ঠিক পৌনে সাত দিন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা সময় নেব, অপেক্ষা করব—যদি এদের কিছু খবর এর মধ্যে বেরিয়ে পড়ে। সে সম্ভাবনা অবশ্য খুবই অল্প। আমি আমার এই আন্দাজের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছি"—M চেয়ারশুদ্ধ ঘুরে বণ্ডের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন—"আর

তোমার ওপরেও। তোমার কিছু বলবার আছে? যদি না থাকে সোজা রওনা হয়ে পড়ো। রাত বারোটা পর্যন্ত প্রতিটি নিউইয়র্ক-গামী প্লেন তোমার জায়গা বুক্ করা আছে। নিউইয়র্ক থেকে BOAC-র প্লেন ধরে বাহামার দিকে পাড়ি দেবে। আমি তোমাকে আমাদের একটা ক্যানবেরা বিমানে করে পাঠাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু তোমায় সম্পূর্ণ নিঃশব্দে ও অজ্ঞাতে সেখানে পৌঁছতে হবে। তোমার পরিচয়—একজন ধনী যুবক, বাহামা দ্বীপপুঞ্জে মনের মত সম্পত্তি খরিদ করবার চেষ্টায় যাচ্ছ। এই ছদ্ম পরিচয়ে তুমি যে কোনও জায়গায় যত ইচ্ছে খোঁজখবর নিতে পারবে—কেউ সন্দেহ করবে না। আর কিছু?"

বণ্ড উঠে দাঁড়াল—"ঠিক আছে, স্যার। তবে এর চেয়ে গরম কোনও কাজ হলেই আমি খুশী হতাম। এই ধরুন 'লৌহ যবনিকার' অন্তরালে কোনও কাজ-টাজ। যাই হোক, আপনার আর কোন নির্দেশ দেওয়ার আছে? নাসাউ-এ (বাহামা দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী) আমি কার সঙ্গে যোগাযোগ করব?"

—"ওখানকার রাজ্যপাল জানেন যে তুমি আসছ। তার অধীনে খুব তৈরী এক পুলিশ-বাহিনী আছে। আর CIA-ও বোধহয় ভাল একজন লোককে ওখানে পাঠাবে। তার সঙ্গে থাকবে আধুনিক বেতার যোগাযোগ যন্ত্র। ওসব যন্ত্রপাতি ওদের হাতে খুব ভাল আছে, আর আছেও অজস্র। তোমার সঙ্গে একটা সাইফার (Cipher) মেশিন নিয়ে নাও। তোমার পাওয়া প্রত্যেকটি তথ্য ও খবরের খুটিনাটি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানানো চাই। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে, স্যার।" বণ্ড বলল এবং দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। M-এর এই অনুমানটির ওপর তার বিশেষ ভরসা ছিল না। তার খালি মনে হচ্ছিল, যে তার গুপ্তচরবিভাগের ইতিহাসে এটা সবচেয়ে বড় কাজ, অথচ তাকে প্রথমেই ঠেলে দেওয়া হল একেবারে পেছনের সারিতে, যেখানে তার কিছুই করার

থাকতে পারে না। যাক্‌গে, বেশ জমিয়ে সূর্যস্নান করা যাবে, আর দর্শকের ভূমিকায় সমস্ত খেলাটা উপভোগ করা যাবে।

* * *

বণ্ড যখন অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে এল, তখন তার কাঁধে ঝুলছে একটা সুদৃশ্য চামড়ার বাক্স—যেন একটা দামী মুভী ক্যামেরা আসলে এটি একটি সাইফার যন্ত্র। বণ্ডকে বেরোতে দেখে কিছুদূরে ভক্‌স্‌ওয়াগান গাড়ীতে বসা একজন লোক শার্টের ভিতর দিয়ে একটা পোড়া দাগ চুলকোনো বন্ধ করে একটা লম্বা নল-ওয়ালা ০.৪৫ পিস্তল খাপ থেকে বার করল। গাড়ীটা স্টার্ট করে গীয়ার বদলাল। বণ্ডের পার্ক করা বেন্টলি বাড়ীর দূরত্ব তার কাছ থেকে কুড়ি গজের বেশী নয়।

কাউন্ট লিপ জানতেন না, বণ্ড যেখান থেকে বেরোল সেই বিরাট বাড়ীটা কিসের। তিনি সোজাসুজি শ্রাবল্যাণ্ডের রিসেপ্‌শনিস্টের কাছ থেকে বণ্ডের বাড়ীর ঠিকানা জোগার করেছেন। এবং ব্রাইটনের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র সতর্কভাবে বণ্ডের পিছু নিয়েছেন। এই গাড়িটা তিনি ভাড়া করেছেন একটা ভুয়ো নামের সাহায্যে। বণ্ডকে শেষ করে সোজা লণ্ডন এয়ারপোর্টে গিয়ে পরবর্তী ইউরোপগামী ট্রেনে উঠে পড়বেন। কাউন্ট লিপ আশাবাদী মানুষ। এই ব্যক্তিগত বোঝাপড়াটা তাঁর কাছে কোনও বড় ব্যাপার নয়। অতি নির্মম ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ তিনি এর আগেও অনেকগুলো বিপজ্জনক বা গোলমেলে লোককে পরিষ্কার-ভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছেন।

তিনি বিবেচনা করে দেখেছেন, যে SPECTRE যদি এই খুনের কথা জানতেও পারে, তাদের অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনও কারণ নেই। প্রথম সাক্ষাতের দিন বণ্ড টেলিফোনে যে সব কথা বলেছিল, সে সব তিনি আড়ি পেতে শুনেছিলেন। শুনে বুঝেছেন, যে তার গুপ্ত-পরিচয়ের কিছুটা ফাঁস হয়ে গেছে। এমনকি তিনি 'রক্তবজ্র' দলের সদস্য, এই সূত্র ধরে তার পুরো পরিচয় অবিষ্কার করে

ফেলাটাও নেহাৎ অসম্ভব নয়। অবশ্য 'রক্ত বজ্রের' সঙ্গে প্রেমাখ্যা সংঘের কোনও সম্পর্ক নেই। তবু, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তার কি কিছু ঠিক আছে। সব চেয়ে বড় কথা এই বণ্ড নামক লোকটিকে তার উচিত প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে হবে। এর সঙ্গে পুরো শোধ-বোধ করে নেওয়া দরকার কাউন্ট লিপের।

বণ্ড নিজের বেণ্টলিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। সাব অপারেটার G বণ্ডের গাড়ীর পেছন দিয়ে নীল ধোঁয়া বেরুতে দেখলেন। তিনিও নিজের ভক্স্ওয়াগন নিয়ে সামনের দিকে এগোলেন।

রাস্তার বিপরীত দিকে, ভক্স্ওয়াগনের প্রায় একশ গজ পেছনে SPECTRE-এর ৬ নম্বর, গগলস জোড়া চোখের ওপর নামিয়ে তার বিরাট ট্রায়াম্ফ্ মোটরসাইকেল ষ্টার্ট করে রাস্তায় নেমে এলেন। একসময় তিনি একজন পেশাদার মোটরসাইকেল চালক ছিলেন। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে গাড়ীর ভিড় কাটিয়ে সাব অপারেটের G, অর্থাৎ কাউন্ট লিপের গাড়ীর পেছনের চাকার দশ গজের মধ্যে এসে পড়লেন সহজেই। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, সামনের বেণ্টলি গাড়ীটাতে কে আছে, আর কেনই বা সাবঅপারেটর G তাকে অনুসরণ করেছে। অবশ্য তাঁর কাজ হচ্ছে শুধু ঐ ভক্স্ওয়াগনের চালককে খুন করা। ছ-নম্বর তাঁর কাঁধ থেকে ঝোলানো চামড়ার থলের ভেতর হাত ঢোকালেন। বার করে আনলেন একটা ভারী হাত বোমা—আকারে সাধারণ সামরিক হাত বোমর দ্বিগুণ। তারপর সামনের রাস্তার গাড়ীর ভীর একটু হালকা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন,···বোমাটা ছুঁড়েই চটপট পালাতে হবে।

সাব অপারেটার G-ও অপেক্ষা করছিলেন গাড়ীর ভীর হালকা হওয়ার জন্য। আস্তে আস্তে সামনের গাড়ীর সংখ্যা কমে এল। অ্যাক্সেলেটরে পায়ের চাপ দিয়ে বাঁহাতে ষ্টিয়ারিং হুইল নিলেন কাউন্ট লিপ। ডান হাতে পিস্তল। এতক্ষণে তিনি বেণ্টলি গাড়ীটার ঠিক পাশে এসে পড়েছেন। পাশ থেকে বেণ্টলির চালকের আসনে বসা বণ্ডকে দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে লক্ষ্যভেদ করাটা নেহাৎ

ছেলেখেলা। কাউন্ট শেষবারের মত সামনের দিকে দৃষ্টি খুঁচিয়ে পিস্তল তুললেন।

ভক্স্ওয়াগনের ইঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ শুনে বগু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সেদিকে। ফলে, ঠিক এক চুলের জন্য কাউন্টের প্রথম গুলিটা তার চোয়ালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বণ্ডের গাড়ী যদি এরপর একটুও সামনে এগোত, তাহলে কাউন্টের দ্বিতীয় গুলি গিয়ে লাগত বণ্ডের মাথায়। কিন্তু বণ্ড, কোনও এক সহজাত প্রবৃত্তির বশেই হয়ত, সজোরে ব্রেক কষে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। হর্ণের বোতামটা এত জোরে থুতনিতে ঠুকে গেল, যে তার প্রায় মূর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, তৃতীয় গুলির শব্দের বদলে শোনা গেল এক কানফাটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। বণ্ডের গাড়ীর উইণ্ডস্ক্রীন সহস্রখণ্ডে ফেটে গিয়ে তার চারিদিকে ছিটিয়ে পড়ল। চতুর্দিকে অজস্র গাড়ীর ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজ, হৈ চৈ আর হর্ণের প্রবল আর্তনাদ। বণ্ড ভালভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে নিয়ে সাবধানে ঘাড় তুলল।

বেণ্টলির সামনে বাঁদিকে কাৎ হয়ে পড়ে আছে ভক্স্ওয়াগান। চাকাগুলো বন্‌বন্ করে ঘুরে চলেছে। প্রায় সমস্ত ছাদ গেছে উড়ে। বিধ্বস্ত গাড়ীটার ভেতর এবং বাইরে, রাস্তার ওপর, এক বীভৎস বিশৃখলা। গায়ের জ্বলে যাওয়া রঙে আগুনের শিখার স্পর্শ লাগছে। লোকজন এসে জমা হচ্ছে চারিপাশে। বণ্ড কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে চট্‌পট গাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। চেঁচিয়ে উঠল—"সরে এস। এক্ষুণি পেট্রোল ট্যাংকটা ফাটবে।" বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল এক গভীর বিস্ফোরণের শব্দ। কালো ধোঁয়ার মেঘে চারিদিক ছেয়ে গেল। আগুনের শিখা সানন্দে লক্‌লকিয়ে উঠল। দূর থেকে ভেসে এল পুলিশের গাড়ীর সাইরেনের আওয়াজ। বণ্ড ভীড় ঠেলে দ্রুতপদে সদরদপ্তরে ফিরে চলল। তার মাথায় তখন অজস্র চিন্তা জট পাকাচ্ছে।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হতে হতে বণ্ডকে দুটো মিটিংয়র্ক-

গামী প্রেমের আশা ত্যাগ করতে হল। পুলিশ আগুন নিভিয়ে মানুষটার, যন্ত্রপাতির এবং বোমার খোলের যে কটা টুকরো অবশিষ্ট ছিল, তা মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। ততক্ষণে বোঝা গিয়েছিল, যে একজোড়া জুতো, পিস্তলটার নম্বর, কয়েক টুকরো কাপড় ও কয়েকগাছি সুতো, আর পোড়া গাড়ীর অবশিষ্ট—এছাড়া তদন্ত চালাবার মত কোনও মাল-মশলাই নেই। গাড়ীটা যাদের কাছে থেকে ভাড়া হয়েছিল তাদের কাছে জানা গেল, যে তিন দিন আগে এক সপ্তাহের জন্য এ গাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ভাড়া করতে এসেছিলেন একজন কালো চশমাপরা লোক। একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখিয়েছিলেন। তাতে নাম ছিল 'জনস্টন'। প্রচুর টাকার বিনিময়ে ভাড়া নিয়েছিলেন গাড়ীটা।

অবশ্য সেই মোটরসাইকেল আরোহীর কথা মনে করতে পারলেন অনেকেই। মোটর সাইকেলটার সামনের দিকে বোধ হয় কোনো নম্বর প্লেট ছিল না। আরোহীর মাঝারি আকারের চেহারা। চোখে গগল্‌স্‌। বোমা ছুঁড়েই স্রেফ উড়ে বেড়িয়ে গিয়েছে বেকার স্ট্রীটের দিকে। ব্যাস, আর কিছু জানা গেল না।

বণ্ড কোনো সাহায্য করতে পারল না। ভকস্‌ওয়াগনের ছাদটা ছিল খুব নীচু। ফলে চালককে সে একেবারেই দেখতে পায়নি। সে দেখেছে শুধু একটা হাত আর একটা চক্‌চকে পিস্তল।

গুপ্তচরবিভাগ পুলিশী রিপোর্টের একটা কপি চেয়ে রাখল। M নির্দেশ দিলেন, যে সেটি যেন "থাণ্ডারবল" যুদ্ধ-বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি অল্প সময়ের জন্য আবার বণ্ডের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে বেশ অধৈর্য্য দেখাচ্ছিল—যেন সবটাই বণ্ডের দোষ। পরে অবশ্য বণ্ডকে বললেন পুরো ব্যাপারটা ভুলে যেতে। বললেন, যে এটা নিশ্চয়ই বণ্ডের কোনো পুরনো শত্রুর কাণ্ড। পুলিশ শিগগীরই রহস্যের মূলোদ্ঘাটন করে ফেলবে। কিন্তু আসল হচ্ছে "অপারেশন থাণ্ডারবল"। বণ্ড এক্ষুণি বেরিয়ে পড়লেই ভাল করবে।

বণ্ড যখন দ্বিতীয়বার সদর দপ্তর থেকে বাইরে এল, তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। পেছনের গ্যারেজের এক মিস্ত্রী ইতিমধ্যে বণ্ডের বেন্টলির ওপর যতটুকু কাজ করা সম্ভব, তা করে দিয়েছে, অর্থাৎ গাড়ীর অবশিষ্ট উইণ্ড স্ক্রীনটুকু ঠুকে ভেঙ্গে ফেলে গাড়ীর ভেতরের ভাঙ্গা কাঁচগুলো পরিষ্কার করে দিয়েছে। ফলে লাঞ্চ খাওয়ার জন্য বাড়ী ফিরতে গিয়ে বণ্ড একচোট কাকভেজা ভিজল। গাড়ীটাকে বাড়ীর কাছের এক গ্যারেজে রেখে এসে সে তার ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানিকে ফোন করল (তার গাড়ী মেরামতের ইন্‌সিওরেন্স্ ছিল)। ডাহা মিথ্যে করে বলল, যে ইস্পাতের রডে ভর্তি একটি লরী একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল,…নাঃ, লরীর নম্বরটা দেখা সম্ভব হয়নি,…দুঃখিত, কিন্তু ওরকম সময়ে মনের অবস্থা কী রকম হয়, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

বাড়ী ফিরে চান করে নিয়ে বণ্ড তার নীল ট্রাপিক্যাল উরস্টেডের স্যুটটা পরল। নিজের জিনিসপত্র একটা বড় স্যুটকেসের মধ্যে ভাল করে গুছিয়ে নিল। আরেকটা হোল্ডঅলের মধ্যে নিল জলের তলায় সাঁতারের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম। তারপর গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে।

মে-কে ঈষৎ অনুতপ্ত দেখাচ্ছিল। সে বোধহয় আরেকটা বক্তৃতা শুরু করবার মতলবে ছিল। বণ্ড হাত তুলে বলে উঠল—"আর কিছু বলবার দরকার নেই। তুমি ঠিকই বলেছিলে। ঐ গাজরের রস খেয়ে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে বেরোচ্ছি এবং আমার এক্ষুণি কিছু ভালো খাবার চাই। লক্ষী মেয়ের মত চারটে ডিম তোমার মত করে ভেজে ফেল। আমেরিকান হিকোরী স্মোক্‌ড্ বেকন্ যদি কিছু বেঁচে থাকে, তবে চার ফালি দিতে পার গরম মাখনওয়ালা টোষ্টের সঙ্গে। আর বড় এক বাটি ডবল-কড়া কফি। মদের ট্রে-টাও নিয়ে এস।"

মে ভীষণ অবাক হয়ে তাকাল বণ্ডের দিকে—"ব্যাপার কী, মিস্টার জেম্‌স্?"

শুব মে-র মুখের অবস্থা দেখে হেসে ফেলল। বলল,—"হয়নি কিছুই, তবে এইমাত্র আমি আবিষ্কার করলাম, যে মানুষের জীবনটা নেহাৎ ছোট। স্বর্গে গিয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করার ঢের সময় পাব।"

মে রেগে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল। বণ্ড রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।—অস্ত্রশস্ত্রগুলো দেখে নিতে হবে।

৯ অপারেশন সাকসেস ফুল—বাট

SPECTRE-এর দিক দিয়ে দেখতে গেলে, 'প্ল্যান ওমেগা' ব্লোফেল্ড যেরকমটা আশা করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে এগিয়ে চলেছে। প্ল্যানের প্রথম থেকে তৃতীয় অংক পর্যন্ত নিখুঁতভাবে ও সঠিক সময়ে সম্পূর্ণ হয়েছে।

জোসেফ পেটাশী, অর্থাৎ স্বর্গতঃ শ্রীজোসেফ পেটাশীকে সুচিন্তিত ভাবে একাজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। এর বয়স যখন মাত্র আঠারো বছর, তখন ভূমধসাগরীয় অঞ্চলের সাবমেরিন-ধ্বংসী টহলদারী জার্মান বিমানবাহিনীর অন্যতম ফোক্‌-উল্‌ফ্‌-২০০ বিমানের সহ-পাইলটের পদে নিযুক্ত হয়। অতি অল্প যে কজন বাছাই করা ইটালীয়ান পাইলটকে জার্মান বিমানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, এ তাদের একজন। পেটাশীর দলের বিমানগুলিতে ছিল নতুন 'হেক্সোজেন' (Hexogen) বিস্ফোরক ভর্তি নব-আবিষ্কৃত জার্মান 'প্রেশার মাইন'।

সে সময়ে মিত্রশক্তি বাহিনী ইটালীর মেরুদণ্ড বেয়ে স্রোতের মত উঠতে শুরু করেছে। পেটাশী নিজের ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পেরেছিল এবং চটপট্‌ কাজেও লেগে পড়ল সেইমত। একদিন, যথারীতি বিমান চেপে টহল দেওয়ার সময়, সে খুব যত্নের সঙ্গে তার সঙ্গী পাইলট এবং নেভিগেটরের মাথার পেছনে একটি করে গুলি চালিয়ে তাদের খতম করে দিলে। তারপর সেই বিরাট প্লেনকে ঠিক সমুদ্রের ঢেউএর ওপর দিয়ে উড়িয়ে (বিমানবিধ্বংসী গোলাগুলি এড়াবার

জন্য) নিয়ে গিয়ে 'বারি' বন্দরে এনে নামলো। নামানো হয়ে গেলে, আত্মসমর্পণের প্রতীকস্বরূপ নিজের শার্ট ককপীটের বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে বসে রইল ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর লক আসার অপেক্ষায়।

স্বভাবতঃই এই "দুঃসাহসিক বীরত্বের" জন্য পেটাশী আমেরিকান ও ব্রিটীশ—উভয় পক্ষ থেকে সম্মান-পদকে ভূষিত হলো। এর ওপর মিত্রপক্ষকে একটা আস্ত প্রেশার মাইন উপহার দেওয়ার জন্য বিশেষ তহফিল থেকে নগদ পুরস্কার পেল ১০,০০০ পাউণ্ড। ইটালিয়ান বিমানবাহিনীতে ঢোকবার মত বয়স হওয়ার পর থেকেই সে কী করে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে এক নিঃসঙ্গ বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তার এক রংদার গল্প ফাঁদলো পেটাশী গোয়েন্দা বিভাগের সামনে। ফলে যুদ্ধ যখন শেষ হলো, তখন তার পরিচয় হচ্ছে—ইটালীর সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃসাহসী বিদ্রোহী-বীরদের অন্যতম। এরপর থেকে তার জীবন-ইতিহাস নেহাৎ সহজ। আলিটালিয়া এয়ার-লাইনস যখন আবার চালু হল, তাতে প্রথমে পাইলট ও পরে ক্যাপ্টেনের পদ পেলো। তারপর নবজাত ইটালিয়ান বিমান-বাহিনীতে ফিরে এল একজন কর্ণেল হয়ে। এখান থেকে সে NATO-র বাহিনীতে আসে। NATO-র অগ্রবর্তী আক্রমণকারী বিমানবাহিনীর কাজে নির্বাচিত ছ'জন ইটালীয়ানের মধ্যে স্থান পেল পেটাশী।

কিন্তু পেটাশীর বয়স এখন চৌত্রিশ। ওড়াউড়ি আর তার ভাল লাগছিল না—ঢের হয়েছে। বিশেষ করে ঐ NATO-র প্রতিরক্ষা বাহিনীর একেবারে আগায় (Spearhead) থাকায় ব্যাপারটা তার মোটেই ভাল লাগছিল না। এসব বীরত্ব-টীরত্ব-র কাজ আরও কমবয়েসীদের জন্য।

পেটাশীর এক আশ্চর্য মোহ আছে দামী ও চটকদার সব জিনিস-পত্রের ওপর। এটা তার চিরকালের অভ্যেস। অবশ্য যে সব জিনেসের ওপর তার লোভ ছিল, তার প্রায় সবই করায়ত্ত করতে

পেয়েছে। যেমন—গোটাছয়েক সোনার সিগারেট কেস, নরম সোনার ব্রেসলেট লাগানো একটা খাঁটী সোনার তৈরী রোলেক্স অয়স্টার পার্পিচুয়াল ক্রোনোমিটার ঘড়ি, একটী সাদা কনভার্টিব্‌ল ল্যান্‌সিয়া গ্রান টুরিস্‌মো গাড়ী, অজস্র বাহারে জামাকাপড়,—এবং যে-কটি মেয়ের দিকে সে হাত বাড়িয়েছিল, তাদের প্রত্যেকটি। একবার, অল্পদিনের জন্য সে বিয়ে করেছিল, কিন্তু তা মোটেই সুখের হয়নি। আপাততঃ তার চোখ পড়েছে মিলানের মোটর প্রদর্শনীতে দেখা একটি অপরূপ 'মাসেরাটি' গাড়ীর ওপর।

সবচেয়ে বেশী করে সে চাইছিল সরে যেতে,—NATO-র হাল্‌কা সবুজ রঙের করিডরগুলো থেকে, এই বিমানবাহিনীর সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে। এর অর্থ হচ্ছে অন্য কোনো দেশে গিয়ে থাকতে হবে, অন্য কোনো নাম নিয়ে। রিও-ডি-জেনেরো জায়গাটা মন্দ না। কিন্তু এব্যাপারে তার অবশ্যই লাগবে একটা নতুন পাসপোর্ট, অজস্র টাকা, আর—সঠিক ব্যবস্থা।

ব্যবস্থাটা হঠাৎ হয়ে গেল। সে ঠিক যেরকম বন্দোবস্তের জন্য লালায়িত ছিল, তা একদিন ফগুা নামক একজন ইটালিয়ানের আকারে এসে উপস্থিত হল তার সাম... ফগুা ছিলেন SPECTRE-এর তদানীন্তন ৪ নম্বর। সে সময় তিনি প্যারিস ও ভার্সাই-এর অজস্র রেস্তোরা আর নাইট ক্লাবে ঘোরাঘুরি করে NATO-র বিভিন্ন কর্মীকে যাচাই করে দেখছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঠিক পেটাশীর চরিত্রের কোনও-একজনে খুঁজে বার করা। পেটাশীকে তিনি খুঁজে পেলেন, এবং পরের একটি মাস ধরে খুব সাবধানে টোপ তৈরী করে ধীরে ধীরে তাঁর শিকারের দিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। কিন্তু টোপটা যখন ফেলা হল, তখন এমন উদগ্র লালসার সঙ্গে পেটাশী সেটাকে গিলে নিল, যে ফগুা গেলেন ঘাবড়ে। ফলে কাজ আরম্ভ হতে ঈষৎ দেরী হল। SPECTRE আরেকবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল, পেটাশীর তরফ থেকে বাটপাড়ী করবার সম্ভাবনা আছে কিনা।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে গেল, এবং পুরো পরিকল্পনাটা পরীক্ষামূলকভাবে সাজানো হল। পেটাশীর কাজ হবে ট্রেনিং কোর্সের সময় 'ভিগ্ভিকেটার" বিমানটাতে চড়ে পড়া আর প্লেনটাকে লোপাট করে নির্দ্দিষ্ট এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া। পারমাণবিক অস্ত্রের কোনও উল্লেখ করা হয়নি। পেটাশীকে জানানো হল, যে তাঁরা কিউবার এক বিপ্লবী দল। প্লেন লোপাটের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁদের দলের অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নাটকীয়ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেদের জাহির করা।

পেটাশী অবশ্য এসব বিবরণে বিশেষ কান দিল না। তার টাকা পেলেই সে খুশী। প্লেনটা কাদের কাজে লাগবে, সে নিয়ে তার একটুও মাথাব্যথা ছিল না। এই কাজের বিনিময়ে পেটাশী পাবে দশলাখ ডলার, যে কোনও জাতের যে কোনও নামে একটা নতুন পাসপোর্ট, আর প্লেনটা সে যেখানে পৌঁছিয়ে দেবে, সেখানে থেকে তার রিও-ডি-জেনোরো পৌঁছবার খরচ ও ব্যবস্থা। আরও অনেক খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করে সেগুলোকে নিখুঁত করে সাজানো হল। ২রা জুন, রাত আটটার সময় 'ভিগ্ভিকেটার' যখন সগর্জনে রানওয়ে বেয়ে আকাশে উঠল, পেটাশীর মনের অবস্থা তখন উত্তেজিত, কিন্তু নিশ্চিন্ত।

ট্রেনিং ফ্লাইটের জন্য বিশাল ককপীটের ঠিক পেছনের বসবার জায়গাটায় গোটাছয়েক সাধারণ বেসরকারী প্লেনের সীট লাগানো ছিল। তার একটার ওপর চুপচাপ বসে পেটাশী পুরো একঘণ্টা ধরে দেখল—অন্য পাঁচজন কী করে সেই অজস্র যন্ত্রপাতির মধ্যে কাজ করে চলেছে। যখন তার প্লেন চালাবার পালা এল ততক্ষণে সে নিশ্চিত, যে এই পাঁচজনকে সহজেই খতম করা যাবে। কারণ 'জর্জ'কে (জর্জ'কে এই ভিগ্ভিকেটার বিমানটির পরিচালক যন্ত্রের নাম) একবার ঠিক রাস্তা ধরিয়ে দিলেই নিশ্চিত। মাঝে মাঝে শুধু দেখে নিতে হয়, যে ৩২,০০০ ফুট, অর্থাৎ আটলান্টিকের আকাশের বিমান পথের ঠিক ওপর দিয়ে, উড়ছে কিনা। পূর্ব্ব-

পশ্চিমের বিমানপথ থেকে উত্তর-দক্ষিণ বিমানপথ ধরে বাহামার দিকে ঘুরে যাবার সময় বেশ একটু কায়দা করতে হবে। তবে এব্যাপারে ওর প্রতিটি কর্ত্তব্যে খুঁটিনাটি বিস্তৃতভাবে কষা আছে তার পকেটের নোটবুকে। আসল শক্ত কাজ হচ্ছে প্লেন ল্যাণ্ড করানো। সেসময়ে খুব শক্ত নার্ভের প্রয়োজন—কিন্তু দশলাখ ভলারের জন্য নার্ভদের সহজেই শক্ত হতে বলা চলে।

পেটাশী আবার তার রোলেক্স্ ঘড়ির দিকে তাকাল। এইবার! পাশের তাকে রাখা অক্সিজেন মুখোশটাকে নেড়েচেড়ে ও পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে, তৈরী অবস্থায় সাজিয়ে রাখল। পকেট থেকে ছোট লাল ডোরাকাটা টিউবটা বার করে, মুখটা খোলবার জন্য ঠিক কপবার প্যাঁচটা ঘোরাতে হবে, তা আরেকবার মনে মনে আউড়ে নিল। তারপর টিউবটা পকেটে রেখে দরজা দিয়ে ককপিটে গিয়ে ঢুকল।

—"কীরে, সেপ্পি! মজা লাগছে উড়তে?" পাইলট জিগ্‌গেস করল। এই ইটালীয়ানটিকে তার বেশ ভাল লাগত। কারণ বোর্নমউথ-এ দু-একটা দারুণ মারপিটে একসময়ে তারা পাশাপাশি লড়েছে।

নিশ্চিয়ই, নিশ্চয়ই! বলল পেটাশী। তারপর সে কয়েকটা এদিক-ওদিক প্রশ্ন করল, "জর্জ"-এর গতিপথ দেখে নিল, বায়ুর গতিবেগ ও প্লেনে উচ্চতা পরীক্ষা করল। শেষে মানচিত্র রাখবার ধাতব তাকটার দিকে পেছন ক'রে দাঁড়াল। তাঁর ডান হাত চলে গেল পকেটের ভেতর। স্পর্শের সাহায্যে রিলীজ ভাল্‌ভ'টা (Release Valve) খুঁজে নিয়ে সে গুণে গুণে তিনটে প্যাঁচ ঘুরিয়ে দিল টিউবের সরু মুখ খুলে গেল। পেটাশী আস্তে করে পকেট থেকে সেটা বার করে তাকের অজস্র লগ্ আর চার্টের পেছনে ফেলে দিল।

আড়মোড়া ভেঙ্গে একটা হাই তুললো পেটাশী। বলল, "এবার, একচোট ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্।" নেভিগেটার হেসে উঠে

বলল,—"এ ব্যাপারটাকে তোমাদের ইটালীয়ানে কী যেন বলে? 'জিজো' ?"

পেটাশী স্ফূর্তির সঙ্গে হাসল। সে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। অক্সিজেন মুখোসটা পরে নিয়ে রেগুলেটার ঘুরিয়ে ১০০ পার্সেন্ট অক্সিজেনে তুলে দিল—রক্তের বিষটুকু ধুয়ে ফেলবার জন্য। তারপর আরাম করে বসে দেখতে লাগল।

তাকে বলা হয়েছিল, যে চার মিনিট-ও লাগবে না। সত্যিই তাই। নেভিগেটার বসেছিল ম্যাপের তাকটার সবচেয়ে কাছে। দু-মিনিটের মধ্যে হঠাৎ সে দু-হাতে নিজের গলা চেপে ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। মুখ দিয়ে বেরোতে লাগল এক বীভৎস গোঁ-গোঁ আওয়াজ। রেডিও অপারেটার তার এয়ারফোন ফেলে দিয়ে সামনে এগোবার চেষ্টা করল। কিন্তু দ্বিতীয় পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। তার দেহ পাশের দিকে কাৎ হয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

ততক্ষণে বাকী তিনজনের সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে—এতটুকু হাওয়ার জন্য—সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মর্মান্তিক সে সংগ্রাম। সহ-পাইলট আর ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার একসঙ্গে তাদের টুল থেকে পড়ে গেল। তারা অনির্দ্দিষ্টভাবে পরস্পরকে খামচে ধরবার চেষ্টা করল, তারপর পেছনদিকে পড়ে গেল হাত-পা ছড়িয়ে। পাইলট তার মাথার ওপরের মাইক্রোফোনটা ধরবার চেষ্টায় হাতড়াতে হাতড়াতে অস্ফুটস্বরে কী যেন বলল। অর্ধেক উঠে দাঁড়াবার পর এমন ভাবে তার দেহটা ধীরে ধীরে ঘুরে গেল, যে তার মৃত বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি যেন খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে বিদ্ধ করল পেটাশীকে তার পরেই সে দড়াম করে আছড়ে পড়ল তার সহ-পাইলটের মৃতদেহের ওপর।

পেটাশী ঘড়ি দেখল। ঠিক চার মিনিট লেগেছে। আরো এক মিনিট বসে রইল পেটাশী। তারপর পকেট থেকে রবারের গ্লাভস্

বার করে পরল। অক্সিজেনের মুখোশ মুখের ওপর জোরে চেপে ধরে সে এগিয়ে গেল। ম্যাপের তাকের পেছনে হাত চালিয়ে সায়ানাইডের টিউবটা তুলে আনল। প্যাঁচ ঘুরিয়ে বন্ধ করল টিউবের মুখ। 'জর্জ' এর গতিপথ দেখে নিল, তারপর বিষাক্ত গ্যাসটা বের করে দেবার জন্য কেবিনের বায়ুর চাপ বদলে দিয়ে নিজের সীটে গিয়ে বসল। পনেরো মিনিট লাগবে হাওয়া পরিষ্কার হতে।

যদিও ওরা বলেছিল, যে পনেরো মিনিটই যথেষ্ট, পেটাশী শেষ পর্যন্ত আরো দশ মিনিট সময় দিল। তারপর, অক্সিজেন মুখোশ পরেই, মৃতদেহগুলোকে টেনে টেনে ককপীটের বাইরে নিয়ে আসতে লাগল। ককপীট সাফ হবার পর সে পকেট থেকে এক শিশি ক্রস্ট্যাল বার করে, ছিপি খুলে সেগুলো ছড়িয়ে দিল মেঝের ওপর। হাঁটু গেড়ে বসে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখল ওগুলোর রং বদলাচ্ছে কিনা। সাদা ক্রস্ট্যাল সাদাই থাকল। অর্থাৎ বিষাক্ত গ্যাস আর নেই। পেটাশী অক্সিজেন মুখোশ খুলে ফেলে সন্তর্পণে কয়েকবার হাওয়া শুঁকলো। নাঃ, কোনো খারাপ গন্ধ নেই। তবু অক্সিজেন মুখোশটা পরেই সে কণ্ট্রোল রুমে গিয়ে বসল, আর প্লেনটাকে ৩২,০০০ ফুটে নামিয়ে আনল। তারপর উত্তর-পশ্চিমের অল্প একটু পশ্চিমে সরে যেতেই ঢুকে পড়ল একেবারে বিমানপথের মধ্যে,—যে রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন এয়ারলাইন্স-এর সব প্লেন নিয়মিত যাতায়াত করে।

দৈত্যাকায় প্লেনটা সগর্জনে রাত্রির অন্ধকার চিরে উড়ে চলেছে। অজস্র হলদে চোখো ডায়ালে ছাওয়া ককপিটটা শান্ত, উজ্জ্ব, ও অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ। এতবড় একটা উড়ন্ত জেট বিমানের ভেতরে ইনভেকটারের মৃদু আওয়াজ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। ডায়াল পরীক্ষা করতে যে সব খুটখাট শব্দ হচ্ছে, সেগুলো পর্যন্ত শোনাচ্ছে পিস্তলের গর্জনের মত।

পেটাশী আবার জাইরো (Gyro)-তে প্লেনের গতিপথ পরীক্ষা করল। ফুয়েল ট্যাংকগুলো থেকে ঠিকমত তেল বোরাচ্ছে কিনা দেখে নিল। একটা ট্যাংক-পাম্প অল্প ঠিক করে দেওয়ার দরকার ছিল। জেট পাইপের উষ্ণতা স্বাভাবিক।

নিশ্চিন্ত হয়ে পেটাশী গিয়ে বসল পাইলটের আসনে। একটা বেন্‌জিড্রিন ট্যাবলেট গিলে নিয়ে ভবিষ্যতের চিন্তা আরম্ভ করল। মাটিতে পড়ে থাকা একটা হেডফোন জোরে চড়্‌বড়্‌ আওয়াজ করতে লাগল। পেটাশী একবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল। হুম্‌। বসকম্বের বিমান নিমন্ত্রণ বিভাগের টনক নড়ছে। উদ্ধারকারী বাহিনী, বম্বার কম্যাণ্ড, ও বিমান মন্ত্রণালয়ে বিপদসূচক সংকেত পাঠাতে এরা কতক্ষণ সময় নেবে? তার আগে নিশ্চয়ই ওরা সাউদার্ণ রেসকিউ সেণ্টারে (Southern Rescue Centre) বার বার করে খোঁজখবর নেবে—কোনো বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেছে কিনা। এসব করতে ওদের অন্ততঃ আরো আধঘণ্টা লাগবে। ততক্ষণে সে আটলান্টিকের ওপরে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

হেডফোনের চড়্‌চড়্‌ আওয়াজ থেমে গেল। পেটাশী সীট ছেড়ে উঠে এল রাডার স্ক্রীনের কাছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে স্ক্রীনটাকে লক্ষ্য করল। 'ব্লিপ্‌' 'ব্লিপ্‌' শব্দ করে একটার পর একটা প্লেন নীচে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে চলেছে খুব জোরে, বিমান-পথের ঠিক ওপর দিয়ে। অন্য কোন্নো প্লেন তাকে দেখে ফেলবে না তো? সম্ভবতঃ না। কমার্শিয়াল প্লেনগুলোর অল্পপাল্লার রাডার শুধু সামনের দিকে কাজ করে। DEW (ডিফেন্স আর্লি ওয়ার্নি) লাইন পেরোবার আগে পর্যন্ত তার ধরা পড়াটা প্রায় অসম্ভব। আর ধরা পড়লেও DEW ধরে নেবে যে. এটা একটা কমার্শিয়াল জেট ই; তবে সাধারণ বিমানপথ থেকে একটু উঁচু দিয়ে যাচ্ছে, এই যা।

পেটাশী পাইলটের সীটে গিয়ে বসে আবার ডায়লগুলো খুঁটিয়ে দেখল। তারপর প্লেনটাকে আকাশে একটু খেলিয়ে নিয়ে দেখে

নিল, যে এটা ঠিকমত কথা শুনছে কিনা। প্লেন ওঠানামা করতে পেটাশীর পেছনে শোয়ানো মৃতদেহগুলো মেঝের ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। চমৎকার চলছে। ঠিক যেন সে একটা সুন্দর শব্দহীন মোটরগাড়ী চালাচ্ছে। সেই 'মাসেরাটি' গাড়ীটার ছবি একবার পেটাশীর মনে ভেসে উঠল। গাড়ীটায় কী রং দেওয়া যায়? সাদা বা অন্য কোনও চমকদার রং না লাগানোই ভালো। সমস্তটা ঘন নীল, আর পাশের দিকে একটা পাতলা লাল দাগ—মন্দ হবে না ব্যাপারটা। সম্ভ্রান্ত অথচ শান্ত। তার নতুন পরিচয়ের সঙ্গে মানাবে ভাল। কয়েকটা ট্রায়াল বা মোটর রেস-এ গাড়ীটাকে বেশ চালানো যাবে। কিন্তু সেটা আবার বড় বিপজ্জনক। যদি কোনটাতে সে জিতে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি বেরিয়ে যাবে নানান কাগজে। তাহলেই সব ফাঁস! নাঃ, ওসব কিছু করা চলবে না। অবশ্য কোনো মেয়েকে যখন বশ করা দরকার, তখন গাড়ীটাকে জোড়ে ছোটাতেই হবে। জোরে গাড়ী চালালেই পাশে বসা মেয়েগুলো কেমন যেন গলে যায়। কেন কে জানে। হয়ত একটা শক্তিশালী যন্ত্রের কাছে বা স্টিয়ারিং হুইলের ওপরের রোদে পোড়া বলিষ্ঠ হাতদুটোর মালিকের কাছে আত্মসমর্পণের বিচিত্র মাদকতায়। ঘণ্টায় শ-দেড়েক মাইল বেগে দশ মিনিট চালানোর পর যদি গাড়ীটাকে ঘুরিয়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তখন মেয়েটার হাত পা সব নরম হয়ে গিয়ে এমন কাঁপতে থাকে যে প্রায় তুলেই বার করে আনতে হয় গাড়ীর ভেতর থেকে · ঘাসের উপর।

পেটাশী দিবাস্বপ্ন থেকে নিজেকে ঠেলে তুলল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ভিণ্ডিকেটার আকাশে ওঠার পর চার ঘণ্টার বেশী কেটে গেছে। ঘণ্টায় সে মোটামুটি ৬০০ মাইল বেগে চলেছে। সুতরাং এতক্ষণ মোড় নেওয়ার জায়গায় পৌঁছে যাবার কথা আমেরিকার উপকূল বোধহয় দেখা দিয়েছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, দূরে···পাঁচ মাইল দূরে আমেরিকার

উপকূল রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক জায়গায় ছোট্ট একটা ঢিবি—ওটা বোস্টন। একটা রূপোলী রেখা—হাডসন নদী। পেটাশী নিজের ঠিক অবস্থান দেখে নেওয়ার দরকার বোধ করল না। সে একেবারে ঠিক ঠিক এসেছে, এবং এবার পূর্ব-পশ্চিম বিমানপথ ছেড়ে মোড় নেওয়ার সময় এসেছে।

পেটাশী নিজের সিটে ফিরে গেল। আরেকটা 'বেনজিড্রিন' ট্যাবলেট খেয়ে নিয়ে চার্টের ওপ চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর কণ্ট্রোলে হাত রাখল। এইবার প্লেনটাকে একটা বিরাট মোচর দিয়ে পুরো বাঁকিয়ে ঘুড়িয়ে দিল। এবার সে উড়ছে সোজা দক্ষিণ দিকে। সোজা রাস্তা। এইটা হচ্ছে শেষ পর্যায়। এবার সে প্লেনটাকে ল্যাণ্ড করানোর ব্যাপারে মাথা ঘামাতে শুরু করবে।

পেটাশী পকেট থেকে ছোট্ট নোটবুকটা বার করল। কী করে প্লেন ল্যাণ্ড করাতে হবে, তার বিস্তৃত নির্দেশ ছিল তাতে।—"তোমার বাঁদিকে থাকবে গ্রাণ্ড বাহামা শহর, ডান দিকে পাম বীচ। এই দুই জায়গার আলো তুমি দূর থেকে দেখতে পাবে। ১ নম্বরের ইয়াট্ থেকে তোমাকে সাহয্য করবার জন্য সংকেত পাঠানো হবে—ডট্ ডট্-ড্যাশ্; ডট্ ডট্-ড্যাশ্। সেটা ধরবার জন্য প্রস্তুত থেকো। তেল ফেলে দিয়ে প্লেন হালকা করে ১০০০ ফুট উচ্চতায় প্লেন নামিয়ে আনবে শেষ পনের মিনিট। প্লেনের গতিবেগ কমানোর জন্য 'এয়ার ব্রেক' (Air Brake) গুলো কাজে লাগাবে। লাল রঙের আলোক সংকেত সাজানো থাকবে সমুদ্রের ওপর। সে জায়গাটাতেই তোমার প্লেন নামাতে হবে। লাল আলোটা দেখতে পেলে, প্লেন ল্যাণ্ড করবার জন্য প্রস্তুত হবে। সমুদ্রের ও জায়গাটাতে জলের গভীরতা ৪০ ফুট। প্লেন জলে নামিয়ে তুমি বাইরের দরজা দিয়ে পালাবার অনেক সময় পাবে।

"তোমাকে তুলে নেওয়া হবে ১ নম্বরের ইয়াট-এ। পরদিন সকাল ৮-৩০-এ বাহমা এয়ারওয়েজের একটা প্লেন ছাড়বে। সেটায়

চড়ে তুমি মিয়ামি পর্য্যন্ত যাবে। আর সেখান থেকে রিও-ডি-জেনেরো, তুমি ব্রানিফ্ বা রিয়ার এয়ার লাইনস-এ যেতে পার। ১ নম্বর তোমার প্রাপ্য টাকা দিয়ে দেবে—১০০০ ডলারের নোটে, অথবা ট্রাভেলার্স চেক-এ। দুরকম টাকাই তার কাছে থাকবে। এছাড়া তুমি পাবে তোমর নতুন পাসপোর্ট তাতে তোমার নাম থাকবে—এনরিকো ভালি, 'কোম্পানির ডিরেক্টর'।

পেটাশী নিজের অবস্থান, গতিবেগ ও রাস্তা দেখে নিল। আর মাত্র এক ঘণ্টা। গ্রীনউইচের সময় এখন রাত তিনটে, নাসাউ এর সময় রাত ন'টা। মেঘের পর্দার আড়াল থেকে বড়সড় চাঁদটা বেরিয়ে আসছে। ১০,০০০ ফুট নীচের জমি বরফে ঢাকা। প্লেনের ডানার আগায় ও পেটের তলায় কয়েকটা আলো জ্বলে যাতে কাছ দিয়ে যাওয়া অন্য সব প্লেনের চালকেরা তার উপস্থিতি বুঝতে পেরে সংঘর্ষ এড়িয়ে যায়। পেটাশী এবার সেগুলো নিভিয়ে দিল।

প্লেনের ট্যাংক আর রিজার্ভ ট্যাংক মিলিয়ে এখন মোট তেল আছে ২,০০০ গ্যালন। শেষ ৪০০ মাইল যেতে তার লাগবে ৫০০ গ্যালন। সুতরাং পেটাশী রিলিজ ভাল্‌ভ্‌টা টেনে ট্যাংকগুলো থেকে ১,০০০ গ্যালন তেল ফেলে দিল। ওজন কমে যেতে প্লেন ওপর দিকে উঠতে লাগল পেটাশী আবার তাকে নামিয়ে আনল ৩২,০০০-এ। আর কুড়ি মিনিট পরে নীচে নামা শুরু হবে··· অনেকটা নীচে।

* * *

চমৎকার আবহাওয়া ; মৃদু হাওয়া দিচ্ছে। নীচের শান্ত সমুদ্রটা যেন ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে জমে গেছে। এপর্যন্ত সমস্ত ঠিক আছে। এবার পেটাশী পাইলটের বেতার যন্ত্রে নির্দিষ্ট তরঙ্গক্রমে ১ নম্বরের সংকেত ধরবার চেষ্টা করল। প্রথমবারেই ধরতে না পেয়ে সে গেল দারুন ঘাবড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই শুনতে পেল মৃদু অথচ স্পষ্ট শব্দ—ডট্-ডট্-ড্যাশ্ ; ডট্ ডট্ ড্যাশ্। এবার নামতে হবে।

পেটাশী ব্রেক দিয়ে গতিবেগ কমাতে লাগল, আর চারটে জেট থামিয়ে দিল। বিরাট ভিণ্ডিকেটার নীচের দিকে ঝাঁপ দিল। অল্টি মিটারের উচ্চতার মাপ হু-হু করে কমতে লাগল। পেটাশীর চোখ অল্টিমিটার আর নীচে ঝক্‌ঝকে রূপোলী সমুদ্রের দিকে। চাঁদের আলোয় সমস্ত সমুদ্রের জল স্নিগ্ধ আলোয় ঝলমল করছে। তার পরেই সে এসে পড়ল একটা ছোট, অন্ধকার দ্বীপের ওপর, অল্টি-মিটারে ২,০০০ ফুট। এবার সে মনে খুব জোর পেল। প্লেনের নাক সামনের দিকে তুলে দিয়ে সোজা চালাল।

১ নম্বরের বেতার সংকেত এখন জোরে শোনা যাচ্ছে। শিগগীরই সেই লাল আলো দেখতে পাবে। হ্যাঁ, ওই দেখা যাচ্ছে লাল দপদপে আলোটা। এইবার। কাজ নেহাৎ সোজা মনে হচ্ছে! কণ্ট্রোলের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যে তার দক্ষ হাতের আঙুল এমন অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যেন সে নারীদের উত্তেজক অংশগুলোর ওপর নরম হাত চালাচ্ছে।—পাঁচশ ফিট, চারশ, তিনশ, দুশ,···ইয়াট-টাকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, তার সব আলো নেভানো। লাল আলোটা একেবারে নাক বরাবর সামনে। ধাক্কা লাগবে নাকি? কুছ পরোয়া নেই! প্লেনটাকে নামাও—খুব আস্তে। নামবার সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অফ্ কর। প্লেনের পেটে জোর ধাক্কা লাগল। নাকটা একটু উঁচু কর। একটা ধাক্কা। তারপর প্লেনটা শূন্যে ছোট্ট একটা লাফ দিল। আবার ধাক্কা। ব্যাস!

পেটাশীর দুটো হাত কন্‌ট্রোলের মধ্যে খিঁচ ধরে আটকে গিয়েছিল। সেগুলো সে আস্তে করে ছাড়িয়ে নিল। জানালা দিয়ে শিথিলভাবে বইরের অজস্র ফেনা আর ডেউয়ের দিকে তাকাল। সত্যিই সে পেরেছে! সে জোশেফ পেটাশী, প্লেনটাকে নামাতে পেরেছে!

এইবার আসছে অভিনন্দন! আর পুরস্কার!

প্লেনটা খুব আস্তে আস্তে জলের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছিল।

ডুবে যাওয়া জেটগুলোর চারিপাশ থেকে হিস্ হিস্ করে বাষ্প উঠেছিল। পেছন দিকে একটা কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ পাওয়া গেল—প্লেনের লেজের দিকটা একেবারে ফেটে গেছে। পেটাশী বসবার জায়গাটায় বেরিয়ে এল। তার পায়ের চারিপাশে জল। একটি মৃতদেহের জলে ধোওয়া মুখের ওপর এসে পড়েছে চাঁদের সাদা আলো। জরুরী অবস্থায় বেরোবার জন্য প্লেনের বাঁদিকে একটা ছোট দরজা আছে। দরজাটার হাতলের ওপর পার্সপেক্স (Perspex) প্লাস্টিকের ঢাকনি। সেটাকে ভেঙে ফেলে পেটাশী হাতলটা টেনে নামিয়ে দিল। দরজাটা খুলে গেল বাইরের দিকে। পেটাশী বেরিয়ে এসে প্লেনের ডানা বেয়ে হেঁটে এগিয়ে গেল।

ইতিমধ্যেই একটা জলি-বোট এসে পড়েছে প্লেনের পেছন-দিকে। তাতে ছ'জন লোক! পেটাশী খুব খুশীমনে চীৎকার করে তাদের দিকে হাত নাড়ল। জবাবে ওদের একজন হাত তুলল। লোকগুলোর মুখ চাঁদের আলোতে দুধের মত সাদা দেখাচ্ছে। তারা শান্ত কৌতূহলের সঙ্গে পেটাশীর দিকে তাকিয়ে। পেটাশী মনে মনে ভাবল—লোকগুলো খুব কাজের আর গম্ভীর গম্ভীর মনে হচ্ছে। সুতরাং সেও তার নিজস্ব আনন্দ চাপা দিয়ে ঈষৎ গম্ভীর হতে চেষ্টা করল।

প্লেনের ডানাটা জলে ধুয়ে গিয়েছে। তারই পাশে এসে লাগল বোটটা। একটা লোক ডানায় উঠে পেটাশীর দিকে এগিয়ে এল। লোকটা বেঁটে, বলিষ্ঠ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি। সে হাঁটছিল যেন খুব সাবধানে,—পা দুটো বেশ ফাঁক করে, নরম হাঁটুর সাহায্যে সম্পূর্ণ ব্যালেন্স রেখে। বাঁহাতটা প্যাণ্টের বেল্টে আটকানো।

পেটাশী আনন্দিত স্বরে বলে উঠল,—"গুড্ ইভনিং, গুড্ ইভনিং। নিন্ আপনাদের একটা চমৎকার, ঝকঝকে প্লেন দিলাম।" (এ রসিকতাটা পেটাশী অনেক আগে থেকে তৈরী করে রেখেছিল) "এইখানে একটু সই করুন!" বলে করমর্দনের

জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

লোকটা জোরে পেটাশীর হাত চেপে ধরল...আরেকটু শক্ত হয়ে দাঁড়াল, তারপর এক দারুন হাঁচকা টান মারল। টানের চোটে পেটাশীর মাথা এক ঝটকায় চলে গেল পেছন দিকে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার বাঁ-হাতের লম্বা ছোরা একবার ঝল্‌সে উঠে ঢুকে গেল তার অনাবৃত থুতনির ঠিক তলায়। তীক্ষ্ণ ফলটা টাক্‌রা চিরে মস্তিষ্ক ভেদ করল। পেটাশী বোধ হয় কিছুই বুঝতে পারল না—শুধু ক্ষণিকের বিস্ময়, সুতীব্র যন্ত্রণা, তারপর অজস্র উজ্জ্বল আলোর বিস্ফোরণ।

হত্যাকারী কিছুক্ষণ ছোরাটাকে ঢুকিয়ে রাখল। তার হাতের পেছনটা পেটাশীর থুতনি স্পর্শ করছিল। তারপর সে মৃত-দেহটাকে ডানার ওপর আস্তে নামিয়ে দিয়ে ছোরা বার করে নিল। খুব যত্নের সঙ্গে ছোরাটা সমুদ্রের জলে ধুয়ে নিল। শেষে পেটাশীর পিঠের কাপড়ে সেটা মুছে খাপে পুরলো। মৃতদেহটা ডানার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে দরজার ঠিক পাশে জলের ভেতর ফেলে দিল।

হত্যাকারী আবার ডানার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে জলি-বোটে উঠল। ছোট করে একটা বুড়ো আঙুল তুলে বুঝিয়ে দিল যে সব ঠিক আছে। এর মধ্যেই বোটের বারজন লোক ডুবুরীর পোশাক পরে 'অ্যাকোয়ালাংস্' (Aqualungs, জলের তলার নিশ্বাস নেওয়া সরঞ্জাম) চাপিয়ে নিয়েছে। তারা একে একে বোটের পাশ বেয়ে সেই অজস্র ফেনায় ঢাকা জলের মধ্যে ডুব দিল। শেষ লোকটি ডুব দেওয়ার পর বোটের মেকানিক একটা 'আণ্ডারওয়াটার' সার্চলাইট-এর মুখ নীচের দিকে নামিয়ে দিয়ে ডুবুরীদের জন্য দড়ি ছাড়তে লাগলেন। খানিকটা পরে সার্চলাইটটা জ্বালিয়ে দিতেই ডুবন্ত প্লেনটার চারিদিক ভরে গেল উজ্জ্বল আলোর কুয়াশায়। মেকানিক বোটটার গীয়ার বদলে দড়ি

ছাড়তে ছাড়তে প্লেনের কাছ থেকে কুড়ি গজ দূরে, অর্থাৎ ডুবন্ত প্লেনটার টানের বাইরে, সরে গেলেন।

মেকানিক বোট থামিয়ে, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন। ওভারঅলের পকেট থেকে এক প্যাকেট 'ক্যামেল' সিগারেট বার করে হত্যাকারী লোকটির দিকে একটা বাড়িয়ে দিলেন। সে সিগারেটটা নিয়ে সাবধানে সেটাকে দু টুকরো করল। একটা খণ্ড কানের পেছনে গুঁজে, অন্যটা ধরাল।···সে বোধহয় নিজের সব দুর্বলতাকে খুব কড়া শাসনে রাখে।

১০

গুপ্তধনের সন্ধানে

ইয়াট্‌এর ওপরে 'প্রেতাত্মা সংগের' ১নম্বর অন্ধকারে দেখাবার চশমা জোড়া খুললেন। সাদা শার্কস্কিন জ্যাকেটের পকেট থেকে রুমাল বার করে আলতো করে কপালের ঘাম মুছলেন। কাজটা সত্যিই বড় চমৎকার! আর চলছেও একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে। তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন—ঠিক সওয়া দশটা। প্লেনটার পৌঁছতে আধঘণ্টার বেশী দেরী হয়নি, কিন্তু এইসব সময়ে আধঘণ্টা অপেক্ষা করাও অতি অস্বস্তিকর। পাইলটটাকে খুব পরিষ্কারভাবে খতম করা গেছে। কি যেন নাম পাইলটটার? যাকগে, আপাততঃ তাঁহার কাজকর্ম মাত্র পনের মিনিট লেট। বোমা দুটো উদ্ধার করতে যদি অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা দিয়ে কাটাকাটি করতে না হয়, তাহলে এই দেরী টুকু সহজেই পুষিয়ে দেওয়া যাবে।

কিন্তু তাই বলে বাকী সমস্ত কাজও যে নিখুঁতভাবে শেষ হবে, এখন থেকে সেরকম আশা করাটা বাড়াবাড়ি। রাত্রি শেষ হতে এখনও আটঘণ্টা দেরী। এই পুরো সময়টা কাজ চালিয়ে যেতে হবে— স্থির, সুষ্ঠু ও দক্ষ হাতের কাজ।

১ নম্বর উঁচু জায়গাটা থেকে নেমে এসে বেতারযন্ত্রের ঘরে ঢুকলেন। অপারেটরকে প্রশ্ন করলেন,—নাসাউ এর কণ্ট্রোলটায়ারে নীচু দিয়ে উড়ে আসা ভিণ্ডিকেটার বিমানটি উপস্থিতি ধরা পড়েছে কিনা। সে রকম কিছু ধরা পড়েনি? ঠিক আছে ওদিক কড়া নজর রাখ, আর বেতারে ২ নম্বরকে ধরে দাও। তাড়াতাড়ি।

১ নম্বর একটা সিগারেট ধরিয়ে দেখতে লাগলেন—ইয়াটএর বিশাল বেতার যন্ত্রটা কাজ সুরু করলো··ঈথারের বুক চিরে খুঁজে

বেড়াচ্ছে আড়ি পাতছে। অপারেটারের পাকা হাতের আঙুল-গুলো খেলে চলেছে অজস্র ডায়ালের ওপর—পৃথিবীব্যাপী সংখ্যাতীত শব্দতরঙ্গের মধ্যে থেকে চট্‌পট্‌ ছেঁকে বার করে আনতে চাইছে ঠিক তার প্রয়োজনীয় তরঙ্গটীকে। হঠাৎ সে থামলো, একবার দেখে নিল, তারপর ১ নম্বরকে ইঙ্গিত করলো। ১ নম্বর বেতারযন্ত্রের মাউথপীসের দিকে একটু ঝুঁকে বললেন—"১ নম্বর বলছি।"

—"শুনতে পাচ্ছি। আমি ২ নম্বর।" একটা গম্ভীর স্বর শোনা গেল। কথাগুলো ঠিক স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না। কখন জোর, কখনও আস্তে। কিন্তু ১নম্বর সহজেই ব্লোফেল্ডের গলা চিনতে পারলেন। এ গলা তাঁর নিজের বাবার কণ্ঠস্বরের চেয়েও বেশী পরিচিত।

—"কাজ সফল হয়েছে। এখন সওয়া দশটা। পরের পর্যায় পৌনে এগারটার মধ্যে শেষ হবে। কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।"

—"ধন্যবাদ। ঠিক আছে।" আর কিছু শোনা গেল না। এই কথাবার্ত্তায় লাগলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড। এই ওয়েভ-ব্যাণ্ড এত সংক্ষিপ্ত বেতার যোগাযোগ বাইরের কারো পক্ষে আড়ি পেতে শুনে ফেলা সম্ভব নয়।

১ নম্বর নিজের কেবিনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে নামলেন ইয়াটের খোলের দিকে। সেখানে দ্বিতীয় ডুবুরি দলের চারজন তাদের এ্যাকোয়ালংস পাশে রেখে গোল হয়ে বসে ধূমপান করছিল। খোলের বড় ফুটোর ঢাকনাটা খোলা। ইয়াটের নীচে জলের তলায় সাদা বাতিগুলো চাঁদের আলোয় ঝিক্‌মিক্‌ করছে। ডুবুরীদের পাশে স্তূপ করে রাখা আছে একটা বিরাট ত্রিপল। ত্রিপলটার রং ফ্যাকাশে। জায়গায় জায়গায় গাঢ় সবুজ আর খয়েরী বড় বড় ছোপ।

১ নম্বর বললেন—"সব ঠিকমত চলছে। উদ্ধারকারী দলের

কাজ এখনও শেষ হয়নি। তোমাদের নামবার বোধ হয় আর বেশী দেরী নেই। যন্ত্রপাতি সবঠিক আছে তো?"

ডুবুরীদের একজন তাঁকে জানালো যে সব ঠিক আছে।

—"ভাল কথা। ধীরে সুস্থে কাজ কোরো। আজকের রাতটা খুব লম্বা মনে হচ্ছে।" ১ নম্বর লোহার সিঁড়ি বেয়ে ইয়াটের খোল থেকে ডেকের ওপর উঠে এলেন। চশমার দরকার হ'লনা। দুশো গজ দূরে, সমুদ্রের ওপরে ছোট জলিবোটটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সার্চ লাইটের আলোয় সমুদ্রগর্ভের কিছুটা অংশ সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তারই ওপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বোট্‌টা। সার্চলাইটের কারেণ্ট যোগাচ্ছে একটা ছোট জেনারেটার। জেনারেটার চলার জোর ফট্‌ফট্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এরকম নিস্তব্ধ সমুদ্রে এই সামান্য শব্দটুকুও ভেসে যাবে অনেক দূর। কিন্তু এটা ব্যবহার করা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। অনেক বিবেচনা করে, খুব সাবধানে এই ছোট্ট ঝুঁকিটুকু নিতে হয়েছে।

এখান থেকে সবচেয়ে কাছের দ্বীপটা পাঁচ মাইল দূরে। দ্বীপ জনশূন্য, তবে চাঁদের আলোয় বনভোজন করতে মাঝে মাঝে এখানে লোকজন এসে জমায়েত হয়। এই দ্বীপটিকেও এখানে আসবার পথে, তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে। যা যা করা সম্ভব, তা করা হয়েছে। "প্ল্যান ওমেগা" এগিয়ে চলেছে, নিঃশব্দে এবং দ্রুতগতিতে। কাজের পরবর্তী পর্যায় ছাড়া চিন্তা করবার মত আপাততঃ আর কিছুই নেই। ১ নম্বর এসে ঢুকলেন একটি ঘরে, তারপর আলোকিত চার্ট টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

১ নম্বরের আসল নাম এমিলিও লার্গো। এক বিশাল ও অসাধারণ সুপুরুষ ব্যক্তি। বয়েস প্রায় চল্লিশ বছর। তিনি একজন রোমান, আর তাঁর চেহারা সেই সুপ্রাচীন যুগের রোমানদেরই মত। তাঁর প্রকাণ্ড লম্বা মুখ রোদে পুড়ে মেহগিনি কাঠের বর্ণ ধারণ

করেছে। টিয়াপাখীর মত বাঁকা বলিষ্ঠ নাক এবং পরিষ্কারভাবে কামানো শক্ত চোয়াল থেকে আলো ঠিক্‌রে পড়ছিল। পুরু ঠোঁট এবং কঠিন, শান্ত, বাদামী রঙের চোখ। সব মিলিয়ে লার্গোর চেহারায় আছে এমন এক জান্তব আকর্ষণ, যা, যে কোন মেয়ের মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

লার্গোর শরীরে একবিন্দু বাড়তি মেদের অস্তিত্ব নেই। এক সময়ে তিনি ইটালীর হয়ে অলিম্পিকে তরোয়াল লড়েছেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্রল-এ তিনি প্রায় অলিম্পিক মানের সাঁতারু ছিলেন। মাত্র একমাস আগে নাসাউ ওয়াটার-স্কী প্রতিযোগিতায় বড়দের গ্রুপে তিনি বিজয়ী হয়েছেন। দৃঢ় পেশীবহুল দেহে সবচেয়ে অদ্ভুত তার হাতদুটী। তাঁর আকারের মানুষের পক্ষেও ওদুটো যেন স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ বড়। হাতদুটো যখন একটা রুলার ও একজোড়া ডিভাইডার নিয়ে সাদা চার্টটার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন তাদের দেখাচ্ছিল যেন দুটো স্বাধীন কালো রোমশ জন্তু।

লার্গো এ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মানুষ। তাঁর রক্তের মধ্যে রয়েছে লুণ্ঠনের বীজ। দুশো বছর আগে জন্মালে, তিনি বোধহয় একজন জলদস্যু হতেন। অবশ্য গল্পের বইয়ের সেসব রোমান্টিক জলদস্যুর মত নয়—বরং 'কালোদেড়ে'র (Blaekbeard) সমকক্ষ এক রক্ত-লোভী পিশাচ, যে সোনার স্তূপ হস্তগত করবার পথে প্রয়োজন হলে অজস্র মৃতদেহ মাড়িয়ে যেতে দ্বিধা করতো না। কিন্তু "কালোদেড়ে" ছিল বড় বেশী রকম গুণ্ডা ও দুর্দান্ত প্রকৃতি। সে যেখানেই যেতে সে যেখানেই এক বিশ্রী গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতো। কিন্তু লার্গোর প্রকৃতি অন্যরকম। তাঁর প্রতিটী কাজের পেছনে থাকে এক অপরূপ সূক্ষ্মতা এবং এক অতি শীতল মস্তিষ্ক, যার সাহায্যে প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার শিকারদের প্রতিহিংসা অনায়াসে এড়াতে পেরেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, লার্গো ছিলেন নেপল্‌সের কালো-

বাজারের একজন বড়কর্তা। তারপরের পাঁচবছর তাঞ্জিয়ার্স-এ অর্থকরী চোরাকারবারে লিপ্ত ছিলেন। আরো পাঁচবছর ছিলেন ফ্রেঞ্চ রিভেয়েরাতে গয়না ডাকাতির 'পরিচালক' হিসাবে। গত পাঁচবছর যাবৎ লার্গো প্রেতাত্মাসংঘে। প্রত্যেকবারেই তিনি খুব সহজে বামাল সমেত পালাতে পেরেছেন। প্রতি ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে তাঁর দূরদৃষ্টি।

সংক্ষেপে লার্গো একজন আদর্শ ভদ্রলোক-ডাকাত——অতিশয় বিখ্যাত রমনীরঞ্জন, জীবনটাকে কি করে পরিপূর্ণ উপভোগ করা যায়। চারটি মহাদেশের সম্ভ্রান্ত সমাজে তাঁর অবাধ গতি। সমাজে তাঁর পরিচয়—এক প্রাচীন ও বিখ্যাত রোমান পরিবারের শেষ বংশধর, এবং পারিবারিক বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। "প্রেতাত্মা-সংঘের" কাছে লার্গোর আরও কয়েকটী বিশেষ গুণ—তিনি অবিবাহিত, পুলিশের খাতায় তাঁর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, এবং তাঁর ইস্পাতের মত স্নায়ু তুষার কঠিন-হৃদয় ও হিমলার- তুল্য নির্ম্মমতা। 'প্রেতাত্মা সংঘের' পক্ষে, এবং 'প্ল্যান ওমেগা'র অধিনায়ক হওয়ার পক্ষে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ দস্যু।

একজন নাবিক দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো—"ওদের সিগন্যাল পাওয়া গেছে। রথ (Chariot) আর স্লেজ রওনা হয়েছে।"

—"ধন্যবাদ!" কোনও বড় কাজের উত্তাপ এবং উত্তেজনার মধ্যেও লার্গো এক প্রশান্তির সৃষ্টি করতে পারতেন। সামনে ঝুঁকি এবং বিপদ যখন খুব বেশী, চটপট সিদ্ধান্ত নেওয়া ও ক্ষিপ্রগতির যখন খুব দরকার—তখনও তিনি স্থির থাকতে আর সব দিক ভালোভাবে বিবেচনা করতে ভুলতেন না। অনেক অভ্যাসে তিনি এক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, যে, এটা তাঁর সঙ্গীদের কাজের ওপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার

করে। সঙ্গীদের মধ্যে বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতা জাগিয়ে তুলতে তাঁর এই গুণটি অদ্বিতীয়। তারা বুঝতে পারতো যে, সুসংবাদে তাঁর সম্পূর্ণ থাকার অর্থ হচ্ছে, তিনি তাঁর চাতুর্য্য ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে আগেই জানতে পারেন যে কি ঘটতে চলেছে। আপাততঃ এই চমৎকার খবরটি শুনে, লার্গো নাবিকটিকে তাঁর ঔদাসিন্য দেখাবার জন্যই, ডিভাইডার দুটো তুলে নিয়ে চার্টের ওপর এক অদৃশ্য বস্তুর দূরত্ব মাপলেন। তারপর সে দুটো নামিয়ে রেখে, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে বাইরে উষ্ণ রাত্রির হাওয়ায় বেরিয়ে এলেন।

দূর থেকে দেখলেন, জলের তলা থেকে জোনাকীর মত ছোট একটা আলো তর্‌তর্‌ করে জলি বোটের দিকে উঠে আসছে। ওটি একটি জলের তলায় চলবার উপযোগী জলযান। দুজন আরোহীর উপযোগী এ ধরণের জলযান গতমহাযুদ্ধে ইটালীয়ানরা প্রথম ব্যবহার করেছিল। সেই জিনিষেরই এটি এক উন্নততর সংস্করণ, কেনা হয়েছে "আন্‌সাল্‌ডো" থেকে, যে প্রতিষ্ঠান প্রথম একক আরোহী সাবমেরিন আবিষ্কার করেন।

জলযানটি জলের তলা দিয়ে একটা স্লেজ টেনে আসছিল। একটা সূঁচলো মুখো স্লেজ, যা জলের তলায় ভারী জিনিষ উদ্ধার করতে এবং বহন করতে ব্যবহৃত হয়। জলযানের জোনাকীর মত আলোটা ক্রমশঃ সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে মিশে গেল। কয়েক মিনিট পরে আবার আলোটাকে দেখা গেল, তখন সেটা ইয়াটের দিকে এগিয়ে আসছে। লার্গোর পক্ষে ইয়াটের খোলে নেমে গিয়ে, স্লেজে বয়ে আনা এ্যাটম বোমাদুটীর এসে পৌঁছানো পর্যবেক্ষণ করাটাই স্বাভাবিক হোত। কিন্তু তাঁর নিজস্ব কায়দায়, তিনি একপাও নড়লেন না।

যথাসময়ে জলযানের হেডলাইটটিকে আবার দেখা গেল জলি-বোটের দিকে ফিরে যেতে। এবার স্লেজটিতে চাপানো আছে সেই বিরাট ত্রিপলটা, যেটাকে এত সুন্দরভাবে ক্যামোফ্লেজ করা হয়েছে

যে, সাদা বালু এবং অল্পসল্প প্রবালের গাছে ঢাকা সমুদ্রপৃষ্ঠের বুকে বিছিয়ে দিলে, খুব কাছ থেকেও এটাকে আলাদা করে চেনা যাবে না। ডুবুরীরা ডুবে যাওয়া প্লেনটাকে পুরোপুরি ঢেকে, চারিদিকে অজস্র লোহার গজাল দিয়ে ত্রিপলটাকে সমুদ্রপৃষ্ঠে আটকে দেবে। সমুদ্রের ওপরে খুব জোর ঝড় অথবা সমুদ্রের তলায় ছোটখাট ভূমিকম্পেও এই ত্রিপল খসাতে পারবে না। কল্পনার চোখে লার্গো সমুদ্রের অনেক তলায় কর্মরত আটজন ডুবুরীর প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন দেখতে পাচ্ছিলেন। এর পেছনে আছে বহু মাসব্যাপী প্রস্তুতি, মাথার ঘাম আর চোখের জল। কত ট্রেনিং, কত রকম অনুশীলন। আজ সে সবের দাম পুরো উশুল হচ্ছে। এই "প্ল্যান-ওমেগা"র পেছনে যে কতবড় একটা প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনী শক্তি কাজ করছে, তা ভেবে লার্গো আর একবার বিস্মিত হলেন।

জলিবোটের কাছে জলের ওপর একটা ছোট আলোর ঝলক দেখা গেল। তারপর ক্রমশঃ আরও কয়েকটা। ডুবুরীরা একে একে ভেসে উঠছে···তাদের মুখের কাঁচের আবরণীতে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে ঝিলিক দিচ্ছে। তারা সাঁতার কেটে পৌছালো জলিবোটের কাছে এবং মই বেয়ে ডেকে উঠে এলো। লার্গো গুণে দেখলেন, আটজন ডুবুরীই উঠে পড়েছে। বোটের মেকানিক ও ব্রাণ্ড (সেই জার্মান হত্যাকারীটি) তাদের সাজ সরঞ্জাম খুলে ফেলতে সাহায্য করলো। সার্চলাইটটা নিভিয়ে তুলে নেওয়া হোল। এবার জেনারেটারের কট্‌কটানি থেমে গেল, আর ভেসে এল বোটের ইঞ্জিনদুটো চলার চাপা গর্জন। বোটটা ইয়াটের গায়ে এসে লাগার সংগে সংগে সেটাকে যাত্রীসমেত ক্রেনে করে তুলে নেওয়া হোল।

ইয়াটের ক্যাপ্টেন লার্গোর পাশে এসে দাঁড়ালেন। ইনি একজন লম্বা, হাড়সর্বস্ব ও বিষন্ন চেহারার মানুষ। এঁকে মাতলামি ও অবাধ্যতার জন্য ক্যানাডিয়ান নেভী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং ইনি লার্গোর দলে এসে ঢোকেন। প্রথম দিকে লার্গোর আদেশ

সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার জন্য লার্গো নিজের ঘরে ডেকে এনে ক্যাপ্টেনের মাথার ওপরে একটি আস্ত চেয়ার ভাঙ্গেন। তারপর থেকে ক্যাপ্টেন লার্গোর প্রায় ক্রীতদাস হয়ে পড়েছেন। কারণ, কেবল এই ধরনের নিয়মকানুনই ক্যাপ্টেনের মাথায় ঢুকতো। আপাততঃ তিনি বললেন—"খোল পরিষ্কার। এবার রওনা হব?"

লার্গো প্রশ্ন করলেন—"ডুবুরীদের সবাই খুশী তো?"

—"ওরা তো সেরকমই বলছে। কোনো গণ্ডগোল হয়নি।"

—"আগে ওদের প্রত্যেককে একটি গেলাস করে হুইস্কি দাও। তারপর বিশ্রাম নিতে বল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার ডুব দিতে হবে। কোৎসে-কে বল আমার সংগে দেখা করতে, আর পাঁচমিনিটের মধ্যে ইয়াট ছাড়বার জন্য তৈরী হও।"

—"ঠিক আছে।"

পদার্থবিদ কোৎসের চোখ চাঁদের আলোয় জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল লার্গো লক্ষ্য করলেন, কোৎসে জ্বোরো রুগীর মত অল্প অল্প কাঁপছেন তিনি লোকটিকে একটু ঠাণ্ডা করবার জন্য ফুর্তির সংগে বললেন—"এই যে বন্ধুবর। তোমার খেলনা দুটো পেয়ে খুশী হয়েছ তো? তোমার যা যা দরকার, সব পেয়েছ খেলনার দোকান থেকে?"

কোৎসের ঠোঁটদুটো কাঁপছে থরথর করে। উত্তেজনায় চোখ দিয়ে প্রায় জল বেরিয়ে এসেছে। তিনি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন,—"অবিশ্বাস্য! তুমি কল্পনা করতে পারবে না! এরকম অস্ত্রের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আর কী সোজা, কী নিরাপদ। একটা বাচ্চাও নির্ভয়ে এগুলো নাড়াচাড়া করতে পারে।"

—"তোমার বাক্সগুলো যথেষ্ট বড় তো? তোমার কাজকর্ম করবার মত জায়গা পাচ্ছ?"

—"নিশ্চয়, নিশ্চয়", কোৎসে পরম আগ্রহে দুহাত সংবদ্ধ করলেন, "কোনরকম সমস্যা নেই, একেবারের না। ফিউজ সরিয়ে ফেলতে কিছু সময় লাগবে না। আর সে জায়গায় টাইম-ফিউজ

লাগিয়ে দেওয়াটা তো আরো সোজা। মাসলভ্ ইতিমধ্যেই কাজে লেগে পড়েছে।"

—আর তুমি যে দুটো ইগ্ নাইটার প্লাগের কথা বলছিলে? ডুবুরীরা সেগুলোকে শেষ পর্যন্ত কোথায় খুঁজে পেলো?"

—"ও দুটো পাইলটের সীটের নীচে একটা সীসের বাক্সে ছিল। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, যথাসময়ে সহজেই কাজে লাগানো যাবে। বোমাদুটীকে যেখানে লুকানো হবে, তার কাছেই এগুলোকে আলাদা ভাবে রাখতে হবে। এ ব্যাপারে ওয়াটারটাইট্ রবারের ব্যাগগুলো খুব কাজ দেবে। ঠিক এই জিনিষই আমি চাইছিলাম।

—"তেজস্ক্রিয় ভয় নেই তো?"

—"আপাততঃ নেই। কারণ সবকিছু সীসের বাক্সে ভরা," কোৎসে কাঁধ ঝাঁকালেন, "আমার বোধহয় অল্প তেজস্ক্রিয়তা লেগেছে ঐ দৈত্যদুটো ঘাঁটাঘাটি করবার সময়। তবে আমার গায়ে রশ্মি প্রতিরোধক স্যুট ছিল। তেজস্ক্রিয়তার কোনও লক্ষণ ফুটে বেরোয় কিনা সেদিকে আমি নজর রাখব। বেরোলে, কী করতে হয় তা আমার জানা আছে।"

—"তোমার সাহস আছে, কোৎসে। আমি কিন্তু সহজে ঐ হাতছাড়া বোমাগুলোর ধারে কাছে যাচ্ছি না। আমার যৌন-জীবন সম্বন্ধে আমি বাবা খুবসতর্ক। যাই হোক, তুমি খুশী তো? কোনো-রকম সমস্যা আছে? আশাকরি প্লেন থেকে দরকারী সবকিছুই নামানো হয়েছে!"

কোৎসে নিজেকে সংযত করলেন। বোমার সবরকম যান্ত্রিক ব্যবস্থা তাঁর আয়তে আছে দেখবার পর থেকে কাউকে প্রাণখুলে সব কথা বলবার জন্য তাঁর পেট ফুলছিল। কিন্তু এখন নিজেকে খুব ফাঁকা আর ক্লান্ত মনে হচ্ছে। এতদিন ধরে তিনি শুধু অসহ্য চাপা উত্তেজনায় ছটপট করছিলেন। কতরকম পরিকল্পনা, কতশত সম্ভাব্য বিপদের আশংকা—যদি বোমা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও

সহকারীটির ছিটগ্রস্ত টুরিষ্ট সামলানোর অভ্যেস ছিল। তাছাড়া নাসাউ-এর অধিবাসীরা সহজে চটে না। সে "তাহলে, মাদাম…" বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকগুলোর দিকে নিস্তেজভাবে তাকাতে লাগল।

পাশ থেকে বণ্ড স্থিরকণ্ঠে মেয়েটাকে বলল—"ধূমপান কমাবার ইচ্ছে থাকলে আপনি দু-রকম সিগারেটের মধ্যে থেকে বেছে নিতে পারেন।"

মেয়েটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল—"আপনি কে মশাই?"

—"আমার নাম বণ্ড, জেম্‌স্ বণ্ড। সিগারেটের নেশা ছাড়ার ব্যাপারে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ। আমি প্রায়ই এ-কাজ করে থাকি। আপনার ভাগ্য ভাল যে আমাকে হাতের কাছে পেয়ে গেলেন।"

মেয়েটি বণ্ডের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। এ লোকটিকে নাসাউ-এ-সে এর আগে দেখেনি। প্রায় ছ-ফুট লম্বা, বয়স তিরিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি। কালোমতন, কেমন যেন নিষ্ঠুর অথচ ভদ্র চেহারা। পরিষ্কার নীলচে-ছাই রঙের চোখ দুটো যেন বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকে পর্যবেক্ষণ করছে। ডান গালে একটা কাটা দাগ। এই গরমের মধ্যেও ভদ্রলোককে বেশ ঠাণ্ডা আর পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে।

মেয়েটি বুঝতে পারল, যে বণ্ড আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে। ভদ্রলোকের চেহারা বেশ উত্তেজক ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ। সে ধরা দিতে চাইল, তবে অত সহজে নয়। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল,—"ঠিক আছে। বলে যান।"

—"সিগারেট ছাড়বার একমাত্র উপায় হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া, এবং আবার না ধরা। আর যদি আপনি এক-দু হপ্তার জন্য অভ্যেসটা ছেড়ে দেওয়ার ভান করতে চান, তাহলে খামোখা কম সিগারেট খেয়ে লাভ নেই। ধরুন, আপনি ঠিক করলেন, যে ঠিক এক ঘণ্টা

অন্তর একটা করে সিগারেট ধরাবেন। সেক্ষেত্রে, আপনি সারাক্ষণ ক্লান্ত বোধ করবেন আর সিগারেট ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবতে পারবেন না। এবং যেই এক একটা ঘণ্টা শেষ হবে, আপনি হ্যাংলার মত সিগারেটের প্যাকেটে ছোঁ মারবেন। ব্যাপারটা বড় বিশ্রী। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে খুব মিঠে বা খুব কড়া সিগারেট খাওয়া। মিঠেই বোধ হয় আপনার পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে।" বণ্ড সহকারীটিকে বলল, "এক কার্টন ফিল্টারওয়ালা কিং-সাইজ 'ডিউক্' সিগারেট।" কার্টনটা হাতে পেয়ে বণ্ড সেটা মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিল। বলল,—"খেয়ে দেখবেন।"

—"কিন্তু আপনি · মানে, আপনি কেন আবার—"

কিন্তু বণ্ড ইতিমধ্যেই কার্টনটার এবং নিজের জন্য এক প্যাকেট চেস্টারফিল্ডের দাম চুকিয়ে দিয়েছে। খুচরোগুলো পকেটে পুরে সে মেয়েটির পেছন পেছন দোকানের বাইরে বেরিয়ে এল। সাংঘাতিক গরম বাইরে। ঝক্‌ঝকে সাদা সূর্যের আলো ধূলোভর্তি রাস্তা আর আশপাশের দোকান ও বাড়ীর চুনকামের ওপর প্রতিফলিত হয়ে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। বণ্ড বলল—সিগারেটের কথা উঠলেই পানীয়ের কথা এসে পড়ে। আপনি ড্রিংক করাটাও ছাড়বার চেষ্টা করছেন নাকি!"

মেয়েটি বিচিত্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল—"আপনি বড় চট্‌পট্ এগোচ্ছেন মিঃ · ইয়ে···বণ্ড। ঠিক আছে, চলুন। তবে শহরের বাইরে কোথাও। এখানে বড্ড গরম। ফোর্ট মণ্টাগ্‌-এর ওদিকে একটা জেটি আছে। চেনেন?" বণ্ড লক্ষ্য করল, মেয়েটি দুপাশের রাস্তা চট্ করে একবার দেখে নিল, "সে জায়গাটা মন্দ নয়। চলুন আমার গাড়ীতেই যাওয়া যাক। গাড়ীতে সাবধানে উঠবেন। তেতে আছে—গায়ে ছোঁয়া লাগলেই ফোস্ক।"

গাড়ীর সাদা চামড়ার সীটটা পর্যন্ত এমন তেতে উঠেছিল, যে কাপড় ভেদ করে বণ্ডের উরুতে ছ্যাঁকা লাগল। কিন্তু এই মুহূর্তে কাপড়ে আগুন ধরে গেলেও বোধ হয় বণ্ড তেমন ব্যস্ত হত না। তার আসল কাজ হয়ে গেছে। প্রথম চেষ্টাতেই সে পাকড়াও করতে পেরেছে মেয়েটিকে।

বণ্ড মেয়েটিকে ভালো করে দেখবার জন্য হেলে বসল। মেয়েটির মাথায় চওড়া বারান্দাওয়ালা খড়ের টুপি। টুপির প্রান্ত উদ্ধতভাবে প্রায় নাক পর্যন্ত নামানো। দুটি হাল্‌কা নীল রঙের রিবন হাওয়ায় উড়ছে তার ওপর সোনালী হরফে লেখা—"M/y ডিস্কো ভোলান্তে"। গায়ে আকাশী ও সাদা লম্বা ডোরদার হাতকাটা সিল্কের শার্ট। কোনও গয়না বা আংটি নেই। হাতে কেবল একটা পুরুষালি চৌকো গড়নের কালো হাতঘড়ি। পায়ের সাদা হরিণের চামড়ার চটির সঙ্গে মিল রেখে কোমরে সাদা মৃগচর্মের চওড়া বেল্ট।

বণ্ড মেয়েটি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে। আজ সকালে যে শ'খানেক ইমিগ্রেশন ফর্ম্‌ (Immigration form) সে উল্টেপাল্টে দেখেছে, তার মধ্যে একটি হল এই মেয়েটির। নাম—ডোমিনেটা ভিতালি। জন্ম ইটালিয়ান টাইরলের বোলসানো-তে, এবং সেহেতু, তার গায়ে ইটালিয়ান ও অস্টীয়ান রক্ত প্রায় সমান সমান থাকবার কথা। মেয়েটির বয়স উনত্রিশ। পেশায় সে নাকি 'অভিনেত্রী'। ছ'মাস আগে 'ডিস্কো ভোলান্তে' চেপে তার আবির্ভাব ঘটেছিল নাসাউ-এ। মেয়েটি যে সেই ইয়াটের ইটালিয়ান মালিক এমিলিও লার্গো'র রক্ষিতা, সেটা বুঝতে কারো বাকী ছিল না।

পুলিশ কমিশনার হার্লিং এবং ইমিগ্রেশন্‌ ও কাষ্টম্‌স্‌-এর অধিকর্ত্তা পিটম্যান এই মেয়েটিকে এককথায় 'ইটালীয়ান বেশ্যা' বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু নেহাৎ বেশ্যাবাড়ীর বাসিন্দা,

যা রাস্তার মেয়ে না হলে বণ্ড কারো সম্বন্ধে 'বেশ্যা' 'মাগী' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে না। সুতরাং সে তক্ষুনি মেয়েটি সম্বন্ধে কোনোরকম বাজে ধারণা করে বসেনি। এখন বণ্ড বুঝল যে সে ঠিকই করেছিল। মেয়েটি অবশ্যই স্বেচ্ছাচারী, তবে তার ব্যক্তিত্ব আছে আর একটা নির্দিষ্ট চরিত্রও আছে। হয়ত সে প্রাচুর্যে ভরা উচ্ছৃংখল জীবন ভালবাসে,—তাতে তো অন্যায় কিছু নেই। হয়ত সে অনেকের শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে, এবং নিশ্চয়ই হয়েছেও। কিন্তু সে কাজ সে করবে সম্পূর্ণ নিজের সর্তেই, পুরুষদের সর্তে নয়।

ড্রাইভার হিসেবে মেয়েরা প্রায় সবাই বেশী নিরাপদ, কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম প্রথম শ্রেণীর চালক হয়। সাধারণতঃ বণ্ড তাদের একটু বিপজ্জনক বলেই মনে করে। আশেপাশে মেয়ে-ড্রাইভার, দেখলে সে প্রচুর রাস্তা ছেড়ে দিয়েও ভয়ে ভয়ে থাকে। তার মতে, এক গাড়ীতে চারজন মেয়ে থাকাটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ, এবং একগাড়ীতে দু-জন মেয়ে প্রায় একটা প্রাণঘাতি ব্যাপার। গাড়ীর মধ্যে মেয়েরা কখনও চুপ থাকতে পারে না, আর কথা বললেই তো তাদেরকে পরস্পরের মুখ দেখতে হবে। শুধু মুখ দেখা নয়, প্রত্যেকে অপরের মুখের ভাবভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করে বোঝবার চেষ্টা করবে, যে তার কথাবার্ত্তা ঠিক কতটা কার্যকরী হচ্ছে। সুতরাং সঙ্গিনীর দিকে তাকাতে তাকাতে ড্রাইভার ভদ্রমহিলাদের সামনের রাস্তাটা দেখবার সুযোগ বিশেষ হয়না। একগাড়ীতে চারজন থাকা আবার এর ডবল বিপজ্জনক। কারণ মহিলাটি কেবল পাশের সঙ্গিনীকে দেখে এবং কথা শুনেই খুশী হন্ না। তাঁর পেছনের দুই সঙ্গিনী কী কথা বলছে, তা-ও তাঁর দেখা চাই। মেয়েদের যা স্বভাব আর কি!

কিন্তু এ মেয়েটি গাড়ী চালাচ্ছে একেবারে পুরুষমানুষের মত। তার চোখের দৃষ্টি সামনের রাস্তা আর ড্রাইভিং মিরারের ওপর নিবদ্ধ

পেছনের রাস্তা দেখবার এই ছোট্ট আয়নাটিকে মেয়েরা মুখ মেক্-আপ করার সময় ছাড়া ব্যবহার করে না বললেই হয়। আর সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হল, যে মেয়েটি এই গাড়ী চালানোতে একটা অদ্ভুত পুরুষালি আনন্দ পাচ্ছে। মেয়েটির প্রতিটি স্বচ্ছন্দ অঙ্গসঞ্চালনে বণ্ড যেন তা অনুভব করছিল।

গাড়ী চালাতে চালাতে মেয়েটি বণ্ডের সঙ্গে একটাও কথা বলল না বণ্ড যে পাশে বসে আছে, তা যেন তার মনেই নেই। ফলে বণ্ডের পক্ষে নিশ্চিন্ত মনে তাকে পর্যবেক্ষণ করবার সুবিধে হল। উজ্জ্বল ও উদ্ধত মুখশ্রী মেয়েটির। বণ্ড আন্দাজ করল, যে বিশেষ মুহূর্তে এই মুখই কামনায় পাশবিক হয়ে উঠে। বিছানায় মেয়েটি প্রথম লড়াই করবে, কামড়াবে, তারপর সহসা উষ্ণ আত্মসমর্পণে গলে যাবে। মনশ্চক্ষে বণ্ড যেন পরিষ্কার দেখতে পেল, কামনায় বিস্ফারিত এই গর্বিত, মাদকতাময় দুটি ঠোঁট···এক সারি সুছাঁদ সাদা দাঁত বেড়িয়ে পড়েছে,···তারপর, সেই একই অধরোষ্ঠের অর্ধস্ফুরিত সপ্রেম কোমলতা।

পাশ থেকে তার চোখদুটোকে কুচকুচে কালো পাখীর চোখের মত দেখাচ্ছে। মেয়েটির প্রোফাইল, সোজা···ছোট্ট উঁচু নাক, থুতনির দৃঢ়তা, আর চোয়ালের সুন্দর ঢাল। সব কিছুই যেন এক রাজকীয় গাম্ভীর্যে অটল। তার হংসগ্রীবার অপরূপ ভঙ্গী যেন এক রূপকথার রাজকন্যার স্মৃতি বয়ে আনে। তার গালের সোনালী রঙের নীচে যেন ইটালিয়ান আল্‌প্‌স্-এর এক কৃষ্ণকরমনীর সপ্রাণ উষ্ণতা। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, উদ্ধত তার স্তনদুটি, মধ্যে গভীর উপত্যকা।

সব মিলিয়ে বণ্ড বুঝল, যে এ এক স্বেচ্ছাচারী, উদ্ধত. উত্তেজক রমণী—যেন এক অপূর্ব আরব ঘোটকী, যে ইস্পাতকঠিন উরু ও রেশম কোমল স্পর্শের কোনও বীর ছাড়া অন্য কাউকে নিজের সওয়ার হতে দেবে না। বণ্ড ঠিক করল, যে মেয়েটাকে বশে

আনবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু আপাততঃ তা হবার নয়। অন্য একজন মেয়েটির সওয়ার হয়ে আছে। প্রথমে তাকে হটাতে হবে। কিন্তু এসব কী আজেবাজে ভাবছে সে? এখনও একটা বড় কাজ বাকী থেকে গেছে। খুব জরুরী কাজ।

MG গাড়ীটা শার্লি ষ্ট্রীট থেকে ইষ্টার্ণ রোডে পড়ে চলতে লাগল উপকূল বেয়ে। বন্দরে ঢোকবার চওড়া মুখটাতে অ্যাথল দ্বীপের পাশে অগভীর জলের তলায় অজস্র সব নীল-সবুজ পাথর দেখা যায়। সেই জলের ওপরে ভেষে যাচ্ছে একটা গভীর জলে মাছধরা-র নৌকো। একটা তীব্রগতি মোটর বোট সশব্দে উপকূলের কাছে এসে পড়ল। পেছনে একটি মেয়ে ওয়াটার স্কী-তে চড়ে ঢেউগুলোর ওপর দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় এঁকেবেঁকে উড়ে আসছে।—একটা চমৎকার উজ্জ্বল দিন। বণ্ডের মন ক্ষণেকের জন্য উধাও হয়ে যেতে চাইলে—অনিশ্চয়তা ও নৈরাশ্যে ভরা এই কাজের জাল থেকে, যেটাকে বিশেষ করে আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছনোর পর থেকে ক্রমশঃ আরো বেশী অর্থহীন ও সময় নষ্ট বলে মনে হচ্ছে।

বাহামা দ্বীপপুঞ্জ হচ্ছে এক সুতোয় গাঁথা হাজারখানেক দ্বীপের একটা সারি। বিস্তৃত ফ্লোরিডার পূর্ব কলের ঠিক ধার থেকে কিউবার উত্তর পর্যন্ত, ২৭ ডিগ্রী অক্ষাংশ থেকে ২১ ডিগ্রী পর্যন্ত দীর্ঘ তিনশ বছর ধরে এই এলাকা ছিল পশ্চিম অ্যাটলান্টিকের প্রতিটি কুখ্যাত জলদস্যুর বিচরণভূমি। আজ এখানকার টুরিস্ট বিভাগ সেই সব রোমান্টিক গল্পগাথার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, রাস্তার পাশে একটা সাইনবোর্ডে লেখা "কালোদেড়ের (Blackbeard) মিনার—১ মাইল", এবং আরেকটায় "বারুদ জেটি, সামুদ্রিক খাবার, দিশী পানীয়, ছায়াঘেরা বাগান। বাঁদিকের প্রথম বাঁক ধরে চলে আসুন।"

বাঁদিকে একটা বেলে রাস্তা দেখা দিল। মেয়েটি সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে যেখানে গাড়ী থামাল, তার পাশেই একটা পাথরে তৈরী পুরোনো গুদামঘরের ধ্বংসস্তূপ, তার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা গোলাপী রঙের কাঠের বাড়ী—তার দরজা জানালার রং সাদা। ঢোকবার দরজার ওপর একটা খালি বারুদের পিপে ঝোলানো, তার গায়ে উজ্জ্বল রঙে আঁকা রেস্তোরাঁটির প্রতীক চিহ্ন—একটা মড়ার খুলির তলায় আড়াআড়িভাবে একজোড়া হাড়।

মেয়েটি এক ঝোপ ক্যাসুয়ারিনার ছায়ায় গাড়ী পার্ক করে রাখল। তারপর তারা দুজনে গাড়ী থেকে বেরিয়ে রেস্তোরাঁর দরজা আর এক ডাইনিং-হল পার হয়ে এসে পৌঁছল ভাঙ্গা পাথরের জেটির ওপর তৈরী এক ছোট্ট বারান্দায়। বারান্দাটায় ছায়া দিচ্ছিল ছাতার আকারে ছেঁটে দেওয়া অনেকগুলো সামুদ্রিক বাদামগাছ। তারা বারান্দার একপাশে, ঠিক জলের ধারে একটা ঠাণ্ডা টেবিল বেছে নিয়ে বসল।

বণ্ড ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলল—"এক মধ্যাহ্ন। আপনি কড়া পানীয় নেবেন, না হালকা?

মেয়েটি বলল—"হালকা। আমি খাব অনেকটা উরস্টার সস দেওয়া একটা ডাব্‌ল্ ব্লাডি মেরী।"

বণ্ড বলল—"তবে আর কড়া বলে কাকে?···আমায় দিও ভদকা অ্যাণ্ড টনিক, সঙ্গে এক ছিটে বিটার।" ওয়েটারটি বলল—"ইয়েস্ স্যার", এবং মচ্‌মচ্ করে চলে গেল।

—"ভদকা-অন্-দ্য-রকস্-কে আমি কড়া পানীয় বলি। একগাদা টম্যাটোর রস ব্লাডি মেরীকে হালকা করে দেয়।" মেয়েটি এক পা বাড়িয়ে একটা চেয়ার টেনে এনে পা-দুটো রোদ্দুরে ছড়িয়ে দিল। কিন্তু এভাবে বসে ঠিক স্বস্তি পেল না। তখন পা থেকে

চটিজোড়ো ছড়ে ফেলে আরামে হেলান দিয়ে বসল। বলল,—"আপনি কবে এসেছেন? আপনাকে তো দেখিনি এদিকে। এরকম সময়ে, মানে গ্রীষ্মের শেষে এখনে অল্প যে ক'জন লোক থাকেন তাঁদের সবাইকার মুখ চেনা হয়ে যায়।"

—"আজ সকালেই পৌঁছেছি আমি। নিউ ইয়র্ক থেকে। একটা সম্পত্তির খোঁজে এসেছি। আমার হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল যে গ্রীষ্মের মাজখানে আসার চেয়ে এই সময়ে আসাটা ভাল হবে। যে সময়ে যাবতীয় লক্ষপতি এখানে এসে জোটে, জমির দাম নিশ্চয়ই আকাশে চড়ে যায়। তারা চলে যাবার পর দাম একটু কমতে পারে। আপনি এখানে কতদিন আছেন?

—"প্রায় ছ-মাস হল। আমি একটা ইয়াটে চড়ে এসেছি। 'ডিস্কো ভেলান্তে'। আপনি দেখেছেন বোধহয়। কূলের কাছে নোঙর করা আছে। 'উইণ্ডস ফিল্ড'-এ ল্যাণ্ড করতে আপনাকে সম্ভবতঃ ওরা ঠিক ওপর দিয়ে উড়ে যেতে হয়েছে।"

—"একটা লম্বা, নীচু, সরুমুখো ব্যাপার? ওটা আপনার নাকি? চমৎকার দেখতে।"

—"ওটা আমার এক আত্মীয়ের।" বণ্ডের মুখের ওপর কড়া নজর রেখে মেয়েটি বলল।

—"আপনি ঐ ইয়াটেই থাকেন?"

—"না, না। সমুদ্রের ধারে আমাদের একটা সম্পত্তি আছে, অর্থাৎ আমরা বর্ত্তমানে সেটা নিয়েছি। প্যালমীরা বলে একটা জায়গা। ইয়াটটা যেখানে আছে, তার ঠিক উল্টোদিকে। জায়গাটার মালিক একজন ইংরেজ। আমার মনে হয় উনি জায়গাটা বিক্রী করবার মতলবে আছেন। ভারী সুন্দর জায়গা, আর টুরিস্টের ভীর থেকে অনেক দূরে।

—"মনে হচ্ছে এরকম একটা জায়গাই আমি খুঁজছি।"

—"তা আমরা হপ্তাখানেকের মধ্যেই চলে যাচ্ছি।"

—"সত্যি!" বণ্ড তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "দুঃখিত হলাম শুনে।"

"—আপনার যদি ফ্লার্ট করবার মতলব থাকে, তাহলে "দুঃখের কিছু নেই।" মেয়েটি হঠাৎ হেসে উঠল। তারপরেই অনুতপ্ত মুখ করে চুপ করে গেল. শুধু দু-গালের ঠোটদুটো ফুলে রইল। বলল—"মানে, আমি সত্যি ওরকম বলতে চাইনি। কিন্তু জানেন, গত ছ-মাস ধরে এখানকার সব টাকাওয়ালা বোকা বুড়ো ছাগলগুলোর কাছ থেকে প্রেমালাপ শুনতে হচ্ছে, আর ধমক দিয়ে ছাড়া ওদের থামানো যায় না। আমি অহংকার করছি না। এ ওল্লাটে ষাট বছরের নীচে কেউ নেই। যুবকদের পকেটে এখানে বেড়াতে আসবার মত টাকা থাকে না। সুতরাং এরা যে কোনও মেয়ে দেখলেই একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েন, নেহাৎ যদি মেয়েটি গন্নাকাটা বা গোঁফওয়ালা না হয়—অবশ্য গোঁফ দেখলেও ওঁরা পেছোবেন বলে মনে হয় না। হয়ত সেই গোঁফেরই প্রেমে পড়ে যাবেন। মানে, যে কোনও রকম মেয়েলা দেখলেই এই বুড়ো ছাগলগুলোর চশমার মোটা কাঁচ ঝাপসা হয়ে ওঠে।" মেয়েটি আবার হেসে উঠল, "আপনি যদি এখন পাঁশনে আর নীল শার্ট পরে ঘোরাফেরা করেন, তাহলে এখানকার বুড়ী ভদ্রমহিলাদের একই অবস্থা হবে।"

—"তাঁর লাঞ্চে সেদ্ধ তরকারী খান নাকি?"

—"নিশ্চয়ই, আর গাজরের রস, কুলের রসও খান।"

—"তাহলে আমার সুবিধে হবে না। আমি বড়জোর কংক্ মাছের তরকারী পর্যন্ত নামতে পারি, তার নীচে নয়।"

মেয়েটি কৌতূহলের সঙ্গে তাকাল—"আপনি নাসাউ-এর অনেক কিছু জানেন দেখছি।"

—"কেন? কংক্ একটা উত্তেজক খাবার, তা জানি বলে? এটা তো শুধু নাউস-এর ব্যাপার নয়। সারা পৃথিবীতে যে সব কংক্ মাছ পাওয়া যায়, সর্বত্রই তাই।

—"সত্যি?"

—দ্বীপের লোকেরা বিয়ের রাতে এই মাছ খায়। আমার কিন্তু ও খেয়ে কোনও উপকার হয়নি।"

—"কেন?" মেয়েটি দুষ্টুমিভরা চোখে তাকাল, "আপনি কি বিবাহিতা?"

—"না।" বণ্ড হেসে তার দিকে তাকাল, "আপনি?"

—"না।"

—"তাহলে আসুন আমরা দুজনে একসঙ্গে একবার কংক্ মাছের সুপ খেয়ে দেখি কি হয়।"

পানীয় এসে পড়ল। মেয়েটি আঙুল দিয়ে থিতিয়ে পড়া খয়েরী উরশ্চার সস্টাকে মিশিয়ে নিয়ে আধ গেলাশ খেয়ে ফেলল। হাত বাড়িয়ে ডিউক সিগারেটের কার্টনটা টেনে নিয়ে খুলল সেটাকে। একটা প্যাকেট বার করে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে চিরে একটা সিগারেট বের করল, সাবধানে একবার শুঁকল, শেষে সঙ্গের লাইটার দিয়ে ধরাল সেটা। একটা জোর টান দিয়ে একগাদা ধোঁয়া ছাড়ল। সন্দেহের সুরে বলল—"মন্দ নয়। অন্ততঃ মনে হচ্ছে যে সত্যি সত্যি সিগারেট টানছি। আপনি তখন বললেন কেন, যে আপনি ধূমপান ছাড়বার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ?"

—"কারণ ও অভ্যেসটা আমি প্রায়ই ছেড়ে দিয়ে থাকি।" বণ্ড দেখল, এইবার এসব বাজে কথা থেকে সরতে হবে। সে বলল,—"আপনি এত ভাল ইংরেজী বলেন কি করে? আপনার কথার টান তো ইটালিয়ানদের মত।"

—"হ্যাঁ, আমার নাম ডোমিনেটা ভিতালী। কিন্তু পড়াশুনার জন্যে আমায় ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয়েছিল, চেলটেনহ্যাম লেথিজ কলেজে। তার পর আমি RADA-তে (Royaly Academy of Dramatic Art) ভর্তি হই অভিনয় শেখবার জন্য,···ইংরেজদের ধাঁচের অভিনয়। আমার বাবা-মা ডেবেছিলেন, যে মেয়েকে ভালভাবে বড় করে তোলবার এই এটা খুব মহিলাসুলভ রাস্তা! এরপর তাঁরা দু-জনেই মারা যান ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্টে। আমায় ইতালী ফিরে আসতে হল, জীবিকা অর্জনের জন্য। ইংরেজী বলাটা আমার মনে থাকল, কিন্তু—"মেয়েটি হেসে উঠল, তার মধ্যে কোনো তিক্ততা ছিল না, "বাকি সবকিছুই আমি চটপট ভুলে গেলাম। ইংরেজদের মত ধীর-স্থির, মাপা অভিনয় নিয়ে ইটালিয়ান মঞ্চে বেশিদূর এগোনো যায় না?"

—"কিন্তু আপনার এই ইয়াট-ওয়ালা আত্মীয়টি।" বণ্ড সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, "তিনি তখন আপনার দেখাশোনা করতেন না?"

—"না।" সংক্ষিপ্ত উত্তর এল। বণ্ড কোনো বাক্য না করতে আবার বলল,—"উনি আমার ঠিক আত্মীয় নন, এই দূরসম্পর্কের আর কি। অনেকটা অন্তরঙ্গ বন্ধু, বা অভিভাবকের মত।"

—"আচ্ছা।"

—"আপনাকে কিন্তু একবার এসে ইয়াট্‌টা দেখে যেতে হবে।" মেয়েটি বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই বলল, কথাবার্তা আবার সহজ করে নেওয়ার জন্য। বলল—"ওঁ নাম লার্গো, এমিলিও লার্গো। আপনি হয়ত নামটা শুনেছেন। উনি-এখানে এসেছেন কী-সব গুপ্তধনের খোঁজে।"

—"আরে, তাই নাকি?" এবার বণ্ডের আগ্রহ দেখাবার পালা, "দারুণ মজার ব্যাপার মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই দেখা করব তাঁর সঙ্গে। ব্যাপার কি বলুন তো? সত্যি সত্যি কিছু আছে নাকি?"

—"ঈশ্বর জানেন। এ বিষয়ে উনি ভীষণ চাপা। সম্ভবতঃ একটা ম্যাপ পাওয়া গেছে। কিন্তু আমায় সেটা দেখতে দেওয়া হয়না, আর যখনই উনি নৌকোয় চেপে খোঁজাখুঁজি বা অন্য কিছু করতে যান, আমায় তীরেই থেকে যেতে হয়। এই অভিযানে অনেকে টাকা যোগাচ্ছেন, শেয়ার-হোল্ডারের মত। তাঁরা সম্প্রতি এসে পৌঁচেছেন। আমাদের যখন হপ্তাখানেকের মধ্যেই চলে যাওয়ার কথা, আমি আন্দাজ করছি, যে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে, আর আসল অভিযান যে কোনও মুহূর্তে আরম্ভ হবে।"

—"এই শেয়ারহোল্ডাররা লোক কেমন? বুদ্ধিমান বলে মনে হয়? গুপ্তধন, অনুসন্ধানের মুস্কিল হচ্ছে, যে হয় আগেই কেউ সন্ধান পেয়ে ধনরত্ন নিয়ে সরে পড়ে, বা ডোবাজাহাজটা প্রবালের মধ্যে এমন গেঁথে যায়, যে তার ধারেকাছে পৌঁছনো অসম্ভব।"

—"ভদ্রলোকদের তো ভালই মনে হয়। ভীষণ গম্ভীর আর বড়লোক। গুপ্তধন খোঁজার মত রোমান্টিক ব্যাপারের পক্ষে খুব বেশী সীরিয়াস্। সারাক্ষণ লার্গোর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন সবাই। মতলব আঁটা আর প্ল্যান চলছে বোধ হয়। রোদ্দুরে বেরোনো, বা সমুদ্রে চান করা, বা অন্যকিছু এঁরা করেন বলে মনে হয় না। যেন সূর্যস্নানের কোনো ইচ্ছেই তাঁদের নেই। যতদূর জানি এঁরা কেউই এর আগে এসব গরম দেশে আসেননি। ঠিক যেন একদল পাকা গোমড়ামুখো ব্যবসাদার। অবশ্য তাঁরা

অতটা বাজে না-ও হতে পারেন, আমি খুব বেশী দেখিনি তাঁদের। লার্গো আজ ক্যাসিনোতে তাঁদের একটা পার্টি দিচ্ছেন।"

—"আপনি সারাদিন করেন কী?"

—"এ দিক ওদিক ঘুরে বেড়াই। ইয়াটের জন্য কেনাকাটা করি। গাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়াই। অন্য লোকেরা বাড়ি না থাকলে তাদের সমুদ্রতটে সূর্যস্নান করি। আমি আবার জলের তলায় সাঁতার কাটতে ভালবাসি। আমার একটা অ্যাকোয়ালাং আছে। জলের তলায় যেতে হলে অবশ্য সঙ্গে ইয়াটের একজন নাবিক বা একজন জেলেকে সঙ্গে নিয়ে নিই। এই নাবিকরাই বেশী দক্ষ এতে,—এরা সবাই তাই।"

—"আমারও এ অভ্যেস আছে। সাজসরঞ্জাম এনেছি সঙ্গে করে। আমায় একটা ভাল জায়গা দেখিয়ে দেবেন একসময়?"

মেয়েটি মনোযোগের সহিত হাতঘড়ি দেখল। বলল—"চেষ্টা করব। কিন্তু এবার আমায় পালাতে হচ্ছে।" উঠে দাঁড়াল, "ড্রিংক-টার জন্য ধন্যবাদ। আমি কিন্তু আপনাকে শহরে ফেরৎ নিয়ে যেতে পারছি না। অন্যদিকে যাচ্ছি আমি। এরা আপনাকে একটা ট্যাক্সী ডেকে দেবে।" সে চটির মধ্যে পা গলালো।

বণ্ড রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গাড়ী পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এল। মেয়েটি গাড়ীতে উঠে বসে চাপ দিল ষ্টার্টারে। বণ্ড সাহস করে আরেকটু এগোবার চেষ্টা করল। বলল—"আজ রাতে ক্যাসিনোতে বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা হবে, ডোমিনেটা।"

—"বোধ হয়।" গীয়ারে মেয়েটি আরেকবার তাকাল তার দিকে। বিবেচনা করে দেখল তার নিজেরও যথেষ্ট ইচ্ছে আছে যে আবার দেখা হোক। বলল—"কিন্তু দোহাই আমাকে 'ডোমিনেটা' বলে ডাকবেন না। আমাকে কেউ ও-নামে ডাকে না। আমার ডাক নাম হচ্ছে—'ডোমিনো'।" তার দিকে

তাকিয়ে আবার ছোট্ট করে হাসল মেয়েটি, কিন্তু এবারের হাসিটা খুব অন্তরঙ্গ। একবার হাত নাড়ল সে। সামনের চাকা থেকে নুড়ি আর বালু ছিটিয়ে ছোট নীল গাড়ীটা সরু পথ বেয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। মোড়ের মাথায় পৌঁছে একটু থামল, এবং তারপর, বণ্ড লক্ষ্য করল, সোজা ডানদিকে নাসাউ-এর দিকে ঘুরে গেল।

বণ্ড একটু হেসে চাপা গলায় বলল—"মাগী!" তারপর রেস্তোরাঁর দিকে পা চালাল—বিলটা মিটিয়ে দিতে হবে, আর একটা ট্যাক্সী ডাকাতে হবে।

---

১২ সি. আই. এ, এজেণ্ট—০০০

ট্যাক্সী চেপে ইস্টারফিল্ড রোড ধরে দ্বীপের উল্টোদিকে বিমানঘাঁটির দিকে রওনা হল বণ্ড। CIA-এর লোকটির পৌঁছবার কথা ১– ৫ তে, প্যান্ আমেরিকান বিমানে। নাম, লার্কিন, এফ লার্কিন। বণ্ড জানে গোয়েন্দা কলেজ ফেরৎ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার এই লোকগুলো ওয়াশিংটনের বড় কর্তাদের কাছে বাহবা পাওয়ার জন্য সর্বদা বৃটিশদের অক্ষমতা, তাদের এই ছোট্ট উপনিবেশটির উন্নতির অভাব, আর বণ্ডের বোকামী প্রমাণ করবার জন্য সচেষ্ট থাকে। বণ্ড চাইছিল এ লোকটি যেন সেরকম কেউ না হয়। তবে আর যাই হোক লণ্ডনে CIA-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী সেক্শন A মারফৎ পাঠানো নির্দেশ অনুযায়ী এই যন্ত্রগুলো লোকটা নিয়ে আসবে—CIA-র লোকদের জন্য তৈরী সর্বাধুনিক একটি বেতার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র, যার সাহায্যে তারা লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনের অফিসের সঙ্গে টেলিগ্রাফ অফিসের সাহায্য ছাড়াই চট্পট্ যোগাযোগ করতে পারবে, এবং কয়েকটি নতুন ধরণের পোর্টেব্ল্ গাইগার কাউণ্টার, যা জলের তলায়ও ব্যবহার করা চলে। বণ্ডের মতে CIA-র একটা খুব বড় গুণ হচ্ছে তাদের আশ্চর্য্য যন্ত্রপাতিগুলো। এবং ওদের কাছ থেকে সেগুলো ধার করার ব্যাপারে বণ্ডের কোন রকম ভুয়ো সম্মানবোধ ছিল না।

নিউ প্রভিডেন্স নামক যে দ্বপটিতে নাসাউ শহর অবস্থিত তা একটি রুক্ষ বালিয়াড়ি বিশেষ, এবং তার পাড় বেয়ে আছে পৃথিবীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সমুদ্রসৈকত। সমুদ্রতটের ওপর ইতঃস্তত

আছে লক্ষপতিদের সুন্দর বাগান,—বাগানে আছে পাখী, গরম-দেশের ফুল আর পাম গাছ। এই পাম গাছগুলো পূর্ণবর্দ্ধিত অবস্থায় ফ্লোরিডা থেকে আমদানী করা হয়। অজস্র শুকনো নীচু ঝোপ আছে, ক্যাসুআরিনা ম্যাস্টিক গাছ আছে, বিষবৃক্ষ আছে, আবার পশ্চিম কোণে একটা লোনা জলের হ্রদও আছে। কিন্তু শুকনো পাইন গাছের মাথা ছাড়িয়ে ওঠা উইণ্ডমিল পাম্প্‌গুলোর কংকালসার হাতগুলো ছাড়া চোখে পড়বার মত কিছুই নেই। বিমান ঘাটির পথে যেতে যেতে বণ্ড এই সকাল-বেলাটাকে পর্য্যবেক্ষণ করছিল।

আজ সকাল সাতটায় বণ্ড নাসাউ পৌঁছলে, এখানকার রাজ্য-পালের ADC (পার্শ্বচ) তার সঙ্গে দেখা করে। বণ্ডের আগমন সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখবার ব্যাপারে এটা ছোট ত্রুটি। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হল রয়্যাল বাহামিয়ান হোটেলে। হোটেলটা বিরাট এবং সেকেলে কিন্তু তারই মধ্যে আমেরিকান কার্যদক্ষতা ও টুরিস্টদের খুশী করবার কিছু কায়দার নব্য আবরনটুকু চোখে পড়ে।

শাওয়ারের তলায় চান সেরে নিয়ে চমৎকার সমুদ্রতটের দিকে খোলা ব্যালকনিতে বসে গরমাগরম টুরিস্ট্‌দের ধাঁচের প্রাতরাশ শেষ করল বণ্ড। তারপর ন'টার সময় গিয়ে পৌঁছল গভর্ণমেণ্ট হাউসে,—সেখানে পুলিশ কমিশনার, ইমিগ্রেশন্ ও কাস্টম্‌স্-এর বড়কর্তা, এবং সহকারী রাজ্যপালের সঙ্গে তার একটা বৈঠক হবার কথা।

এখানকার অবস্থাটা, বণ্ড যা অনুমান করেছিল ঠিক তাই। লণ্ডন থেকে "অত্যন্ত জরুরী" আর "সর্বাপেক্ষা গোপনীয়" ছাপমারা আদেশ ও খবরের স্রোতে এঁরা যথেষ্ট চমকে গিয়েছিলেন ঠিকই, এবং বণ্ডের সবরকম কাজে পূর্ণ সহযোগিতার

প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু ভেতর ভেতর পুরো ব্যাপারটাকে একটা বাজে পণ্ডশ্রম ছাড়া অন্য কিছু মনে করা হয়নি। এই ছোট্ট, অলস উপনিবেশ পরিচালনার স্বাভাবিক রুটীনে, বা টুরিস্ট্‌দের সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে যাতে এই ঝামেলাটা কোনও গোলমালের সৃষ্টি করতে না পারে, সে বিষয়েও তাঁরা সচেতন।

সহকারী রাজ্যপাল রোডিক, চক্‌চকে পাঁশ্‌নে পরা সতর্ক চেহারার গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোক, বণ্ডকে সমস্ত পরিস্থিতটা একেবারে জলের মত বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন,—"দেখুন মিঃ বণ্ড, আমারা এ ব্যাপারে সবরকম সম্ভাবনা সব দিক থেকে ভীষণ খুঁটিয়ে বিচার করে দেখছি। আমাদের মতে, চার ইঞ্জিনওয়ালা অতবড় একটা প্লেন আমাদের উপনিবেশের এলাকার মধ্যে লুকিয়ে রাখা সম্ভব, এরকম ধারনা করবার পেছনে কোন ও যুক্তি নেই। এত বড় একটা প্লেন নামবার মত বিমানবন্দর এ-অঞ্চলে একটাই, আর সেটি হচ্চে নাসাউ। কী বল হে, হ্যালিং?—এছাড়া সমুদ্রে প্লেন নামানো, যাকে বলে ditching সম্বন্ধেও আমি বেতা.র সর্বত্র খবর নিয়েছি। বাইরের প্রতিটি বড় দ্বীপের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, যে এ বিষয়ে তাঁদের কিছু জানা নেই। আবহাওয়া ষ্টেশনের রাডার পরিচালকেরাও—"

বণ্ড বাধা দিয়ে বলেছিল—"আচ্ছা, ঐ রাডার স্ক্রীনের ওপর কি ২৪ ঘণ্টা নজর রাখা হয়? আমার ধারনা, দিনের বেলায় বিমানবন্দরে যথেষ্ট কাজের চাপ থাকে, কিন্তু রাত্রিবেলা প্লেন যাতায়াত করে খুবই কম। ফলে হয়ত রাত্রে রাডারের ওপর তেমন কড়া নজর হয় না।"

পুলিশ কমিশনারটি একজন সৌম্য অথচ মিলিটারী চেহারার মানুষ। বয়স চল্লিশের বেশী। তার গাঢ় নীল পোশাকের ওপর

রুপোর বোতাম ও পদকগুলো এত চক্‌চক্‌ করছিল, যে বোঝা যায়, সে ওগুলো খালি খালি ঘষেমেজে পরিষ্কার করানো ছাড়া তাঁর অল্পই কাজকর্ম আছে। ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললে —"স্যর, কমাণ্ডারের এ-কথাটা কিন্তু ভাববার মত। বিমান-বন্দরের বড়কর্ত্তা স্বীকার করেছেন, যে রাতের দিকে যখন কোনও প্লেন টেলেন আসবার কথা না, তখন কাজকর্ম একটু শিথিল হয়ে পড়ে। তাঁর লোকগুলো কাজের, তবে লণ্ডন বিমানবন্দরের কর্মীদের দক্ষতার কাছে কিছুই নয়। তাছাড়া আবহাওয়া ষ্টেশনের রাডার যন্ত্রটা ছোট, আওতা নেহাৎ কম। এটা ব্যবহার করা হয় প্রধানতঃ জাহাজচলালে সাহায্য করবার জন্যই।

—"বটেই তো, বটেই তো।" সহকারী রাজ্যপাল রাড়ার যন্ত্র বা নাসাউএর লোকেদের কার্যদক্ষতার আলোচনায় মোটেই জড়িয়ে পড়তে চাইছিলেন না। ববলেন—"এটা অবশ্য ভাববার কথা। আর কম্যাণ্ডার বণ্ড তো নিজেই সব তদন্ত করবেন। ...এবং আমাদের সেক্রেটারী অফ্‌ স্টেট (কথাটি খুব রসিয়ে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন তিনি) এই দ্বীপে সম্প্রতি সন্দেহ-জনক চরিত্রের লোকেরা আসছে কিনা, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ ও মন্তব্য চেয়েছে মিঃ পিটম্যান।"

মিঃ পিটম্যান, ইমিগ্রেশন ও কাস্টম্‌স এর বড়কর্তা একজন কটাচোখা অতিশয় ভদ্র ও কায়দাদুরস্ত অফিসার। তিনি হেসে বললেন—"অসাধারণ কোনও খবর নেই স্যর। এখন যারা এ দ্বীপে আসছেন, সবাই সেই পাঁচমিশেলী টুরিষ্ট বা ব্যবসায়ী, ঘরে ফেরা স্থায়ীয় লোক। আমাদের কাছে গত দু হপ্তার বিবরণ চাওয়া হয়েছিল, স্যার।" তিনি ব্রিফকেসটা দেখিয়ে বললেন—"সমস্ত ইমিগ্রেশন ফর্ম এর মধ্যে আছে স্যর

কম্যণ্ডার বণ্ড বোধহয় এগুলো সব দেখতে চাইবেন।" বাদামী চোখদুটো একবার বণ্ডের ওপর স্থির হয়েই সরে গেল।

আবার তিনি বললেন—"দেখুন, সবকটা বড় হোটেলে ঘরোয়া ডিটেকটিভ আছে। বিশেষ কোনও লোক সম্বন্ধে আপনি খোঁজ নিতে চাইলে' তা শক্ত হবে না। প্রত্যেকটা পাসপোর্ট নিয়মমাফিক পরীক্ষা করা হয়েছে। শক্ত হবে না। কোনও গণ্ডগোল নেই বা এই লোকগুলোর কেউ অন্ততঃ আমাদের এলাকায় ফেরারী আসামী নয়।"

বণ্ড বলল—"একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

সহকারী রাজ্যপাল উৎসাহের সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন—"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। যা জানতে চান বলুন! আমারা তো আপনাকে সাহায্য করতেই আছি।

—"দেখুন, আমি যাদের খুঁজছি, তারা হচ্ছে একদল লোক। দশজনের হতে পারে, বিশ-ত্রিশ জনেরও হওয়া সম্ভব তারা প্রায় সবসময় জোট বেঁধে থাকবে। আমার ধারণা তারা এসেছে হয়ত কয়েক মাস, বা কয়েক দিন আগে। এখানে তো অনেক সভা সমিতের দল আসে—বিক্রেতারা টুরিস্ট সংস্থা, ধর্মীয় সংস্থা,—ভগবান জানেন আর কী কী। তাদের পক্ষে একটা হোটেলের একটা ব্লক নিয়ে থাকা, আর হপ্তাখানেক ধরে বৈঠক ইত্যাদি চালানোটা নেহাৎ স্বাভাবিক। এখন বলুন, এরকম কোনও দলবল আপাততঃ আছে কি?"

—"মিঃ পিটম্যান।"

—"তা স্যর এরকম দল তো এখানে অজস্র আসে। আমাদের টুরিস্ট বোর্ড অবশ্য এদের আসাটা খুবই পছন্দ করেন। মিঃ পিটম্যান রহস্যময়ভাবে হাসলেন বণ্ডের দিকে তাকিয়ে, যেন কতবড় একটা গোপনীয় তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন।—"কিন্তু

গত দু-হপ্তায় এসেছিলেন কেবল এক 'নৈতিক জীবন পুনরুদ্ধারে সমিতি' এমারেল্ড ওয়েফ হোটেল, আর 'টিপ্‌টপ্‌ বিস্কুটের কর্তারা, রিয়্যাল বাহামিয়ানে। এখন তাঁরা আর নেই। খুব স্বাভাবিক ব্যাপার স্যাপার তাঁদের। প্রত্যেকেই সম্ভ্রান্ত লোক।"

—"ঠিক তাই, মিঃ পিটম্যান। যাঁদের আমি খুঁজছি, অর্থাৎ প্লেন যাঁরা চুরি করেছেন, তাঁরা নিশ্চয় সম্ভ্রান্ত চেহারা ও ব্যবহার বজায় রাখবার দিকে কড়া নজর দেবেন। আমরা কোনও কায়দাবাজ চোরের দলের খোঁজ করছি না। আমাদের মনে হয়, এঁরা প্রত্যেকেই উঁচু সম্প্রদায়ের মানুষ। এখন, এই রকম কোনও দল এই দ্বীপে আছে বলে আপনি জানেন?

মিঃ পিটম্যান প্রশস্ত হেসে বললেন,—"তারা আমাদের দ্বীপের বাৎসরিক গুপ্তধন অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছে-।"

সহকারী রাজ্যপাল খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ করে হেসে উঠলেন—"হয়েছে, হয়েছে, মিঃ পিটম্যান। ওদেরও যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ করতে হয়, তবে তো কূল পাওয়া ভার। আমার কখনই মনে হয় না, যে কম্যাণ্ডার বণ্ড এই কতগুলো টাকাওয়ালা কাদাঘাঁটা লোকদের নিয়ে মাথা ঘামাবেন।"

পুলিশ কমিশনার একটু সংশয়ের সুরে বললেন—"তবে একটা কথা, স্যার। এই অনুসন্ধানকারী দলের সত্যিই এক আশ্চর্য ইয়াট আছে, আর একটা ছোট প্লেনও আছে। আর এই ব্যাপারের শেয়ার হোল্ডাররাও সম্প্রতি এসে পৌঁচেছেন বলে শুনেছি। কম্যাণ্ডার বণ্ডের অনুমানের সঙ্গে কিন্তু এগুলো সব মিলে যাচ্ছে। হয়ত এটা হাস্যকর শোনাবে, কিন্তু কম্যাণ্ডার বণ্ড যা খুঁজছিলেন, এই লার্গো ভদ্রলোক সেইরকমই সম্ভ্রান্ত, আর তাঁর ইয়াটের লোকজন এ পর্যন্ত একবারও বিরক্ত করেনি আমাদের। সত্যি বলতে কি, গত ছ-মাসে ইয়াটের

একজন নাবিকেও মাতলামি করতে দেখা যায়নি। এ ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক।"

এবং বণ্ড এই ছোট্ট সূত্রটুকুই সাগ্রহে আঁকরে ধরে কাস্টম্‌স্ বিল্ডিং আর কমিশনারের অফিসে এ নিয়ে আরো দুটি ঘণ্টা তত্ত্বতালাশ চালিয়েছে। তারপর বেড়াবার উদ্দেশ্যে শহরে ঢুকেছে, যদি লার্গের দলের কাউকে দেখা যায়, বা ওদের সম্বন্ধে কোনও গল্পগুজব শোনা যায়। এরই ফলে তার দেখা এবং আলাপ হয় ডোমিনো ভিতালির সঙ্গে।

আর এখন ?

ট্যাক্সি বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলো। বণ্ড ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে প্রবেশদ্বারের লাগোয়া লম্বা, নীচু হল-ঘরটাতে ঢুকে পড়ল। ঠিক তক্ষুণি লার্কিনের প্লেনের এসে পৌঁছনোর কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। বণ্ড জানতো, যে কাস্টম্‌স্-এর ঝামেলা শেষ করে বেরিয়ে আসতে লার্কিনের কিছু সময় লাগবে। তাই স্যুভেনীরের দোকানে গিয়ে একটা 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্' কিনল। দেখল, কাগজের হেডলাইনে এখনো হারানো ভিণ্ডিকেটার বিমানটা সম্বন্ধে মাথা ঘামানো হচ্ছে। হয়ত এরা এটম বোমা দুটো হারানোর কথাও জানতে পেরেছে। কারণ আর্থার ব্রুক পুরো এক কলম জুড়ে NATO গোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিষয়ে গম্ভীর আলোচনা করেছে—বণ্ড সেটা আধাআধি পড়েছে, এমন সময় তার পেছনে একটা শান্ত স্বর শোনা গেল "007 ? নম্বর 000-এর সঙ্গে আলাপ করুন।"

বণ্ড চমকে ঘুরে দাঁড়াল। হ্যাঁ, ।, সে-ই। সেই অদ্বিতীয় ফেলিক্স লীটার।

CLA-এর লীটার বণ্ডের জীবনে কয়েকটা সবচেয়ে রোমঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারে তার সঙ্গী হয়েছে। তার ডানহাতের তালু নেই।

সে জায়গায় লাগানো এক ইস্পাতের হুক্। একমুখ হেসে হুক্‌টা দিয়ে বণ্ডের বাহুতে খোঁচা মেরে বলল—"ঘাব্‌ড়িয়ো না বন্ধুবর! এখান থেকে বেরিয়ে সব বলব। মালপত্র সামনে এগিয়ে গেছে। চল্, যাওয়া যাক্।"

বণ্ড কোনোরকমে বলল—"মরেচে! শেষে শালা তুই! জানতিস যে এখানে আমি আছি?"

"নিশ্চয়ই!"

প্রবেশদ্বারে পৌঁছে লীটার তার একগাদা মালপত্র বণ্ডের ট্যাক্সীতে চাপিয়ে ড্রাইভারকে বলে দিল সেগুলো রয়্যাল বাহামিয়ানে পৌঁছে দিতে। কাছেই, একটা সাদামাটা দেখতে ফোর্ড কনসাল গাড়ীর পাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন—"মিঃ লার্কিন? আমি হার্ৎজ কোম্পানীর লোক। এই গাড়ীটার জন্য আপনি অর্ডার দিয়েছিলেন। আশাকরি এই রকমটাই চাইছেন। আপনি তো বলেই দিয়েছিলেন, যে একটা সাধারণ গোছের গাড়ী চাই।

লীটার গাড়ীটাকে একঝলক দেখে নিয়ে বলল—"ভালই তো মনে হচ্ছে। আমি চাই একটা গাড়ী, যেটা ঠিকমত ছুটবে। আমার কোনও নরম নরম বাক্সের প্রয়োজন নেই, যার মধ্যে একটা ছোটখাট মেয়ে আর তার স্পঞ্জের ব্যাগের বেশী কিছু ঢোকে না। আমি সম্পত্তির দেখাশোনা করতে এইখানে এসেছি—কায়দা মারতে নয়।

"আপনার নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সটা দেখতে পারি স্যার? ঠিক আছে। এবার এইখানে একটা সই—আর আমি আপনার 'ডাইনার্স ক্লাব' কার্ডের নম্বরটা টুকে নিচ্ছি। আপনার কাজ খতম হয়ে গেলে যে কোনও জায়গায় গাড়ী রেখে দিয়ে আমাদের শুধু একবার জানিয়ে দেবেন। আমরাই এনে নেব ওটাকে। আচ্ছা স্যার, নমস্কার। ছুটি উপভোগ করুন।"

দুই বন্ধু গাড়ীতে চেপে বসল। বণ্ড স্টিয়ারিং ধরল। কারণ, লীটায় বলল, যে এখানকার রাস্তার বাঁদিকে চেপে চালানোটা তার বিশেষ রপ্ত নেই আর বিশেষতঃ বণ্ডের গাড়ী চালানো আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে কিনা, সেটা দেখতে তার খুব আগ্রহ।

বিমানবন্দর ছাড়িয়ে এসে বণ্ড বললে—এবার বলতে শুরু কর্। শেষবার তোকে যখন দেখি, তুই পিংকার্টন ডিটেকটিভ এজেন্সিতে কাজ করছিলি। এর মধ্যে আবার জড়ালি কী করে?

—"টেনে আনা হয়েছে। স্রেফ টেনে এনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। মাইরি, ঠিক যেন একটা যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। জানিস জেম্‌স্, একবার এই CIA-র কোনো কাজ করে দিয়েছিস কি ওদের রিজার্ভ অফিসারদের লিষ্টিতে তোর নাম ঢুকিয়ে দেবে। আমার মনে হয়, প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে যখন জরুরী নির্দেশ এল, এই 'থাণ্ডারবল'-এর ব্যাপারে, তখন বোধ হয় আমাদের বুড়ো কর্ত্তা, মানে অ্যালেন ডালেসের হাতে বিশেষ লোকজন ছিল না। সুতরাং আমাকে আর আরো জন বিশেক লোককে সোজা টেনে আনল। 'কী ব্যাপার?'—না, সব কাজকর্ম ফেলে চলে এস ২৪ ঘণ্টার মধ্যে।

"শালা! আমি তো ভেবেছিলাম যে রাশিয়ানরাই নেমে পড়েছে। তারপর ওরা আমায় সব খবরসবর জানিয়ে চট্‌পট্ নাসাউ চলে আসতে বলল। আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। তখন ওরা আমায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলল, যে এখানে কাজ করতে হবে তোর সঙ্গে। তাখন ভাবলাম যে তোদের ঐ বুড়ো বেজম্মাটা, যাকে তোরা M না N কী যেন বলিস আর কি, সে যখন তোকে ঠেলে এ্যাদ্দুর পাঠিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু পদার্থ আছে। তাই তুই যেসব যন্ত্রপাতি চেয়েছিস, সেগুলো নিয়ে, অস্ত্রসস্ত্র গুছিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম।

"এই হল গিয়ে আমার গল্প। এবার তোর কথা বল। মাইরী, বড় ভাল লাগছে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে।"

বণ্ড লীটার্‌কে পুরো ইতিহাস বলতে শুরু করল। আগের দিন সকালে M-এর অফিসে ঢোকবার পর থেকে একটাও খুঁটিনাটি বাদ দিল না। হেডকোয়ার্টার্সের বাইরে গোলাগুলির ঘটনাটার বর্ণনা শেষ করতেই লীটার বাধা দিল।

বলল "আচ্ছা, এই ঘটনা সম্পর্কে তোর মত কী, জেম্‌স্‌? আমার কাছে এটা এক অদ্ভুত যোগাযোগ বলে মনে হচ্ছে। কারো বৌ-এর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি চালাচ্ছিস্‌ নাকি আজকাল? এরকম বোমা-বন্দুকের ব্যাপার চিকাগোতে ঘটা তবু স্বাভাবিক —কিন্তু লণ্ডনের বুকে পিকাডিলি থেকে মাইলখানেকের মধ্যে নয়।"

বণ্ড খুব গম্ভীরভাবে বলল—"আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। অন্যদেরও একই অবস্থা। মাত্র একজন লোকের পক্ষে সম্প্রতি আমাকে খুন করবার চেষ্টা করা সম্ভব। একটা ক্লিনিকে কী সব অখাদ্য চিকিৎসার জন্য যেতে হয়েছিল। সেখানেই সেই খ্যাপা বেজম্মাটির সঙ্গে দেখা হয় আমার।" বণ্ড বেশ লজ্জার সঙ্গেই শ্রাবল্যাণ্ডে তার চিকিৎসার বিবরণ দিল। লীটার বিলক্ষণ উপভোগ করল সেটা।

বণ্ড আবার বলল—"আমি জেনেছিলাম, লোকটি চীনা রক্তবজ্র দলের সদস্য। আমি যখন টেলিফোনে এই দল সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছিলাম, ও নিশ্চয়ই আড়ি পেতে শুনেছিল। ফলে ও প্রায় খুন করে বসছিল আমায়। তাই শোধবোধের জন্য আমিও ওকে একবার জ্যান্ত অবস্থায় চমৎকার রোস্ট্‌ করে দেবার চেষ্টা করলাম।" বণ্ড তাকে পুরো ঘটনাটা বলল—"সুন্দর শান্ত জায়গা এই শ্রাবল্যাণ্ড্‌স্‌। সামান্য গাজরের রস লোকদের যে কী উপকার করে, দেখলে তুই অবাক হয়ে যাবি।"

—"এই পাগলা-গারদটি কোথায় ?"

—"ওয়াশিংটন বলে একটা জায়গায়। তোদের ওয়াশিংটনের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা আর ছোট। ব্রাইটনের কাছে।"

—"আর 'সেই' চিঠিটা ব্রাইটন থেকেই পোষ্ট করা হয়েছিল।"

—"হুঁাঃ। এ দুটোর মধ্যে আবার তুই সম্পর্ক খুঁজিস না।"

—"বেশ, আরেকটা দিক থেকে দেখা যাক। আমার বিভাগের লোকেরা একটা যুক্তি দেখিয়েছে, যে প্লেনটা রাতে চুরি করে রাতেই যথাস্থানে ল্যাণ্ড্ করানোর এই ব্যাপারটার পক্ষে পূর্ণিমার রাত্রি খুব সুবিধের। কিন্তু প্লেন পাচার করা হয়েছে পূর্ণিমার পাঁচদিন পরে। ধর তোর এই ঝলসানো মোরগটির ওপরেই 'সেই' চিঠি পোস্ট করার ভার ছিল। আবার, ধর এই ঝলসে যাবার জন্য ওর চিঠি পোস্ট করতে ওর সেরে না ওঠা পর্যন্ত দেরী হয়ে গেছে। এতে তাঁর মালিকদের যথেষ্ট চটে যাবার কথা। নয় কি ?"

—"হতে পারে।"

—"ধরা যাক এই গাফিলতির জন্য তারা ওকে খতম করে ফেলবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ধরা যাক ওদের খুনী যখন শিকার ধরে ফেলল, ঠিক তক্ষুণি কাউণ্ট-ও তোকে খতম করবার জন্য গুলি চালাচ্ছিল। কারণ, লোকটা সম্বন্ধে যা বললি. তাতে তোর ওপর ঝলসানোর প্রতিশোধ না নিয়ে সে বসে থাকবে বলে মনে হয় না।—ঘটনাটাকে এইভাবে সাজালে বেশ মিলে যাচ্ছে. তাই না ?"

বণ্ড হেসে উঠল, হাসির মধ্যে কিছুটা প্রশংসাও ছিল। বলল, "তুই আজকাল মেসকালিন বা অন্য কিছু খাচ্ছিস বোধ হয়। বাচ্চাদের গল্পের পক্ষে ঘটনাটা চমৎকার, কিন্তু বাস্তব জীবনে এসব হয় না।"

—"বাস্তব জীবনে এটম বোমা শুদ্ধ প্লেনও হারায় না। কিন্তু সেই রকমই হয়েছে। তুই ঝিমিয়ে পড়ছিস্। আমরা দুজনে যেসব কেসে জড়িয়ে পড়েছি এ-পর্যন্ত, তার বিবরণ আজ কটা লোক বিশ্বাস করবে? তুই আর আমাকে 'বাস্তব জীবন' দেখাস নে। ওরকম কোনও কথাই নেই।"

বণ্ড এবার খুব আন্তরিক ভাবে বলল,—"শোন্ ফেলিক্স্। আমি এক কাজ করি। তোর গল্পের মধ্যে ভাববার জিনিস আছে, তাই আজ রাত্রে, তোর আনা ঐ যন্ত্রটার সাহায্যে M-কে এটা জানাব। দেখা যাক্, স্কট্‌ল্যাণ্ড্ ইয়ার্ড এর থেকে কিছু সুবিধে করতে পারে কিনা। সেই ক্লিনিক্, আর ব্রাইটনের যে হাস-পাতালে কাউন্ট ছিল—এই দুই জায়গায় অনুসন্ধান চালালে বেশ কিছু খবর পাওয়া যাবে। তবে মোটরবাইকের সেই লোকটাকে কোনোদিন ধরতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। লোকটার কাজে একটা নিখুঁত পেশাদারী ছাপ আছে।"

—"কেন নয়? এর প্লেন-চোরদেরও তো একেবারে পেশাদার বলে মনে হয়ে। এদের পুরো প্ল্যানটা পাকা পেশাদারী হাতে তৈরী। সুতরাং, মিলে যাচ্ছে। তুমি স্বচ্ছন্দে আমার গল্পটা M-কে জানাতে পার, আর আইডিয়াটা যে আমার, তা জানতে লজ্জা কোরো না। CIA ছাড়বার পর থেকে আমার মেডেল প্রাপ্তির সংখ্যা ঈষৎ কমে গেছে।"

রয়্যাল বাহামিয়ান হোটেলের তঁলায় গাড়ী থামাল তারা। পার্কিং অ্যাটেণ্ড্যান্ট্-কে গাড়ীর চাবি দিল বণ্ড। আর লীটার গিয়ে হোটেলের খাতায় নাম সই করল। তারপর সিড়ি বেয়ে নিজেদের ঘরে উঠে গিয়ে তারা দুটো ডাব্‌ল ড্রাই মার্টিনি, অন্ দ্য রক্স এবং মেনু আনতে পাঠাল।

মেনুর একজায়গায় গথিক অক্ষরে সুন্দর করে লেখা—'বিশেষ দ্রষ্টব্য'। তার নীচে অনেকগুলো কায়দা করা খাবারের নাম।

তার মধ্যে থেকে বণ্ড বেছে নিল—স্থানীয় সামুদ্রিক খাবারের ককটেল সুপ্রীম, আর মুর্গী, সোতে ও ক্রেসো যার সম্বন্ধে পাশে ইটালিক্স্-এ বর্ণনা করা আছে—"নরম পালিত মুরগীর বাচ্চা, সুন্দর বাদামী করে ঝলসানো, ক্রীমারি মাখন মাখানো, এবং আপনার সুবিধের জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা করে খুলে দেওয়া। দাম. ৩৮ শি ৬ পে. বা ৫.৩৫ ডলার।"

ফেলিক্স লীটার নিল টক্ ক্রীম লাগানো নাল্টিক সাগরের হেরিং মাছ আর তারপর "গরুর কোমরের মাংস থোড়া, সঙ্গে ফরাসী পেঁয়াজের চাকতি (এই বিখ্যাত গো-মাংস আমাদের পাচক নিজে মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের, শ্রেষ্ঠ ভুট্টা-আহারী, সঠিক বয়সের সর্বশ্রেষ্ঠ গরুদের মধ্যে থেকে বেছে নেন, আমাদের খাবারের সর্বোত্তম মান বজায় রাখবার জন্য)। দাম ৪০ শি. ৩পে. বা ৫.৬৫ ডলার।"

এরপর ওরা নিজেদের মধ্যে এইসব টুরিস্ট হোটেলের যাচ্ছেতাই রান্না এবং বিশেষ করে এখানকার খাবারের বর্ণনায় ইংরাজী ভাষায় চরম অপব্যবহার (কারণ এই প্রত্যেকটি খাবারই অন্ততঃ ছমাস আগে থেকে ঠাণ্ডা করে জমানো আছে) সম্বন্ধে বেশ কিছু কটূকাটব্য করবার পর ব্যালকনিতে গিয়ে বসলো, বসে আজ সকালে বণ্ডের সব তদন্ত সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলো।

আধঘণ্টা পরে, এবং আরও দুটো ডবল্ ড্রাই মার্টিনির শেষে তাদের লাঞ্চ এসে পড়লো। সমস্ত ব্যাপারটার চেহরা একগাদা বিশ্রী রান্না করা রাবিশের মত—যার দাম কখনই পাঁচ শিলিঃ-এর বেশী দেওয়া উচিত নয়। বিরক্ত ও অন্যমনস্ক মেজাজে ওরা খাওয়া শেষ করলো। কেউ কোন কথা বললো না। শেষ পর্যন্ত লীটার কাঁটাচামচ প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলো—"এটা স্রেফ একটা হ্যামবুর্গার, তাও আবার বাজে হ্যামবুর্গার। ফরাসী পেঁয়াজের

এই চাকতিগুলো বাপের জন্মে কোন দিন ফ্রান্সে দেখেনি। শুধু তাই নয়," সে কাঁটা দিয়ে অবশিষ্ট খাবারে একটা খোঁচা মেরে দেখলো, "এগুলোকে চাকতি পর্যন্ত বলা চলে—কারণ এদের চেহারা ডিমের মত।" সে খ্যাপাটে চোখে বণ্ডের দিকে তাকালো—"চুলোয় যাক্। এবার আমাদের কি করতে হবে?

বণ্ড বললো—"এই অভিজ্ঞতা থেকে প্রধান সিদ্ধান্ত হোল, যে আমরা এরপর থেকে হোটেলের বাইরে খাওয়া সারবো। আর এখন আমাদের কাজ—'ডিস্কো ভোলান্তে' ইয়াটটা ঘুরে দেখে আসা।" বণ্ড টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—"তারপর আমরা ঠিক করতে পারবো যে, ঐ লোকগুলোর অনুসন্ধানের লক্ষ্যটা কি? স্প্যানীশ গুপ্তধন, না ১০,০০,০০,০০০ পউণ্ড। পরের কাজ হল সদর দপ্তরে রিপোর্ট পাঠানো।"

প্যাকিং কেসগুলোর দিকে অঙ্গুল দেখিয়ে বণ্ড বললো—"পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের উপর তলায় দুটো ঘর ধার পাওয়া গেছে। কমিশনার ভদ্রলোক খুব সমর্থ, আমাদের সাহায্য করতে আগ্রহী। সেই একটা ঘরে রেডিও সেটটা বসিয়ে আজ সন্ধ্যাবলাতেই বেতার অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আজ রাতে একটা পার্টি আছে ক্যাসিনোতে। তাতে দেখতে হবে লার্গোর দলের মধ্যে কাউকে আমরা চিনতে পারি কিনা। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, এখন গিয়ে দেখা ইয়াট্টার মধ্যে বোমা দুটো লুকানো আছে কিনা। তোর বাক্স প্যাঁটরার মধ্য থেকে চট্‌পট্ একটা গাইগার কাউন্টার বার করতে পারবি?"

—"নিশ্চয়। এক্ষুণি বার করছি।" লীটার প্যাকিং কেস-গুলোর কাছে গিয়ে একটাকে বেছে নিয়ে খুলে ফেলল। সে যখন ফিরে এল, তখন তার কাঁধে ঝুলছে চামড়ার খাপে ভরা একটা রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা।

—"আয়, হাত লাগা।" বলল লীটার। তার হাতঘড়ি খুলে ফেলে অন্য একটা ঘড়ি পড়ল হাতে। 'ক্যামেরা'টা ষ্ট্র্যাপের সাহায্যে বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলিয়ে দিল। —"এবার ঘড়ি থেকে বেরোনো এই তারগুলো আমার হাতার ভেতর দিয়ে কোটের তলায় নিয়ে আয়। হয়েছে? এখন ছোট দুটো প্লাগ আমার কোটের পকেটের ফুটোদুটোর ভেতর দিয়ে 'ক্যামেরা'র এই গর্তদুটোয় লাগাবে। হল? ব্যাস্, আমরা তৈরী।"

লীটার একটু পিছিয়ে কায়দা করে দাঁড়াল—"এই ধর্, একটা নিরীহ লোক,—হাতে হাতঘড়ি, কাঁধে ক্যামেরা।" ক্যামেরার সামনের ঢাকনা খুলে দিয়ে বলল—" দেখছিস্? সত্যিকারের লেন্স্-টেন্স্ সবকিছু রয়েছে। এমনকি, তুই যদি দেখাতে চাস্, যে ছবি তুলছিস্, সেজন্য একটা শাটার পর্যন্ত আছে। কিন্তু এই ভুয়ো ক্যামেরাটার ভেতরেই যত কিছু যন্ত্রপাতি—ধাতব ভালভ্ আছে, সার্কিট্ আছে, কতকগুলো ব্যাটারী আছে। চমৎকার এক গাইগার কাউন্টার।

"এবার ঘড়িটা দেখ। এটা কিন্তু সত্যিসত্যিই ঘড়ি।" বণ্ডের চোখের সামনে তুলে ধরে বলল সে। শুধু তফাৎ হচ্ছে যে ঘড়ির কলকব্জা এর পেটের অল্পই জায়গা জুড়ে আছে, আর এর সেকেণ্ডের কাঁটাটা হচ্ছে আমাদের তেজস্ক্রিয়তা মাপবার মিটার। এই তারগুলো দিয়ে মূল যন্ত্রটার সঙ্গে জোড়া।

"তুই দেখছি তোর সেই ফসফরাসে লেখা সংখ্যা-ওয়ালা বড় হাতঘড়িটা ব্যবহার করছিস। ঘড়িটা 'ক্যামেরা'-র গায়ে লাগা। দেখছিস্! সেকেণ্ডের কাঁটাটা কেমন দৌড়তে শুরু করল! ঘড়ি সরিয়ে নিতেই দেখ্ আবার আস্তে হয়ে গেল। —এই এতকিছু হয়ে গেল স্রেফ তোর ফস্ফরাসের কয়েকটা কোঁটার তেজস্ক্রিয়তার জন্য। তোর মনে আছে সেবারের কথা?

যেবার এক ঘড়ির কোম্পানী পারমাণবিক শক্তি বিভাগের চেঁচামেচিতে প্লেনের পাইলটদের জন্য তৈরী একরকম ঘড়ি ফেরৎ নিতে বাধ্য হয়েছিল? এই একই ব্যাপার। ঐ বিভাগের মতে ঘড়িগুলোতে ফস্‌ফরাসের বড় বড় অক্ষরগুলোর তেজস্ক্রিয়তা পাইলটদের ক্ষতি করতে পারে।

"অবশ্য," ক্যামেরায় টোকা মেরে লীটার বলল, "আমাদের ব্যাপার আলাদা। প্রায় সব ধরণের 'কাউণ্টা'র-ই মাটির তলার তেজস্ক্রিয়তা ধরে ফেলে 'ক্লিক্' 'ক্লিক্' আওয়াজ দিতে থাকে, সেটা আবার হেডফোন লাগিয়ে শুনতে হয়। সেগুলো ব্যবহৃত হয় মাটির অনেক তলায় ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি বার করবার জন্য। কিন্তু আমাদের অত সূক্ষ্ম যন্ত্রের কোনও দরকার নেই। যদি আমরা কোনোরকমে লুকোনো বোমাদুটোর ধারে কাছে পৌঁছতে পারি, এই সেকেণ্ডের কাঁটাটা বনবন্ করে ঘুরতে আরম্ভ করবে। ঠিক হ্যায়? তাহলে চল্, একটা বোট ভাড়া করে সেই 'সামুদ্রিক ডালকুত্তা'-টিকে দেখে আসি।"

১৩, ক্ষণিকের অতিথি

roni060007

যে বোটটা ভারা করল, সেটা হোটেলরই লঞ্চ্। একটা সুগঠিত ক্রাইস্‌লার ইঞ্জিনওয়াল, মোটর বোট, ভাড়া ঘণ্টায় ডলার। বন্দর থেকে তারা পশ্চিমমুখে ছুটল, সিলভার কে, লং কে, ও ব্যাল্‌মোরাল দ্বীপ পেছনে ফেলে, ডেলাপোর্ট পেয়েণ্ট চক্কর দিয়ে। তারপর উপকূল বেয়ে আরো পাঁচ মাইল। সেইসব সমুদ্রতটের সারি সারি ঝকঝকে বাড়ী। বোটম্যান জানাল ঐ সব বাড়ীর সামনের প্রতি ফুট সমুদ্রতটের দাম ৪০০ পাউণ্ড। শেষে ওল্ড কোর্ট পয়েণ্ট ঘুরে তারা এসে পড়ল, যেখানে সাদা আর ঘন নীল রঙের ইয়াটটা প্রবাল প্রাচীরের ঠিক বাইরে ঘন জলে এক জোড়া নোঙর ফেলে ভাসছিল।

লীটার শিষ দিয়ে উঠল। ভয়ার্ত গলায় বলল,—"শালা, জাহাজ বটে একখান। আমার বাথটবে খেলার জন্য এরকম একটা নৌকো পেলে মন্দ হয় না।"

বণ্ড বলল,—"ইয়াটটা ইটালীয়ান। মেসিনা-র রড্রিগস্ নামে এক প্রতিষ্ঠান তেরী করেছে একে। এধরনের জাহাজকে 'অ্যালিসকাফোস্' বলে। একটা হাইড্রোফয়েল আছে। জোর চলতে থাকলে একরকম স্কীড (Skid) জলে নামিয়ে দেওয়া হয় আর সঙ্গে সঙ্গে এটা মুখ তুলে প্রায় উড়ে চলতে শুরু করে—কেবল কয়েকটা স্ক্রু, আর লেজের দিকের ফিট জল ছুঁয়ে থাকে। পুলিশ কমিশনার বলছিলেন, যে শান্ত জলে এটা ৫০ নট বেগে চলতে পারে। দ্রুতগামী ফেরী বোটের ডিজাইনে তৈরী করলে জাহাজে একশ জন বা আরো বেশী যাত্রী নিতে পারে। মনে হয়, এই ইয়াটটি জন চল্লিশেক যাত্রীর মাপে তেরী বাদবাকী অংশ জুড়ে রয়েছে এর মালিকের কয়েকটা কামরা, আর মালপত্র রাখবার জায়গা।—আড়াই লাখ খানেক দাম পড়েছে নির্ঘাৎ।"

বোটম্যান বলে উঠল,—"বে স্ট্রীটে শোনা যাচ্ছে, যে এরা কয়েকদিনের মধ্যেই গুপ্তধনের অভিজানে বেরিয়ে পড়ছেন। গুপ্তধনের সব অংশীদাররা কয়েকদিন আগে এসে গেছেন। তাঁরপর একদিন সারারাত ধরে শেষবারের মত সব পরদর্শন করে আসা হয়েছে। শুনছি যে জায়গাটা হয় এধারে একজুমার দিকে, নয়ত ওধারে ওয়াটকিন্স দ্বীপের পাশে। আপনারা বোধহয় জানেন, যে ঐখানেই কলম্বাস আটলান্টিকের এদিকে প্রথম জমিতে পা দেন। চোদ্দশ নব্বই নাগাদ কিন্তু গুপ্তধন ওর যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। র‍্যাগেড দ্বীপপুঞ্জে —এমনকি ক্রুকস্ দ্বীপ পর্যন্ত নানা জায়গায় ডোবা ধনরত্নের গল্পগুজব শোনা যায়। তবে কথা হচ্ছে, এই জাহাজটা যায় দক্ষিণ দিকে। আমি নিজে যেতে শুনেছি। সঠিক বলতে গেলে, দক্ষিণ-পূর্ব আর পূর্ব দিকের মাঝামাঝি।"

পাশের দিকে থুতু ছিটিয়ে আবার সে বলল—"নৌকোটার

যা দাম আর যে টাকা ওরা ঢালছে, গাদা গাদা ধনরত্ন পাবার আশা আছে নিশ্চয়ই। এক একবার মেরামতের জন্য যায়, আর বিল ওঠে পাঁচশ পাউণ্ড।"

বণ্ড সহজভাবে প্রশ্ন করল—"ঐ শেষ পরিদর্শনটা করতে গিয়েছিল কোন রাত্রে?"

—"মেরামতের পরের রাতে মানে দুরাত্রি আগে। ছ-টা নাগাদ বেরিয়েছিল।"

ইয়াটের কালো পোর্টহোল থেকে তাদের এগিয়ে আসার ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছিল। বণ্ড দেখতে পেল, একজন নাবিক হ্যাচের ভেতর দিয়ে ব্রিজের ওপর এসে একটা মাউথ-পীসে কী সব বলল। একজন লোক, পরণে সাদা প্যাণ্ট আর খুব চওড়া জালিকাটা জামা, ডেক-এ বেরিয়ে এসে দূরবীণ দিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি একজন নাবিককে ডেকে কিছু বললেন এবং সে ইয়াটের ডানপাশে লাগানো একটা সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল। বণ্ডদের বোট এসে লাগতেই সে দু-হাত চোঙার মত করে মুখে লাগিয়ে চেঁচিয়ে বলল,—'আপনাদের প্রয়োজনটা দয়া করে জানাবেন? কারো সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে কি?"

বণ্ড চেঁচিয়েই জবাব দিল—"আমি মিঃ বণ্ড, মিঃ জেম্‌স বণ্ড। নিউইয়র্ক থেকে আসছি। সঙ্গের ইনি আমার অ্যাটর্নি। মিঃ লার্গোর সম্পত্তি প্যালমীরা সম্বন্ধে আমার কিছু খোঁজখবর নেওয়ার আছে।

"একটু দাঁড়ান।" নাবিকটি ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং ফিরে এল সেই সাদা প্যাণ্ট ও হাতকাটা জামা পরা লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে। পুলিশী বিবরণের স্মৃতি থেকে বণ্ড তাঁকে চিনতে পারল। ভদ্রলোক ফুর্তির সঙ্গে ডাকলেন,—"উঠে আসুন, উঠে আসুন।" একজন নাবিককে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলেন নেমে

গিয়ে লঞ্চটা ধরতে। বণ্ড ও লীটার লঞ্চ থেকে বেরিয়ে সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

লার্গো একটা হাত বাড়িয়ে বললেন,—"আমার নাম এমিলিও লার্গো। মিঃ বণ্ড? আর···?"

—"মিঃ লার্কিন, আমার অ্যাটর্নি। নিউইয়র্ক থেকে এসেছেন। আমি আসলে ইংরেজ, কিন্তু আমেরিকায় আমার সম্পত্তি আছে।" সবাই করমর্দন করল। বণ্ড বলল—"আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত, মিঃ লার্গো, কিন্তু প্যালমীরা সম্বন্ধে আমার কিছু জানাবার আছে, যে সম্পত্তিটা আপনি, বোধ হয়, মিঃ ব্রাইস্-এর কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছেন।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।" একসারি চমৎকার দাঁত বন্ধুত্ব ও অভ্যর্থনার আনন্দে ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। —"আপনারা ষ্টেটরুমে চলে আসুন ভদ্রমহোদয়গণ। আমি বোধ হয় আপনাদের অভ্যর্থনার উপযুক্ত পোষাকে নেই। এজন্য আমি দুঃখিত।" বিশাল দুটি থাবা কোমরের দু-পাশে বুলোতে লাগলেন লার্গো, প্রশস্ত ঠোঁটের দু-প্রান্ত আপত্তির ভঙ্গীতে বেঁকে গেল। —"কারণ আমার অতিথিরা সাধারণতঃ তাঁদের আসবার কথা টেলিফোনে জানিয়ে দেন। কিন্তু আপনারা যদি আমার এই অভদ্রতা মার্জনা" বাকী কথাটা অনুচ্চারিত রেখেই লার্গো তাদের একটা নীচু হ্যাচ্ ও কয়েকটি অ্যালুমিনিয়ামের ধাপ পেরিয়ে প্রধান কেবিনঘরে নিয়ে গেলেন। বারের লাইনিং দেওয়া হ্যাচ্‌টা তাদের পেছনে শিষ্ কেটে বন্ধ হয়ে গেল।

মেহগিনির প্যানেল দেওয়া সুন্দর বড় কেবিন, মেঝেতে গাঢ় লাল কার্পেট এবং কয়েকটা ঘন নীল রঙের চামড়ার আরামপ্রদ ক্লাব চেয়ার। ভেনিশীয়ান ব্লাইণ্ডস্-এর ফাঁক দিয়ে এসে পড়া উজ্জ্বল সূর্যালোক এই গম্ভীর ও পুরুষালি ঘরটিতে একমুঠা খুশীর আলো ছড়িয়ে দিচ্ছিল। কেবিনের মাঝখানের লম্বা টেবিলটা অজস্র কাগজ আর চার্টে ভর্তি, কাঁচ লাগানো ক্যাবিনেটগুলোতে মাছ ধরবার সরঞ্জাম, সারি সারি বন্দুক ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র। এক কোণে একটি তাকে কালো রঙের জলের

নীচে সাঁতার কাটবার স্যুট এবং অ্যাকোয়ালাং ঝুলছে,—ঠিক যেন কোনও যাদুকরের গুহায় ঝোলানো এক কংকাল। শীতা-তপনিয়ন্ত্রিত ঘরটা চমৎকার ঠাণ্ডা, বণ্ড অনুভব করল, তার ঘামে ভেজা শার্টটা ক্রমশঃ চামড়া থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে।

—"আপনারা বসুন দয়া করে।" লার্গো টেবিলের চার্ট আর কাগজগুলোকে অবহেলাভরে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিলেন, যেন সেগুলো নেহাৎ অদরকারী। —"সিগারেট?" তিনি একটা বড় রূপোর বাক্স তাদের মাঝখানে রাখলেন। —"এবার বলুন আপনাদের কী পানীয় দেব?" তিনি ভর্তি আলমারীটার দিকে গেলেন। —"ঠাণ্ডা এবং মিঠে-কড়া কিছু আশাকরি? একটা প্লানটার্স পাঞ্চ্? জিন্ অ্যাণ্ড্ টনিক? কিংবা নানা রকমের বীয়ার আছে। ঐ খোলা লঞ্চে করে এতদূর আসতে আপনাদের নিশ্চয়ই খুব গরম লেগেছে। আপনারা শুধু যদি একবার আমায় জানাতেন আমি আপনাদের আনবার জন্য আমার বোট পাঠিয়ে দিতাম।"

ওরা দুজনেই শুধু টনিক দিতে বলল। বণ্ড বললে,—"এরকম উৎপাতের মত এসে পড়ার জন্য আমি দুঃখিত, মিঃ লার্গো। আমি জানতাম না. যে টেলিফোনে আপনাকে পাওয়া যেতে পারে। আমরা আজই সকালে এসে পৌঁচেছি আর মাত্র কয়েক-দিনের মধ্যে চলে যেতে হচ্ছে। ব্যাপারটা হল, আমি এখানে একটা সম্পত্তির খোজ করছি।"

—"তাই নাকি?" লার্গো গেলাসগুলো আর টনিকের কয়েকটা বাতল টবিলে নামিয়ে রাখিবার পর তারা একসঙ্গে জমিয়ে বসল। লার্গো বললেন,—"চৎমকার মতবল। এ জায়গাটা ভারী সুন্দর। আমি মাস ছয়েক হল এখানে এসেছি আর এরমধ্যেই মনে হচ্ছে যে বাকী জীবনটা এখানে থেকে যাই। কিন্তু এইসা দাম চাইছে" -লার্গো দু-হাত আকাশে ছুড়ে বলে উঠলেন —"এই যে ষ্ট্রীটের হার্মাদগুলো। আর ঐ লক্ষপতিরা. ওরা আরো শয়তান। তবে আপনি ঋতুর শেষে এসে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন।

কয়েকজন জমিদার বোধহয় কিছু বিক্রি করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়েছে। তাদের খাঁই হয়ত বেশী হবে না।"

—"আমি ঠিক তাই ভেবেছিলাম।" বণ্ড আরাম করে হেলান দিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল —"অর্থাৎ, আমার উকিল, মিঃ লার্গিন, আমায় যা পরামর্শ দিয়েছিলেন আর কি। লীডার এবার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। বণ্ড বলল—"উনি খোঁজখবর নিয়ে আমায় পরিষ্কার বললেন, যে এখানকার সম্পত্তির দাম কমে গেছে।" বণ্ড ভদ্রভাবে লীডারের দিকে তাকিয়ে, তাকে কথাবার্তায় টানবার জন্যই, বলল—কী বলেন, তাই না কি?

—"এ সব পাগলামি, মিঃ লার্গো স্রেফ পাগলামি। ফ্লোরিডার চেয়েও চড়া—একেবারে অপার্থিব সব দাম। আমি আমার কোন মক্কেলকে এই দামে টাকা খাটাতে পরামর্শ দেব না।"

—"ঠিক। তাই।" বোঝা গেল, লার্গো এসব আলোচনায় বেশী জড়াতে চাইছেন না।—"আপনারা প্যালমীরা সম্বন্ধে কী যেন বলছিলেন। এ বিষয়ে আপনার কোনও সাহায্য করতে পারি কি?"

বণ্ড বলল—"আমি জানি আপনি একটা সম্পত্তি লীজ নিয়েছেন। আর শোনা যাচ্ছে যে আপনি অল্পদিনের মধ্যেই সে বাড়ীটা ছেড়েও দিচেছন, অবশ্য সবই গুজব। জানেন তো, এইসব ছোট ছোট দ্বীপবাসিরা কিরকম গুজবপ্রিয়। তবে, যতদূর শুনেছি, তাতে মনে হয় এই রকম সম্পত্তিই আমি খুঁজছি, আর আমার ধারণা, এর মালিক, এই ইংরেজ মিঃ ব্রাইস, ভদ্রলোক, ঠিক দর পেলে বিক্রি করতে পারে। আমি আপনার কাছে একটু অনুমতি চাইছি—"বণ্ড বেশ লজ্জিত মুখ করে বলল, "যদি আমরা নৌকোয় চড়ে ঐ জায়গাটা একবার দেখে আসতে পারি। অবশ্য যখন আপনি সেখানে থাকবেন না। আপনার যেমন সুবিধা হবে।

লার্গোর দাঁতগুলো প্রীতির আলোয় ঝলমল করে উঠল। তিনি দু-হাত ছড়িয়ে বলে উঠলেন—"আরে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, বন্ধুবর।

যখন আপনার খুশী। ও বাড়ীতে আমার ভাগ্নী আর কয়েকজন চাকর ছাড়া কেউ থাকে না। আর সে মেয়েটিও প্রায় সারাক্ষণ বাড়ীর বাইরে। তাকে শুধু একবার ফোনে জানিয়ে দেবেন। আমি বরং তাকে বলে রাখব আপনার ফোন আসবার কথা। বাড়ীটা সত্যিই অপূর্ব—সুন্দর পরিকল্পনা, গড়নটাও চমৎকার। সব বড়লোকগুলোর যদি এমন সুন্দর রুচিবোধ থাকত, তাহলে আর কথাই ছিলনা।

বণ্ড উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে লীটারও।—"সত্যি, এটা আপনার অসাধারণ অনুগ্রহ, মিঃ লার্গো। এবার আমরা আপনাকে শান্তি দেব। আশা করি শহরে কোনো একসময় আবার আমাদের দেখা হবে। কিন্তু বণ্ড তার গলার স্বরে অনেকটা প্রশংসা ও তোষামোদ মিশিয়ে বলল—"এরকম একটা ইয়াট ছেড়ে আপনি তীরে পা দিতে চাইবেন বলে আমার মনে হয়না। অ্যাটলান্টিকের এদিকে এ জিনিস নিশ্চয়ই অদ্বিতীয়। আচ্ছা, এটা কি ভেনিস আর ত্রিয়েস্তের মধ্যে চলাচল করত? এর সম্বন্ধে কোথায় যেন পড়েছিলাম মনে হচ্ছে।"

লার্গো আনন্দে একমুখ হাসলেন—হ্যাঁ, তাই সত্যি তাই। ইটালীর লেকে এরকম জাহাজ দেখা যায়, যাত্রী চলাচলের কাজে। এখন দক্ষিণ অ্যামেরিকাতেও এ জিনিস বেনা হচ্ছে। উপকূলের কাছাকাছি অল্প জলে চলবার পক্ষে চমৎকার। হাইড্রোফয়েল চলবার সময় এর মাত্র চার ফিট জল ছুঁয়ে থাকে।"

—লোকজন থাকবার জায়গার অভাব হয় বোধহয়।"

সব মানুষেরই, যদিও সাধারণতঃ সব মহিলাদের নয়, একটা দুর্বলতা আছে তাদের কেনা জিনিইপত্রের ওপর। অহংকারে খোঁচা খেয়ে লার্গো একটু আহত সুরে বললেন—"না না। একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমাদের সে অসুবিধে নেই। আপনারা পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারবেন?—দেখুন, আপাততঃ আমার ইয়াটে খুব ভীড়। আমাদের গুপ্তধন অনুসন্ধানের কথা শুনছেন নিশ্চয়ই।" লার্গো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালেন, যেন তিনি একটুকরো কৌতুকের

হাসি আশা করেছিলেন।—"কিন্তু সে কথা এখন থাক। আপনারা নিশ্চয়ই এ সব ব্যাপারে বিশ্বাস করেন না। তা, আমার সহযোগীরা সকলেই এখন ইয়াটে রয়েছেন। নাবিকদের নিয়ে আমরা এখন চল্লিশ জন মানুষ। দেখতে পাবেন, সেজন্য কোনরকম ঘেঁষাঘেঁষি হয়নি। আপনারা দেখবেন কি কি? ষ্টেটরুমের পেছনের দরজার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন লার্গো।

ফেলিক্স লীটার কিন্তু উদাসীনভাবে বলল,—"আপনি জানেন, মিঃ বণ্ড যে পাঁচটার সময় মিঃ হ্যারলড স্টিক্রির সঙ্গে আমাদের সেই মিটিংটা আছে"।

বণ্ড এ আপত্তিতে কর্ণপাত করলনা। বলল,—"মিঃ ক্রিস্টি চলৎকার লোক। আমাদের কয়েক মিনিট দেরী হলে তিনি কিছুই মনে করবেন না। আপনার হাতে যদি সময় থাকে, মিঃ লার্গো। আমার খুব ইচ্ছে এই ইয়াটটা একবার ঘুরে দেখছি।"

লার্গো বললেন—আসুন। মিনিট কয়েকের বেশী লাগবে না। ক্রিষ্টি মশাই আমারও বন্ধু হন। তিনি বুঝতে পারবেন।" তিনি দরজার কাছে গিয়ে বণ্ডদের জন্য সেটা খুলে ধরলেন।

বণ্ড এ ভদ্রতাটা আশা করছিল। লার্গো পেছনে থাকলে লীটার ও তার যন্ত্রর অসুবিধে হবে। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল,—"আপনিই আগে চলুন, মিঃ লার্গো। আমাদের মধ্যে নীচু করবার দরকার হলে আগে থেকেই বলে দিতে পারবেন।"

সব জাহাজেরই, তা সে যতই আধুনিক হোক না কেন। ভূগোল মোটামুটি এক। সেই পোর্ট এবং ইঞ্জিন ঘরের ষ্টারবোর্ডের দিকে লম্বা করিডোর, কেবিনের দরজার সারি (লার্গো বললেন, এখন সেগুলো সব ভর্তি) বড় বড় কম্যানাল বাথরুম। রান্নাঘরে সাদা কুর্তা পরা দুজন ফুর্তিবাজ চেহারার ইটালিয়ান খাবারদাবার সম্বন্ধে লার্গোর ঠাট্টা শুনে খুব হাসল। এবং এই অতিথি দুজনের ইয়াট দেখবার আগ্রহে তাদের খুশী মনে হল। বিরাট ইঞ্জিনঘরে চীফ ইঞ্জিনীয়ার ও তাঁর

মেট, যাঁদের দেখে জার্মান মনে হয় তাঁরা খুব উৎসাহের সঙ্গে তাদের এই শক্তিশালী জোড়া ডিজেল ইঞ্জিন ও হাড্রফয়েল ডিপ্রেসারের হাড্রালিক্‌স্‌ সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলেন।—এ সব কিছুই অন্য যে কোনও একটা জাহাজ পরিদর্শন করার। এবং মাঝে মাঝে নাবিকদের সঙ্গে মাপা কথাবলা ও জাহাজের মালিকের কাছে উচ্ছসিত হওয়ার মত।

ডেকের ওপাশে পড়ে আছে সেই দ্বি-আরোহী সী-প্লেনটা তার গায়ে সাদা আর ঘননীল রং—ইয়াটের রঙের সঙ্গে মানাবার জন্য তার ডানা দুটো গোটানো, ইঞ্জিনটা রোদ্দুর থেকে আড়াল করবার জন্য ঢাকা। তার পাশে একটা জলি বোট, তাতে কুড়িজন লোক বসতে পারে, এবং একটা ইলেকট্রিক ক্রেন, বোটটাকে ওঠানো নামানোর জন্যেই। ইয়াটের খালি জায়গার পরিমাণ আন্দাজ করতে করতে বণ্ড সহজভাবে প্রশ্ন করল,—আর খোলটাতে কী আছে? আরো কেবিনের জায়গা?"

—"না, শুধু গুদাম। আর অবশ্য কয়েকটা তেলের ট্যাংক। এ জাহাজটা ভীষণ তেল খায়। বেশ কয়েক টন রাখতে হয় সঙ্গে। জোরে চলতে যখন এর সামনেটা শূন্যে উঠে যায়, তেলও সঙ্গে সঙ্গে পেছনদিকে নেমে পড়ে। এটা সামলাবার জন্য আমাদের লম্বা লম্বা ট্যাংক ব্যবহার করতে হয়।

স্বচ্ছন্দ ও এক্সপার্টের মত কথা বলতে বলতে লার্গো তাদের ডান দিকের প্যাসেজে নিয়ে গেলেন। তারা যখন বেতার-ঘর পেরিয়ে চলে যাচ্ছে, বণ্ড বলল,—"আপনি বলছিলেন যে জাহাজ থেকে তীরে আপনার টেলিফোন যোগাযোগ আছে। এছাড়া আর কি বেতার যন্ত্র রাখেন আপনি? সেই চিরাচরিত মার্কনী শর্ট অ্যাণ্ড্‌ লং ওয়েভ নাকি? একবার দেখতে পারি? রেডিওর ব্যাপারে আমার খুব কৌতূহল আছে।"

লার্গো ভদ্রভাবে বললেন,—অন্য একদিন দেখবেন, যদি কিছু মনে

না করেন। আমি অপারেটরকে সর্বক্ষণ আবহাওয়ার পূর্বাভাষের জন্য কান খাড়া করে রাখতে বলেছি। ওটা এখন খুবই প্রয়োজনীয়।

—"নিশ্চয়ই।"

তারা ব্রীজের ঢাকা জায়গাটাতে উঠে এল। সেখানে লার্গো সংক্ষেপে ইয়াট পরিচালনা ব্যাখা করে তাদের সরু ডেকের ওপর নিয়ে এলেন। "এই হল গিয়ে," বললেন লার্গো, "এই সুন্দর জাহাজ 'ডিস্কো ভোলান্তি'—অর্থাৎ 'উড়ন্ত-চাকী'। আর, আপনাদের বলতে পারি, যে সত্যিই এটা উড়ে চলে। আশাকরি এরপর একদিন আপনি আর মি লার্কিন এটায় চড়ে একটু বেড়াবার জন্য আসবেন। এখন অবশ্য" লার্গো একটু গূঢ় হাসি হাসলেন—"আপনারা শুনে থাকতে পারেন, আমরা বেশ ব্যস্ত আছি।"

—"এইসব গুপ্তধনের কারবারে উত্তেজনা আছে প্রচুর। আপনার কি মনে হয় যে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে?"

—"সেইরকমই ভাবতে চাইছি।" লার্গো কিছু বলতে চাইছেন না বোঝা গেল—'এর বেশী কিছু বলবার উপায় নেই।" তিনি ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন। বললেন—'দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার মুখে, যাকে বলে তালা চাবি লাগানো। আশাকরি আপনারা বুঝতে পারছেন।"

—হ্যাঁ সে তো নিশ্চয়ই। অংশীদারদের কথা তো ভাবতে হবে আপনাকে। আমার শুধু ইচ্ছে করছে, যে আমিও যদি এই অভিযানে যোগ দিতে পারতাম। তবে আর জায়গা বোধহয় নেই, তাই না?"

—"দুঃখের বিষয়, কোনও জায়গা খালি নেই। এ ব্যাপারে সব ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেছে। আপনাকে আমাদের সঙ্গে পেলে খুবই আনন্দিত হতাম।" লার্গো এক হাত বাড়িয়ে বললেন,—"তা লার্কিন দেখছি আমাদের এই ছোট্ট বেড়ানোর ফাঁকে বারবার উদ্বিগ্নভাবে ঘড়ি দেখছেন। মিঃ ক্রিস্টকে আর বসিয়ে রাখা উচিত হবেনা। খুব খুশী হলাম আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মিঃ বণ্ড, আর মিঃ লার্কিন।"

আরো কিছু সৌজন্য বিনিময়ের পর তারা সিঁড়ি বেয়ে অপেক্ষমান লঞ্চে নেমে এল, এবং রওনা হল। মিঃ লার্গো শেষবার হাত নেড়ে হ্যাচের ভেতর দিয়ে ব্রীজের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তারা বসল লঞ্চের পেছনদিকে, বোটম্যান থেকে অনেকটা দূরে। লীটার মাথা নেড়ে বলল,—"একেবারে কিছু নেই। ইঞ্জিনঘর আর বেতার ঘরের আশেপাশে যৎসামান্য তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়ল, কিন্তু সেটা খুবই স্বাভাবিক।

ওদের সবকিছু স্বাভাবিক,—যাচ্ছেতাই রকম স্বাভাবিক। তোর কি মনে হল ঐ লোকটা আর তার ব্যাপারস্যাপার দেখে?"

—"একই অবস্থা—একদম স্বাভাবিক সবকিছু। লোকটার কথা-বার্তা সত্যি বলে মনে হচ্ছে, হাবভাবও খাঁটি। নাবিক বেশী নেই, তবে যেকজন আছে, তারা হয় সাধারণ খালাসী, নয়ত অসাধারণ অভিনেতা। কেবল দুটো জায়গায় আমার খট্‌কা লাগল। খোলে নামবার কোনও রাস্তা দেখতে পেলাম না, তবে প্যাসেজের কার্পেটের তলায় নীচে নামবার জন্য একটা ম্যানহোল থাকতে পারে। কিন্তু তাই যদি থাকে, তবে নীচের তথাকথিত গুদামে মালপত্র ঢোকায় কী করে? আমি জাহাজের স্থাপত্য সম্বন্ধে পণ্ডিত না হলেও, এটুকু বলতে পারি, যে ঐ খোলে বিরাট জায়গা আছে। আমি কাস্টম্‌স্-এর সাহায্যে তেল ভরবার জেটিতে খোঁজ নিয়ে দেখব, যে লার্গো সঙ্গে আসলে কতটা তেল নেয়।

"তারপর একজন অংশীদারকেও না দেখতে পাওয়াটা বিচিত্র। এখন প্রায় দুপুর তিনটে, হয়ত তাদের অনেকেই দিবানিদ্রা যাচ্ছেন, কিন্তু তা বলে উনিশজনের সবাই নয়। তাহলে সারাক্ষণ কেবিনে ঢুকে বসে থেকে তারা কি করেন?

"আরেকটা ছোট কথা। তুই লক্ষ্য করেছিলি, যে লার্গো ধূমপান করলেন না আর সারা জাহাজ কোথাও এতটুকু তামাকের গন্ধ ছিল না? এটা খুব অদ্ভুত। জন-চল্লিশেক লোক, আর কেউ তামাক ছোঁয় না।

যোগাযোগ ছাড়া এর আর মাত্র একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, সেটা হল—বড়ো নিয়ম। সত্যিকারের পেশাদার অপরাধীরা ধোঁয়া বা মদ টানে না। অবশ্য আমি মানছি, যে আমি একটু বেশী কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করছি।

"আচ্ছা, ঐ ডেক্কা (Decca) নেভিগেটার আর প্রতিধ্বনি দিয়ে জলের গভীরতা মাপবার যন্ত্রদুটো নজর করেছিলি? দুটোই খুব দামী। এতবড় এক ইয়াটে এদের থাকা বিশেষ অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ব্রীজ দেখানোর সময় লার্গো ওদুটোকেও দেখাবেন। নিজেদের খেলনার জন্য বড়লোকদের গর্ব থাকে।

"তবে এ সবই কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচবার চেষ্টা। আমি সমস্তটাকে নিস্কলংক, নিষ্পাপ বলে দিতাম, শুধু যদি না ঐ অনেকটা খালি জায়গার কোনও হিসেব পাওয়া না যেত। পেট্রল আর লম্বা ট্যাংকের বকবকানিগুলো আমার গাঁজা বলে মনে হল। তুই কি বলিস?"

লীটার বললে, "ঠিকই বলেছিস। জাহাজের অন্ততঃ আধখানা আমাদের দেখা হয়নি। কিন্তু তার আবার একটা চমৎকার জবাব আছে, হয়ত সেখানে গুপ্তধন খোঁজার সব গোপন সরঞ্জাম রাখা আছে, যা ও কাউকে দেখাতে চায়না। যুদ্ধের সময় জিব্রালটারের সেই বাণিজ্যতরীটার কথা মনে আছে তোর? ইটালির ডুবুরী সৈন্যরা (Frogman) সেটাকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করত। সে জাহাজের খোলে, জলের নীচে একটা দরজা ছিল ডুবুরীদের বেরোবার জন্য। এ ভদ্রলোকের সেরকম কোনও ব্যবস্থা নেই বোধহয়?"

বণ্ড তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকাল। বলল,—"'ওলটেরা' জাহাজ। সমস্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাদের তদন্ত বিভাগের একটা সবচেয়ে বড় কলংক।" একটু থেমে আবার বলল—"'ডিস্কো' প্রায় চল্লিশ ফিট গভীর জলে নোঙর করা ছিল। ধরা যাক, তার ঠিক তলায়, বালির মধ্যে বোমদুটো পোঁতা আছে। তাহলে কি তোর গাইগার কাউন্টারে তার সংকেত ধরা পড়ত?"

—"সন্দেহ আছে। জলের তলায় কাজ করবার জন্য একটা কাউন্টার আমার আছে। রাত্রি হবার পর আমরা নীচে নেমে একবার দেখে শুনে আসতে পারি। কিন্তু মাইরি বণ্ড," "লীটার অধীরভাবে ভুরু কোঁচকাল, "এইরকম বিছানার তলায় ডাকাত খোঁজা—আমরা কি রাস্তা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি না? পুরো রাস্তাই এখনো সামনে পড়ে। লার্গো এক শক্তিশালী চেহারার জলদস্যুর মত লোক, হয়ত মেয়েদের সঙ্গে শয়তানীও করে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কী ছাই প্রমাণ আছে আমাদের হাতে? তুই কি এই লোকটা আর তার অংশীদার, নাবিকদের খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিস্?

—হ্যাঁ। ওদের সব্যয়ের খবরের জন্য একটা জরুরী তার করেছি গভর্ণমেণ্ট হাউসে। আজ সন্ধ্যাতেই জবাব এসে যাওয়া উচিত। "কিন্তু ভেবে ছাখ, ফেলিক্স," জেমী গলায় বলল বণ্ড, "একটা দ্রুতগামী জাহাজ সঙ্গে একটা এরোপ্লেন আর চল্লিশজন লোক, যাদের সম্পর্কে কেউ কিছু জানেন না। এরা ছাড়া এ তল্লাটে ঘাড়ে সন্দেহ চাপাবার মত কোনও লোক বা দল নেই। বেশ তাহলে এদিক দিয়ে গল্পটা মিলে যাচ্ছে। আরেক দিক থেকে ঘটনাকে দেখা যাক। এই তথাকথিত অংশীদাররা সবাই এসে পৌঁচেছে ৩রা জুনের ঠিক আগে। সেই রাত্রে 'ডিস্কো' সমুদ্রে ভাসলো, আর সারারাত বাইরে থাকল। ধরা যাক সে অ্যাটম বোমাদুটো তুলে নিয়ে লুকিয়ে ফেলল—হয়ত জাহাজের নীচের বালিতেই। কিংবা যে কোনো নিরাপদ, সুবিধাজনক জায়গায়। এই সব ধরে নিলে ছবিটা কীরকম দাঁড়ায় বল্?"

—'আমার মতে মোটামুটি চলনসই একটা ছবি, বণ্ড।" লীটার হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকাল,—তবে এ সূত্র ধরে কোনোরকমে এগোনো যেতে পারে।" কষ্টহাসি হেসে বলল, 'তবে আজকের রিপোর্টে এই সূত্রের কথা উল্লেখ করবার আগে আমি নিজেকে গুলি করব। আমাদের যদি বোকা বনতে হয়, তবে তা বড়কর্তাদের চক্ষুকর্ণের আড়ালে হওয়াই ভাল। তুই কী ভাবছিস? পরের কাজটা কি?"

—"তুই আমাদের বেতারযন্ত্রটা চালু কর, আর আমি তেলের জেটির খোঁজটা নিয়ে আসি। তারপর সেই ডোমিনো মেয়েটার সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা ঠিক করে নিয়ে লাগোঁর তীরবর্তী ঘাঁটি ঐ প্যালমীরাটা এক ঝলক দেখে আসি চল্। তারপর ক্যাসিনোতে গিয়ে লাগোঁর পুরো দলটা একবার পরিদর্শন করতে হবে। আর তারপর" জেদী চোখ লীটারের দিকে তাকিয়ে বণ্ড বলল "পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে একজন ভাল লোক সঙ্গে নিয়ে, অ্যাকোয়ালাং চাপিয়ে 'ডিস্কো-র আশপাশটা আমি একবার পরখ করে দেখব তোর পাইপার কাউন্টারটা দিয়ে।"

লীটার বিদ্রূপের হাসি হাসার—"হুম, 'বীরবাহুর নূতন অভিযান। বেশ আমি তোমার সঙ্গেই যাব, বণ্ড। পুরোনো দিনগুলোর ইমানে। কিন্তু তুই যেন একটা সী আর্চিন বা অন্য কিছুতে হুঁচট খেয়ে বসিস না। শুনছি, কাল রয়্যাল বোহেমিয়ানের বলরুমে বিনা-পয়সায় চা-চা নাচ শেখাবে। সেজন্য আমাদের সুস্থ থাকতে হবে তো। মনে হচ্ছে এছাড়া আর এই ভ্রমণে মনে রাখবার মত কিছু থাকবে না।"

হোটেলে গভর্ণমেণ্ট হাউসের এক পত্রবাহক বণ্ডের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে চটপট সেলাম ঠুকে তাকে একটা OHMS (On Her Majesty's Secret Vervice) ছাপ মারা খাম দিয়ে বণ্ডের সই করা রসিদ নিল। এটা রাজ্যপালের ব্যক্তিগত একটা তার, আসছে কলোনিয়াল্ অফিস থেকে। তারের প্রথমে লেখা Probond এবং তারপর—"তোমার ১টা ৭ মিঃ সময়ের রিপোর্টে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্ক রেকর্ডস্-এ কিছুই নেই। আবার বলছি, কিছুই নেই। সব কটা ষ্টেশন থেকে অপারেশন থাণ্ডারবল সম্বন্ধে নেতিমূলক রিপোর্ট আসছে। তুমি কিছু পেয়েছ কি?" চিঠির তলায় প্রেরকের নাম—PRISM, অর্থাৎ M এ চিঠির অনুমোদন করেছেন।

বণ্ড লীটারকে তারটা দিল।

লীটর পড়ল। পড়ে বলল—"আমার কথা বিশ্বাস হল তো? আমরা ভুল রাস্তায় চলছি। পাইনঅ্যাপল্, বার-এ আমায় একটা ড্রাই মার্টিনী খাওয়াতে হবে। আমি বরং ওয়াশিংটনে একটা পোষ্টকার্ড ছেড়ে দিই, আমার হাতে গোটাছয়েক WAVES পাঠিয়ে দেবার জন্য। আমাদের হাতে প্রচুর ফাঁকা সময় থাকবে।"

১৪

পাইন অ্যাপল রুমবার

শেষ পর্যন্ত, বণ্ডের সন্ধ্যাবেলার প্রোগ্রামের প্রথম অর্ধেক ভেস্তে গেল। টেলিফোনে ডোমিনো ভিতালি বলল যে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা তারা প্যালমীরার বাড়ীটা দেখতে গেলে অসুবিধে হবে। তার অভিভাবক ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু বাড়ীতে আসবেন। তবে হ্যাঁ, সেদিন রাত্রে ক্যাসিনোতে খুব দেখা হতে পারে। ডোমিনো জাহাজেই ডিনার খেয়ে নেবে তারপর 'ডিস্কো' ভেসে এসে ক্যাসিনোর পাশে নোঙর করবে। কিন্তু ক্যাসিনোতে সে বণ্ডকে চিনবে কি করে? তার নাকি লোকেদের মুখ একদম মনে থাকে না। বণ্ড কি বাটনহোলে একটা ফুল বা বা অন্য কোন ও চিহ্ন পরে আসতে পারবে?

বণ্ড হেসে ফেলেছিল। তারপর বলল, যে ঠিক আছে, ভাবতে হবে না তার অপূর্ব চোখদুটো বণ্ডের মনে আছে। ও-চোখ ভোলা যায় না। রিসীভার নামিয়ে রাখতে রাখতে বণ্ডের হঠাৎ ভীষণ ইচ্ছে করল মেয়েটাকে আবার দেখতে।

কিন্তু 'ডিস্কো' জায়গা বদল করাতে তার প্ল্যানটাকে বদলাতে হল সুবিধের জন্য। এই বন্দরে এসে দাঁড়ালে জাহাজটাকে খুঁটিয়ে পরখ করতে আসা সোজা হবে। অনেক কম রাস্তা সাঁতরাতে হবে, আর বন্দর পুলিশের জেটি থেকে অলক্ষিতে জলে নামা যাবে। তাছাড়া

জাহাজ যখন আগের জায়গাটায় নোঙর ফেলে নেই, তখন সেখানটাতেও একবার সহজে পরীক্ষা করে আসা যাবে। কিন্তু লার্সো, যেখন অনায়াসে জাহাজ এদিও ওদিক সরাচ্ছেন, তখন সে আগের জায়গাতে বোমা লুকানো থাক, সম্ভা কি? তাই যদি হত 'ডিস্কো' নিশ্চয়ই, সে এলাকায় খাড়া পাহারা দিত। বণ্ড ঠিক করল, জাহাজের খোল সম্পর্কে আরো বেশী, আর খাঁটি খবর না পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে আর মাথা ঘামাবে না।

নিজের ঘরে বসে বণ্ড, সে যে কিছুই এগোতে পারেনি, তা জানিয়ে M-এর কাছে রিপোর্টটা লিখে ফেলল। তারপর সেটা একবার পড়ল। M নিশ্চয়ই এ রিপোর্ট পেয়ে দমে যাবেন। বণ্ড যে ধোঁয়াটে সূত্রটুকু পেয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু লেখা উচিত হবে? না। আগে ভালো কিছু প্রমাণ হাতে আসুক। সংবাদ প্রাপককে আহ্লাদ বা ভরসা দেবার জন্য ওপর-চালাকি করা গুপ্ত সংবাদ চালাচালির কাজে সবচেয়ে মারাত্মক অন্যায়।

বণ্ড কল্পনায় দেখতে পেল, হোয়াইট হাউস। যেখানে 'থাণ্ডারবল' এর যুদ্ধ মন্ত্রণালয় বসেছে, সেখানে তার এই সূত্রের খবরটা গেলে কী প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে।- সেখানে সবাই হাঁ করে বসে আছেন, সামান্য একটু কুটো পর্যন্ত আঁকড়ে ধরবার জন্য উন্মুখ হয়ে। M সাবধানে বললেন—"আমার মনে হয়, বাহামায় সম্ভবতঃ একটা সূত্র পাওয়া গেছে। সঠিক কিছুই নয়, তবে এই বিশেষ লোকটি এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ভুল করেন। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই এটা যাচাই করছি, আর এর পরের খবর কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখছি।" এবং সঙ্গে সঙ্গে গুন-গুনানি শুরু হয়ে যাবে: "M কি যেন পেয়েছে। তার এক গুপ্তচরের ধারণা, যে সে একটা সূত্র ধরেছে। হ্যাঁ, আমার মনে হয় খবরটা প্রধানমন্ত্রীকে জানান উচিত।"

বণ্ড মনে মনে শিউরে উঠল।—তারপরেই হু-হু করে আসতে থাকবে 'সর্বাধিক জরুরী" ছাপ মারা সব আদেশ "তোমার ১৮০-এর

(৬টা ৬মিনিট সন্ধ্যার বার্তার) ব্যাখ্যা পাঠাও," অবিলম্বে বিস্তৃত বিবরণ জানাও প্রধানমন্ত্রী তোমার ১৮০৬ এর ভিত্তি সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে চান।" এ স্রোত থামাবার নয়। CLA এর হাতে লীটারেরও একই হাল হবে।— এক তুলকালাম ব্যাপার।... তারপর, বণ্ডের জোড়া-তালি দেওয়া কিছু গুজব আর কিছু কল্পনার সমষ্টি শোনবার পর আসতে আরম্ভ করবে সাপ্তা ঘালানো গালাগাল: "বিস্ময়ের কথা যে এই তুচ্ছ প্রমাণকে তুমি এতটা গুরুত্ব দিয়েছ ভবিষ্যতের প্রতিটি বার্তা ঘটনা-নির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয় আর সবশেষে অপমানজনক—"তোমার ১৮০৬ নিতান্তই কল্পনা প্রসূত এবং পরবর্তী ও ভবিষ্যতের সমস্ত বার্তায় CIA প্রতিনিধির সম্মতি ও সই যেন অবশ্য, আবার বলছি, অবশ্য থাকে।"

বণ্ড কপালের ঘাম মুছল। বাক্স খুলে সংকেত যন্ত্র-টা (Cipher machine) বার করে তার সাহায্যে রিপোর্টটাকে সংকেতে লিখে ফেলল। তারপর সেটা একবার পরীক্ষা করে নিয়ে চলে গেল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে যেখানে লীটার তার বেতার যন্ত্রের চাবিগুলোর সামনে ঠায় বসে ছিল। মনোযোগের চোটে তার ঘাড় বেয়ে দরদর করে ঘাম পড়াচ্ছে। দশ মিনিট পর লীটার হেডফোন খুলে ফেলে সেটা বণ্ডের হাতে তুলে দিল। একটা ভিজে ওঠা রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বলল সে,—"যোগা-যোগ করতে গিয়েই দেখি সৌরকলংকগুলো ঝামেলা করছে। সুতরাং জরুরী ওয়েভলেংথটাতেই ধরতে হল। ধরে দেখি ওপ্রান্তে এক ব্যাটা বেবুনকে বসিয়ে দিয়েছে—লোকগুলো বাজে বকবক করতে মহা ওস্তাদ। ভীষণ রেগে তার হাতের একতাড়া সাংকেতিক অক্ষর ভর্তি কাগজ দেখিয়ে বলল,—"এখন বসে বসে এইগুলোর মানে বার করতে হবে। মনে হচ্ছে যেন হিসেব-দপ্তর থেকে জানাচ্ছে যে, এই রোদ্দুরে মজা মারতে আনার জন্যে আমায় কতটা বাড়তি ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে।" সে ঝুপ করে একটি টেবিলের পাশে বসে পড়ে তার সাইফার মেশিনটা নিয়ে খটাংখট করতে শুরু করল।

বণ্ড চটপট তার ছোট্ট রিপোর্টটা লণ্ডনে পাঠিয়ে দিল। সে মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিল, সেখানে ন'তলার কম-মুখর ঘরগুলোর একটাতে তার রিপোর্ট লম্বা টেপের ওপর পাঞ্চ হয়ে বেরিয়ে আসছে, তারপর যাচ্ছে সুপারভাইজারের কাছে, সেখানে ছাপ পড়ছে—"M-এর ব্যক্তিগত। প্রতিলিপি যাবে '00' বিভাগে এবং রেকর্ডস্-এ," তারপর আরেকটি মেয়ে দ্রুতপদে প্যাসেজ বেয়ে চলেছে, তার হাতে ক্লিপ দিয়ে আটকানো পাতলা হলদে রঙের কাগজটা।

বণ্ড খোঁজ করল, যে তার জন্য কোনো খবর বা নির্দেশ আছে কিনা। নেই শুনে বেতার সংযোগ কেটে দিল। লীটার সেখানেই থাকল, আর বণ্ড চলল নীচে কমিশনারের ঘরে।

হ্যালিংগা থেকে কোট খুলে রেখে তাঁর ডেস্কে বসে ছিলেন, এবং সার্জেন্টকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তাকে যেতে বলে ডেস্কের ওপর দিয়ে সিগারেটের বাক্স বণ্ডের দিকে ঠেলে নিজেও একটা ধরালেন। একটু ধোঁয়াটে হেসে বললেন—"কাজ কিছু এগোল?"

বণ্ড তাঁকে বলল যে, রেকর্ডস-এর খাতায় লার্গোর দলের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, আর সে লার্গোর সঙ্গে দেখা করে পাইপার কাউন্টার নিয়ে 'ডিস্কো'-র ওপর ঘুরে এসেছে। সেখানেও কিছু পাওয়া যায়নি। কিন্তু বণ্ড তবু সন্তুষ্ট হতে পারছে না। সে কমিশনারকে বলল যে, 'ডিস্কো' কতটা তেল নিতে পারে, ও তার তেলের ট্যাংক কটা ঠিক কোথায় থাকে, তা সে জানতে চায়। কমিশনার অমায়িকভাবে মাথা নেড়ে টেলিফোন তুলে নিয়ে, বন্দর-পুলিসের কে এক সার্জেন্ট মোলোনিকে ডেকে দিতে বললেন।

রিসীভার নামিয়ে ব্যাখ্যা করে বললেন তিনি, "প্রতিটি তেল ভরার খবর রাখি আমরা। এই বন্দরটা অজস্র ছোট নৌকো গভীর জলে মাছধরার বোট, ইত্যাদিতে একেবারে ঠাসা। কিছু গণ্ডগোল হলেই বিশ্রী আগুন লেগে যাবে। আমরা জেনে রাখি, যে, প্রত্যেকটা নৌকো কীরকম তেল নেয়, আর সে তেল নৌকোর কোথায়

রাখে। এটা কাজে লাগে, যদি কোনও আগুন নেভাতে হয়, বা বিশেষ একটা জাহাজকে আগুনের আওতার বাইরে সরে যেতে বলতে হয়।"

তিনি আবার টেলিফোন তুলে নিলেন। "সার্জেন্ট মোরো নি ?" কমিশনার বণ্ডের প্রশ্নটা আউড়ে গেলেন, জবাব শুনলেন, তারপর ধন্যবাদ দিয়ে রিসীভার নামিয়ে রেখে বললেন,—"ও জাহাজটা ৫০০ গ্যালন পর্যন্ত ডিজেল নিতে পারে। ঠিক ঐ পরিমাণ তেল নিয়েছিল ২রা জুন বিকেলে। এছাড়াও জাহাজে থাকে প্রায় ৪ গ্যালন লুব্রিকেটিং অয়েল, আর ১০ গ্যালন পানীয় জল—এ সবকিছুই রাখা হয় জাহাজের মাঝামাঝি, ইঞ্জিনঘরের একটু সামনে। এটাই তো আপনি জানতে চাইছিলেন ?"

বোঝা গেল যে, লার্গোর সেই লম্বা লম্বা ট্যাংক, ব্যালেস্টের ঝামেলা ইত্যাদির গল্প একেবারে বাজে। অবশ্য এমন হতে পারে, তিনি গুপ্তধন খোঁজবার কোনও গোপনীয় সরঞ্জাম অতিথিদের চোখের আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা ঠিক যে, লুকোবার মত কিছু অন্তঃ জাহাজে সত্যিই আছে, আর মিঃ লার্গোকে খুব খোলামেলা মানুষ মনে হলেও, বোঝা যাচ্ছে, ভদ্রলোক একজন ধনী গুপ্তধন-শিকারী হতে পারেন কিন্তু তাঁর কথাবার্তায় বিশেষ বিশ্বাস করা উচিত নয়। বণ্ড মনস্থির করে ফেলল। জাহাজের খোলটা একবার দেখা চাই। লাটারের 'ফলটেরা' জাহাজের উল্লেখে অনেকটা কল্পনা আছে, কিন্তু তা অসম্ভব না-ও হতে পারে।

বণ্ড তার ধারণাটা মোটামুটি জানাল কমিশনারকে। বলল, আজ রাতে 'ডিস্কো' কোথায় থাকবে। জানতে চাইল, তার বাহিনীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য এমন কোনও লোক আছে কি, যে জলের তলায় ঘুরে দেখবার কাজে বণ্ডের সঙ্গী হতে পারবে ? একটা জল অ্যাকোয়ালাং তৈরী অবস্থায় পাওয়া যাবে ?

হার্লিং ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কাজটা উচিত হবে কিনা।

অনধিকার প্রবেশের আইনকানুন তার ঠিক জানা নেই, কিন্তু এ জাহাজের সকলেই ভদ্র নাগরিক আর অস্ত্রই খরচে লোক। লার্গো অত্যন্ত জনপ্রিয়, কোন রকম কেলেঙ্কারী বিশেষ করে তা যদি পুলিশ সংক্রান্ত হয়, তবে সমস্ত উপনিবেশে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে।

বণ্ড শক্ত গলায় বলল,—"আমি দুঃখিত, কমিশনার। আপনার যুক্তি আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু এ ঝুঁকি নিতেই হবে, আর কাজটা খুব জরুরী। সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের নির্দেশই বোধহয় যথেষ্ট হবে, তবু" বণ্ড তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করল, "আপনি যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তবে তার কাছ থেকে, বা বলতে কি, স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে এ ব্যাপারের বিশেষ আদেশ আমি আনিয়ে দিতে পারি এক ঘণ্টার মধ্যে"

মাথা নাড়লেন কমিশনার। একটু হেসে বললেন—"ওসব কামান দাগাবার কোনো প্রয়োজন নেই, কম্যাণ্ডার। আপনার যা দরকার তা আপনি ঠিকই পাবেন। আমি বিপদের সম্ভাবনাটা জানাচ্ছিলাম মাত্র। আপনি রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বললে তিনিও নিশ্চয়ই একইভাবে সতর্ক করে দিতেন আপনাকে। এট একটা ছোট উপনিবেশ। লণ্ডনের হোয়াইট হল থেকে কথায় কথায় বড় ধমক খেয়ে আমরা অভ্যস্ত নই। এ অবস্থা চললে আপনি অভ্যেস হয়ে যাবেই

যাক্‌গে, এখন আপনি যা চাইছেন, তা আমাদের প্রচুর আছে। বন্দরের কাছে ডোবা মালপত্র উদ্ধারের জন্য কুড়িজন লোকের এক আলাদা বাহিনী আছে, আমাদের, অর্থাৎ রাখতে হয়েছে। একটা বড় জাহাজ নোঙর করবার সময় যে কত ছোটখাট নৌকো চুরমার হয়ে যায়, তার হিসেব শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সেই বাহিনীর কনষ্টেবল স্যাণ্টোস-কে আপনার সঙ্গে দেব। চমৎকার ছেলে। ওর জন্মস্থান ইণ্ডিজের বা, সেখানে সাঁতারে সবরকম পুরস্কার ওর একচেটে ছিল। আপনার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে সে বরং আপনার সুবিধেমত জায়গায় গিয়ে দেখা করবে। এবার আপনার প্ল্যানের পুরোটা আমায় বলুন দেখি

হোটেলে ফিরে এসে বণ্ড শাওয়ারে চান সেরে নিল। তারপর একটা ডবল বুর্বো ওল্ড ফ্যাশন্‌ড গিলে নিয়ে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে—প্লেনে করে আসা, গরম, সারাক্ষণ এক বিশ্রী অশ্বস্তি .য কমিশনারের সামনে, লীটারের সামন্তে নিজের সামনে সে গাধার মত সব কাণ্ড করছে আর সবকিছুর ওপর এই রাত্রে সাঁতার কেটে খামোখা বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারটা—সবকিছু মিলিয়ে এমন চাপা উত্তেজন'র সৃষ্টি করেছে, যে শান্তিতে একটা লম্বা ঘুম দিতে না পারলে মাথা ঠাণ্ডা হতে পারেনা।

সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম এসে গেল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল—ডোমিনোকে ঝকঝকে সাদা দাঁতওয়ালা একটা হাঙ্গর তাড়া করেছে। হঠাৎ হাঙ্গরটি লার্গো হয়ে গিয়ে বিশাল থাবাদুটো উঁচিয়ে বণ্ডকে ধরতে এল। থাবাদুটো এগিয়ে আসছে বণ্ডের দিকে—শেষে তার দুই কাঁধ চেপে ধরল।—কিন্তু তক্ষুণি ঘণ্টা বেজে উঠল, অর্থাৎ এক রাউণ্ড শেষ। ঘণ্টাটা বেজেই চলল।

বণ্ড কোনোরকমে একটা ঝিমোনো হাত বাড়িয়ে দিল রিসীভারের দিকে। লীটার ফোন করছে। সে সেই জলপাই দেওয়া মার্টিনিটা খেতে চায়। এখন ন'টা বাজে। বণ্ড করছেটা কি? তাকে জামাকাপড় পরিয়ে দিতে লোক লাগবে নাকি?

পাইন্‌অ্যাপ্‌ল্‌ রুম বার এর একটা কোণের টেবিলে মীটারের সঙ্গে যোগ দিল বণ্ড। ওরা দুজনেই সাদা ডিনারে জ্যাকেট পরে ছিল, সঙ্গে ড্রেস ট্রাউজার্স। বণ্ড যে সত্যিই একজন অর্থবান সম্পত্তি-সন্ধানী, সেটা সকলকে জানবার জন্য একটা গাঢ় লাল কোমরবন্ধ লাগিয়েছে। লীটার হাসতে হাসতে বলল—'যদি কোনও বিপদ আপদ হয় ভেবে আমি একটা গোল্ড প্লেট করা চেন কোমরে পরে ফেলেছিলাম প্রায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যে আমি হচ্ছি একজন শান্তিপ্রিয় আইনজ্ঞ মাত্র। সুতরাং এবারের মত মেয়েগুলো সব তোর ভাগ্যেই জোটা উচিত। আমি বোধ হয় কেবল আড়াল থেকে দেখব, আর বিয়ের ব্যবস্থাপত্রের

ও কিছুদিন পর তোদের ডিভোর্স'টা হয়ে গেলে খোরপোষের মামলার দেখাশোনা করব। ওয়েটার!'

ছুটো ভাই মার্টিনীর অর্ডার দিল লীটার তারপর ভেডো গলায় বগুকে বলল—'এবার শুধু দেখে যা।'

মার্টিনী ছুটো এল। তাদের দিকে একবার তাকিয়েই লীটার ওয়েটারকে বলল বারম্যানকে ডেকে দিতে। একমুখ বিরক্তি নিয়ে বারম্যান এসে দাঁড়াল। লীটার বলল তাকে—'বন্ধুবর, আমি মার্টিনী চেয়েছিলাম, মদে ভেজানো জলপাই চাইনি।' বলে, ককটেল ষ্টিক দিয়ে গেলাস থেকে জলপাইটা তুলে নিল। বারো আনা ভাগ ভর্তি গেলাসটা সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক খালি হয়ে গেল।

লীটার নরম গলায় বলল,—'তুমি যে সময়ে দুধ ছাড়া অন্য কিছু খেতে না, তখন থেকেই আমি এ-কায়দার সঙ্গে অভ্যস্ত। তোমার যদ্দিনে কোকা-কোলা খাওয়ার মত উন্নতি হয়েছে, তদ্দিনে এই ব্যবসার হাঁড়ির খবর আমার জানা। শোনো, এক বোতল গর্ডন্স্ জিন্-এ পুরো ষোল মাত্রা মদ থাকে—অর্থাৎ তরলের মাত্রা, একমাত্র যা আমি খেয়ে থাকি। জিনের সঙ্গে তিন আউন্স জল মেশালেই তা গিয়ে দাঁড়াল বাইশ মাত্রায়। তারপর এইরকম কায়দা করা গেলাস, যার তলার দিকে ক-চামচ মদ ধরে সবশেষে, এবং মোটাসোটা জলপাই দিয়ে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় আটাশ মাত্রা।

'এখানে এক বোতল জিনের দাম দু-ডলার, ধরা যাক পাইকারী দর এক ডলার ষাট সেন্ট। তুমি এক গেলাস মার্টিনীর দাম নিচ্ছ আশী সেন্ট, দু-গেলাসের এক ডলার ষাট। পুরো এক বোতল জিনের দাম। আর তোমার হাতে থাকছে আটাশ মাত্রার ছাব্বিশ মাত্রা। মানে এক বোতল জিনে তুমি পরিষ্কার একুশ ডলার মত লাভ করছ। জলপাই আর কাঁচ'টা ভাঙাচোরার জন্য তোমার যদি এক ডলারও লাগে, তবু তোমার পকেটে বিশ ডলার।

''এটা, বন্ধুবর, বড্ড বেশী ভাল করে ফেলছ। আমি যদি এই

আপনার।'

টেবিলের চারিপাশে অনেক মন্তব্যের গুঞ্জন শোনা গেল।—'কিন্তু ইটালিয়ানটি যদি তার পাঁচের ওপর নির্ভর করতে—।' 'আমি কিন্তু পাঁচ পেলেই তাস টেনে থাকি।' 'আমি কক্ষণো করি না।' 'ভাগ্য খারাপ ভদ্রলোকের।' 'না, খেলা খারাপ।'

এবার নিজের মুখের বিকৃতি সামলাতে লার্গোকে রীতিমত চেষ্টা করতে হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে নিলেন, তাঁর বংকিম হাসি সরল হল, মুষ্টী-বদ্ধ হাত খুলে গেল। জোরে নিঃশ্বাস টেনে বণ্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। বণ্ড হাতে হাত রাখল, তবে, পাছে লার্গো এক চাপে তার হাড় গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন, সেই ভয়ে আগেই সে বুড়ো আঙুলটাকে তার মধ্যে গুটিয়ে নিল। কিন্তু একটা শক্ত করমর্দনের বেশী কিছু হল না। লার্গো বললে,—'এবার আমি ব্যাংকটা টেবিলের চারপাশ ঘুরে আসবার অপেক্ষা করব। যা টাকা জিতেছিলাম, সব আপনি কেড়ে নিলেন। আজ রাতে অনেক কাজ বাকি আছে আমার,—আমার ভগ্নীকে একটা ড্রিংক আর একটু নাচের জন্য নিয়ে যেতে হবে।' তিনি ডোমিনোর দিকে ঘুরলেন,—'মাই ডিয়ার, মিঃ বণ্ডকে তুমি চেননা বোধহয়, অবশ্য টেলিফোনের আলাও ছাড়া। মুশকিলের কথা, ইনি আমার সব প্ল্যান বানচাল করে দিলেন তোমার জন্য কোনও সঙ্গী খুঁজতে হবে।'

বণ্ড বলল,—'কেমন আছেন? তামাকের দোকানে আজ সকালে আমাদের দেখা হয়েছিল না?'

মেয়েটি চোখদুটো কুঁচকোল। নির্বিকার ভাবে বলল,—'তাই নাকি? হতে পারে। লোকের মুখ একদম মনে থাকেনা।'

বণ্ড বলল,—'তা, আপনাকে একটা পানীয় অফার করতে পারি কি? মিঃ লার্গোর বদান্যতাকে ধন্যবাদ, এখন লাসউ-এর একটা ড্রিংক পর্যন্ত কেনার মত পয়সা আমার হয়েছে। তাছাড়া আমি আর খেলছি না। এ ধরনের কপাল বেশিক্ষণ থাকেনা। নিজের ভাগ্যকে বেশী

টানাছেঁড়া করা ভাল নয়।'

উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। একটু নিরসভাবেই বলল,—'অবশ্য আপনার যদি এর চেয়ে ভাল কিছু করবার না থাকে।' লার্গোর দিকে ফিরে সে বলল,—'এমিলিও, মিঃ বণ্ডকে আমি সরিয়ে নিলে আবার তোমার কপাল ফিরতে পারে। আমি খাবার ঘরে বসে ক্যাভিয়ার আর শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি যতটা পার টাকা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা কর।'

লার্গো হেসে উঠলেন। তাঁর মেজাজ ফিরে এসেছে। বললেন —'বুঝলেন, মিঃ বণ্ড আপনি কিন্তু স্রেফ ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়লেন। আমার পাল্লায় পড়ে আপনি যতটা ভাল থেকেছেন, ডোমিনেটার হাতে ততটা ভাল নাও থাকতে পারেন। আবার দেখা হবে, প্রিয় বন্ধুবর। আপনি আমার যে পাঁকে ফেলেছেন, সেখানেই ফিরে যাচ্ছি আবার।

বণ্ড বলল,—'লেখার জন্য ধন্যবাদ। আমি তিনজনের জন্য ক্যাভিয়ার আর শ্যাম্পেনের অর্ডার দিচ্ছি। আমার ভূতটারও পুরুষ্কার পাওয়া উচিত।' সঙ্গে সঙ্গে লার্গোর চোখে যে ছায়াটা নেমে এল, সেটা কি শুধু ইটালিয়ান কুসংস্কার, না তার চেয়েও বেশী কিছু; সেকথাই ভাবতে ভাবতে বণ্ড উঠে দাঁড়াল, এবং মেয়েটির পিছন জনাকীর্ণ টেবিলগুলোর মধ্যে দিয়ে খাবার ঘরের দিকে চলল।

ডোমিনো ঘরটার সবচেয়ে দূরের কোণে রাখা একটা টেবিলের দিকে চলল। তার পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে বণ্ড এই প্রথম লক্ষ্য করলে, যে মেয়েটা অল্প একটু খোঁড়াচ্ছে। বণ্ড যেন একটা মজার জিনিষ, একটা শিশুসুলভ মিষ্টত্ব খুঁজে পেল কর্তৃত্ব আর অসহ্য যৌন আবেদনে ভরা মেয়েটির মধ্যে, যাকে সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে মারাত্মক ফ্যাসী উপাধি—'কুতিসাঁ দ্য মার্ক' দিতে ইচ্ছে করছিল তার।

শ্যাম্পেন এবং পঞ্চাশ ডলারের বেলুগা ক্যাভিয়ার এসে পড়ার পর বণ্ড খোঁড়ানোর কথাটা জিজ্ঞাসা করল। —'আজ সাঁতার কাটতে গিয়ে কি তোমার পায়ে লেগেছে?'

সে গম্ভীর হয়ে বণ্ডের দিকে তাকাল,—'না। আমার একটা পা অন্যটার চেয়ে এক ইঞ্চি ছোট। আপনার খারাপ লাগছে?

—'না। বেশ সুন্দর লাগছে। তোমাকে কেমন বাচ্চা বাচ্চা মনে হচ্ছে।'

—'একটা পোড় খাওয়া রুক্ষিতা মনে হচ্ছে না?' চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে তার দিকে তাকাল মেয়েটি।

—'তুমি নিজেকে তাই মনে কর নাকি?'

—'এরকম ভাবা খুব স্বাভাবিক, তাই না? অন্ততঃ নাসাউ-এর সকলে তাই ভাবে।' সোজাসুজি বণ্ডের দিকে তাকাল সে, কিন্তু সে দৃষ্টিতে একটু প্রার্থনাও মিশে আছে।

—'সেরকম কিছু আমি শুনিনি। তাছাড়া, অন্যের সম্বন্ধে আমার মনোভাব আমি নিজেই স্থির করি। লোকদের মতামতের দাম কতটুকু? ধর, একটা পশু আরেকটা পশুর সম্বন্ধে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করে না। তারা দেখে, শোঁকে আর অনুভব করে। প্রেমে বা ঘৃণায়, বা অন্যকিছুতে তারা শুধু অনুভূতি দিয়েই অন্য এক পশুর বিচার করে নেয়। কিন্তু মানুষ কখনো নিজের অনুভূতির বিচার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না। তারা সমর্থন খোঁজে। সুতরাং তারা অন্যকে প্রশ্ন করে, যে অমুক ভদ্রলোকটিকে পছন্দ করা উচিত কিনা। আর যেহেতু লোকে পরচর্চা ভালবাসে, এ সব প্রশ্নের প্রায় সব সময়ই বাঁকা উত্তর শোনা যায়। তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা জানতে চাও?'

মেয়েটি হাসল—'সব মেয়েই নিজের সম্বন্ধে শুনতে ভালবাসে। বলুন, কিন্তু শুনে যেন সত্যি মনে হয়। নইলে আমি আর শুনব না।

—'আমার ধারণা তুমি একটি তরুণী মেয়ে, তোমার আচার আচরণে বা পোষাকে তোমায় যতটা তরুণী মনে হয়, তার চেয়েও ছোট। আমার মনে হয় তোমায় খুব যত্নে মানুষ করা হয়েছিল, যাকে বলে, পায়ে কখনো মাটি লাগতে দেওয়া হয়নি। তারপর হঠাৎ তোমায় টেনে এনে ফেলে দেওয়া হল প্রায় রাস্তার ওপর। কিন্তু তুমি উঠে

দাঁড়ালে, আর তোমার অভ্যস্ত উজ্জ্বল জীবনে ফিরে আসবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করলে। এই ফিরে আসবার ব্যাপারে বোধ হয় তোমায় যথেষ্ট নির্মম হতে হয়েছে। তোমার হাতে ছিল নারীর চিরন্তন অস্ত্র আর তা খুব ঠাণ্ডামাথায় ব্যবহার করেছ তুমি। মনে হয়, তোমার নিজের দেহকে কাজে লাগাতে হয়েছে তোমায়। এটা খুব চমৎকার কাজ দেয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার কোমল প্রবৃত্তিগুলোকে অবহেলা করতেই হবে। আমার মনে হয় না তুমি তাদের বেশী মাটিচাপা দিয়েছে। তারা কখনও শুকিয়ে যায়নি, তবে অবহেলায় তাদের জোর হারিয়ে ফেলেছে। তোমার উদ্দেশ্য সাধন করার পথে বিবেকের দংশনে বিচলিত হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। 'এখন তুমি যা চেয়েছিলে, সবই পেয়েছ।' বণ্ড টেবিলের ওপর ডেমিনোর হাতটা স্পর্শ করল, এবং 'যা চেয়েছিলে, তার চেয়ে অনেক বেশীই পেয়েছ।' বলে সে হেসে উঠল, 'কিন্তু আমি বড্ড গম্ভীর হয়ে যাচ্ছি। এবার ছোট খাট কয়েকটা কথা বলি। কথাগুলো তোমার জানা, তবু বলি—তুমি অপরূপ সুন্দরী, যৌন আকর্ষণ ভরা, উত্তেজক, স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী, মেজাজী এবং নিষ্ঠুর।'

মেয়েটি চিন্তান্বিতভাবে তার দিকে তাকাল—'এসব আন্দাজ করা খুব সোজা। আমি প্রায় সবটাই আপনাকে বলেছিলাম। আর ইটালিয়ান মেয়েদের বিষয়ে আপনার কিছু জানা আছে। কিন্তু আমায় নিষ্ঠুর বললেন কেন?'

—'ধর, আমি জুয়া খেলতে বসে লার্গোর মত খারাপভাবে হারছি, তখন যদি একটি মেয়ে আমার প্রেমিকা, আমার পাশে বসে সবকিছু দেখেও একটা সান্ত্বনা উৎসাহের কথা না বলে, তাহলে আমি তাকে নিষ্ঠুরই বলব। প্রেমাস্পদের সামনে ব্যর্থ হওয়া পুরুষেরা পছন্দ করে না।'

মেয়েটি অধৈর্যভাবে বলে উঠল—'আমায় প্রায়ই ঐরকম পাশে বসে ওর কায়দা মারা দেখতে হয় আমি চাইছিলাম যে আপনি জিতুন আমি ভাণ করতে পারিনে। আপনি কিন্তু আমার একমাত্র গুণের

উল্লেখ করলেন না—সেটা হচ্ছে সততা। আমি কোন লোককে হয় ভীষণ ভালবাসি, নয় চরম ঘৃণা করি। আপাততঃ এমিলিওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এর মাঝামাঝি—আগে আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা ছিলাম, এখন আমরা দুজন বন্ধু, যারা পরস্পরকে বোঝে। তখন আপনাকে বলেছিলাম যে, ও আমার অভিভাবক হয়। সেটা একটা নির্দোষ মিথ্যেকথা। আমি ওর রক্ষিতা। আমি একটা গিল্টি করা খাঁচায় আটকানো পাখী। এই খাঁচায় আর আমার স্পৃহা নেই, এ সওদাটাও আমার ক্লান্তিকর লাগছে।' বণ্ডের দিকে তাকিয়ে আত্মসমর্থনের ভঙ্গিতে বলল সে—'হ্যাঁ, এমিলিওর প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে, কিন্তু ওর ভালও হবে এতে। দেহের বাইরেটা অনায়াসে কেনা যায়, ভেতরটা নয়। এমিলিও তা জানে। ও মেয়েদের দরকারের জন্যই ব্যবহার করে, প্রেম করার জন্য নয়। তার জীবনে অজস্র মেয়ে এসেছে এভাবে। সে জানে আমাদের আসল সম্পর্ক কী দাঁড়িয়েছে। বাস্তব বুদ্ধি আছে ওর। কিন্তু আমার আর ভাল লাগছে না এরকম চালিয়ে যেতে।'

হঠাৎ থেমে গেল সে। বলল—'আমায় আরেকটু শ্যাম্পেন দিন। বাজে বকবক করে গলা শুকিয়ে গেছে। আর এক প্যাকেট 'প্লেয়ার্স' সিগারেট'—হেসে বলল সে—'অনুগ্রহ করে' মানে বিজ্ঞাপনে যেমন বলে। খালি ধোঁয়া টানতে আর ভাল লাগছে না। আমার হীরোকে চাই।'

বণ্ড সিগারেটওয়ালীর কাছ থেকে একটা প্যাকেট কিনল। বলল—'হীরো না কী যেন বলছিলে?'

মেয়েটার চেহারা একেবারে বদলে গেছে। তার তিক্ততা মুখের কঠিন রেখাগুলো সব মিলিয়ে গেছে। নরম দেখাচ্ছে তাকে। যেন এক তরুণী সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে বেড়িয়েছে। বলল, 'আরে আপনি জানেন না! আমার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রেম। আমার স্বপ্নের মানুষ। ঐ প্লেয়ার্স-এর প্যাকেটের সামনে যে নাবিকটির ছবি আছে। আমি

এর সম্বন্ধে যতটা ভেবেছি, আপনি নিশ্চয়ই ততটা দেখেননি।' মেয়েটি সামনে এসে প্যাকেটটা বণ্ডের চোখের সামনে ধরল। বলল, —'আপনি বোধ হয় কখনও ভাবেন নি যে, এই আশ্চর্য ছবিটার পিছনে কত রোমান্স লুকিয়ে আছে—পৃথিবীর এক অমূল্য ছবি এটা। এই লোকটার, 'আঙুল দিয়ে ছবিটা দেখিয়ে বলল সে—'সঙ্গে আমি প্রথম পাপ করি। আমি একে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়েছি, শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছি। আমার হাত খরচের প্রায় সব টাকা খরচ করেছি এর পেছনে। বদলে, এ আমাকে চেলটেনহ্যাম লেডিজ কলেজের বাইরের বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। এ আমায় বড় করে তুলল। এর সাহায্যে আমি সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারতাম যখন আমি অল্প বয়েসীর মত থাকতে ভয় পেতাম বা নিঃসঙ্গ বোধ করতাম, এ আমায় সঙ্গ দিয়েছে। আমায় সাহস দিয়েছে, ভরসা দিয়েছে। আপনি কি কখনো এই ছবিটার রোমান্সের কথা ভেবে দেখেছেন? আপনি দেখতে পাচ্ছেন না কিছুই' তবু সমগ্র ইংল্যাণ্ড এই ছবির মধ্যে রয়েছে।

'শুনুন, আগ্রহে বণ্ডের হাত চেপে ধরল সে,—'আমার 'হীরো'-র গল্প, ছবির নাবিকের টুপিতে যে নাম লেখা আছে। প্রথম সে ছিল এক তরুণ যুবক, এক পালতোলা জাহাজের নাবিক। তার পক্ষে খুব শক্ত সময় ছিল সেটা। সে কিন্তু বেশ মানিয়ে নিল। একজোড়া গোঁফ রাখল। এমনিতে তার সুন্দর চুল ছিল আর চেহারাটা ছিল খুব বেশী সুন্দর।' চাপা হাসি হেসে সে বলল, 'হয়ত তাকে প্রয়োজনে মারপিটও করতে হয়েছিল। কিন্তু তার মুখ দেখে, তার চোখ দুটোর মাঝখানে মনোযোগের কয়েকটা রেখা আর সুঠাম মাথা দেখে আপনি বুঝতে পারছেন, যে সে একজন ভাল লোক।'

একটু থেমে এক গেলাস শ্যাম্পেন খেল ভোমিনো। তার দু-গালের টোলদুটো খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। বলল,—'আপনি শুনছেন তো? আমার হীরোর কথা শুনতে আপনার বিরক্তি লাগছে না তো?'

—'হিংসে হচ্ছে শুধু। বলে যাও।'

—'এইভাবে সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াল'—ভারত, চীন, জাপান, আমেরিকা। অনেক মেয়েকে পেয়েছিল সে, আর সেজন্য লড়াই-ও কিছু কম করতে হয়নি তাকে। সে নিয়মিত বাড়ীতে চিঠি লিখতো—তার মাকে আর ডোভারে, এক বিবাহিত বোনকে। তাঁরা চাইতেন যে সে বাড়ী ফিরে এসে দেখেশুনে একটা মেয়েকে বিয়ে করুক। কিন্তু সে তা করেনি। জানেন, সে মনে মনে তার এক স্বপ্ন দেখা মেয়েকে খুঁজছিল। সেই মেয়েটাকে অনেকটা আমার মত দেখতে।

'তারপর বাষ্পীয় জাহাজ চলাচল শুরু হল। আর তাকে একটা ঐ রকম জাহাজে বদলি করা হল,—ঐযে, ছবিটার ডানদিকে যার ছবি দেখছেন। তখন থেকেই সে মাইনের টাকা থেকে জমাতে শুরু করল, আর মেয়েদের নিয়ে মারপিট না করে এই চমৎকার দাড়িটা রাখতে লাগল, যাতে তাকে গম্ভীর, বয়স্ক দেখায়। তারপর সে সুঁচ আর রঙীন সুতো নিয়ে নিজের একটা ছবি আঁকতে বসল। দেখতেই পাচ্ছেন কী সুন্দর ছবি এঁকেছিল সে,—তার মুখের ব্যাকগ্রাউণ্ডে তার প্রথম আর শেষ জাহাজ, এবং একটা লাইফ বয়। নৌবাহিনী ছেড়ে দেবে ঠিক করবার পরে তার এ ছবি আঁকা শেষ হল। আসলে তার বাষ্পীয় জাহাজ ভাল লাগত না। জীবনের মধ্যাহ্নে . ,তাই না ?

'তারপর তার চমৎকার নাবিক জীবনের শেষে সে এক অপরূপ সোনালী সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এল। সেই সন্ধ্যাটা এত বিষণ্ণ, সুন্দর আর রোমান্টিক ছিল, যে সে ঠিক করল, এই সন্ধ্যাকে আরেকটা ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সে তার জমানো টাকা দিয়ে ব্রিষ্টলে একটা মদের বার খুলল। রোজ সকালে, যতক্ষণ না বার খোলে, সে ছবিটার পেছনে খাটত, আর শেষপর্যন্ত এই ছবিটা শেষ হল। এই যে, আগের-টার ওপরের ছবিটা—এই পালতোলা জাহাজটা তাকে সুয়েজ থেকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছিল। এই দেখুন, নিডল্‌স্ লাইটহাউস, যে তাকে এই সুন্দর সন্ধ্যাবেলায় বন্দরের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল।

কলেজে প্লেয়াস' খাওয়ার সময় আমি এই ছবিগুলো কেটে কেটে জমাতাম। সর্বদা আমার পকেটে এক প্যাকেট থাকত। তারপর সব গণ্ডগোল হয়ে গেল, আমার ইটালী ফেরৎ যেতে হল। সেখানে প্লেয়াস' কেনবার মত পয়সা ছিলনা আমার। ইটালীতে খুব দাম এর। তাই আমায় 'ন্যাশানেল্‌স্‌' সিগারেট ধরতে হল।'

বণ্ড চাইছিল, যে মেয়েটার মেজাজ এরকম খুশ্‌ থাকে। সে বলল,—'কিন্তু হীরোর আঁকা ছবিদের কী হল? ঐ সিগারেটের লোকেরা কি করে দেখতে পেল ওদুটো?'

—'ও হ্যাঁ! জানেন একদিন লম্বা সিল্কের টুপি আর ফ্রক্‌-কোট পরা এক ভদ্রলোক হীরোর বারে-এ ঢুকলেন, সঙ্গে দুটি ছোট ছেলে? এই যে এরা'—'মেয়েটি প্যাকেটের পাশের দিকটা দেখাল বণ্ডকে, 'এই যে লেখা আছে 'জন প্লেয়ার অ্যাণ্ড সন্স্‌।' আগন্তুকেরা ছিলেন সেই 'জন প্লেয়ার ও তাঁর দুই ছেলে। তাঁদের মোটরগাড়ী, একটা রোল্‌স্‌ রয়েস, হীরোর বারের বাইরে খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। টুপি পরা ভদ্রলোক অবশ্য মদ খেলেন না,—ব্রিষ্টলের এই সব সম্ভ্রান্ত বণিকরা মদ স্পর্শ করেন না। তাই, তাঁর সোফার যখন গাড়ী মেরামৎ করতে হাত লাগাল, তিনি জিঞ্জার বীয়ার, রুটি, আর পনির আনতে বললেন। সেই ছুটো ছবি বারের দেওয়ালে ঝুলছিল। মিঃ জন প্লেয়ার আর ছেলে দুজন চমৎকার কাপড়ে আঁকা ছবিদুটোর খুব প্রশংসা করলেন। এখন এই কি মিঃ প্লেয়ারের তামাক আর নস্যির কারবার ছিল। খুব সম্প্রতি সিগারেট আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং তাঁর ইচ্ছে ছিল সিগারেট তৈরীর ব্যবসা আরম্ভ করবেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলেন না সেই সিগারেটের কী নাম দেবেন, বা প্যাকেটের ওপর কী ছবি থাকবে।

'হঠাৎ তাঁর মাথায় এক চমৎকার মতলব এল। ফিরে গিয়ে তাঁর কারখানার ম্যানেজারকে সব বললেন তিনি। ম্যানেজার সরে এসে হীরোর সঙ্গে দেখা করে বললেন যে ঐ ছুটো ছবি সিগারেটের প্যাকেটে

ছাপাবার অনুমতি দিলে, তাঁরা একশ পাউণ্ড দিতে রাজি আছেন। হীরোর তাতে কোন আপত্তি ছিল না, আর তাছাড়া তবে ঠিক একশ পাউণ্ডেরই দরকার ছিল বিয়ের জন্য।' ডোমিনো একটু থামল। তার চোখের দৃষ্টি অনেক দূরে চলে গেল। 'তার বৌ ছিল খুব ভাল। মাত্র তিরিশ বছর বয়েস, ভাল রান্না করতে পারত, আর তার তরুণ শরীর বিছানায় হীরোকে উষ্ণ রেখেছিল অনেক বছর ধরে, হীরোর মৃত্যু পর্যন্ত। হীরোর দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিল সে,—একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটি বাবার মত নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।...যাই হোক, মিঃ প্লেয়ার চাইছিলেন লাইফবয়ের সামনে হীরোর মুখের ছবিটা প্যাকেটের একদিকে থাকবে, আর সেই চমৎকার সন্ধ্যার ছবি অন্যদিকে। কিন্তু ম্যানেজার তাঁকে বোঝালেন, যে তাহলে এইসব লেখার,—প্যাকেটটা উল্টে ধরে ডোমিনো বলল,—'এই কড়া, ঠাণ্ডা, নেভী কাট, তামাক, আর কেস্পানীর অসাধারণ ট্রেড মার্কটার জায়গা থাকবে না। তখন মিঃ প্লেয়ার বললেন,—'বেশ, তাহলে একটা ছবির ওপর অন্যটা থাকুক। শেষ পর্যন্ত তাই করলেন তারা আর হলও ভারী সুন্দর, তাই না? যদিও আমার মনে হয় হীরো তার জলপরী মুছে যাওয়াতে একটু দুঃখিত হয়েছিল।'

—'জলপরী?'

—'হ্যাঁ। এই লাইফবয়টা যেখানে জল ছুঁয়েছে, সেখানে হীরো এঁকে ছিল একটা ছোট্ট জলপরী,—এক হাতে নিজের চুল আঁচড়াচ্ছে, আরেক হাতে হীরোকে হাতছানি দিয়ে ঘরের দিকে ডাকছে। সে বোধ হয় তার ঈপ্সিতা মেয়েটির মত দেখতে ছিল। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন অত জায়গা ছিল না। তাছাড়া জলপরীর বুক দেখা যাচ্ছিল, যেটা নীতিবাগীশ মিঃ প্লেয়ার ঠিক বলে মনে করলেন না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত হীরোকে তিনি সব পুষিয়ে দিয়েছিলেন।'

—'আচ্ছা! কী করে?'

—'ঐ সিগারেটগুলোর ভীষণ কাটতি হল। এর পেছনে ঐ ছবি-

ছুটোর দান অনেক। লোকেরা ভাবত, অমন সুন্দর ছবিওয়ালা সিগারেট কখনো খারাপ হতে পারে না। ফলে মিঃ প্লেয়ার আর তাঁর বংশধরেরা প্রচুর টাকা করলেন এর থেকে। তাই, হীরো যখন বুড়ো হয়ে পড়ল, বোঝা গেল সে আর বেশীদিন বাঁচবে না, মিঃ প্লেয়ার লাইফবয়ের সামনে হীরোর ছবিটার এক প্রতিলিপি আঁকালেন তখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে দিয়ে। এর সবকিছুই হল হুবহু আগের ছবিটার মত, শুধু তফাৎ ছিল, যে এ ছবিটাতে কোনও রঙ ব্যবহার করা হয়নি, আর হীরোকে খুব বুড়ো দেখাচ্ছিল। তিনি হীরোকে কথা দিলেন, যে এ ছবিটাও থাকবে প্রত্যেক প্লেয়ার্স সিগারেটের প্যাকেটে, তবে ভেতরদিকে। এই যে।' কার্ডবোর্ডের বাক্সটা ঠেলে দিয়ে বলল সে,—'দেখছেন, তাকে কত বয়স্ক দেখাচ্ছে? আর খুব লক্ষ্য করলে আরেকটা জিনিস দেখতে পাবেন,—ছবির জাহাজ ছুটোর পতাকা অর্ধনমিত হয়ে উড়ছে। এটা মিঃ প্লেয়ার খুব ভাল করেছিলেন না? এর মানে হচ্ছে, যে হীরোর প্রথম এবং শেষ জাহাজ ছুটো তার কথা মনে রেখেছে। মিঃ প্লেয়ার ও তার ছুই ছেলে নিজেরা এসে হীরোর মৃত্যুর ঠিক আগে তাকে এই নতুন ছবিটা উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। তার নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হয়েছিল, তাই না?'

—'ঠিক। মিঃ প্লেয়ার নিশ্চয়ই সকলের সম্বন্ধে চিন্তা করতেন।'

এবার মেয়েটি ক্রমশঃ তার স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে আসছিল। অন্যরকম স্বরে, কেমন এক অতিমার্জিত গলায় সে বলল,—'যাই হোক, গল্পটা শোনবার জন্য ধন্যবাদ। আমি মানি এটা নেহাৎ রূপকথা। অন্ততঃ আমি তাই মনে করি। কিন্তু বাচ্চারা এদিক দিয়ে বড্ড বোকা যতদিন না বড় হয়ে ওঠে, তারা বালিশের তলায় কিছু একটা রেখে শুতে চায়—ন্যাকড়ার পুতুল, ছোট্ট খেলনা, বা অন্যকিছু। ছেলেরাও কিছু কম যায় না। আমার ভাই উনিশ বছর বয়েস পর্যন্ত দিদিমার দেওয়া এক মাদুলী আঁকড়ে ছিল। তারপর সেটা হারিয়ে যায়। সেদিন যা কুরুক্ষেত্র সে করেছিল, আমি জীবনে ভুলব না। যদিও সে

তখন বিমানবাহিনীতে কাজ করে, আর সময়টা মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি। তার মতে সেই মাহুলিটা তার সব সৌভাগ্যের কারণ।' কাঁধ ঝাঁকালো ডোমিনো। একটু ব্যঙ্গের সুরে বললে,—'তার ঘাবড়াবার কিছু ছিল না। সে জীবনে ভালই করেছে। আমার চেয়ে অনেক বড় সে, কিন্তু আমি তাকে ভালবাসতাম। এখনও বাসি। মেয়েরা সর্বদা বদমাইশদের ভালবাসে, বিশেষ করে সে যদি আবার ভাই হয়। জীবনে সে এত উন্নতি করেছে, যে অনায়াসে আমার সাহায্য করতে পারত। কিন্তু কখনও তা করেনি। সে বলত, জীবনযুদ্ধে সব মানুষেরই স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। বলত, আমার দাদু এ তল্লাটে চোরাই-চালানদার আর জোচ্চোর হিসেবে এত বিখ্যাত, যে বোলান-জোর কবর খানায় পেটাশী বংশের শ্রেষ্ঠ কবরটি তাঁর। আমার ভাই বলত, তার কবরটা হবে আরো চমৎকার, আর ওই একই উপায়ে টাকা রোজগারের সাহায্যে।'

বণ্ড তার সিগারেটটা স্থিরভাবে ধরে, লম্বা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল।—'তোমার পারিবারিক নাম 'পেটাশী'?'

—'ওঃ, হ্যাঁ। ভিতালী নামটা আমি ষ্টেজে ব্যবহার করতাম। ভাল শোনায় বলে আমার নামটা বদলে নিয়েছি। অন্ত পদবীটা কেউ জানেনা। আমি নিজেই প্রায় ভুলে গেছি। ইটালীতে ফিরে এসে আমি 'ভিতালী' নামটাই ব্যবহার করেছি। তখন আমার ইচ্ছে করছিল সবকিছু বদলে ফেলতে?"

—"তোমার ভাইয়ের কী হোলো? তার নামের প্রথমটা কি?"

—"জোসেফ। তার চরিত্রে অনেক গণ্ডগোল আছে। কিন্তু পাইলট সে। শেষবার শুনেছিলাম সে প্যারিসে কি এক উঁচু পদ পেয়েছে। হয়ত এবার সে বাসা বাঁধবে। রোজ রাতে আমি সেই প্রার্থনাই করি। ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি তাকে অন্য সবকিছুর চেয়ে ভালবাসি আপনি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই?"

বণ্ড সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ঘসে নিভিয়ে ফেলল। বিল আনতে পাঠাল। তারপর বলল,—"হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।"

১৩

আণ্ডার দিসী

পুলিশ জেটির তলার কালো জল মরচে ধরা লোহার খুঁটিগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। দ্বাদশীর চাঁদের আলোয় ফুটে ওঠা লোহার বড় ফ্রেমটার ডারাকাটা ছায়ায় দাঁড়িয়ে কন্‌ষ্টেবল্‌ শ্যাণ্টোস আকোয়ালাং-এর সিলিণ্ডারটা বণ্ডের পিঠে তুলে দিলেন, এবং বণ্ড তার দড়িদড়াগুলো ভাল করে কোমরে জড়িয়ে নিল, যাতে লীটারের দেওয়া জলের তলার গাইগার কাউণ্টারের ষ্ট্র্যাপে টান না পড়ে। রবারের তৈরী নিশ্বাস নেওয়ার মাউথপীসটা দাঁতে চেপে ভাল্‌ভ রিলীজ কমবেশী করে বণ্ড হাওয়ার সাপ্লাই ঠিক করে নিল। তারপর সাপ্লাই বন্ধ করে মাউথপীস বার করল। অনেক দূরের জংকানু নাইট ক্লাবের ষ্টিল ব্যাণ্ডের সঙ্গীত সানন্দে কালো জলের ওপর দিয়ে নেচে নেচে ভেসে আসছিল। শুনে মনে হয়, যেন এক দানবীয় মাকড়সা চড়া পর্দায় বাঁধা জাইলোফোনের তারের ওপর নাচ করছে।

শ্যাণ্টোস এক বিশালদেহী মিশ্রবর্ণের মানুষ, পরণে এখন শুধু সাঁতার কাটবার প্যাণ্ট। তার বুকের মাংসপেশীদুটো বড় বড় থালার মত দেখাচ্ছে। বণ্ড বলল—"এত রাতে জলের তলায় আমি কী কী দেখতে পারি? বড় কোনও থাকবে এদিকে?

শ্যাণ্টোস দাঁত বের করে হাসল,—"বন্দরের ধারেকাছে যারা থাকে তাদেরকেই দেখবেন সার। দু-একটা ব্যারাকুডা-ও চোখে পড়তে পারে। কিংবা হাঙ্গর। কিন্তু তারা নেহাৎ আলসে, আর ড্রেন থেকে বেরোন ময়লা খেয়ে খেয়ে ওদের পেট ভর্তি থাকে। ওরা আপনাকে ঝামেলা দেবে না—অবশ্য যদি আপনার গা থেকে রক্ত না বেরোয়। জানেন

নিশ্চয়ই, রক্তের স্বাদ পেলেই ওরা ক্ষেপে গিয়ে মানুষকে আক্রমণ করে। এছাড়া রাত্রিচর জলীয় প্রাণীদের দেখতে পাবেন—চিংড়ী, কাঁকড়া, ইত্যাদি। সমুদ্রের তলাটা বেশীর ভাগ ঘাসে ছাওয়া, আর আছে ভাঙা নৌকোর লোহা লক্কড়, গাদা গাদা বোতল-টোতল। কিন্তু জল খুব স্বচ্ছ। চাঁদ আর 'থিস্কোর' থেকের আলোয় আপনি সবকিছু দেখতে পাবেন বারো থেকে পনেরো মিনিটের বেশী লাগবে না আপনার। মজাটা কি জানেন, আমি এক ঘণ্টা ধরে ইয়াটার ওপর নজর রাখছি আর এপর্যন্ত ওর ডেকে একটাও পাহারাদার বা পরিচালক কক্ষে একটাও লোক দেখতে পেলাম না। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে আপনার প্যাকোয়ালং থেকে বেরোনো বুদ্বুদগুলো দেখা যাবেনা। আপনাকে অক্সিজেন পরিশ্রুত করবার একটা যন্ত্রও দিতে পারতাম, কিন্তু আমি ও জিনিসটাকে একদম পছন্দ করিনা। বড় বিপজ্জনক।"

—"ঠিক আছে, যাচ্ছি তাহলে। আধঘণ্টার মধ্যে আবার দেখা হবে।" বণ্ড কোমরের ছোরাটা একবার পরখ করে মাউথপীসটা মুখে পুরল। অক্সিজেনের সাপ্লাই খুলে দিয়ে, পায়ের সাঁতার কাটবার পাখনাদুটো খপ্‌খপিয়ে জলে নেমে গেল কর্দমাক্ত বালির ওপর দিয়ে। আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল, যাতে মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেওয়াটা অভ্যস্ত হয়ে আসে। জেটির প্রান্তে পৌঁছবার আগেই জল তার কান ছাপিয়ে উঠল। এবার বণ্ড চট করে ডুবে মেরে সহজ লেগ ক্রলের সাহায্যে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

কাদায় ঢাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থাকে থাকে নীচে নামতে লাগল, সেই সঙ্গে বণ্ডও। প্রায় চল্লিশ ফিট যাবার পর সে দেখল সমুদ্রের তলা থেকে সে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে যাচ্ছে। তার ঘড়ির বড় বড় উজ্জ্বল ফোঁটা-ওয়ালা ডায়ালের দিকে তাকাল, ১২-১০। এবার সে সহজ স্বচ্ছন্দগতিতে সোজা সাঁতার কেটে চলল।

ওপরের ছোট ছোট তরঙ্গের ছাদ ভেদ করে ফ্যাকাসে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে সমুদ্রের তলায়। ফেলে দেওয়া সব জিনিসপত্র—মোটরের

টায়ার টিন, বোতল,—কালো কালো ছায়া ফেলেছে। ছোট্ট একটা অক্টোপাস বণ্ডের সাঁতারের ঢেউ খেয়ে ভয়ের চোটে চট্‌পট ঘন খয়েরী থেকে ছাইরংয়ের হয়ে গেল, এবং কুঁকড়ে ঢুকে গেল তার বাড়ী, একটা খালি তেলের ড্রামের ভেতর। রাত্রিবেলা সমুদ্রের তলায় বালিতে খুব ছোট ছোট জেলীর মত সব সামুদ্রিক ফুল ফুটে ওঠে। বণ্ডের কালো ছায়া তাদের ওপর পড়তেই ঘাবড়ে গিয়ে তারা তাদের গর্তে ঢুকে পড়ল। নানারকম রাত্তিরের প্রাণী বণ্ডের সাঁতারের ধাক্কা খেয়ে চটেমটে তাদের গর্ত্ত থেকে পিচকিরীর মত কাদাজল ছুঁড়তে লাগল। কয়েকটা কাঁকড়া বণ্ডকে দেখে তাড়াতাড়ি ঝিনুকের আড়ালে সরে গেল—বণ্ডের মনে হল, সে যেন চাঁদের মাটির ওপর দিকে ভেসে যাচ্ছে, যে মাটির ওপরে ও তলায় নানারকম রহস্যময় স্বল্পায়ু প্রাণী বাস করে। খুব আগ্রহের সঙ্গে সে সবকিছু লক্ষ্য করছিল যেন, সে একজন সমুদ্রতত্ত্ববিদ। সে জানে, সমুদ্রের নীচে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সাঁতার কাটবার এই এক উপায়—সমস্ত আগ্রহ দৃশ্য বাসিন্দাদের ওপর স্থির করে রাখা আর সামনের এই ভয়াবহ ধূসর কুয়াশার দেওয়ালের ভেতর কাল্পনিক সব দানব খুঁজে বার করবার চেষ্টা না করা।

বণ্ডের সাঁতার কাটার ছন্দ ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে এল। চাঁদকে ডান কাঁধের দিকে রেখে সঠিক রাস্তায় এগোতে বণ্ডের মন ডোমিনোর উদ্দেশ্যে উধাও হয়ে গেল।—তাহলে ইনি হচ্ছেন সম্ভাব্য প্লেন চোরটির ভগ্নী। হয়ত লার্গো-একলা জানেনা, অর্থাৎ লার্গো যদি সত্যিই এ ব্যাপারে জড়িত থাকে। কিন্তু এই আত্মীয়তা কী বোঝাচ্ছে? যোগাযোগ। অন্য কিছুই হতে পারে না। মেয়েটার আচরণ সম্পূর্ণ সরল। কিন্তু তবুও এতে লার্গোর ঘাড়ের সন্দেহের ওপর আরেকটা শাকের আঁটি চাপল বিশেষ করে 'প্রেতাত্মা' কথাটা শুনে লার্গোর প্রতিক্রিয়া। এটা ইটালিয়ান কুসংস্কার বলে চালানো যেতে পারে,—আবার না-ও যেতে পারে। বণ্ড ভীষণভাবে অনুভব করছিল, যে লার্গোর বিরুদ্ধে এই টুকরো টুকরো প্রমাণগুলো হয়ত জলের ওপর ভেসে ওঠা আইসবার্গের

কয়েক ফিট নিরীহ মাথাটুকুর মত,—যার জলের তলায় ভাসছে হাজার হাজার টন বরফ। সদরদপ্তরে এ খবর পাঠানো উচিত? না, অনুচিত? বণ্ডের মন অস্থির হয়ে উঠল। কী করা যায়? সব সন্দেহের পেছনে তার নিজস্ব কল্পনাটুকু কী করে দাঁড় করানো যায়? কতটুকু বলা দরকার আর কতটা চেপে যাওয়া চাই?

লক্ষ লক্ষ বছর আগে আরণ্য জীবন যাপন করবার সময় থেকে মানুষের দেহের এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জন্ম নিয়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড বিপদের মুহূর্ত ছাড়া মানুষ এর অস্তিত্ব টের পায় না। বণ্ডের মন বর্তমান অভিযানের ঝুঁকি থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল, কিন্তু তার চেতনার তলায় তলায় আরেকটা মন শত্রুর আশংকায় পূর্ণ সজাগ ছিল। এবার তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সহসা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সংকেত বেজে উঠল—বিপদ! বিপদ! বিপদ!

বণ্ডের শরীর শক্ত হয়ে গেল। তার হাত চলে গেল ছোরার দিকে আর মাথা ঘুরে গেল ডানদিকে—বাঁদিকে বা পেছনদিকে নয়। তার মন তাকে ডানদিকে ঘুরতে বলেছে।

কুড়ি পাউণ্ড বা তার বেশী ওজনের ব্যারাকুডা হচ্ছে সমুদ্রের সবচেয়ে ভয়ংকর মাছ। এই হিংস্র প্রাণীটি দাঁতে ভরা ভীষণ চোয়াল (যা র‍্যাট্‌ল সাপের চোয়ালের মত নব্বই ডিগ্রী কোণে বিস্ফারিত হতে পারে) থেকে ইস্পাত-নীল শরীর বেয়ে স্বচ্ছন্দশক্তিতে ভরপুর ল্যাজের পাখনাটা পর্যন্ত একখানি মারাত্মক অস্ত্র। এই ল্যাজের জন্যই ব্যারাকুডা সাগরের সবচেয়ে দ্রুতগামী পাঁচটি প্রাণীর অন্যতম। এই মাছটি চলছিল বণ্ডের থেকে প্রায় দশ গজ দূরে, সমান্তরাল ভাবে, জলের ভেতর বণ্ডের দৃষ্টিশক্তির সীমানায় ধূসর কুয়াশার দেওয়ালটার ঠিক ভেতরে। মাছটার গায়ের লম্বা দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে,—এগুলো ব্যারাকুডার শিকারী রূপের চিহ্ন। সোনালী কালো কুৎকুতে একজোড়া চোখ বণ্ডের ওপর নিবিষ্ট অথচ কৌতূহলহীন দৃষ্টি ফেলছে। বিরাট মুখটা আধইঞ্চি হাঁ করা, চাঁদের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে সাগরের তীক্ষ্ণতম একসারি দাঁত—যে দাঁতগুলো

মাংস কামড়ায় না, বড় বড় মাংসের টুকরো কেটে নিয়ে, খেয়ে, আবার আরেক কামড়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ভয়ে বণ্ডের পেটের ভেতর গুড়গুড় করে উঠল, চামড়া টানটান হয়ে গেল। সাবধানে একবার ঘড়ি দেখল। 'ডিঙ্কে'র নীচে পৌঁছতে আর তিন মিনিট বাকী। হঠাৎ সে একটা বাঁক নিয়ে তীব্রবেগে ছোরাহাতে বিশাল মাছটাকে আক্রমণ করল। দানব ব্যারাকুডা-টা অলসভাবে বারকয়েক ল্যাজের পাখনা নেড়ে সরে গেল, আর বণ্ড আবার নিজের রাস্তা ধরতেই সে ঘুরে বণ্ডের পিছু নিল। যেন ধীরেসুস্থে ভেবে দেখছে কোনখাসে আগে কামড় দেবে—কাঁধে, না পাছায়, না পায়ে।

বণ্ড শিকারী মাছ সম্বন্ধে যা যা জানত, তা মনে করবার চেষ্টা করল। প্রথম নিয়ম হচ্ছে না ঘাবড়ানো, নির্ভীক থাকা। চলাফেরার ছন্দ ঠিক করে নিয়ে তা মেনে চলা। গণ্ডগোল বা দিশেহারা ভাব যেন দেখা না যায়। সমুদ্রের ভেতর অসংলগ্ন বিশৃংখল ভাব দেখানোর অর্থই হচ্ছে সে বেসামাল, অর্থাৎ সহজবধ্য হয়ে পড়েছে। ঢেউ-এর আঘাতে একটা কাঁধ উল্টে যাওয়ামাত্র তার নরম পেটটা সহস্র শত্রুর কাছে অনাবৃত হয়ে পড়ে। বণ্ড নির্দিষ্ট ছন্দে সহজগতিতে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

এবার চারপাশের চেহারা বদলে গেল। নরম সামুদ্রিক ঘাসে ছাওয়া একটা জায়গা দেখা দিল। গভীর জলের হালকা ঢেউ-এ ঘাসগুলো নেচে নেচে যেন ডাকছে তাকে। এই সম্মোহনী হাতছানিতে বণ্ডের মাথা হঠাৎ একটু ঘুরে উঠল। ঘাসের ভেতর ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে বালির ভেতর থেকে গজানো বড় বড় কালো ফুটবলের মত ময়া স্পঞ্জের টুকরো। একসময় স্পঞ্জ ছিল নাসাউ-এর একমাত্র রপ্তানি দ্রব্য। কিন্তু একরকম ফাংগাস স্পঞ্জের গাছগুলোকে নিঃশেষে মেরে ফেলেছে, যেমন মিক্সোম্যাটেসিস রোগ খরগোসদের নির্বংশ করে দেয়। বণ্ডের কালো ছায়া ঘাসের ওপর দিয়ে এক ঝটপটে বাদুড়ের মত উড়ে গেল। সেই ছায়ার ডানদিকে ব্যারাকুডার লম্বা ছায়া যথারীতি তাকে অনুসরণ করে চলল।

ছোট ছোট রূপোলী মাছেদের এক ঘন ঝাঁক দেখা দিল সামনে। মাঝ সমুদ্র এমনভাবে ভাসছিল, যেন তাদের কাঁচের বোতলে পুরে রাখা হয়েছে। ছুটি সমান্তরালে দেহ তাদের কাছাকাছি এসে পড়তেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুই শত্রুর জন্ত রাস্তা করে দিই, এবং তারা করে দিল, এবং তারা চলে যেতেই আবার ঘন হয়ে এল। মাছের ঝাঁকের ভেতর দিয়ে বণ্ড ব্যারাকুডা-টাকে একবার দেখে নিল। রাজসিক চালে সে এগিয়ে আসছে। আশেপাশের খাদ্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, যেমন একটা শেয়াল মুরগীদের তাড়া করবার সময় আশেপাশে খরগোশ পড়লে উপেক্ষা করে যায়।

নাচন্ত ঘাসগুলোর মধ্যে পোঁতা নোঙরটাকে আরেক শত্রুর মত দেখাচ্ছিল। তার সঙ্গে বাঁধা শেকলটা ওপরদিকে উঠে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেছে। বণ্ড শেকল বেয়ে উঠতে লাগল। লক্ষ্য পৌঁছনোর আনন্দে আর দারুণ কিছু একটা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনায় সে ব্যারাকুডা-টার কথা পর্যন্ত ভুলে গেল।

জলের ওপর এসে পড়া জ্যোৎস্না টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছিল। বণ্ড ধীরে ধীরে সেদিকে উঠতে লাগল। একবার নীচে তাকাল। ব্যারাকুডাটার কোন চিহ্ন নেই। হয়ত নোঙর আর শিকলটা দেখে ঘাবড়ে সরে গেছে। মাথার ওপরের কুয়াশা ভেদ করে ক্রমশ জাহাজের লম্বা খোলটা মূর্তি পরিগ্রহ করল,—যেন জলে ভাসছে এক বিশাল জেপেলিন। হাইড্রোফয়েলের যন্ত্রাংশটা বড় বিদঘুটে, বেমানান দেখাচ্ছে। তার এক কোণ ধরে বণ্ড একবার চারিদিক দেখে নিল।

বাঁদিকে অনেক দূরে একজোড়া বড় স্ক্রু চাঁদের আলোয় চকচক করছে। বণ্ড খোলের গা বেয়ে সে-ছুটোর দিকে এগোতে লাগল, ওপরদিকে লক্ষ্য রেখে। হঠাৎ সে সজোরে নিঃশ্বাস নিল। হ্যাঁ, সত্যিই একটা দরজা আছে। খোলের গায়ে জলের নীচে একটা চওড়া হ্যাচ। বণ্ড কাছে গিয়ে মাপল। প্রায় বারো বর্গফিট লম্বা-

চওড়া, মাঝামাঝি দু-ভাগ করা। বণ্ড এক মুহূর্ত ভাবল,—না জানি এর ভিতর কি আছে! তারপর গাইগার কাউন্টারের সুইচ টিপে সেটাকে চেপে ধরল ইস্পাতের ওপর। বাঁ-হাতের কব্জিতে বাঁধা মিটারের কাঁটার দিকে লক্ষ্য করে দেখল, খুবই অল্প বিচলিত হয়েছে। খোলের ভেতর বোমা লুকোনো থাকলে কাঁটা যতটা ছুটবে বলেছিল লীটার, তার তুলনায় কিছুই না। ব্যাস্, এই পর্যন্ত। এবার বাড়ী ফেরা।

প্রায় একই সঙ্গে বণ্ড কানের পাশে 'ঠং' আওয়াজ শুনল, আর তার কাঁধে লাগল জোর ধাক্কা। সঙ্গে সঙ্গে বণ্ড খোল থেকে ছিটকে সরে এল। তার নীচে একটা তীক্ষ্ণাগ্র বর্শা কাঁপতে কাঁপতে তলিয়ে যাচ্ছে। বণ্ড ঘুরল।···একটা লোক, গায়ের কালো রবারের স্যুট চাঁদের আলোয় বর্মের মত ঝকঝক করছে। স্থির থাকবার জন্য জোরে পা দিয়ে জলে ঘাই মারতে সে তার গ্যাস (Go2) বন্দুকের নলে আরেকটা বর্শা ঢোকাবার চেষ্টা করছে। পাখনার ঝাপটা মেরে বণ্ড তীরের মত লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। লোকটা চট্ করে লোডিং লীভার টেনে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। বণ্ড বুঝল দেরী হয়ে গেছে। শিকার এখনও ছ-স্ট্রোক্ দূরে সুতরাং সে হঠাৎ থেমে গিয়ে, মাথা নীচু করে নীচের দিকে ডুব মারল। গ্যাস বন্দুকের নিঃশব্দ বিস্ফোরণের ঢেউ অনুভব করল সে, আর তার পায়ে কী যেন লাগল। এইবার। বণ্ড নীচে থেকে লোকটিকে আক্রমণ করল, তার হাতের ছোরা ছোবল মারল। পুরো ঢুকে গেল ফলাটা। বণ্ড হাতে রবারের স্পর্শ পেল। তারপর বন্দুকের কুঁদোটা তার কানের পেছনে আঘাত হানল, আর একটা সাদা হাত নেমে এল তার মুখ থেকে মাউথপীস খুলে নেওয়ার জন্য। বণ্ড পাগলের মত ছোরা চালাতে লাগল, কিন্তু জলের ভেতরে তার হাত চলছিল ভীষণ আস্তে। ছোরায় ফলাটা কী যেন চিরে দিল। সাদা হাতটা বণ্ডের কাঁচের মুখোশ ছেড়ে দিল, কিন্তু বণ্ড আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। আবার বন্দুকের কুঁদোটা তার মাথায় সজোরে এসে লাগল।

সমস্ত জল এখন কালো ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে। ভারী, থক্‌থকে একটি জিনিস, যা বণ্ডের মুখোশের কাচে সেঁটে যাচ্ছে। বণ্ড অতিকষ্টে পিছিয়ে এল, মুখোশের কাঁচে হাত ঘসতে ঘসতে। শেষে কাঁচ পরিষ্কার হল। দেখল, কালো ধোঁয়াটা বেরোচ্ছে লোকটার দেহ থেকে, পেটের ভেতর থেকে যুক্ত! তবু বন্দুকের কুঁদোটা আরেকবার নেমে আসছে, খুব আস্তে আস্তে—যেন ওটার ওজন কয়েক মণ। লোকটার পায়ের পাখনা-দুটো আর প্রায় নড়ছেনা, আর সে ক্রমশঃ বণ্ডের কাছ পর্যন্ত তলিয়ে এল নিচে জলের মধ্যে ভাসছে দেহটা, যেন বোতলের জলে ডোবোনো একটা পুতুল। বণ্ডের হাত-পা-ও আর তার কথা শুনছে না,—সীসের মত ভারী হয়ে উঠেছে। সে মাথা ঝাঁকিয়ে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করল। তবু তার হাত-পা কেমন অর্ধচেতনভাবে চলছে, গতিবেগ প্রায় শুন্য। অন্য লোকটার মাউথপীস ঘিরে বিঁচোনো দাঁতের শারি এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বন্দুকটা যেন বণ্ডের দিকে উঁচিয়ে উঠল। বণ্ড কোনো রকমে বুকের ওপর হাত জড়ো করে বাধা দেবার চেষ্টা করল। তার পাশের পাখনাদুটো পাখীর ডানার মত টলমল করছে।

আর ঠিক তক্ষুণি লোকটার দেহ বণ্ডের দিকে ছিটকে এল, যেন কেউ তার পেছনে জোর ধাক্কা দিয়েছে। হাতদুটো বণ্ডের দিকে খুলে গেল

অদ্ভুত এক আলিঙ্গনের ভঙ্গীতে, আর বন্দুকটা দুজনের মাঝখানে পড়ে আস্তে আস্তে ডুবে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটার পিঠ থেকে একঝলক কালো রক্ত সমুদ্রে ছিটিয়ে পড়ল, হাতদুটো উঠে পড়ল সামনের দিকে ওপরে, যেন আত্মসমর্পণ করছে। আর তার মাথাটা পেছন দিকে ঘুরে যেন আততায়ীকে একবার দেখতে চেষ্টা করল।

এতক্ষণে বণ্ড সেই ব্যারাকুডা-টাকে দেখতে পেল লোকটার কয়েক গজ পেছনে। তার দাঁত থেকে কয়েক টুকরো কালো রবার ঝুলছে।

কাত হয়ে ভাসছে, সাত-আট ফিট লম্বা রূপোলী-নীল টর্পেডোর মত জন্তুটা, আর তার চোয়ালের চারপাশে রক্তের দাগ, যে স্বাদ পেয়ে সে আক্রমণ করতে ছুটে এসেছে।

এবার বাঘের মত চোখদুটো ঠাণ্ডা দৃষ্টি ফেলল, প্রথমে বণ্ডর ওপর, তারপর মৃতদেহটার ওপর। এক বীভৎস হাঁ করে দাঁত থেকে রবারের টুকরো-কটা ছাড়িয়ে নিল, তারপর ঘুরে সর্ব দেহ কাঁপিয়ে বিদ্যুতের মত ঝাঁপ দিল। তার হাঁ করা চোয়াল দিয়ে লোকটার ডান কাঁধ চেপে ধরল। কুকুর যেমন ইঁদুরকে ধরে ঝাঁকায়, তেমনি জোর এক ঝাঁকুনি দিল। তারপর দেহটা মুখে নিয়ে চলে গেল। বণ্ডর শরীরের ভেতর থেকে গলিত লাভার মত বমি বেরিয়ে আসতে চাইল। কোনোরকমে সামলে নিয়ে, যেন ঘুমের ঘোরে খুব আস্তে সাঁতার কাটতে লাগল তীরের দিকে।

খানিকদূর যাওয়ার পর একটা রূপোলী ডিমের মত আকারের জিনিস তার বাঁদিকে জলের ওপর এসে পড়ল আর ডিগবাজি খেতে খেতে ডুবে গেল। বণ্ড এ নিয়ে মাথা ঘামাল না। কিন্তু দু-পা যেতে না যেতে পেটে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেল পাশের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার স্নায়ুগুলো সজাগ হয়ে উঠল। সামনে, নিচের দিকে জোরে সাঁতার কাটতে লাগল। আসে কয়েকটা জলবোমা ফাটার ঢেউ এলো লাগল। কিন্তু বোমাগুলো ফেলা হচ্ছিল জাহাজের চারপাশের রক্তের দাগ লক্ষ্য করে। বণ্ড দূরে সরে যেতে ঢেউ-এর ধাক্কা দ্রুত কমে এল।

সমুদ্রগর্ভে দেখা দিল,—সেই নাচন্ত ঘাস, মরা স্পঞ্জ আর বিস্ফোরণে ভয় পেয়ে ছুটন্ত ঝাঁক ঝাঁক ছোট মাছ। এবার বণ্ড পায়ের সমস্ত জোর দিয়ে সাঁতরাতে লাগল। যে কোনও মুহূর্তে ওরা একটা বোট নামিয়ে দেবে আর আরেকজন ডুবুরী ডুব দেবে। সম্ভবতঃ তারা বণ্ডের আগমনের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাবে না, আর ধরে নেবে, যে নিখোঁজ লোকটা হাঙর বা ব্যারাকুডার পেটে গেছে। লার্গো বন্দর-পুলিশের কাছে কী

রিপোর্ট দেবে কে জানে। তবে এক নিরীহ বন্দরে সখের ইয়াট পাহারা দেবার জন্য জলের তলায় সশস্ত্র প্রহরীর প্রয়োজন ব্যাখ্যা করা তাঁর পক্ষেও শক্ত নহে।

সামুদ্রিক ঘাসের ওপর দিয়ে ভেসে চলল বণ্ড। তার মাথা ভীষণ ব্যথা করছে। বিশ্রী ক্ষতটার ওপর একবার হাত বুলিয়ে দিল। চামড়া ছড়েনি। জলের ভেতর না হলে, কুঁদোর আঘাতে সে তক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে যেত। এখনো তার মাথা ঝিমঝিম করছে, আর সমুদ্র শেষ হয়ে আসবার খানিক আগে তার মাথার ভেতর সবকিছু এলোমেলো হয়ে আসতে লাগল। হঠাৎ সামনের এক আলোড়ন তাকে সজাগ করে দিল। —একটা দানবাকৃতি মাছ, ব্যারাকুডা, সামনের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাছটা যেন পাগল হয়ে গেছে। বার বার ধনুকের মত বেঁকে নিজের লেজে কামড় মারছে। তীব্র অস্বস্তিতে তার মুখ খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। বণ্ড তাকে ধূসর কুয়াশার ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল।

সমুদ্রের রাজাকে এতটা অসহায় দেখে বণ্ডের কেমন দুঃখ হল। দৃশ্যটার মধ্যে খুব করুণ, ভয়াবহ একটা দিক আছে—পতনের ঠিক আগে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধার অন্ধ আক্ষেপের মত। বণ্ড বুঝল, একটা বোমা মাছটার কোনো এক স্নায়ুকেন্দ্র গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তবে মস্তিষ্ক এক সূক্ষ্ম যন্ত্রের ভার-সাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। বেশীক্ষণ টিঁকবে না এ। সমুদ্র ভারসাম্য হারানো আর আত্মহত্যা, একই ব্যাপার। এর চেয়ে এক শিকারী, হাঙ্গর, সহজেই এই খিঁচুনি দেখতে পাবে। পিছু নেবে, যতক্ষণ না খিঁচুনি কমে আসে: তারপর দ্রুত আক্রমণ করবে হাঙ্গরটা। ব্যারাকুডা কোনোরকমে একটু বাধা দেবে, তারপরেই সব শেষ। তিনটে ভীষণ কামড় বসবে,— প্রথমেই মাথাটা যাবে, পরে ছট্‌কট্‌ করা ধড়টা।

সমুদ্রের তলায় পড়ে থাকা গাড়ীর টায়ার' বোতল, টিন পেরিয়ে জেটি দেখা। বালির সিঁড়ি পেরিয়ে অগভীর জলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বণ্ড। তার মাথা ঝুঁকে পড়ল। ভারী অ্যাকোয়ালাং-টা বইবার ক্ষমতা আর নেই,—যেন এক পরিশ্রান্ত, ভেঙ্গে পড়া জন্তু।

১৭

রহস্যানুসন্ধান

জামাকাপড় পড়তে পড়তে বণ্ড কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ স্যাণ্টোসের মন্তব্যগুলো এড়িয়ে গেল। সে বলছিল যে একটু আগে জলের তলায় কয়েকটা বিস্ফোরণ হয়ে গেল। সমুদ্রের জল লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল। ইয়াটের ডেকে অনেকজন লোক বেরিয়ে এসে হৈ-হৈ করছিল। একটা বোট নামানো হয়েছে জাহাজের বাঁদিকে, যাতে তীর থেকে দেখা না যায়। বণ্ড বলে দিল, যে সে এসবের কিছু জানে না। সে বোকার মত জাহাজের গায়ে মাথা ঠুকে বসেছিল। তবে সে যা দেখতে গিয়েছিল তা দেখে ফিরে এসেছে। সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। কন্‌ষ্টেবলের সাহায্য খুব কাজ দিয়েছে। অনেক ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি। বণ্ড কাল সকালে কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবে।

বণ্ড সাবধানে হেঁটে গিয়ে পাশের রাস্তায় পার্ক করে রাখা লীটারের ফোর্ড গাড়ীটাতে উঠল। হোটেলে পৌঁছে সে ফোন করল লীটারকে, আর তারপর একসঙ্গে গাড়ীতে চেপে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে চলল। বণ্ড তার অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের কথা বর্ণনা করল লীটারের কাছে। বলল, যে এবার সে কোনো ফলাফলের পরোয়া করবে না। সে সমস্ত কিছু রিপোর্ট করে দেবে! এখন মণ্ডনে রাত আটটা, অর্থাৎ চরমপত্রে উল্লেখিত তিন দিন শেষ হতে আর চল্লিশ ঘণ্টাও বাকি নেই। টুকরো টাকরা মিলিয়ে লাগোর বিরুদ্ধে আদ্দেক প্রমাণ যোগাড় হয়ে গেছে। বণ্ডের সন্দেহ এত প্রবল হয়ে উঠেছে, যে আর চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব নয়।

লীটার খুব নিশ্চিতভাবে বলল,—"ঠিক তাই কর তুই। তোর রিপোর্টের একটা কপি আমি CIA-কে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি 'মাণ্টা'-কে ডেকে বলছি সোজা এখানে চলে আসতে।"

—"বলিস্ কী।" বণ্ড লীটারকে মেজাজের পরিবর্তনে হাঁ হয়ে গেল। "হল কী তোর?"

—"হয়েছে কি, আজ ক্যাসিনোতে আমি ঘুরে ঘুরে ঐ অংশীদার আর গুপ্তধন শিকারীদের পর্যবেক্ষণ করছিলাম। ওরা সবাই ছোট ছোট দল বেধে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখবার চেষ্টা করছিল, যে ওরা ভারী ফূর্তি করছে,—ছুটি উপভোগ করছে আর কি। কিন্তু অভিনয় ভালো হচ্ছিল না। লাগোই যা এক হৈ-চৈ আর ছেলেমানুষী করছিল। বাকী সবাইকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একদল ডাকাত, যারা ঠিক আগেরদিন একটা বড়গোছের লুট-পাট করে এসেছে। জীবনে কখনও এতগুলো অপরাধীকে একজায়গায় দেখিনি। সবাই নিখুঁত সাজসজ্জা করে সিগার আর শ্যাম্পেন টানছে। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় না যে খুব মেপে মদ টানছে,—এক-দু গেলাসের বেশী কেউ নয়। বোধ হয় ওদের ওপর সেইরকম আদেশ আছে। গুপ্তচর আর গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করে করে চোখ পেকে গেছে, বুঝেছিস। দেখেই মনে হল সবকটার-চেহারা সন্দেহজনক। জানিস তো, পেশাদার অপরাধীদের কেমন সতর্ক, ঠাণ্ডামাথা জিলিপীর প্যাঁচওয়ালা মনে হয় দেখলেই।

"যাই হোক, কাউকেই আমি চিনতে পারছিলাম না, যতক্ষণ না এক টাকমাথা, ঘন ভুরু, পুরু কাঁচের চশমাপরা বেঁটেখাটো লোক চোখে পড়ল। মাইরী তাকে দেখেই মনে হল যেন একটি ধার্মিক লোক ভুল করে বেশ্যা-বাড়ীতে ঢুকে পড়েছে। সারাক্ষণ গরুচোরের মত মুখ করে এদিক-উদিক তাকাচ্ছিল, আর কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে এলেই লজ্জায় লাল-টাল হয়ে গিয়ে বলছিল কী চমৎকার জায়গা। তার নাকি ভীষণ ভাল লাগছে। আমি কান খাড়া করে শুনলাম, তারপর দুজন ভদ্রলোককে ঐ একই কথা বলল। বাকী সময়টা গাধার মত পায়চারি করে বেড়াল। কেমন একটা অসহায় ভাব, সারাক্ষণ যেন চুষিকাঠি চিবোচ্ছে। তা লোকটাকে দেখেই মনে হল কোথায় যেন দেখেছি। অথচ ঠিক মনে করতে পারলাম না। বুঝছিস তো? কিছুক্ষণ ভাববার পর ক্যাসিনোর এক রিসেপ্‌শনিষ্টের কাছে গিয়ে বেশ জমিয়ে বললাম যে—দেখুন আমি আমার এক ইউরোপ প্রবাসী ক্লাস-ফ্রেণ্ডকে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু, তার নামটা কিছুতেই ছাই মনে আসছে না। ও

বোধহয় আমায় চিনতে পেরেছে। ভারি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছি। আপনি একটু সাহায্য করতে পারেন?

"রিসেপ্‌শনিষ্ট ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলাম গরুচোরটিকে। তিনি তাঁর ডেস্ক্‌ হাতড়িয়ে ঠিক মেম্বারশিপ কার্ডটি বার করলেন। লোকটার নাম নাকি ট্রাউট, সুইস পাসপোর্ট। মিঃ লার্গোর দলের একজন।" লীটার একটু থামল। তারপর বণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলল,—"তোর কোৎসে-কে মনে আছে? সেই পূর্ব্ব-জার্মানির পদার্থবিদ। পাঁচ বছর আগে তিনি পশ্চিম জার্মানিতে চলে এসে পূর্ব জার্মানির গোপন অনেক তথ্য ফাঁস করে দেন। বদলে মোটা বকশিশ পেয়ে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে গা ঢাকা দেন। তোকে বলে দিচ্ছি জেম্‌স্‌, এ হচ্ছে সেই লোকটা। CIA-তে কাজ করবার সময় ওর ফাইলটা আমার হাতে আসে ওয়াশিংটনে। তখন এ একটা জবর খবর ছিল।—আমি এখন নিঃসন্দেহ। এই লোকটাই কোৎসে। এখন এতবড় একজন বৈজ্ঞানিক 'ডিস্কো'-তে করছেন-টা কী। দারুণ সন্দেহজনক, কী বলিস?"

তাদের গাড়ী পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে এসে পড়েছিল। বাড়ীটার শুধু একতলায় আলো জ্বলছিল। ডিউটি সার্জেণ্টকে জানিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিজেদের ঘরে পৌঁছনোর আগে বণ্ড কোন জবাব দিল না। ঘরে ঢুকে সে লীটারের দিকে তাকিয়ে বলল,—"ব্যাস্‌, ফেলিক্স এইটাই হল মোক্ষম প্রমাণ। এবার কী করা যায়?"

—"তুই আজকে যা দেখছিস, তার ওপর আমার পুরো দলটাকে সন্দেহের অজুহাতে গ্রেপ্তার করতে পারি। কোনো অসুবিধে নেই।"

—"কিসের সন্দেহ? লার্গো তার উকিলকে ডেকে এনে পাঁচ মিনিটে ছাড়া পেয়ে যাবে। আইনের ব্যাপার। আমাদের হাতে কোন্‌ প্রমাণটা আছে, যা লার্গো উড়িয়ে দিতে পারেনা। কি বলবে জানিস? বলবে,—ঠিক আছে, মানলাম ট্রাউটের আসল নাম কোৎসে। আমরা গুপ্তধন খুঁজছি বন্ধুগণ, আমাদের একজন পাকা খনিজবিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। এই ভদ্রলোক সে কাজ করতে চাইলেন। বললেন তাঁর নাম ট্রাউট। রাশিয়ানদের হাতে ধরা পড়বার ভয় নিশ্চয়ই এর এখনও আছে, সেই জন্যেই নিজের নাম গোপন করা। পরের প্রশ্নটা কী? ওঃ, হ্যাঁ 'ডিস্কো'র খোলের ভেতর একটা ঘর আছে। গুপ্তধন খুঁজতে সুবিধে হবে

এতে। ঘরটা দেখবেন? তা, যদি নেহাৎ দরকার থাকে—।—দেখুন বন্ধুগণ, জলের তলায় সাঁতার কাটার সরঞ্জাম, স্কুভ (ছোট্ট একটা ব্যাথিস্ফীয়ার-ও থাকতে পারে)। জলের তলায় প্রহরী? অবশ্য। লোকেরা গত ছ-মাস ধরে আমাদের লক্ষ্যস্থল, আর কি করে গুপ্তধন উদ্ধার করা হবে, তা জানবার জন্য ছোঁক ছোঁক করছে। বন্ধুগণ, আমরা ব্যবসাদার। আমাদের গোপনীয় তথ্য গোপনই রাখতে চাই।—কিন্তু কথা হচ্ছে, এই মিঃ ভদ্রলোক নাকি একজন ধনী ব্যক্তি, সম্পত্তির খোঁজে এদিকে এসেছেন। ইনি মাঝরাত্তিরে আমার জাহাজের তলায় কোন কর্মটা করছিলেন? পেটার্শী? জীবনে এ-নাম শুনিনি। মিস ভিতালির পারিবারিক পদবীতে আমার কিছু এসে যায় না। তাকে ভিতালি বলেই জেনে এসেছি চিরকাল—।

বণ্ড হাতের একটা ভঙ্গি করে বলল—"বুঝছিস তো। সোজা বেরিয়ে যাবে। এই গুপ্তধন শিকারের ভুয়ো ব্যাপারটা বড় চমৎকার বার করেছে। এর সাহায্যে সবকিছু ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। আর কী বাকি রইল আমাদের হাতে? লার্গো বুক চিতিয়ে বলবে,—ধন্যবাদ, ভদ্রমহোদয়গণ। এবারে বোধহয় আমি যেতে পারি? একঘণ্টার মধ্যেই আমি কাজকর্ম চালাবার অন্য একটি ঘাঁটি ঠিক করে নিচ্ছি। আপনার কিছুদিনের মধ্যেই আমার উকিলদের কাছ থেকে চিঠি পাবেন,—বেআইনী আটক ও অনধিকার প্রবেশের জন্য। আর আপনাদের টুরিষ্ট ব্যবসাকে অনেক শুভেচ্ছা জানাই'।" বণ্ড গম্ভীরভাবে হাসল,—"বুঝলি তো?"

লীটার অধৈর্য হয়ে বলে উঠল,—"তাহলে কবরটা কি? লিম্পেট মাইন দিয়ে ডুবিয়ে দেব ইয়াট্‌টাকে? পরে বলা যাবে নাহয়, যে ঈষৎ ভুল হয়ে গিয়েছে?"

—"না। আমরা অপেক্ষা করব।" লীটারের ভয়ংকর মুখভঙ্গি দেখে বণ্ড হাত তুলে তাকে থামাল। বলল,—"আমাদের রিপোর্ট পাঠাতে হবে সাবধানে, মাপা কথায়। যাতে বড়কর্তারা বেশী উৎসাহিত হয়ে রাতারাতি এক ডিভিশন প্যারাট্রুপার এখানে পাঠিয়ে না দেন। আমরা বলে দেব যে 'মাণ্টা' ছাড়া অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আমাদের নেই। আর সত্যিই তাই। 'মাণ্টা'র সাহায্যে আমরা যেমন খুশী 'ডিস্কো-র

পিছু নিতে পারি। আমরা আড়াল থেকে ইয়াট্‌টার ওপর কড়া নজর রেখে দেখব ওরা কী করে। এখন পর্যন্ত আমাদের ওপর ওদের সন্দেহ পড়েনি। লার্গোর সমস্ত প্ল্যান ঠিক ঠিক চলছে, আর মনে রাখিস, এই গুপ্তধন অভিযানের ভাঁওতাটাই এ-পর্যন্ত লার্গোর সব কাজকর্ম সযতনে ঢেকে রেখেছে। এখন লার্গোর যা কাজ বাকী আছে, তা হল একটা বোমা গুপ্তস্থান থেকে তুলে নিয়ে এক নম্বর লক্ষ্যস্থলের দিকে রওনা হওয়া—আগামী ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে। যতক্ষণ না সে তার ইয়াটে বোমা তুলছে, বা সেই গুপ্তস্থানে ওদের বমাল সমেত ধরতে পারছি, ততক্ষণ কিছু করবার নেই। এখন কথা হচ্ছে, সে জায়গাটা এখান থেকে খুব দূরে হতে পারেনা। ভিক্টিকেটার বিমানটাও না, অবশ্য যদি সেটাকে এ তল্লাটেই নামানো হয়ে থাকে।

'সুতরাং কাল আমরা আমাদের সী প্লেনটা নিয়ে একশো মাইলের মধ্যে চারিদিকের সমস্ত জায়গা পর্যবেক্ষণ করে আসব। আমরা সমুদ্র দেখব, জমি দেখব না। ওটাকে কোথাও অল্প জলে নামানো হয়েছে এবং লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এরকম ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আমরা বোধ হয় খুঁজে বার করিতে পারব—যদি সত্যিই এ-এলাকায় থাকে ওটা। এবার আর রিপোর্ট দুটো পাঠিয়ে এক চোট ঘুমিয়ে নিই। আর ওদের বলে দেব, যে আগামী দশ ঘণ্টা আমাদের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ সম্ভব নয়। যত সহজ ভাষাতেই আমরা খবর পাঠাই না কেন, এ সঙ্কেত পটোম্যাক আর টেম্‌স্‌ নদীর জলে আগুন জ্বালিয়ে দেবে।'

• • roni060007 •

ছ-ঘণ্টা পরে, ভোরের স্বচ্ছ আলোয় তারা দুজনে দাঁড়িয়ে ছিল উইণ্ড-সর ফিল্‌ড বিমান ঘাটিতে। আর গ্রাউণ্ড ক্রু-রা তাদের ছোট গ্রুম্যান অ্যাম্‌ফিবিয়ান-প্লেনটাকে জীপের সাহায্যে হ্যাঙ্গার থেকে টেনে আন-ছিল। তারা দুজন প্লেনে চাপবার পর পাইলটার ইঞ্জিন চালু করেছে, এমন সময় দেখা গেল মোটর সাইকেলে চেপে এক ডেস্‌প্যাচ রাইডার অনির্দিষ্ট ভাবে তাদের দিকেই ছুটে আসে।

বণ্ড বলল—'এই! লিগগীর উড়ে পর! কাগজপত্তরের ঝামেলা।

পাইলটার ব্রেক ছেড়ে দিয়ে দ্রুতবেগে রানওয়ে-র ওপর প্লেন চালিয়ে

দিল। বেতার যন্ত্রে ক্রুদ্ধ চেঁচামেচি শোনা গেল। লীটার ওপরদিকটা দেখল ভালভাবে। আকাশ পরিষ্কার। সে আস্তে করে জয়ষ্টিক ঠেলে নামিয়ে দিল, আর প্লেনটা কংক্রীটের রাস্তার ওপর দিয়ে জোরে চলতে চলতে হঠাৎ এক ঝাকুনি দিয়ে নীচে ঝোপগুলোর ওপর দিয়ে আকাশে উঠে পড়ল। বেতার যন্ত্রটাও তখনো খড়খড় করছিল। লীটার হাত বাড়িয়ে সেটা বন্ধ করে দিল।

বণ্ডের কোলে একটা অ্যাডমিরালটি চার্ট। তারা উত্তরদিকে উড়ছে। তারা ঠিক করেছে প্রথমে গ্রাণ্ড বাহাম-র দ্বীপগুলো দেখে নিয়ে সম্ভাব্য এক নম্বর লক্ষ্য স্থলটির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া। তারা সমুদ্রের এক হাজার ফিট ওপর দিয়ে উড়ছিল। নীচের বেরী দ্বীপমালাকে দেখছিল যেন চমৎকার এক নেকলেস—অল্প জলে পড়ে থাকা বিচিত্রবর্ণের সব পাথরের মধ্যে বসান কয়েকটা খয়েরী প্যথরের টুকরো।

—'এখন বুঝছিল তো?' বণ্ড বললে, 'এখানে স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়ে পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত অনায়াসে দেখা যায়। ভিণ্ডিকেটারের মত একটা বিশাল জিনিস জলের নীচে পড়ে থাকলে প্লেন থেকে খুব দেখা যেত। সুতরাং যেসব জায়গার ওপর দিয়ে বিমান চলাচল করে, আমরা কখনও সেদিক খোঁজাখুঁজি করব না। তারা নিশ্চয়ই কোনো নির্জন জায়গায় প্লেন নামিয়ে। তিন তারিখ রাত্রে 'ডিস্কো'-র দক্ষিণ পূর্ব দিকে যাওয়াটা বড় অদ্ভুত। ঐদিকে বিমান চলাচলের রাস্তা আর বসতির সংখ্যা অজস্র। হয়ত বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি, যে ওটা নেহাৎ ভাঁওতা। উত্তর বা পশ্চিমে যাওয়াটাই সবচেয়ে বেশী সম্ভব। জাহাজটা আট ঘণ্টার জন্য সমুদ্রে ছিল। এর অন্তত: দু-ঘণ্টা গেছে নোঙর করে বোমা-দুটো উদ্ধার করতে। বাকী থাকে তিরিশ নট্ বেগে ছ'ঘণ্টার পাড়ি। ঐ ভাঁওতাটা দিতে ধরা যাক নষ্ট হয়েছে আরো এক ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা রইল। গ্রাণ্ড বাহামা থেকে বিমিনি দ্বীপমালা পর্যন্ত একটা জায়গা আমি ম্যাপে দাগ দিয়ে রেখেছি, প্লেনটা যদি থাকে, এখানেই থাকবে।'

—'কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছিলি?'

—'হ্যাঁ। তিনি দুজন বিশ্বস্ত লোককে লাগিয়ে দিয়েছেন দিবারাত্রি 'ডিস্কো-র ওপর নজর রাখতে। জাহাজটার প্যালমীরার কাছে নোঙর

করবার কথা মধ্যাহ্নের মধ্যে। যদি সেখানে থেকে আবার সে রওনা হয়ে আর আমরা ইতিমধ্যে ফিরে না আসি, সঙ্গে সঙ্গে বাহামা এয়ারওয়েজের একটা চার্টার্ড প্লেন তার পিছু নেবে। দু-একটা খবর তাঁকে জানাতে, ভদ্রলোক বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি রাজ্যপালকে গল্পটা শোনাতে চাইলেন। আমি বারণ করলাম। কমিশনার লোক ভাল, তবে ষড়কর্তা-দের সম্মতি ছাড়া বেশী দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চাননা। যাই হোক 'মাণ্টা' কখন এখানে এসে পড়বে বলে মনে হয় তোর ?'

—'সন্ধ্যে নাগাদ বোধ হয়।' লীটার অস্বস্তির সঙ্গে বলল,—'কেন যে ওকে ডেকে পাঠালাম জানিনা। কাল রাতে নিশ্চয়ই মাতাল হয়ে গিয়ে-ছিলাম। মাইরি, বিশ্রী গণ্ডগোল এটা জেমস। সকালের আলোয় মনে হচ্ছে যেন সবকিছুই কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। যাই হোক, ঐ স্থাখ গ্র্যাণ্ড বাহামা এগিয়ে আসছে। রকেট ঘাঁটিটা একবার চক্কর মেরে আসতে বলছিস ? ওর কাছাকাছি যাওয়া নিষিদ্ধ, তবে দূর থেকে দেখে আসতে ক্ষতি নেই। এক-দু মিনিটের মধ্যে ওরা যেমন চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেখবি।' লীটার হাত বাড়িয়ে বেতারযন্ত্রের (রেডিও) সুইচ অন করে দিল।

তারা পঞ্চাশ মাইল লম্বা চমৎকার একটা সমুদ্রতট বেয়ে পূর্বদিকে এগোতে লাগল। সামনের দিকে দেখা যাচ্ছিল ছোট ছোট অ্যালুমিনি-কুটীরে ছাওয়া এক শহর যেন। মাঝে মাঝে কয়েকটা লাল-সাদা আর রূপোলী কাঠামো অন্যান্য সব বাড়ীর নীচু হাত ছাড়িয়ে ছোটখাট স্কাই-স্ক্র্যাপারের মত উঠে গেছে।—'ঐ যে।' বলল লীটার, 'ঘাঁটির চারকোণে হলদে রঙের ওয়ার্নিং বেলুন দেখতে পাচ্ছিস ? ওরা প্লেন আর জেলেদের সতর্ক করে দিচ্ছে। আজ এখানে একটা মিসাইল পরীক্ষা হওয়ার কথা আছে। তাই সমুদ্রের দিকে দক্ষিণে সরে থাকা ভাল। যদি এটা একটা বড় পরীক্ষা হয়, তাহলে এরা অ্যাসেনশন দ্বীপের দিকে রকেট ছুড়বে—প্রায় পাঁচ হাজার মাইল পূর্বদিকে, আফ্রিকার তটের খুব কাছে। বাঁদিকে তাই। ঐ যে লাল-সাদা ডোরাকাটা লম্বা পেনসিলের মত ব্যাপারটা দেখছিস, ওটা একটা অ্যাটলাস' বা 'টাইটান' আন্তর্মহাদেশিক ক্ষেপণাস্ত্র (ICBM)। কিংবা এক প্রোটোটাইপ পোলারিস মিসাইলও হতে পারে। অন্য দুটো নল নিশ্চয়ই 'মাতাদোর' 'স্নার্ক' বা 'থাণ্ডারবার্ড'-এর

জন্য। ঐ কামানের মত জিনিসটা হল গিয়ে ক্যামেরা ট্র্যাকার। ওই চাকরীর মত রিফ্লেক্টার দুটো হচ্ছে রাডার স্ক্রীন।

'সেরেছে! একটা রাডার আমাদের দিকেই ঘুরছে! এবার কেমন ধমক দেয় ছাখ। দ্বীপের মাঝখানে কংক্রীটের জায়গা যেটা দেখছিস, সেটা হল, যে সব ক্ষেপণাস্ত্র ফিরিয়ে আনা যায় তাদের ল্যাণ্ড করার জায়গা। একটা সেণ্ট্রাল কণ্ট্রোল ঘর আছে, মিসাইল পরিচালনা আর সেটা বিপথে চলে গেলে ধ্বংস করবার জন্য। সেটা যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন তা নিশ্চয়ই মাটির নীচে আছে। কোনো এক বড়কর্তা নিশ্চয়ই সেখানে বসে মিসাইল ছোঁড়বার জন্য তৈরী হচ্ছেন, আর কর্মচারীদের বলছেন, যে এক শালা ক্ষুদে প্লেন ঘোরাঘুরি করে জ্বালাতন করছে।'

তাদের মাথার ওপর রেডিওটা খড়খড় করে উঠল। ধাতব স্বর শোনা গেল—'N/AKOL, N/AKOL. আপনারা নিষিদ্ধ এলাকায় এসে পড়েছেন। শুনতে পাচ্ছেন তো? অবিলম্বে দক্ষিণ দিকে ঘুরে যান। এট' গ্র্যাণ্ডবাহামা রকেট ঘাঁটি। সরে যান। সরে যান।'

লীটার বলল,—'বাদ দে। পৃথিবীর অগ্রগতির পথে ঝামেলা করার দরকার নেই। একেই তো উইণ্ডসর ফিলড থেকে বাজে রিপোর্ট যাবে। গণ্ডগোল বাড়িয়ে লাভ কী? তাছাড়া আমাদের যা দেখবার ছিল, তা দেখা হয়ে গেছে।' প্লেন দক্ষিণদিকে ঘুরিয়ে লীটার আবার বলল,—'আমার কথাটা ধরতে পেরেছিস তো? এই যন্ত্রপাতির আডভাটার দাম যদি ২৫ কোটি ডলারের এক পয়সা কম হয়, তবে আমার নাম বদলে রাখিস আর এ জায়গাটা নাসাউ থেকে মাত্র শ'খানেক মাইল। 'ডিক্কো'র পক্ষে এখানে বোমা বসিয়ে যাওয়া কিছুই নয়।

রেডিওতে আবার চীৎকার শুরু হল,—'N/AKOL, N/AKOL, আপানাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট যাবে একটা নিষিদ্ধ এলাকায় ঢোকা এবং নির্দেশ না শোনার জন্য। সোজা দক্ষিণদিকে উড়তে থাকুন আর হাওয়ায় হঠাৎ একটা আলোড়ন উঠতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন এই পর্যন্ত।' রেডিও থেমে গেল।

লীটার বলল,—'তার মানে ওরা এক্ষুণি একটা মিসাইল ছুঁড়বে।

পরীক্ষার জন্য। ওদিকে নজর রাখ, আর কখন হচ্ছে বলিস, প্রপেলারের গতি কমিয়ে দিতে হবে। আজ আমেরিকানদের ট্যাক্সের টাকা থেকে এক কোটি ডলার কেমন ফুস্ করে মিসাইল হয়ে উড়ে যায়, তা দেখতে ক্ষতি কী? আর ঐ ছাখ! রাডার স্ক্যানারটা পুব-দিকে ঘুরে গেল। এইবার!"

কিছুক্ষণ কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। তারপর বণ্ড দূরবীণ দিয়ে দেখল রকেটের তলা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরোচ্ছে তারপর বেরিয়ে এল মেঘের মত বাষ্প, ধোঁয়া আর তীব্র এক ঝলক সাদা আলো, যেটা ক্রমশঃ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে, যেন চোখের সামনে ভয়ংকর একটা কিছু দেখছে বণ্ড লীটারকে দৃশ্যটার পুরো বর্ণনা দিল,—"লঞ্চিং প্যাড থেকে আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে রকেটটা। লেজ থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে এল,—রকেটটা যেন তারই ওপর বসে আছে। এবার সোজা ওপর দিকে উঠছে। উড়ে বেরিয়ে গেল! সত্যি, কী জোর যাচ্ছে না। ব্যাস্, এবার সেটাও অদৃশ্য। বাপ্!" কপালের ঘাম মুছে বণ্ড বলল—"কয়েক বছর আগে 'মুনরেকার-এর ওপর আমার তদন্তটার কথা মনে আছে তোর?'

—"আছে। খতম হতে হতে কপালের জোরে বেঁচে গিয়েছিল।" লীটার বণ্ডের স্মৃতিচারণ থামিয়ে দিয়ে বলল,—"এখন আমাদের পরের দ্রষ্টব্য হচ্ছে বিমিনির উত্তরের ক'টা ছোট ছোট দ্বীপ। দেখে নিয়ে গোটা বিমিনি দ্বীপমালার ওপর একটা ভাল চক্কর মারা। দক্ষিণ-পশ্চিমে সত্তর মাইল মত হবে। নজর রাখিস। ক্ষুদে দ্বীপগুলো আমার চোখ এড়িয়ে গেলে সোজা নিয়ামি-র ফাউণ্টেন্ রুর মাঠে পৌঁছে যাব।"

মিনিট পনেরো পরে একছড়া মালার মত কে দ্বীপমালা দেখা দিল। জলের পিঠ থেকে অল্প একটু ওপরে ভাসছিল দ্বীপগুলো। এখানের জল খুব অগভীর। প্লেন লুকোনোর পক্ষে আদর্শ জায়গা। তারা একশো ফিট উচ্চতায় নেমে এসে এঁকেবেঁকে চলতে লাগল দ্বীপ-গুলোর ওপর দিয়ে জলটা এত পরিষ্কার যে বণ্ড দেখতে পেল বড় বড় সব মাছ উজ্জ্বল বালির ওপর প্রবালের চাঙড় আর আর সামুদ্রিক গাছের চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি হীরের আকারের মাছকে তাদের প্লেনের ছায়া কিছুদূর তাড়া করে শেষে ডিঙিয়ে যেতে সেটা

ভীষণ ঘাবড়ে বালির মধ্যে ঢুকে গেল। সবুজ অগভীর জল—মরুভূমির মত পরিষ্কার ও নিরীহ। প্লেনটা উড়ে গেল আরো দক্ষিণে, উত্তর বিমিনির দিকে। এখানে কয়েকটা বাড়ী আর জেলেদের জন্য হোটেল আছে। গভীর জলে মাছ ধরবার জন্য দামী সব নৌকো ঘুরে বেড়াচ্ছিল আশেপাশে। নৌকো থেকে সুসজ্জিত ফুর্তিবাজ চেহারার কয়েকজন লোক ছোট্ট প্লেনটার দিকে হাত নাড়ল। একটা সুগঠিত কেবিন ক্রুজারের ছাদে একটি মেয়ে নগ্ন হয়ে সূর্যস্নান করছিল। সে ঝটপট গায়ের ওপর একটা তোয়ালে টেনে নিল। "খাঁটি স্বর্ণকেশী মাইরি"!" মন্তব্য করল করল লীটার।

তারা বিমিনির দক্ষিণের ক্যাট কে দ্বীপমালার ওপর দিয়ে গেল। কিন্তু এখানেও দু-একটা জেলে নৌকো দেখা গেল। লীটার গুঙিয়ে উঠল—"এখানে ঘোরাঘুরি করার কোনো মানে হয়? এদিকে প্লেনটা থাকলে ঐ জেলেরা এতক্ষণে বার করে ফেলত।" বণ্ড তাকে বলল আরো দক্ষিণে যেতে। তিরিশ মাইল দক্ষিণে আরো কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ দেখা গেল, সেগুলো অ্যাডমিয়ালটি চার্টে নামহীন কটা ফোঁটা দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে। নীল গভীর ক্রমশঃ অগভীর হয়ে সবুজ দেখাতে লাগল। এক জায়গায় তিনটে হাঙর লক্ষ্যহীনভাবে চক্কর মারছিল। প্লেন তাদের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। তারপর আর কিছু নেই—কাঁচের মত সমুদ্রের নীচে কেবল ঝকঝকে বালি আর কিছু কিছু প্রবালের দাগ।

যেখানে জল আবার নীল হয়ে এল, তার ওপর দিয়ে তারা সাবধানে উড়ে গেল। নিষ্প্রাণ স্বরে বলল লীটার—"ব্যাস, আর কিছু দেখবার নেই। পঞ্চাশ মাইল সামনে অ্যাড্রোস দ্বীপ। অনেক বাসিন্দা সেখানে। ওর কাছাকাছি প্লেন নামালে একজন না একজন শুনতে পেতেই।" ঘড়ির দিকে তাকাল'—"সাড়ে এগারোটা। আর কোন্ দিকে স্যাঙাৎ? আর মাত্র দু ঘণ্টা ওড়ার মত তেল আছে আমার কাছে।

বণ্ডের মাথার গভীরে কী যেন একটা খচখচ করছিল। একটা কিছু, একটা ছোট্ট কিছু তার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। কী সেটা? হাঙরগুলো। চল্লিশ ফিট গভীর জলে। জলের ওপর পাক খাচ্ছে। কী করছে তারা ওখানে?

তিন-তিনটে হাঙর এক জায়গায় জড়ো হওয়া মানে ঐ প্রবাল আর বালির মধ্যে কিছু একটা মরেছে। বণ্ড উত্তেজিত কণ্ঠে বলল,—'আরেক-বার ফিরে চল একটু ফেলিক্স। ঐ অগভীর জলটাতে। কি যেন আছে—'

ছোট প্লেনটা একটা বড় মোড় নিল। ফেলিক্স প্রপেলারের গতি কমিয়ে জলের পঞ্চাশ ফিট ওপর দিয়ে ভেসে চলল। বণ্ড দরজা খুলে দূরবীণ চোখে লাগিয়ে ঝুঁকে পড়ল। হ্যাঁ, ঐ যে হাঙর কটা। দুটো ভাসছে জলের ওপর। তাদের পিঠের পাখনা দেখা যাচ্ছে। অন্যটা অনেক নীচে ডুব দিয়ে কিসে যেন ঢুঁ মারছে। দাঁতে চেপে ধরে টানছে একটা কিছু। সমুদ্রগর্ভে নানান রঙের ছোপের ভেতর দিয়ে একটা সরু রেখা দেখা গেল। বণ্ড চীৎকার করে উঠল,—'আরেকবার ঘুরে আয়।' প্লেনটা বাঁক নিয়ে ঘুরে এল। বণ্ড সমুদ্রের নিচে আরেকটা সরলরেখা দেখতে পেল, আগের রেখাটার সমকোণে। সে নিজের সীটে বসে পড়ে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। শান্তভাবে বলল,—'ঐ হাঙরগুলোর ওপরেই প্লেন নামা ফেলিক্স। আমার ধারণা এই সেই জায়গা।'

লীটার বণ্ডের দিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বলল—'ওঃ গড্'। তারপর বলল—'দেখা যাক পারি কিনা। এখানে প্লেন নামানো ভারী শক্ত। একেবারে কাঁচের মত জল।' সে প্লেন পিছিয়ে দিয়ে, বাঁকিয়ে আস্তে করে প্লেনের মুখ নিচের দিকে নামাল। একটা ঝাঁকুনি, আর ফ্লীড দুটোর তলায় জল ফোঁস করে উঠল। লীটার ইঞ্জিন বন্ধ করতেই প্লেনটা চট করে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল বণ্ড যেখানে চেয়েছিল তার থেকে দশ গজ দূরে।

ভাসন্ত হাঙরদুটো এদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। তারা তাদের চক্কর শেষ করে আবার ফিরে এল। প্লেনের এত কাছ দিয়ে চলে গেল, যে বণ্ড তাদের নির্বিকার, গোলাপী বোতামের মত চোখদুটো দেখতে পেল। হাঙরদের পিঠের পাখনা অজস্র ছোট ঢেউ-এর সৃষ্টি করেছিল। তাদের ফাঁক দিয়ে নীচে তাকাল বণ্ড। হ্যাঁ। নীচের ঐ 'পাথর'-গুলো ভুয়ো, ব্রেক রঙের ছোপ। 'বালি'-রাও তাই। এখন বণ্ড একটা বিরাট তেরপালের পাশগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল। তৃতীয় হাঙরটা ঢুঁ মেরে মেরে তুলে ফেলেছে অনেকটা তেরপল। এবার সে তার হাতুড়ীর মত মাথাটা ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে।

বণ্ড হেলান দিয়ে বসল। লীটারের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল,—'এ জায়গাটাই। সব ঠিক আছে। নীচে বিরাট একটা ক্যামোফ্লেজ করা তেরপল। তুই দ্যাখ একবার।'

লীটার যতক্ষণ বণ্ডের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখবার চেষ্টা করছে, বণ্ড ততো চিন্তা করছিল। পুলিসের ওয়েভলেংথে পুলিশ কমিশনারকে ধরে সব রিপোর্ট করবে? লণ্ডনে সংকেত পাঠাবে? না। ডিস্কো'-র অপারেটর যদি এখন নিজের কাজে থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই পুলিসের ওয়েভলেংথের ওপর কড়া নজর রাখছে। সুতরাং নেমে একবার দেখা যাক। দেখা যাক বোমগুলো এর মধ্যেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। পারলে কিছু প্রমাণ নিয়ে আসা। হাঙর? একটাকে খতম করে দিলেই বাকিদুটো সেই মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

লীটার চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। তার সমস্ত মুখ উত্তেজনায় চকচক করছে।—'আই ব্বাস্। ক্যায়সা মজা!' দড়াম করে বণ্ডের পিঠ থাবড়ে বলে উঠল সে.—'পেয়ে গেছী আমরা। শালার প্লেনটাকে খুঁজে পেয়ে গেছি! কী বলিস অ্যাঁ? হেই ভগবান'

বণ্ড তার ওয়াল্থার PPK পিস্তলটা বার করল। চেম্বারে এক রাউণ্ড গুলি আছে কিনা দেখে নিয়ে বাঁহাতের ওপর পিস্তলটার ভর দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, কতক্ষণে হাঙর দুটো আবার ঘুরে আসে। প্রথমটা অপেক্ষাকৃত বড়, প্রায় বারো ফুট লম্বা এক হাতুড়ী মুখো হাঙর। জল কেটে যেতে যেতে তার বীভৎস কোঁচকানো মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে নড়ছিল। কড়া চোখে জলের নীচের ঘটনাটা দেখছিল। আর অপেক্ষা করছিল মাংস বেরোয় কিনা দেখবার জন্য। তার পিঠের কালো পালের মত পাখনাটার নীচের প্রান্তের ওপর লক্ষ্য স্থির করল বণ্ড। পাখনাটা জল ভেদ করে উঠেছে। এর ঠিক নীচে রয়েছে হাঙরের মেরুদণ্ড, নিকেল প্লেটেড বুলেট ছাড়া যাকে ভাঙা অসম্ভব। বণ্ড ট্রিগার টানল। পাখনার ঠিক নীচে যেখানে জল ভেদ করল, সেখান থেকে ফট্ করে আওয়াজ শোনা গেল। ভারী পিস্তলের গর্জন সমুদ্রের ওপর দিয়ে গড়িয়ে অনেকদূর চলে গেল। হাঙরটা ভ্রুক্ষেপ করল না।

আবার গুলি চালাল বণ্ড। একরাশ বুদ্বুদ তুলে হাঙরটা শূন্যে

লাফিয়ে উঠল, ঝাঁপ দিল জলের নীচে তারপর মেরুদণ্ড-ভাঙা সাপের মত ছটফট্ করতে করতে উঠে এল। একটা সংক্ষিপ্ত আক্ষেপ। বুলেটটা নিশ্চয়ই মেরুদণ্ড চুরমার করে দিয়েছে। এবার তার বিশাল বাদামী শরীর মন্থরগতিতে পাক খেতে লাগল জলের ওপর, চক্রের ব্যাস বড়, আরো বড় হতে লাগল। খানিকক্ষণের জন্য তার কাস্তের মত মুখটা জলের বাইরে আসতে দেখা গেল সে হাঁপাচ্ছে। একবার পিঠের ওপর পাক খেয়ে গেল। সূর্যের আলোয় তার পেটটা সাদা দেখাল। তারপর তার সম্ভবতঃ মৃত দেহটা আপনাআপনি, এলোমেলো ভেসে চলল।

সরেঙ্গ হাঙ্গরটা সবকিছু লক্ষ্য করছিল। এবার সে সাবধানে এগিয়ে গেল। হঠাৎ খানিকটা ছুটে মুমূর্ষ হাঙ্গরটার কাছ থেকে ঘুরে এল। কিছু হল না দেখে সাহস পেয়ে জোরে ছুটে গেল আরেকবার। যেন ঢুঁ মারবে, তারপর হঠাৎ ওপরে মুখ উঠিয়ে গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের ওপর। শরীরের পাশের দিকে দাঁত বসাল। দাঁত বসল, কিন্তু মাংস ভীষণ শক্ত। কামড়ে খানিকক্ষণ ধরে থেকে বিরাট মাথাটা ঝাঁকাতে লাগল,—কী করবে বুঝতে পারছে না। শেষে কামড়টা খুলেই নিল। সমুদ্রের ওপর রক্তের মেঘ ভেসে উঠল। এবার তৃতীয় হাঙ্গরটা নীচে থেকে উঠে এল, আর তারা দুজনে মিলে পাগলের মত হাঙ্গরটার গা থেকে মাংস খুবলোতে লাগল। মুমূর্ষ হাঙ্গরটার কাঁপা দেহ তখনও মরতে চাইছে না।

এই ভয়াবহ ভোজনের দৃশ্য স্রোতের টানে সরে যেতে লাগল। খানিক পরে দূরে শান্ত সমুদ্রের বুকে একটু আলোড়ন ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

বণ্ড পিস্তলটা লীটারের হাতে দিল। বলল,—'আমি নীচে নামছি। বেশ খানিকক্ষণের কাজ। আধঘণ্টা ব্যস্ত থাকবার মত মাংস ওরা পেয়েছে, তবে যদি ফিরে আসে, আরেকটাকে খতম করে দিস্। আর যদি কোন কারনে আমায় ওপরে ডাকতে চাস, তাহলে সোজা নিচের দিকে গুলি চালিয়ে যাবি পর পর। শক্-ওয়েভটা নিশ্চই রামার কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।'

অনেক ধস্তাধস্তি করে বণ্ড জামাকাপড় খুলে ফেলল, আর লীটারের

সাহায্যে অ্যাকোয়ালাংটা পরে নিল। প্লেনের ঐটুকু জায়গায় কাজটা খুবই শক্ত হল। প্লেনে ফিরে এসে অ্যাকোয়ালাং ছেড়ে জামাকাপড় পড়াটা হবে আরো অনেক শক্ত। বণ্ড বুঝল, যে কাজের শেষে অ্যাকোয়ালাংটিকে জলেই বিসর্জন দিতে হবে।

লীটার ক্রুদ্ধস্বরে বলল,—'ওঃ, যদি তোর সঙ্গে একবার নীচে নামতে পারতাম। স্যার কাটাহাতের বদলে এই হুকটা দিয়ে অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু সাঁতার কাটা যায় না। রবারের পাখনা বা ঐরকম কিছু লাগাবার কথা ভাবতে হচ্ছে। এর আগে কিন্তু কোনদিন মনে হয়নি এ-কথাটা।'

বণ্ড বলল—'পারলেও তোর নামা হোত না। এই প্লেনটাকে স্রোতের বিরুদ্ধে ঠিক তেরপলটার ওপড়ে স্থির রাখতে হবে। ভাখ্, এরমধ্যেই আমরা শ-খানেক গজ ভেসে এসেছি। লক্ষ্মী ছেলের মত ফিরিয়ে নিয়ে চল্। ভিণ্ডিকেটারের মধ্যে কার সঙ্গে দেখা হবে ভগবান জানেন। পুরো পাঁচদিন কেটে গেছে, অন্যান্য অনেক দর্শক আগেই ঢুকে পড়েছে হয়ত।'

লীটার হাটারের বোতাম টিপে প্লেন আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল। বলল,—'ভিণ্ডিকেটারের ডিজাইন ঠিক ঠিক জানিস তো? আর কোন্ কোন্ জায়গায় বোমা আর ডিটোনেটার-দুটো খুঁজতে হবে?'

—'হ্যাঁ। লণ্ডনে সমস্ত খুঁটিনাটি শিখিয়ে-পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, চলি তাহলে।' বণ্ড কক্‌পীটের ধারে এগিয়ে এসে ঝাঁপ দিল।

মাথা নীচের দিকে করে উজ্জ্বল জলের ভেতর দিয়ে সাঁতার কেটে নিচে নামতে লাগল সে। এবার সে দেখতে পেল, তার নীচে সমস্ত জায়গাটা জুড়ে কিলবিল করছে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ—বিল মাছ, ছোট ছোট ব্যারাকুডা, নানারকমের জ্যাকফিশ। সব মাংসাশী মাছ। তারা যথেষ্ট আপত্তির সঙ্গে তাদের এই বড়সড়, ফর্সা প্রতিদ্বন্দ্বিটির জন্য রাস্তা ছেড়ে দিল। নীচে পৌঁছে বণ্ড চলল তেরপলের একটা কোনের দিকে, যে কোনটা হাজরের গুতোয় আলগা হয়ে গেছে। যে সব কক'-স্ক্রু দিয়ে তেরপলটা বালিতে গাঁথা ছিল, তার কয়েকটা বণ্ড টেনে খুলে ফেলল। তারপর ওয়াটার প্রুফ টর্চটা জেলে, অন্যহাতে ছুরি বাগিয়ে, ঢুকে পড়ল তেরপলের ভেতর।

বণ্ড আগেই এরকমটা অনুমান করেছিল। তবু জলের বীভৎস দুর্গন্ধে তার বত্রিশ নাড়ী পাক দিয়ে উঠল। ঠোঁট দিয়ে মাউথপীস্‌টাকে আরো জোরে চেপে ধরল। এগিয়ে গেল মাঝখানের দিকে, যেখানে প্লেনের পিঠটা তেরপলকে গম্বুজের মত উঁচু করে তুলেছে। তারপর উঠে দাঁড়াল। তার টর্চ ঝলসে উঠল প্লেনটার পালিশ করা ডানার নীচের অংশে। আর, তারপর, একটি কংকালের অবশিষ্টাংশের ওপর, যার ভেতর কিলবিল করছে অজস্র কাকড়া, চিংড়ী, সামুদ্রিক শুঁয়োপোকা আর তারামাছ। এর জন্যও অবশ্য বণ্ড তৈয়ারী ছিল। অবশ্য কাজটা শেষ করবার জন্য হাঁটু গেড়ে বসল সে।

বেশীক্ষণ লাগল না। পরিচয়-চাকৃতিটা আর সেই বীভৎস কব্জি থেকে সোনার হাতঘড়িটা খুলে নিল সে। থুতনির তলায় হাঁ করা ক্ষতটা দেখল, যেটা কোনো মাছের কীর্তি হওয়া সম্ভব নয়। পরিচয়-চাকৃতিটার ওপর টর্চ ফেলল। লেখা আছে,—"জোসেফ পেটাশী। নং ১৫৯৩২"। এই দুটুকরো প্রমাণ বণ্ড নিজের কব্জিতে পরে নিল। তারপর সে এগিয়ে গেল প্লেনটার দিকে, অন্ধকার যেটাকে এক বিশাল, রূপোলী সাবমেরিন বলে মনে হচ্ছিল। প্রথমে সে বাইরেটা পরীক্ষা করল। জলের ধাক্কায় ভেঙে যাওয়া জায়গাটা তার চোখে পড়ল। খোলা সেফটি হ্যাচ্‌ বেয়ে প্লেনের ভেতরে ঢুকল বণ্ড।

ভেতরে, বণ্ডের টর্চের আলোয় পদ্মরাগ মণির মত ঝকঝক করে উঠল চারিদিকের অজস্র লাল লাল চোখ। সে শুনতে পেল, কারা যেন নড়ছে, আলোর কাছ থেকে ছুটে পালাতে চেষ্টা করছে। প্লেনের সর্বাঙ্গে আলো বোলাল সে। সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে অক্টোপাস সার অক্টোপাশ! আকারে ছোট, কিন্তু সংখ্যায় প্রায় একশো। ভয় পেয়ে তারা সবাই আস্তে আস্তে ছায়ার আড়ালে সরে যাচ্ছিল শুঁড়ের ওপর ভর দিয়ে। তাদের গায়ের বাদামী রং বদলে কেমন একটা হালকা দ্যুতির রূপ নিচ্ছিল,—অন্ধকারের ছড়ানো যেন অনেক টুকরো ফ্যাকাশে আলো। সমস্ত প্লেন জুড়ে এই নোংরা, বীভৎস জন্তুগুলো কিলবিল করছে। বণ্ড ছাদের দিকে আলো ফেলল। সেখানের দৃশ্য আরো ভয়ঙ্কর। প্লেনের এক কর্মীর মৃতদেহ ঝুলছে সেখানে, আর হালকা ঢেউয়ে অল্প অল্প দুলছে। অনেকগুলো অক্টোপাস বাদুড়ের মত ঝুলছিল দেহটা থেকে। তারা শুঁড় ছেড়ে দিয়ে

বুলেটের মত এদিক ওদিক ছিট্‌কে পড়ল—যেন কয়েকটি ভয়াবহ, চক্‌চকে, রক্তচক্ষু ধূমকেতু দ্রুত নিজের অন্ধকার কোণে লুকিয়ে ফেলছে। তারপরেই তারা ঢুকে পড়ল নানান খাঁজের ভেতর আর সীটের তলায়।

বও এই বীভৎস দুঃস্বপ্ন থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে টর্চের আলোয় তার অনুসন্ধান আরম্ভ করল। খুঁজে পেল লাল ডোরাকাটা সায়ানাইডের টিউবটা,—সেটা সে বেল্টের মধ্যে গুঁজে রাখল। মৃতদেহগুলো গুনল, বোমা রাখবার জায়গাটার খোলা দরজা দেখে নিশ্চিত হল, যে বোমা-দুটো এখানে নেই। পাইলটের সীটের তলায়, আর অন্যান্য যে সব জায়গায় সেই অতিপ্রয়োজনীয় ফিউজ-কটা থাকা সম্ভব, সমস্ত খুঁজে দেখল সে। কিন্তু তারাও অদৃশ্য।

ইতিমধ্যে অনেকবার ছোরার কোপ বসাতে হয়েছে বণ্ডকে, তার নগ্ন পা আঁকড়ে ধরা অক্টোপাশের শুঁড় কাটবার জন্য। এবার সে অনুভব করল, যে তার নার্ভ দ্রুত ঝিমিয়ে পড়ছে। অনেক কিছু সঙ্গে নেওয়ার ছিল,—কর্মীদের সকলের পরিচয় চাক্‌তি, লগ বইয়ের অবশিষ্ট, ইন্‌স্‌ট্রু-মেণ্টাল্‌ প্যানেলের রিডিং, ইত্যাদি। কিন্তু সে আর এক মুহূর্তও এই কিলবিলে, লাল-চোখে ভরা বন্ধ সুরঙ্গের মধ্যে থাক্‌তে পারছে না।

সেফটি হ্যাচ্‌ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বণ্ড। পাগলের মত সাঁতার কাটতে লাগল যেদিকে তেরপলে দোপটার ফাঁক দিয়ে সরু এক ফালি সূর্যরশ্মি দেখা যাচ্ছে। হুড়মুড় করে তেরপলের ফাঁক দিয়ে বেরোতে গিয়ে তার পিঠের সিলিণ্ডারটা ডাজে আটকে গেল, এবং তাকে আবার ঢুকে এসে নিজেকে মুক্ত করতে হল। তারপর সে বেরিয়ে এল চমৎকার স্বচ্ছ জলে ভরা সমুদ্রে। দ্রুত ওপরদিকে উঠতে লাগল। আর কুড়ি ফুট বাকি, কানে প্রচণ্ড যন্ত্রণা বোধ করতে তার মনে পড়ল, যে থেমে ডিকম্প্রেস্‌ করা দরকার। মাথার ওপরে সুন্দর সী-প্লেনটার দিকে তাকিয়ে অধৈর্যভাবে বণ্ড অপেক্ষা করতে লাগল, যতক্ষণ না যন্ত্রণাটা কমে আসে। তারপর উঠে এল সে। প্লেনের একটা পা চেপে ধরে গায়ের সরঞ্জামগুলো টেনে খুলে ফেলে দিতে লাগল। দেখল। দেখল সেগুলো কেমন কাঁপতে কাঁপতে বালির দিকে ডুবে গেল। সমুদ্রের মিষ্টি নোনা জলে কুলকুচি করে নিয়ে বণ্ড সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল লীটারের প্রসারিত হাতের নাগালের মধ্যে।

১৮

লেডী কিলার বণ্ড

ফেরবার পথে নাসাউ এর কাছে এসে বণ্ড লীটারকে বলল, যে প্যালমীরার পাশে ডিস্কো'-কে একবার দেখে যাওয়া যাক। জাহাজটা ঠিক আগের দিনের জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সামান্য যা একটু তফাৎ তা হল, তার সামনের দিকের নোঙরটাই কেবল নামানো আছে। বণ্ড ভাবছিল, কী সুন্দর আর নিরীহ দেখাচ্ছে ইয়াটটাকে—চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, সমুদ্রের আয়নায় তার গায়ের সুদৃশ্য দাগগুলোর ছায়া পড়ছে। এমন সময় লীটার উত্তেজিত গলায় বলে উঠল—'এই জেম্‌স্‌, নীচের তীরটা ছাখ্‌ একবার। ঐ খাঁড়ির পাশে নৌকা রাখাবার একটা চালাঘর। আর জল থেকে একজোড়া দাগ বেরিয়ে এসেছে দেখছিস? মাটির ওপর দিয়ে দাগদুটো চলে গেছে চালাঘরের দরজা পর্যন্ত। অদ্ভুত লাগছে। বেশ গভীর দাগ। কিসের হতে পারে?'

বণ্ড তার দূরবীণ ফোকাস করল। দেখল দাগগুলো সমান্তরাল। কোনো একটা জিনিষ, ভারী জিনিষ, চালাঘর আর সমুদ্রের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এ হাতে পারে না, কখনো হতে পারে না। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সে বলল—'শিগগীর পালাই চল্‌, ফেলিক্স।' প্লেনটা তীর বেগে অনেকটা এগিয়ে যেতে সে আবার বলল,—'ঠিক বুঝতে পারছি না কিসের দাগ ওগুলো। কিন্তু, আমি যা ভাবছি তাই যদি হয়, তাহলে ওরা নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ও-দাগ মুছে ফেলত।'

বাঁকাভাবে বলল লীটার—'ভুল সকলেই করে। ও-জায়গাটা ভালভাবে দেখে আসতে হবে। এর আগেই করা উচিত ছিল। সন্দেহজনক আড্ডা। ভাবছ, মিঃ লার্গোর আমন্ত্রণ রক্ষা করে আমার শ্রদ্ধেয় মক্কেল মিঃ রকফেলার বণ্ডের তরফ থেকে জায়গাটি দেখে আসব।'

উইণ্ডসর ফিল্‌ডে পৌঁছতে পৌঁছতে একটা বেজে গেল গত আধঘণ্টা ধরে এখানকার কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বেতারে তাদের খোঁজা হচ্ছিল। সুতরাং প্লেন থেমেই এয়ার পোর্টের কম্যাণ্ড্যাণ্ট-এর রুদ্রমূর্তির সম্মুখীন হতে হল তাদের। সৌভাগ্যবশতঃ তক্ষুণি রাজ্যপালের ভদ্রলোক ADC এসে পড়ে দুজনকে উদ্ধার করলেন। তপরপ বণ্ডের হাতে একটা মোটা খাম দিলেন, যার মধ্যে ওদের দুজনের জন্য আসা সংকেতবার্তা আছে।

তারা যেমনটি আশা করছিল, বার্ত্তার প্রথমেই যোগাযোগ কেটে দেওয়ার জন্য তাদেরকে যাচ্ছেতাই করা হয়েছে এবং নতুন খবর পাঠাতে বলা হয়েছে ('খবর অবশ্য এক্ষুণি পাবে।' মন্তব্য করল লীটার, রাজ্যপালের 'হাম্বার স্নাইপ' সেলুন কারের পেছনে আরামে বসে নাসাউ-এর দিকে যেতে যেতে)। 'মাণ্টা'বিকেল পাঁচটায় এসে পৌঁছবে। ইণ্টারপোল এবং ইটালীয়ান পুলিশ মারফৎ খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে, জোসেফ পেটাশী সত্যিই ডোমিনেটা ভিতালীর ভাই ডোমিনেটার আত্মকাহিনীর বাকি অংশও অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

একই সূত্র থেকে জানা গেছে, যে এমিলিগ লাগো একজন পুরোদস্তর অ্যাড্‌ভেঞ্চারার। তাঁর প্রতি সন্দেহের অবকাশ থাকলেও খাতায় কলমে তাঁর নামে কোনো কলংকের ছাপ এপর্যন্ত পড়েনি। তাঁর টাকা কোথা থেকে আসে তা সম্পূর্ণ অজানা। তবে ইটালীতে তাঁর যে সম্পত্তি আছে, সেখান থেকে নয়। ডিস্তো-র দাম মেটানো হয়েছে সুইস ফ্রাঁ-তে। প্রস্তুতকারী কারখানা নিশ্চিতভাবে জানাচ্ছে, যে ডিস্তো-র খোলের ভেতরে একটা বিশেষ ঘরের অস্তিত্ব আছে। এর মধ্যে থাকে—একটা ইলেকট্রিক ক্রেন, ছোট একটা জলযান নামানোর ব্যবস্থা, আর ডুবুরীদের বেরোবার পথ। লাগো বলেছিলেন, যে জলের তলায় গবেষণার জন্য খোলের এই ব্যবস্থাগুলো প্রয়োজন।

অংশীদার'-দের সম্পর্কে আরো খোঁজ নিয়েও কিছু জানা যায়নি। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিল দেখা গেছে তাঁদের মধ্যে—নিজস্ব ও পেশাগত ইতিহাস এঁদের কারো বছর ছয়েকেরপুরোনো বেশী নয়। এর থেকে এই সম্ভাবনা আসে, যে প্রত্যেকেপরি রচয় হয় তবসম্প্রতি তৈরী করা হয়েছে, এবং আরেকটু বেশী অনুমান করলে, 'প্রতাত্মা সংঘে' (যদি আদপেই ও-রকম

কোনও সংস্থা থাকে) এঁদের সদস্য হওয়ার সম্ভাবনাও বেশ মিলে যাচ্ছে। কোংসে সুইজারল্যাণ্ড থেকে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন চার হপ্তা আগে। এ লোকটির শেষ ফোটোগ্রাফ নেওয়া হয় এক প্যান অ্যামেরিকান বিমানের বেতরে মধ্যাহ্নের সময়। যাই হোক 'থাণ্ডারবল' মন্ত্রণালয় আরো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ল্যাগে'াকে নির্দোষ মনে করতে বাধ্য। বর্তমান প্ল্যান হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী অনুসন্ধান যথারীতি চালিয়ে যাওয়া, শুধু বাহামাকে একটু বেশী গুরুত্ব দেওয়া। এই গুরুত্বের খাতিরে এবং হাতে খুব কম সময় থাকায়, ব্রিগেডিয়ার ফয়ারচাইল্ড CB DSO (ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ মিলিটারী অ্যাটাশে), রীয়ার অ্যাডমিরাল কার্লসন-কে যিনি অল্পদিন আগে পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতিদের কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন) সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যা সাতটায় (ইষ্টার্ণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) রাষ্ট্রপতির বোয়িং 707 'কল্যাণ্বাইন' বিমানে নাসাউ পৌঁচচ্ছেন, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার যুক্ত কর্তৃত্বভার গ্রহণ করবার জন্য। মিঃ বণ্ড ও মিঃ লীটারের পূর্ণ সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, আর উক্ত অফি-সাররা যতক্ষণ না এসে পড়েন তারা যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেতারযোগে পূর্ণ রিপোর্ট পাঠায় লণ্ডনে, ওয়াশিংটনে তার একটা করে কপি। রিপোর্ট উভয়ের সই থাকা চাই।

বার্তা পড়া শেষ করে লীটার ও বণ্ড নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকাল। শেষে লীটার বলল,—"জেম্স্, আমার মতে, এই বার্তার শেষ অংশটুকু সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বাকিটুকু কেবল শুনে যাওয়া উচিত আমাদের। এর মধ্যেই আমরা চার ঘণ্টা খরচ করে ফেলেছি, আর দিনের বাকি সময়-টুকু রেডিও-র ঘরে বসে বসে থামবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। অনেক কাজ বাকী আছে। আমি বলি কি শোন্। —আমি কোনরকমে ওদের সর্বশেষ খবরটুকু জানিয়ে বলে দিচ্ছি ওদের যে এই জরুরী অবস্থার উদ্ভবের জন্য আমরা আপাততঃ যোগাযোগ বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছি। তারপর আমি তোর তরফ থেকে একবার প্যালমীরা ঘুরে আসব। গিয়ে দেখব মাটির ওপর ঐ দাগগুলো কিসের। ঠিক আছে? তারপর, পাঁচটার সময় 'মাণ্টা'-র উঠে পড়ে তৈরী থাকব। যদি 'ডিস্কো' কোথাও রওনা হয়, আমরাও পিছু নেব। আর রাষ্ট্রপতির বিশেষ বিমানে আগমনকারী বড়কর্তা দু'জন না হয় কাল অব্দি 'রাজ-

পাম ভবনে বসে গাধা-পেটাপেটি খেলুন। কারণ, আজ রাতটাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাত। খামোকা 'আপ যাইয়ে'-র ভদ্রতা করে নষ্ট করা অসম্ভব।—ঠিক আছে?"

বণ্ড ভেবে দেখল। তারা তখন নাসাউ-এর শহরতলীতে পৌঁছে গেছে। সমুদ্রের ধারে লক্ষপতিদের অট্টালিকার পেছনে লুকোনো ইণ্ডির কুঁড়েঘরগুলোর ভেতর দিয়ে চলেছে তারা। বণ্ড জীবনে বহু আদেশ অমান্য করেছে কিন্তু এ আদেশ অগ্রাহ্য করার অর্থ ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে অমান্য করা—দুই প্রবল পক্ষ কিন্তু তাদের কাজ সত্যিই দ্রুতবেগে এগোচ্ছে। এসময় থেমে যাওয়ার মানে হয়না। M যখন বণ্ডকে তার এলাকা ঠিক করে দিয়েছেন, তখন সে ঠিক করুক আর ভুল করুক, M সর্বদাই তাকে সমর্থন জানাবেন। M চিরকাল তার প্রতিটি কর্মচারীকে সমর্থন করে এসেছেন; প্রয়োজন হলে নিজের কাঁধে সবটুকু ঝুঁকি নিয়েও।

বণ্ড বলল,—"আমি রাজি, ফেলিক্স। 'মাণ্টা'-র সাহায্যে আমরাই ব্যাপারটা ম্যানেজ করে নিতে পারব। আসল কাজ হল জেনে নেওয়া যে কখন বোমাদুটো 'ডিস্কো'-তে ওঠে। এ বিষয়ে আমার একটা মতলব আছে। এতে কাজ হতে পারে, না-ও হতে পারে। ভিতালি মেয়েটার পক্ষে কাজটা বিপজ্জনক, আমি তাকে রাজি করাতে চেষ্টা করব। আমায় হোটেলে নামিয়ে দে। কাজ শুরু করি। সাড়ে চারটের সময় আবার দেখা হবে এইখানে। ঠিক আছে। পেটাশীর পরিচয় চাক্তিটা আপাততঃ আমার কাছেই রইল। আচ্ছা, চলি তাহলে।"

বণ্ড প্রায় দৌড়ে হোটেলের লবি পেরিয়ে গেল। রিসেপশন ডেস্কে চাবি নেওয়ার সময় সে হাতে পেল একটুকরো টেলিফোন বার্তা। লিফটে উঠতে উঠতে সে পড়ল খবরটা। ডোমিনোর কাছ থেকে এসেছে। "শিগগীর ফোন করবেন। প্লীজ!"

ঘরে এসে বণ্ড প্রথমে একটি ক্লাব স্যাণ্ডইউচ আর একটি ডাবল্ বুর্বো অ রক্স-এর অর্ডার দিল। তারপর ফোন করল পুলিশ কমিশনারকে। শুনল, যে ভোরের প্রথম আলোয় 'ডিস্কো' তেল ভরবার জেটিতে এসে তার সবকটি তেলের ট্যাংক ভরে নিয়েছে। তারপর আবার প্যালমীরার

পাশে যথাস্থানে গিয়ে নোঙর করেছে। এখন থেকে আধঘণ্টা আগে, অর্থাৎ দেড়টার সময়, লাগো একজন সঙ্গী নিয়ে, জাহাজের সী-প্লেনটিতে চড়ে উড়ে গেছেন পূর্ব দিকে। পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে ওয়াকি-টকি মারফৎ এ খবর পেয়ে কমিশনার উইণ্ডসর ফিলডের কণ্ট্রোল টাওয়ারের গিয়ে প্লেরটার ওপন রাডারের সাহায্যে নজর রাখতে বলেন। কিন্তু প্লেনটা উড়ে গেল খুব নীচু দিয়ে, প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চতায়। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৫০ মাইল যাবার পর দ্বীপের জটলার মধ্যে প্লেনটা হারিয়ে যায়। এ-ছাড়া আর কোনো বড় খবর নেই, কেবল বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন সাবমেরিন 'মাণ্টা' বিকেল পাঁচটা নাগাদ এসে পৌঁছতে পারে। আর কিছু জানবার নেই। বণ্ড কিছু জানতে পেরেছে?

বণ্ড সাবধানে বলল, যে এত আগে কিছু বলা ঠিক নয়। মনে হচ্ছে পরিস্থিতি বেশ গরম হয়ে উঠছে। পর্যবেক্ষকদের কি বলে দেওয়া যাবে, যে সী-প্লেনটা 'ডিক্সো'-র দিকে আসতে দেখলেই যেন তারা খবর পাঠায়? এটা খুবই জরুরী। ফেলিক্স লীটার এতক্ষণে বোধহয় তার রেডিও ঘরের দিকে যাচ্ছে। কমিশনার অনুগ্রহ করে তাকে খবরটা জানিয়ে দেবেন কি? আর বণ্ড একটা গাড়ী পেতে পারে? সে নিজেই চালাবে! হ্যাঁ, ল্যাণ্ড-রোভার পেলে ভালই হয়। চার-চাকাওয়ালা যে কোনো জিনিষ।

তারপর বণ্ড প্যালমীরা-র ডোমিনোকে ফোন করল। মনে হল মেয়েটা তার ফোনের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। বলল,—"সারা সকাল কোথায় ছিলে জেম্‌স্?" —এই প্রথম মেয়েটা তার নাম ধরে ডাকলো —"আমার ইচ্ছে তুমি আজ দুপুরে সাঁতার কাটতে আসো। আজ সন্ধ্যায় সব মালপত্র প্যাক করে জাহাজে উঠে পড়তে বলা হয়েছে আমায়। এমিলিও বলল আজ রাতেই গুপ্তধন অভিযান। ও কী ভালো ভাখো, আমায় সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে! এটা কিন্তু খুব গোপনীয় কথা, কাউকে বলো না যেন, কেমন? কিন্তু আমরা কখন ফিরব, তা ঠিক করে বলতে পারছে না মিয়ামী সম্বন্ধে কী যেন বলছিল। আমি ভাবলাম"— একটু ইতস্ততঃ করে বলল—"ভাবলাম আমরা ফিরে আসতে হয়ত তুমি নিউ ইয়র্ক ফিরে যাবে। তোমার সঙ্গে ভালভাবে আলাপই হল না।

কাল রাত্রে তুমি কেমন হঠাৎ চলে গেলে। কী হয়েছিল তোমার?"

—"মাথাটা ব্যথা করে উঠল। রোদ্দুরের ঝাঁজ লেগেছে বোধহয়। চমৎকার সময় কাটছিল কিন্তু। আমার যাবার কোনো ইচ্ছে ছিল না। আর এখন সাতার কাটতে গেলে তো খুবই ভাল হয়। কোথায়?"

মেয়েটি বণ্ডকে জায়গাটার নিখুঁত বর্ণনা দিল। প্যালমীরা থেকে তীর বেয়ে আরো এক মাইল দূরে জায়গাটা। সেখানে একটা ছোট রাস্তা আর খড়ের চালাঘর আছে। খুঁজে না পাওয়ার কোন কারণ নেই। সমুদ্রতট-টা প্যালমীরা-র চেয়ে একটু বেশী ভাল। এখানে জলের তলায় সাতার কেটে আরাম আছে। আর লোকজনও খুব কম জায়গাটাতে। এটা আসনে এক সুইডিশ লক্ষপতির ভাড়া নেওয়া ছিল। কিন্তু তিনি চলে গেছেন। বণ্ড কখন আসতে পারবে? আধঘণ্টার মধ্যে হলে খুব ভালই হয়। দুজনের হাতে আরো বেশী সময় থাকবে।

বণ্ডের মদ আর স্যাণ্ডউইচ এল। সে বসে বসে সামনের দেওয়ালে চোখ রেখে সব কিছু খেয়ে ফেলল। মেয়েটার সম্বন্ধে উত্তেজিত বোধ করছিল সে, কিন্তু একই সঙ্গে মনে পড়ছিল, আজ বিকেলে মেয়েটাকে সে কী বিপদের মধ্যে পাঠাচ্ছে। ব্যাপারটা গণ্ডগোলের হবে, যেখানে সেটা বেশ আনন্দের হতে পারত। বণ্ডের মনে পড়ল, মেয়েটাকে প্রথম সে কেমন দেখেছিল:—মজার ট্রি-হ্যাটটা নাকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। বে ষ্ট্রীয়ারিং ধরে জোরে গাড়ী চালাতে চালাতে তার টুপির হালকা নীল রঙের রিবন দুটো উড়ছে—। যাক্‌গে—।

বণ্ড তার সাতার কাটার ছোট প্যাণ্টটা একটা তোয়ালেতে জড়িয়ে নিল। পরনের স্ল্যাক্‌স্‌-এর ওপর ঘননীল সী-পাইল্যাণ্ড্‌ কটন শার্ট চাপিয়ে নিল, আর লীটারের গাইগার কাউণ্টারটা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে আয়নায় নিজেকে একবার দেখল। অন্য যে কোনো ক্যামেরাওয়ালা টুরিষ্টের মতই দেখাচ্ছে তাকে। প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখল চাকতি-টা আছে কিনা। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লিফটে চড়ে নেমে এল নীচে।

ল্যাণ্ডরোভারের ডানলোপিলো লাগানো কুশনগুলো চমৎকার। কিন্তু দ্বিপ্রহরের সূর্য, তখন প্রচণ্ড তেজে সবকিছু ঝলসিয়ে দিচ্ছে। বণ্ড যখন

ক্যাসুয়ারিনার ফাঁক দিয়ে চলে যাওয়া বালির রাস্তাটা খুঁজে পেয়ে সমুদ্র-তটের কাছে গাড়ী পার্ক করে রাখল, তখন তার মনে হচ্ছে কোনোরকমে একবার জলে গিয়ে পড়লে হয়—আর সহজে উঠবে না। চালাঘরটা রবিন- সন ক্রুসো ধাঁচের তালপাতায় ছাওয়া বাঁশ আর স্ক্রু পাইনের একটা কুটির। তালপাতার লম্বা ডগাগুলোর ছায়া পড়েছে চারিদিকে। ভেতরে দুটো কাপড় ছাড়বার ঘর; তার ওপর লেবেল দেওয়া —'পুরুষ' আর 'মহিলা'। 'মহিলা'-দের ঘরে এক স্তূপ নরম কাপড় চোপড় আর একজোড়া সাদা হরিণের চামড়ার চটি পড়ে রয়েছে। বণ্ড জামাকাপড় ছেড়ে আবার রোদ্দুরে বেরিয়ে এল।

ছোট সমুদ্রতটটাকে ঝকঝকে অর্ধচন্দ্রের মত দেখাচ্ছিল। তার দু-প্রান্তে পাথুরে জমি। মেয়েটার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। মমুদ্রের জল সবুজ থেকে দ্রুত গভীর নীল হয়ে গেছে। বণ্ড কম জলে কয়েক পা এগিয়ে ঝাঁপ দিল ওপরের গরম জল ভেদ তরে নীচের ঠাণ্ডা জলের মধ্যে। যতক্ষণ পারল ডুব দিয়ে রইল। অনুভব করল ঠাণ্ডা জল কেমন তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তারপর উঠে এসে আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে এগিয়ে গেল আরো গভীর জলে। ভেবেছিল ঐখানেই কোথাও মেয়েটা ডুব দিয়েছে। কিন্তু দেখতে পেল না তাকে। দশ মিনিট পরে বণ্ড তীরে ফিরে এল। একটা শক্ত বালির জায়গা বেছে নিয়ে উপুড় হয়ে শুল, দু-হাতের ওপর মাথা রেখে।

কয়েক মিনিট পর কেন যেন একবার চোখ খুলল বণ্ড। দেখল শান্ত উপসাগরের মাঝ দিয়ে ছোট ছোট বুদ্বুদের একটি সারি তার দিকে এগিয়ে আসছে। সেটা নীল থেকে সবুজ জলে এসে পড়বার পর বণ্ড দেখতে পেল সাঁতারুর অ্যাকোয়ালাং ট্যাংকের একটিমাত্র হলুদ সিলিণ্ডার, কাঁচের মুখোশের চমক্, আর তার পেছনে জাপানী পাখারমত ছড়িয়ে পড়া একরাশ কালো চুল। মেয়েটি কম জলে এসে থামল। কনুই-এ ভর করে মুখোশটা ওপর দিকে তুলে দিল। কড়া গলায় বলে উঠল,—'ওখানে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে হবেনা। এসে আমায় বাঁচাও।'

বণ্ড উঠে পড়ে কয়েক পা হেঁটে মেয়েটির কাছে দাঁড়াল। বলল,—'একলা একলা অ্যাকোয়ালাং চড়িয়ে সাঁতার কাটা মোটেই উচিত নয়

তোমার। কী হয়েছে শুনি? একটা হাঙর তোমায় জলযোগ করতে চেয়েছিল?'

—'বাজে ইয়াকি' মারো না। আমার পায়ে সী-এর্-কাঁটা ফুটে গেছে। যেমন করে পার বার করো। আগে অ্যাকোয়ালাংটা খুলে নাও। এত ওজন নিয়ে দাঁড়াতে পারছি না।' মেয়েটি কোমরের বাক্‌ল খুলে ক্যাচকরে সরিয়ে বলল,—'এবার শুধু তুলে নাও এটাকে।'

বণ্ড তাই করল। তারপর সিলিণ্ডারটাকে গাছের ছায়ায় রেখে এল। মেয়েটি অল্পজলে বসে নিজের পায়ের পাতার তলাটা পরীক্ষা করছিল।—বললে,—'মাত্র দুটো কাঁটা আছে। বের করা খুব শক্ত হবে।'

বণ্ড এসে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। দেখল, পায়ের তলায় একটী ভাঁজের মধ্যে দুটো ঘেঁষাঘেঁষি করা কালো ফুটকি। উঠে দাড়িয়ে একটী হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—'এস, ছায়ায় যাওয়া যাক। অনেক সময় লাগবে। পা নামিও না। নইলে আরো ঢুকে যাক। কাটাদুটো। আমি নাহয় তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।'

মেয়েটা হেসে তার দিকে তাকাল। বলল,—'হীরো আমার! ঠিক আছে, কিন্তু ফেলে দিও না যেন।' দু-হাত বাড়িয়ে দিল সে। বণ্ড নীচু হয়ে একটা হাত রাখল তার টাটুর নীচে, অন্যটা বগলের তলায়। ডোমিনোর দু-হাত বণ্ডের গলা জড়িয়ে ধরল। বণ্ড অনায়াসে তুলে নিল তাকে। একটুক্ষণ সেই ছল্‌ছলে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে মেয়েটার মুখের দিকে দেখল। উজ্জ্বল চোখদুটো আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। মাথা নীচু করে আধখোলা, অপেক্ষমান ঠোঁটদুটোয় জোরে চুমু খেল।

নরম ঠোঁটদুটি তার দুটো ঠোঁট চেপে ধরল, তারপর আস্তে ছাড়িয়ে নিল। রুদ্ধশ্বাসে বললো ডোমিনো,—'পুরস্কারটা আগেই নিয়ে নেওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না।'

—'এটা জমা রইল।' বলে বণ্ড মেয়েটির ডান বুকে হাতটা চেপে রেখে তট বেয়ে উঠে গেল ক্যাসুয়ারিনার ছায়ার মধ্যে। সেখানে তাকে নরম বালির ওপর নামিয়ে রাখল। মেয়েটা মাথার নীচে দু-হাত রাখল তার এলোচুল বালি থেকে বাঁচাবার জন্য। চিৎ হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, তার চোখদুটো চোখের ঘন পাতার আড়ালে আদ্ধেক লুকোনো।

বিকিনীর উদ্ধত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অধোবাস যেন বণ্ডের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আঁটোসাটো কাঁচুলিতে আবদ্ধ গর্বিত স্তনদুটি যেন আরো একজোড়া চোখ। বণ্ড বুঝল, যে তার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে পড়েছে। রুক্ষ গলায় বলল,—'উপুড় হয়ে শোও।'

মেয়েটি উপুড় হয়ে শুল। বণ্ড হাঁটু গেড়ে বসে তার ডান পায়ের তলাটা তুলে নিল। ভারী ছোট্ট আর নরম লাগল, যেন একটী বন্দী পাখি। ছুয়েক কুচি বালি মুছে দিল। পায়ের তলটা যেন ফুলের পাপড়ি। যেখানে কাঁটাদুটোর ভাঙ্গা ডগা দেখা যাচ্ছিল, সেখানে ঠোঁট বসাল। জোরে চুষতে থাকল এক মিনিট ধরে। একটা ছোট টুকরো কাঁটা মুখে আসতে সেটা ফেলে দিল। বলল,—"তোমায় একটু কষ্ট না দিলে অনেকক্ষণ লাগবে কাঁটা বার করতে। তোমার একটা কেবল পা নিয়ে সারাদিন নষ্ট করতে পারব না। ঠিক আছে?'

বণ্ড দেখতে পেল মেয়েটার পিঠের পেশীগুলো যন্ত্রণার আশংকায় শক্ত হয়ে গেল। যেন স্বপ্নের ঘোরে বলল—'হ্যাঁ।'

বণ্ড কাঁটার চারিপাশের মাংসে দাঁত বসাল, যথাসম্ভব আস্তে কামড়ে ধরে চুষতে লাগল জোরে। পা-টা ছাড়া পাবার জন্য ছটপট করতে লাগল। কয়েকটা টুকরো থুথুর সঙ্গে ফেলে দেবার জন্য বণ্ড একটু থামল। চামড়ার ওপর দেখা যাচ্ছে তার দাঁতের সাদা দাগ। ছোট্ট ছুটো ফুটোতে ছুই বিন্দু রক্ত ফুটে উঠেছে। সেটা চেটে নিয়ে দেখল কালো দাগছুটো প্রায় অদৃশ্য হয়ে এসেছে। বলল।—'জীবনে প্রথম একটা মেয়েকে খাচ্ছি। বেশ খেতে।'

মেয়েটা অধৈর্যভাবে নড়েচড়ে শুল, কিন্তু বলল না কিছুই।

বণ্ড বুঝছিল মেয়েটার কীরকম লাগছে। তাই বলল—'ঠিক আছে, ডোমিনো। হয়ে এসেছে। এই শেষ কামড়।' ওকে আশ্বস্ত করবার জন্য পায়ের নীচ একটা চুমু খেয়ে আবার সাবধানে দাঁত আর ঠোঁটের সাহায্যে কাজে লেগে পড়ল।

ছু-এক মিনিট পরে, কাঁটার শেষ কটা টুকরো থু-থু করে ফেলে দিল বণ্ড। কাজ শেষ হয়ে গেছে জানিয়ে পাটাকে আস্তে নামিয়ে রাখল।

বললে—'এখন আবার এর মধ্যে বালি লাগিও না। এস, আরেকবার লোমায় চালাঘর পর্যন্ত তুলে দিয়ে আসি, আর তুমি তোমার চটিজোড়া পড়ে নাও।'

মেয়েটা ঘুরে চিৎ হয়ে শুল তার চোখের কালো পাতাগুলো মৃদু যন্ত্রণায় অশ্রুতে ভেজা। এক হাতে চোখের জল মুছে বণ্ডের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল—'জানো তুমিই প্রথম মানুষ যে আমায় কাঁদাতে পেরেছে।' দু-হাত বাড়িয়ে দিল সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে।

বণ্ড নীচু হয়ে তুলে নিল তাকে। এবার আর সে অপেক্ষমান ঠোঁট দুটোতে চুমু খেল না। বয়ে নিয়ে গেল চালাঘরের দরজা অব্দি। কোনটাতে ঢুকবে—'পুরুষ' না 'মহিলা'? বণ্ড পুরুষদের ঘরে ঢুকল। এক হাত বাড়িয়ে নিজের শার্ট আর প্যান্ট মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা বিছানা মত তৈরী করল। তারপর মেয়েটাকে আলতো করে শার্টটার ওপর দাঁড় করিয়ে দিল। ডোমিনোর দুহাত বণ্ডের গলা জড়িয়েই রইল, যতক্ষণ বণ্ড তার কাঁচুলির একমাত্র বোতাম খুলে দিল আর আলগা করে দিল তার অধোবাসের দড়িটা। তারপর সে নিজের সাঁতার কাটার ছোট প্যান্টটা ছেড়ে ফেলে সেটাকে লাথি মেরে দূর সরিয়ে দিল।

১৯

আফটার দি লাষ্ট কিস

বণ্ড একটা কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে সেই অপরূপ ঘুমন্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল। কপালের ছুপাশে আর চোখের নীচে কয়েক ফোঁটা ঘাম জমে আছে। গলার তলায় দ্রুত ধুক্‌পুক্‌ করছে একটা নাড়ী। মেয়েটার মুখের ব্যক্তিত্বের রেখাগুলো প্রেমের স্পর্শে মুছে গেছে। মুখটাকে কেমন কোমল, মিষ্টি আর বিক্ষত দেখাচ্ছে এবারে চোখের ভেজা-ভেজা পাতাগুলো খুলে গেল, আর বিশাল পিঙ্গল চোখছুটো সুদূর দৃষ্টি নিয়ে তাকাল বণ্ডের দিকে। সামান্য কৌতুহলের সঙ্গে বণ্ডের মুখ পর্যবেক্ষণ করতে লাগল, যেন জীবনে প্রথমে তাকে দেখছে।

বণ্ড বলল,—"আমি ছুঃখিত। এটা করা উচিত হয়নি।"

শুনে মেয়েটি খুব মজা পেল। ছু-গালের টোলছুটো আরো গভীর হল। বলল—"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি যেন একটা বাচ্ছা মেয়ে, যে জীবনে প্রথম এ কাজ করে ফেলেছে। এখন তোমার ভয় হচ্ছে, যে তোমার হয়ত বাচ্চা হবে,—মা-কে বলে দিতে হবে সব কথা।"

বণ্ড ঝুঁকে পড়ে তাকে চুমু খেল। প্রথমে ঠোঁটের ছু-পাশে, তারপর খোলা ছু'ঠোঁটের ওপর। বলল—"এস সাঁতার কাটি। তারপর কথা আছে তোমার সঙ্গে।" দাঁড়িয়ে উঠে ছু-হাত বাড়াল। অনাসক্তভাবে মেয়েটা ধরল সে-ছুটো। বণ্ড তাকে টেনে তুলে জড়িয়ে ধরল। নিরাপদ বুঝে মেয়েটার শরীর তার সঙ্গে শয়তানী আরম্ভ করল। তার দিকে দুষ্টুমীভরা হাসি হেসে মেয়েটা আরো উচ্ছল হয়ে উঠতে চাইল। বণ্ড সজোরে তাকে বুকে চেপে ধরল থামাবার

জন্য। কারণ সে জানত, তাদের সামনে আর মাত্র কয়েক মিনিটের আনন্দ অবশিষ্ট আছে। বলল—"আর নয় ডোমিনো। এবার এস। জামাকাপড় পড়ায় প্রয়োজন নেই। আর বালি লাগলে তোমার পায়ের কিছুই হবে না। তখন আমি ভান করছিলাম।"

মেয়েটি বলল—"আমিও সমুদ্র থেকে উঠবার সময় তাই করেছিলাম। কাঁটাঝুটো আমায় তেমন কিছু কষ্ট দিচ্ছিল না। আর ওগুলো আমি নিজেই বার করে নিতে পারতাম। ছেলেরা যেমন বার করে। কিরকম করে জানো তো?"

বণ্ড হেসে উঠে বলল—"হ্যাঁ, জানি। এবার জলে নামা যাক।" সে ডোমিনোকে চুমু খেয়ে দু-পা পিছিয়ে তার শরীরের দিকে তাকাল, আরেকবার ঘটনাটা মনে আনবার জন্য। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে গেল। ডুব দিল গভীরে।

আবার তীরে ফিরে এসে দেখল মেয়েটা ইতিমধ্যেই বেরিয়ে এসে জামাকাপড় পরছে। বণ্ড গা মুছতে লাগল। পার্টিশন ভেদ করে 'মহিলাদের' ঘর থেকে ডোমিনোর সহাস্য সব মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল। খুব সংক্ষেপে সেগুলোর উত্তর সারছিল বণ্ড। শেষে মেয়েটা বুঝতে পারল যে বণ্ডের কী একটা পরিবর্তন হয়েছে। বলল—"কী হোল তোমার, জেমস্? খারাপ কিছু হয়েছে?"

—"ডার্লিং!" প্যান্ট পরতে পরতে পকেটের সোনার চেনটার ঝনঝন শব্দ শুনতে পেল বণ্ড। বলল "বাইরে এস। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

বণ্ড চালাঘরটার অন্যদিকে বালির ওপর একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটাও বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে। বণ্ডের মুখ খুঁটিয়ে দেখে তার উদ্দেশ্য আন্দাজ করবার চেষ্টা করল। বণ্ড তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। নিজের হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসল, সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে। মেয়েটাও বসল পাশে, কিন্তু কাছে নয়। বলল—"তুমি আমায় আঘাত দেবে বুঝতে পারছি। কী হয়েছে? তুমিও কী চলে যাচ্ছ? তাড়াতাড়ি বলে ফেল পরিষ্কার করে। আমি কান্নাকাটি করব না।"

বণ্ড বলল—"তার চেয়ে অনেক খারাপ কথা ডোমিনো। আমার বিষয়ে কিছু নয়। তোমার ভাইয়ের কথা।"

মেয়েটার সর্বশরীর শক্ত হয়ে গেল। নীচু উত্তেজিত গলায় বলল—"বলো, বলো, বলে যাও।"

বণ্ড পকেট থেকে পেটাশীর পরিচয় চাকতিটা বার করে নিঃশব্দে ডোমিনোর হাতে তুলে দিল।

সে নিল চাকতিটা। একবার শুধু দেখল। একটু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—"সে তাহলে মারা গেছে। কী হয়েছিল?"

—"সে এক বিশ্রী আর লম্বা গল্প। তোমার বন্ধু লার্গো এর সঙ্গে জড়িত আছে। আমি এসেছি আমার সরকারের তরফ থেকে এই ষড়যন্ত্রের রহস্য ভেদ করতে। আমি আসলে একধরণের পুলিশ-ম্যান। এ কথাটা আমি তোমায় জানালাম, আর বাকিটুকুও বলব, কারণ এতে তোমার সাহায্য না পেলে শত শত সম্ভবতঃ হাজার লোক মরা পড়বে। তোমায় আমি এই চাকতি দেখালাম যাতে তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর। শপথ ভঙ্গ করে তোমায় দেখালাম এটা। যাই হোক না কেন, আর তুমি যাই মনস্থির কর না কেন আমার বিশ্বাস তুমি কাউকে এসব কথা বলবে না।"

—"ও! তাই তুমি আমার সঙ্গে এত প্রেম করলে। আমাকে দিয়ে তোমার ইচ্ছেমত কাজ করবার জন্য। এখন আবার আমার ভাইয়ের মৃত্যু নিয়ে আমায় ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছ।" দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলো বলল ডিমিনো। ফিসফিসিয়ে বিষাক্ত গলায় বলে উঠল,—"আমি তোমায় ঘেন্না করি, ঘেন্না করি।"

বণ্ড শান্তভাবে স্পষ্টগলায় বলল—"তোমার ভাই লার্গোর হাতে বা তাঁর আদেশে নিহত হয়েছে। তোমায় সে-কথা বলতেই এসেছিলাম আমি কিন্তু তারপর," ইতস্ত : করে বলল সে, "তোমায় দেখলাম। তোমায় আমি ভালবাসি, তোমায় কামনা করি। যা হয়ে গেল, তা থামাবার মত শক্তি আমার থকো উচিত ছিল। কিন্তু তা ছিলনা আমার। তোমায় এত সুন্দর দেখাচ্ছিল, যে তক্ষুনি তোমায় কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছে হল না। এই আমার

একমাত্র কৈফিয়ৎ "

বণ্ড একটু থামল। তারপর বলল…"এবার তোমায় যা বলি মন দিয়ে শোনো। আমার ওপর তোমার ঘৃণাটাকে একটু ভোলবার চেষ্টা কর তুমি এক্ষুণি বুঝতে পারবে যে এ-ব্যাপারে তোমার আমার ভূমিকা কত নগণ্য এ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র।"

বণ্ড ডোমিনোর মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করল না। প্রথম থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে সমস্ত কেসটার বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে গেল। বলল না কেবল 'মাণ্টার' কথা—যে খবর জানতে পারলে এখন লার্গোর সুবিধা হবে, আর সে তার প্ল্যান বদলে ফেলতে পারে। বলা শেষ করে বণ্ড বলল—"সুতরাং বুঝতে পারছ, যতক্ষণ না বোমাদুটো 'ডিস্কো'তে তোলা হচ্ছে আমাদের কিছু করবার নেই। ততক্ষণ পর্যন্ত লার্গোর ভুয়ো গুপ্তধন অনুসন্ধান এক নিখুঁত অ্যালিবাই হয়ে থাকবে তাই ঐ ভাঙ্গা প্লেন আর প্রেতাত্মা সংঘের সঙ্গে জড়াবার মত কোনো প্রমাণ পাব না আমরা। ঠিক এক্ষুণি যদি তার কাজে বাগড়া দেবার চেষ্টা করি,—কোন এক ছুতোয় জাহাজটাকে আটক করি, বা তার ওপর পাহারা বসাই, বা তার যাতায়াত বন্ধ করে দিই—তাহলে প্রেতাত্মা সংঘের কাজ শেষ হতে একটু দেরী হবে মাত্র। লার্গো আর তার লোকজন ছাড়া কেউ জানে না যে বোমা-দুটো কোথায় লুকোনো আছে।

"হয়ত এখন ওরা বোমাদুটো আনতে গেছে প্লেনে চেপে। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই 'ডিস্কো'-র সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ রাখছে ওরা। কিছু হয়েছে জানতে পারলে প্লেন থেকে বোমাদুটো অন্য কোনো গুপ্তস্থানে রেখে দিয়ে, বা, কোথাও অগভীর জলে ফেলে দিয়ে ফিরে আসবে। তারপর গোলমাল মিটে গেলে আবার এনে নেবে। দরকার হলে 'ডিস্কো'-কে পর্যন্ত এ কাজ থেকে সরিয়ে ফেলে ভবিষ্যতে একটা প্লেন বা জাহাজে চড়ে এসে কাজ হাসিল করা চলে। প্রেতাত্মা সংঘ শুধু একবার প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দেবে যে তারা প্ল্যান বদলেছে

কিংবা কিছু না-ও জানাতে পারে তারপর হয়ত কয়েক হপ্তা পরে ওরা আরেকটা চিঠি পাঠাবে। এবং তখন ওদের সর্ত্ত হবে আরো কঠিন টাকা ফেলবার সময় দেবে হয়ত মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। আর তখন তো মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।—তাই যতক্ষণ বোমা-ছুটো হাতের বাইরে আছে, আমাদের শংকা দূর হওয়া সম্ভব নয়। বুঝতে পারছ?'

—'হ্যাঁ। কী করা যেতে পারে তাহলে?' মেয়েটার গলা কঠিন শোনাল। তার চোখের হিংস্র ঝক্‌ঝকে দৃষ্টি যেন বৃত্তের দেহ ভেদ করে বহুদূরের এক লক্ষ্যবস্তুর ওপর নিবদ্ধ। বণ্ড মনে ভাবল, এ দৃষ্টি ষড়যন্ত্রকারী লার্গোর দিকে নয়, তার ভাইয়ের হত্যাকারী লার্গোর দিকে।

—আমাদের জানতে হবে, যে বোমাছুটো কখন 'ডিস্কে'-তে উঠছে। এ তথ্যটাই সবচেয়ে মোক্ষম। এর পরেই আমরা পুরোদমে কাজ চালাতে পারি। আর, একটা মস্ত সুবিধে আছে আমাদের। আমাদের বিশ্বাস, লার্গো এখন পর্যন্ত খুব নিশ্চিন্ত আছেন। তিনি মনে করছেন, এই চমৎকার প্ল্যান—চমৎকার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই,—সঠিক রাস্তায় চলেছে। এখানেই আমাদের জোর, এবং আমাদের একমাত্র জোর—বুঝতে পেরেছ?'

—'তুমি কী করে জানবে, যে বোমাগুলো ইয়াটে উঠেছে?'

—'সেটা তুমি জানাবে আমাদের?'

—'আচ্ছা।' সংক্ষিপ্ত উত্তরটা বিষণ্ণ, উদাস শোনাল। 'কিন্তু আমি জানাব কী করে? আর তোমাদেরই বা জানাব কী করে? লার্গো লোকটা বোকা নয়। তার একমাত্র বোকামি হয়েছে তার রক্ষিতাকে,'—মেয়েটা ঘৃণার সঙ্গে শব্দটা উচ্চারণ করল,—'এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে নিয়ে আসা। এই প্রেতাত্মা সংঘ ভুল লোককে কাজে লাগিয়েছে। হাতের কাছে একটা মেয়ে না নিয়ে লার্গো বাঁচতে পারে না। এটা জানা উচিত ছিল তাদের।'

—'লার্গো তোমায় কখন জাহাজে ফিরতে বলেছে ?'

—'পাঁচটার সময়। প্যালমীরায় একটা বোট আসবে আমায় নিতে।'

বণ্ড ঘড়ির দিকে দেখলে। বলল,—'এখন চারটে বাজে। আমার কাছে এই গাইগার কাউণ্টারটা আছে এটা ব্যবহার করাও সহজ। তুমি বরং এটা সঙ্গে নিয়ে যাও। এটাই তোমায় বলে দেবে জাহাজে বোমা আছে কিনা যদি বোঝ যে সত্যিই বোমা আছে, তবে তোমার কেবিনের পোর্ট হোল দিয়ে একটা আলো দেখিও, বা কেবিনের আলো বেশ কয়েকবার জ্বালিও-নিভিও। বা অন্য যে কোনো সংকেত কোরো। আমাদের লোকেরা কড়া নজর রাখছে জাহাজটার ওপর। তাদের সংকেতের কথা রিপোর্ট করতে বলে দেব। তারপর গাইগার কাউণ্টারটা ফেলে দিও। জলে ফেলে দিলেই হবে।'

মেয়েটা নাক কুঁচকে বলল,—বাজে মতলব। এসব মেলোড্রামাটিক ন্যাকামি রহস্য উপন্যাসেই হয়। বাস্তবে কখনও কেউ কেবিনে ঢুকে দিনের বেলা আলো জ্বালাজ্বালি করে না। ওসব নয় যদি বোমা থাকে, আমি বাইরে ডেকে বেরিয়ে আসব, যাতে তোমার লোকেরা আমায় দেখতে পায়। এটাই স্বাভাবিক আচরণ। যদি বোমা না থাকে, আমি কেবিন থেকে বেরোব না।

—'ঠিক আছে। সেটা তুমি ইচ্ছেমত কোরো। কিন্তু কাজটা তুমি করবে কি ?'

—'নিশ্চয়ই। অবশ্য যদি লার্গোকে দেখামাত্র খুন করার লোভ সামলাতে পারি। কিন্তু আমার সর্ত হচ্ছে, যে, লার্গোকে হাতে পেলে তাকে খতম করবার ব্যবস্থা করবে।' খুব সিরিয়াস ভাবে কথাটা বলল মেয়েটা। যেন বণ্ড একজন ট্রাভেল এজেণ্ট, আর সে ট্রেনের একটা সীট রিজার্ভ করতে চাইছে।

—'ব্যাপারটা সেরকম হবে কিনা সন্দেহ। তবে আমি বলতে পারি, যে জাহাজের প্রতিটি লোকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে।'

একটু ভেবে মেয়েটি বলল,—'বেশ। তাহলেই হবে। সেটা খুন হওয়ার চেয়েও খারাপ। এবার এই যন্ত্রটা কী করে কাজ করে দেখাও।' ডোমিনো উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল। যেন হঠাৎ তার একটা কিছু মনে পড়েছে। একবার তাকাল নিজের হাতের দিকে। হেঁটে জলের ধার পর্যন্ত এগিয়ে গেল, শান্ত জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ কী যেন বলল—বণ্ড শুনতে পেল না। তারপর পেছনদিকে হেলে পায়ের সমস্ত জোর দিয়ে হাতের সোনার চেনশুদ্ধ চাকতিটা দূরে ছুঁড়ে দিল—অগভীর জল পেরিয়ে ঘন নীল জলের ভেতর। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় চেন্‌টা একবার ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠল, তারপর ঝুপ করে একটা শব্দ। মেয়েটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, চক্রাকার ঢেউগুলো বড়, আরো বড় হয়ে ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল, আর জলের ভাঙা আয়না আবার জোড় লাগল। তারপর সে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে ফিরে এল।

বণ্ড তাকে যন্ত্রটার ব্যবহার দেখিয়ে দিল। হাতঘড়িরে মত ইণ্ডিকেটারটা বাদ দিয়ে ডোমিনোকে শুধু যন্ত্রটা দিল। তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়লে এটা ক্লিক্‌-ক্লিক্‌ আওয়াজ করতে থাকবে। সে বুঝিয়ে বলল,—'জাহাজের যে কোনো জায়গা থেকে তুমি বোমাগুলোর উপস্থিতি বুঝতে পারবে।

তবে খোলার কাছাকাছি যেতে পারলে ভাল হয় যন্ত্রটাকে ঠিক রোলিফ্লেক্স ক্যামেরার গড়নে তৈরী করা হয়েছে। রোলিফ্লেক্স-এর মত লেন্স্‌ আছে, টেপবার লীভারও আছে। তবে ফিল্ম নেই, এই যা। ইয়াট আর মাসাউএর শেষ একটা ছবি তোলাবার ছুতো করে খোলের কাছাকাছি আসতে পার। কী বল?"

—'হ্যাঁ।' মেয়েটা এতক্ষণ ধরে মন দিয়ে শুনছিল। এবার তাকে একটু অন্যমনস্ক মনে হল। হাত বাড়িয়ে একবার বণ্ডের বাহু স্পর্শ করল সে। তারপর হাত নামিয়ে নিল। বণ্ডের চোখের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। লাজুকভাবে বলল,—'তখন—তখন তোমায় যা বললাম, যে আমি তোমার ঘেন্না করি, তা কিন্তু সত্যি নয়।

আমি বুঝতে পারিনি। কি করে পারব বলো যে এর পেছনে এরকম সাংঘাতিক একটা ব্যাপার আছে? এখনও আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না। বিশ্বাস করতে পারছি না যে এর পেছনে লার্গোর কোনো হাত আছে। ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় ক্যাপ্রিতে। একজন আকর্ষণীয় পুরুষ,—তাই সব মেয়েরাই চাইত ওকে। সেসব চটকদার মেয়েদের ডিঙ্গিয়ে লার্গোকে আয়ত্ত করাটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জের মত ছিল। তারপর সে আমায় ইয়াটটা দেখাল, তাদের এই অশ্চর্য গুপ্তধন অভিযানের কথা বলল। সবকিছুই কেমন রূপকথার মত লাগছিল। বলা বাহুল্য আমি ওর সঙ্গী হতে রাজী হয়ে গেলাম। কে হত না বল? বদলে, ও আমায় যে সর্ত দেখাল, তাতে আমি খুব রাজী ছিলাম।'

মেয়েটি একবার বণ্ডের দিক তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। বলল,—'আমি দুঃখিত। কিন্তু ঘটনাটা এরকমই ঘটেছিল।...তবে ইতিমধ্যেই আমরা পরস্পর সম্বন্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এমনকি, আমি একলাই প্লেনে চেপে বাড়ী ফেরবার কথাও ভাবছিলাম। কিন্তু গত কয়েকদিন ও খুব ভাল মেজাজে ছিল। শেষে যখন ও আমায় মালপত্র গুছিয়ে আজ সন্ধ্যায় জাহাজে আসতে বলল, আমি আপত্তির কোনো কারণ দেখলাম না। আর এই গুপ্তধন অনুসন্ধান সম্পর্কে অবশ্যই আমার খুব কৌতূহল আছে। তারপর '—সমুদ্রের দিকে তাকাল মেয়েটা —'তোমায় দেখলাম। আর আজ দুপুরবেলায় যা হল, আমি ঠিক করেছিলাম লার্গোকে বলে দেব, যে আমি যেতে পারব না। ভেবেছিলাম এখানেই থাকব, তুমি যেখানে যাবে আমিও সঙ্গে যাব।' এই প্রথমবার মেয়েটী স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে দেখল। বলল,—'তুমি কি তাতে রাজী হতে?'

বণ্ড হাত বাড়িয়ে তার গাল স্পর্শ করল—'নিশ্চয়ই।'

—'তাহলে এখন কী হবে? আবার কখন দেখা হবে আমোদের?'

বণ্ড এতক্ষন এই প্রশ্নটার জন্যই শংকিত ছিল। পাইপার কাউন্টার

শুদ্ধ জাহাজে পাঠিয়ে সে মেয়েটাকে জোড়া বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। সে সার্গেরি হাতে ধরা পড়তে পারে যেক্ষেত্রে মৃত্যু অবধারিত। আবার যদি 'মান্টা' জাহাজটার পিছু নেই (যেটা প্রায় অবশ্যম্ভাবী), তবে 'ডিস্কো'-কে গুলি বা টর্পেডোর সাহায্যে ডুবিয়ে দিতে হবে, সম্ভবতঃ সতর্ক না করেই। বণ্ড সব দিক ভেবে দেখেছিল, আর দেখেই সে বিষয়ে চিন্তা করা বন্ধ করেছিল। মনের ভাব গোপন করে বলল সে,—'ব্যাপারটা মিটে গেলেই। তুমি যেখানেই থাক না কেন, আমি তোমায় খুঁজে বার করব। কিন্তু এখন তুমি বিপদের মুখে এগিয়ে যাচ্ছ। তুমি কি যেতে চাও?

মেয়েটা হাতঘড়ি দেখল। বলল,—'সাড়ে চারটে। এবার আমায় যেতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে এসো না। আমায় একবার চুমু খাও, আর এখানেই থাকো। তোমার কাজের বিষয় ভেবোনা।' দু'হাত বাড়িয়ে বলল মেয়েটা—'এসো।'

কয়েক মিনিট পরে বণ্ড MG র ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল। যতক্ষণ না সে শব্দ ওয়েস্টার্ণ কোষ্ট রোড বেয়ে দূরে মিলিয়ে গেল, বণ্ড চুপচাপ অপেক্ষা করল। তারপর ল্যাণ্ডরোভারে চেপে একই দিকে ছুটল।

তট বেয়ে আরো এক মাইল দূরে প্যালমীরার প্রবেশপথে দাঁড়ানো দুটো স্তম্ভের মাঝে তখনও ধুলোর মেঘ ভাসছিল গাড়ী চালানোর পথের ওপর। তার ভীষণ ইচ্ছে করছিল, ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে আটকায়। কিন্তু তারপর নিজের ওপর রাগ হল। এসব কী আজেবাজে ভাবছে সে! রাস্তা ধরে সে দ্রুত এগিয়ে চলল ঘণ্ড ফ্ট পয়েন্টের দিকে সেখানে দুজন পর্যবেক্ষণকারী পুলিশ এক পরিত্যক্ত বাড়ীর গ্যারেজে বসে রয়েছে।

লোক দুজন সেখ নেই ছিল। একজন ক্যানভাসের চেয়ারে বসে বসে গল্পের বই পড়ছিল, অন্যজন বসেছিল একটা তেপায়া দূরবীণের সামনে। পাশের জানলার খড়খড়ির ফাক দিয়ে দূরবীণের চোখ দুটো 'ডিস্কো'-র ওপর স্থির ছিল। তাদের সামনে মাটিতে পড়ে আছে খাকি রঙের বেতার যন্ত্রটা। বণ্ড তাদের নতুন নির্দেশটুকু দিয়ে কমিশনারের সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ করলো। কমিশনার তাকে লটারের কাছ থেকে দুটো

খবর দিলেন। প্রথমতঃ, লীটারের প্যালমীরা অভিযান ব্যর্থ হয়েছে, কেবল জানা গেছে, যে মেয়েটার জিনিষপত্র সব গিয়ে 'ডিস্কো'-তে উঠছে দুপুরবেলা। চালাঘরটাতে আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায়নি। ওর মধ্যে রয়েছে একটা বোট, আর একটা পেডালো। তারা আকাশ থেকে যে দাগগুলো দেখেছিল, সেগুলো সম্ভবতঃ ঐ পেডালোর কীর্তি। দ্বিতীয়তঃ 'মান্টা' আর কুড়ি মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁচচ্ছে। বণ্ড যেন প্রিন্স্ জর্জ্জ জেটিতে লীটারের সঙ্গে দেখা করে।

• • •

মান্টা-র কিন্তু সাধারণ সাবমেরিনদেরমত চমৎকার ছিপছিপে চেহারা নয়। বরং একটা ভোঁতা, মোটা, ও কুৎসিত চেহারা,—যেন ধাতুনির্মিত এক মোটাসোটা শসা। গোল নাকটা আবার তেরপল দিয়ে ঢাকা যাতে নাসাউ-এর লোকেরা রাডার স্ক্যানারের গোপনীয় চেহারাটা দেখতে না পায়। মনেই হয়না সে এটার পক্ষে জোরে চলা সম্ভব। লীটার জানাল, যে জলের নীচে এর গতিবেগ চল্লিশ নটের কাছাকাছি—'তোকে কিন্তু এসব কোনো তথ্য জানাবে না জেম্স্। এগুলো নাকি গোপনীয় কথা। নৌবাহিনীর এই লোকগুলো যে কেমন, তা একবার দেখিস্। এইসা গোমড়ামুখো আর চাপা, যে একটা ঢেঁকুর তোলাকে পর্যন্ত নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করে।'

—'এই সাব্মেরিণ সম্পর্কে তুই আর কী জানিস?'

—'মান্টা-র ক্যাপটেনকে একথা জানানো উচিত হবে না, কিন্তু আসলে CIA-তে আমাদের এইসব অ্যাটমিক সাব্মেরিনের গোড়ার কথা সব শেখানো হয়েছে এটা জর্জ্জ ওয়াশিংটন শ্রেণীর ডুবোজাহাজ, ওজন প্রায় ১০০ টন, নাবিকদের সংখ্যা শ'খানেক, দাম দশ কোটি ডলারের মত। রেঞ্জ্ যতক্ষণ না এর জালানি ফুরোয়, বা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটার-টার মেরামতের প্রয়োজন হয়,—অর্থাৎ ১০,০০০ মাইলের কাছাকাছি হবে। যদি জর্জ্জ ওয়াশিংটনের মত অস্ত্রশস্ত্র থাকে, তবে এতে আছে দু-সারিতে বিভক্ত ষোলটা ভার্টিকাল লঞ্চিং টিউব (অর্থাৎ মিসাইল

ছোঁড়বার টিউব)। পোলারিস' মিসাইলগুলো ছাড়া হয় জলের নীচে থেকে। তখন সাবমেরিনটা থেমে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে।

'মিসাইলের গতি এবং লক্ষ্যস্থলের সব তথ্য ওর ভেতরেই অটোমেটিক ভাবে পুরে নেওয়া হয়। তারপর প্রধান গানার্ স্রেফ একটা বোতাম টিপে দেন। কমপ্রেস্‌ড্ এয়ার মিসাইলটাকে ধাক্কা দিয়ে জলের ওপর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। জল ছাড়িয়ে উঠা মাত্র মিসাইলের কঠিন জ্বালানি জলে ওঠে এবং তাকে বাকী পথটুকু উড়িয়ে নিয়ে যায়। ভেবে ছাখ্, মাইরী, কী ভয়ংকর জিনিস একটা। প্রত্যেকটা মিসাইলের আওতা হচ্ছে ১২০০ মাইল। ভেবে ছাখ্, এই হতচ্ছাড়া জিনিসগুলো যখন ইচ্ছে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর এক-একটা বড় শহর ধুলিসাৎ করে দিতে পারে। এরকম সাব্‌মেরিন এখনই আমাদের ছটা আছে। আরো তৈরী হচ্ছে। বম্বারের আড্ডাও নয় ক্ষেপণাস্ত্রর ঘাঁটিও নয় যে প্রথমেই রকেট মেরে শত্রুপক্ষ সব খতম করে দেবে। কেউ বুঝতে পারেনা কোথায় আছে সাব্‌মেরিনগুলো, আর কখন।'

বণ্ড শুকনো মন্তব্য করল,—'এট কেও ধ্বংস করবার উপায় বার হবে নিশ্চয়ই। আর সম্ভবতঃ একটা অ্যাটমিক ডেপ্‌থ্ চার্জ বিস্ফোরণে যে শক্ ওয়েভ বেরোবে, তাতে অনেক কয়েক'শ মাইলের মধ্যে সবকিছু চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু মান্টা-র মিসাইলের চেয়ে ছোট কোনো অস্ত্র আছে তো? 'ডিস্কো'-কে ডোবাতে হলে কী করব আমরা?'

—'মান্টা-র সামনে ছ'টা টর্পেডো-টিউব আছে। আর আমি বলতে পারি মেশিন-গান বা অন্য কিছু কিছু ছোটখাট অস্ত্র-ও আছে। তবে কম্যাণ্ডারকে দিয়ে সেগুলো ছোঁড়ানোটা শক্ত হবে। সে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই একটা নিরস্ত্র নাগরিক বোটের ওপর আমাদের মত সাদা পোষাক পরা

এখানে দুজন লোকের আদেশে গুলি চালাবেন না, বিশেষত্ব যখন সেই দুজনের মধ্যে একজন আবার ইংরেজ। আশা করি নৌবাহিনীর দপ্তর থেকে ওরা কড়া নির্দেশ পেয়েছে।'

বিশাল সাব্‌মেরিনটা এসে জেটির সঙ্গে আস্তে ধাক্কা খেল। দড়ি ছুঁড়ে দেওয়া হল, আর একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাটাতন জুড়ে দেওয়া হল। পুলিশ বর্ডন দিয়ে আটকে রাখা জনতা হৈ-হৈ কার উঠল। লীটার বলল —'চল, তাহলে যাওয়া যাক। নাঃ, প্রবেশটা তেমন জমাট হ'ল না। আমাদের কারো মাথায় ছাই একটা টুপিও নেই যে কায়ার-ডেক-এ স্যালুট করব। তুই বরং কার্টসি কর আর আমি বো করি।"

২০

রোমাঞ্চকর জুয়াখেলা

সাব্‌মেরিনের ভেতরে আশ্চর্যরকম বেশী জায়গা। নীচে নামবার জন্য মই নেই, আছে একসার পাকা সিঁড়ি। কোনো ভিড়ভাড় নেই। দেওয়ালে সুন্দর সবুজ রং। ইলেকট্রিকের লাইনগুলোয় উজ্জ্বল রং লাগানোতে চমৎকার কনট্রাস্ট এসেছে। বছর আঠাশের এক যুবক রক্ষী অফিসারের পেছন পেছন দু-তলা নীচে নেমে এল তারা। চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া (৭০° ফারেনহাইট উত্তাপ এবং ৪৬ পার্সেন্ট আর্দ্রতায় নিয়ন্ত্রিত, অফিসারটি জানালেন)। সিঁড়ির নীচে নেমে এসে তিনি বাঁদিকে ঘুরে একটা দরজায় টোকা মারলেন। দরজাটার ওপর লেখা— 'কম্যাণ্ডার পি. পেডারসেন, যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনী'।

ক্যাপ্টেন ভদ্রলোককে দেখে মনে হয় চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস। চৌকো স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ধাঁচের মুখ। মাথায় কালো ক্রু-কাট চুল সবে পাকতে শুরু করেছে। চোখের দৃষ্টি ধূর্ত, কিন্তু সরস। তবে মুখ আর চোয়ালের গঠন সাংঘাতিক। তিনি একটা পরিচ্ছন্ন ধাতব ডেস্কের ওধারে বসে পাইপ টানছিলেন। সামনে পড়ে আছে একটা খালি কফির কাপ আর একট সিগন্যাল প্যাড, তিনি একটু আগে পর্যন্ত লিখ-ছিলেন। দাঁড়িয়ে উঠে ওদের দুজনের সঙ্গে করমর্দন করলেন, এবং সামনের চেয়ার দুটোয় বসতে ইংগিত করলেন। অফিসারটিকে বললেন তিনি—'কফি পাঠিয়ে দাও, ষ্ট্যাণ্টন্, আর এই বার্তাটা, বুঝেছ?' সিগন্যাল প্যাডের ওপরের পাতাটা ছিঁড়ে এগিয়ে দিলেন। বললেন,—'অত্যন্ত জরুরী।'

বসলেন। —'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের এই সাব্‌মেরিনে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। কম্যাণ্ডার বণ্ড, ব্রিটীশ নৌবাহিনীর একজন সদস্য

আসায় খুব আনন্দিত হলাম। এর আগে আপনি কখনো সাব্‌মেরিন চড়েছেন ?'

—''চড়েছি।' বলল বণ্ড—'কিন্তু সুপারকার্গো-র (মালপত্রের তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী) কাজে। আমি পোয়েন্দা বিভাগে ছিলাম—RNVR বিশেষ বিভাগে। ও-কাজটা ঠিক নাবিকের বলা চলে না।'

ক্যাপ্টেন হাসলেন—'ভাল কথা। আর আপনি, মিঃ লীটার ?'

—'চড়িনি কখনও, ক্যাপ্টেন। তবে আমার নিজের একটা সাব্‌-মেরিন ছিল। সেটাকে রবারের বাল্ব আর টিউব দিয়ে চালাতে হত। মুস্কিল হচ্ছে, আমার বাথটবটাতে বেশী জল ধরে না। তাই ডুবো-জাহাজটার পুরো কেরামতি দেখা আর হয়ে ওঠেনি।'

—'আমাদের নৌবাহিনীরও ঐ একই অবস্থা। আমার এই জাহাজ টার পুরো কেরামতি কিছুতেই দেখতে দেবে না। কেবল পরীক্ষার সময় ছাড়া। তা, মশাইরা'—ক্যাপ্টেন লীটারের দিকে তাকালেন—'ব্যাপারটা কি বলুন তো ? কোরিয়ার যুদ্ধের পর আর এমন 'টপ সিক্রেট' আর 'অত্যন্ত জরুরী'-র বন্যা দেখেনি। আপনাদের বলতে বাধা নেই, শেষ বার্তাটা পেয়েছি আমাদের নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে। ব্যক্তিগত নির্দেশ। তাতে বলা হয়েছে আমি যেন নিজেকে আপনার, অথবা আপনি নিহত বা আহত হলে কম্যাণ্ডার বণ্ডের অধীনস্থ বলে মনে করি, যতক্ষণ না আজ সন্ধ্যা সাতটায় অ্যাড্‌মিরাল কার্লসন এসে পড়েন। কেন ? কি হচ্ছেটা কি ? আমি কেবল জানি যে এই সব বার্তায় 'অপারেশন থাণ্ডারবল' ছাপ মারা আছে। এ অপারেশনটা কিসের ?'

বণ্ড ও ক্যাপ্টেন পেডারসেনকে বড় লাগল। ভদ্রলোকের আচরণের স্বাচ্ছন্দ্য আর মেজাজ খুব পছন্দ হল তার। সে ক্যাপ্টেনের আবেগহীন সরস মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যতক্ষণে লীটার তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত, মায় আজ সেড়টায় লার্গোর প্লেন নিয়ে উধাও হয়ে যাওয়া এবং ডোমিনো ভিতালিকে দেওয়া বণ্ডের নির্দেশ সবকিছু বলে শেষ করল।

দশ মিনিট পর কম্যাণ্ডার পেডারসেন আবার হেলান দিয়ে বসলেন পাইপটা নিয়ে তাতে তামাক ভরতে লাগলেন অন্যমনস্কভাবে। বললেন, — হুঁ, গল্প বটে একখানা।' বলে হাসলেন—'আর মজাটা কি জানেন, নৌবাহিনী থেকে এত সব সিগন্যাল না পেয়ে থাকলেও আমি এ গল্পটা বিশ্বাস করতাম। সর্বদা মনে হত আমার, যে এবার একদিন এরকম একটা কিছু ঘটবে। বুঝুন একবার। এই এতগুলো মিসাইল সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছি। একটা নিউক্লিয়ার সাব.মেরিন আমার হাতের মধ্যে। কিন্তু তার মানে এই নয়, যে এধরনের ব্যাপারে আমি কিছু কম ভয় পাই। আমার স্ত্রী আছে, দুটি সন্তান আছে, কিন্তু তবু ঠিক শান্তি পাই না। এইসব পারমাণবিক অস্ত্র বড্ড বেশী ভয়ংকর। ধরুন, এই বাহামার যে কোনো একটা ছোট দ্বীপ আমার মিসাইলগুলোর একটাকে মিয়ামির দিকে তাক করে রেখে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পণ আদায় করতে পারে। আর ধরুন আমি, পিটার পেডারসেন নামক এক ব্যক্তি, বয়স আটত্রিশ, হয়ত আমার মাথার ঠিক আছে অথবা নেই। আমি কিনা ঘুরে বেড়াচ্ছি এরকম ষোলটা অস্ত্র নিয়ে, — প্রায় গোটা ইংল্যাণ্ডকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

'যাই হোক', তিনি টেবিলের ওপর হাতদুটো নামিয়ে রাখলেন, 'ওগুলো কথার কথা। আপাততঃ আমাদের সামনে একটা ছোট্ট সমস্যা —ছোট্ট, কিন্তু পৃথিবীর মত বিরাট। আমাদের কর্তব্য কি? আপনারা সম্ভবতঃ অনুমান করছেন, যে কার্গো প্লেন নিয়ে গুপ্তস্থান থেকে বোমাদুটো নিয়ে আসতে গেছে। যদি তার কাছে বোমা থাকে, আর আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে সত্যিই তা আছে, সেক্ষেত্রে ঐ মেয়েটি আপনাদের খবর দেবে। তখন আমরা এগিয়ে গিয়ে জাহাজটাকে আটক করব, বা ডুবিয়ে দেব। ঠিক আছে? কিন্তু ধরুন সে যদি বোমাদুটা জাহাজে না আনে, বা আনলেও কোনো কারণে মেয়েটি সে কথা আমাদের জানাতে পারল না। তখন কী করব আমরা?'

বণ্ড শান্তকণ্ঠে বলল,—'তখন আমরা ওর পিছু নেব, যতক্ষণ না

প্রেতাত্মা সংঘর দেওয়া সময় শেষ হয়। সময় শেষ হতে আর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা বাকি। আইন ভঙ্গ না করতে হলে এর চেয়ে বেশী কিছু আমর করতে পারিনা। সময় শেষ হলে আমরা সমস্ত সমস্যা টাকে আমাদের গভর্ণমেণ্টের হাতে তুলে দিতে পারি। তখন তাঁরাই দেখবেন, 'ডিস্কো' আর ঐ ডোবা প্লেন ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা কি করবেন। ইতিমধ্যে হয়ত ছোট্ট একজন লোক এক মোটরবোটে চেপে আমাদের সম্পূর্ণ অজান্তে আমেরিকার উপকূলের কাছে একটি বোমা রেখে আসবে, এবং পত্রপাঠ মিয়ামীর অস্তিত্ব মুছে যাবে মানচিত্র থেকে। কিংবা আমরা শুনতে পাব, যে পৃথিবীর অন্য কোনো এক জায়গায় বিরাট পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়ে গেছে। সে সব সম্ভাবনা এত ভিত্তি, যে আপাততঃ আমরা তাদের তুলতে চেষ্টা করব।

'এখন আমাদের কাজ হবে একজন গোয়েন্দার মত, যে একজন সন্দেহজনক লোকের ওপর নজর রাখছে। সে অনুমান করছে, যে লোকটি মুখর উদ্দেশ্য বেরিয়েছে। কিন্তু সে এটা পর্যন্ত সঠিকভাবে জানেনা, যে লোকটির পকেটে পিস্তল আছে কিনা। সুতরাং গোয়েন্দা-টিক একমাত্র উপায় হল লোকটির পিছু নেওয়া আর অপেক্ষা করা, যতক্ষণ না সে পকেট থেকে পিস্তল বার করে উঁচিয়ে ধরে। তখন, এবং একমাত্র তখনই সেই গোয়েন্দা তাকে গুলি করতে পারে বা গ্রেপ্তার করতে পারে।' বণ্ড লীটারের দিকে ফিরে বলল,—কি বল হে, ফেলিক্স?'

—'ব্যাপারটা সেরকমই দাঁড়াচ্ছে বটে। আর ক্যাপ্টেন, আমরা খুব নিশ্চিত, যে লার্গোই আসল শয়তান, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা রওনা হয়ে পড়বে অকুস্থলের দিকে। সেইজন্যেই আপনাকে তড়িঘড়ি ডেকে এসেছি। এটা শতকরা একশো ভাগ ঠিক, যে এটম বোমা যথাস্থানে বসাতে হলে রাত্রিবেলাই সবচেয়ে সুবিধে, আর এটাই হচ্ছে লার্গোর হাতে শেষ রাত্রি। ভাল কথা, আপনি রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তো?'

—'হয়েছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়েও পড়তে পারি।' ঘাড় নাড়লেন ক্যাপটেন। 'কিন্তু আপনাদের জন্য মশাই একটা খারাপ খবর আছে। আমি বুঝতে পারছি না যে আমরা 'ডিস্ক'-র কিছু নেব কী করে।'

—'কীরকম। 'মাল্ট' তো খুব জোরে চলতে পারে?' লীটার তার ইস্পাতের হুকটা রেগে ক্যাপটেনের দিকে বাড়িয়ে ধরেই, সামলে নিয়ে কোলের ওপর নামিয়ে আনল সেটাকে।

ক্যাপটেন হাসলেন। বললেন,—'ঠিকই। সোজা রাস্তা পেলে ভাল ভাবেই তাড়া করতে পারতাম জাহাজটাকে। কিন্তু আপনারা বোধহয় সমুদ্রের এসব অংশে সাবমেরিন চালানোর বিপদ সম্বন্ধে কিছু ভাবেননি।' দেওয়ালে টাঙানো একটা ব্রিটীশ অ্যাডমিরালটি চার্টের দিকে দেখালেন তিনি,—"এদিকে দেখুন। কখনো কোনো চার্টের ওপর এত অজস্র 'সংখ্যার' ছড়াছড়ি দেখেছেন? যেন একটা পিঁপড়ের বাসা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ঐ সংখ্যাগুলো হচ্ছে ঐ-ঐ অঞ্চলে জলের গভীরতার মাপ। অর্থাৎ সমুদ্রগর্ভ অত্যন্ত বেশী উঁচুনীচু। আর আপনাদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি 'ডিস্ক' যদি কোনো এক গভীর জলের প্রণালী—ধরুন, টাঃ অফ্ দ্য ওশ্‌নস্, নর্থ ওয়েষ্ট প্রভিডেন্স্ চ্যানেল, বা উত্তর-পূর্ব দিক বেয়ে না যায়, তাহলেই পিছু নেওয়ার দফারফা।'

'এ অঞ্চলের বাকী সব জায়গা'—চার্টের দিকে হাত নেড়ে বললেন তিনি,—"মানচিত্রে একটা নীল রঙের ছোপ মনে হতে পারে, কিন্তু সাবমেরিনে চড়ে একটু রাস্তা গেলেই বুঝতে পারতেন, সমুদ্রগর্ভটা অত নিরীহ নয়। সর্বত্র কম জল, তিন থেকে দশ ফ্যাদম্ গভীর। এমনকি, এই চার্টে যদি দেখি, দশ ফ্যাদম্ গভীরতার অনেকটা জায়গা আছে, তাতেও খুব একটা বিশ্বাস করা চলে না। মনে রাখতে হবে, চার্টটা পুরোনো—সেই পালতোলা জাহাজের আমলের। গত পঞ্চাশ বছর অনেককিছু বদলেছে। এই চার্টের ওপর নির্ভর করে এত অগভীর জলে সাবমেরিন চালানো অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

ক্যাপ্টেন আবার ডেস্কের দিকে ঘুরে বসলেন। বললেন—'উঁহুঃ, মশ ইরা। ওরা অনেক বুদ্ধি খরচ করে বেছে নিয়েছে এই ইটালীয়ান ইয়াটটিকে। ঐ হাইড্রোফয়েল অংশটার জন্য এর চলতে বোধহয় এক ফ্যাদমের গভীর জল লাগে না। সুতরাং জাহাজটা যদি অগভীর জল বেয়ে চলতে থাকে, তবে আমাদের কোনো আশা নেই। সোজা হিসেব।' ক্যাপ্টেন দুজনের দিকে তাকালেন,—নৌবাহিনীকে এ খবরটা জানিয়ে দিয়ে ফোর্ট লডারডেল-এ আপনাদের ফাইটার বম্বারগুলোকে ডিস্কোর পিছু নেয়ার জন্য রওনা হতে বলব কি?'

ওরা দুজন পরস্পরের দিকে তাকাল। বণ্ড বলল,—'রাত্রে 'ডিস্কো' আলো জ্বালবে না। প্লেন থেকে তাকে খুঁজে বার করা শক্ত কাজ হবে। তুই কি বলিস, ফেলিক্স? আমরা প্লেনগুলোকে আমেরিকার উপকূলের ওপর নজর রাখতেও বলতে পারি। তারপর, ক্যাপ্টেন রাজী থাকলে 'ডিস্কো' যদি রওনা হয়, আমরা নর্থ-ওয়েস্ট চ্যানেল বেয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি,—যদি অবশ্য বাহামার রকেট ষ্টেশনকে ওদের প্রথম লক্ষ্যস্থল বলে ধরে নিই।'

ফেলিক্স লীটার তার হলদে রঙের শুয়োরকুচির মত চুলের ভেতর বাঁ-হাত বুলিয়ে নিল। রেগেমেগে বলে উঠল—'ধু—ত্তোর! আরে, এছাড়া আমাদের আর করবার রইলটা কি? এরমধ্যে 'মাল্টা'-কে ডেকে এনেই তো নিজেদের রামপাঁঠা বলে মনে হচ্ছে। আরেক স্কোয়াড্রন প্লেনে আর কী এসে যাবে। এটা যে লার্গো আর 'ডিস্কো'-র ব্যাপার, এখন সেই অনুমান ধরে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। চল এবার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরামর্শ করে CIA আর তোর বড়কর্তার কাছে দুটা সিগন্যাল পাঠিয়ে দেওয়া যাক। কীরকম ভাবে পাঠাবি খবরটা?'

—'অ্যাডমিরাল টি ফর, M, অপারেশন থাণ্ডারবল।' মুখের ওপর একবার হাত বুলোল বণ্ড,—'মাইরি, এ খবর পেয়ে যা ক্ষেপে যাবে না ওরা।' সামনের দেওয়ালে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল,—'ছ'টা।

সময় ওখানে এখন মধ্যরাত্রি। এ ধরণের সিগন্যাল পাঠাবার পক্ষে প্রশস্ত সময়।'

জাহাজের PA সিস্টেমের ভেতর থেকে আওয়াজ শোনা গেল—রক্ষী আফসার বলছি ক্যাপ্টেনের প্রতি। একজন পুলিশ আফসার কম্যাণ্ডার বণ্ডের জন্য জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছেন।' ক্যাপ্টেন একটা সুইচ টিপে ডেস্কের মাইক্রোফোনের দিকে বললেন,—'তাঁকে নীচে পাঠিয়ে দাও। আর জাহাজ ছাড়বার জন্য তৈরী হও।' ওপ্রান্তের সম্মতি শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ক্যাপ্টেন। তারপর সুইচ ছেড়ে দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বণ্ডকে বললেন—'কী যেন নাম মেয়েটার? ডোমিনো? তা দেখা যাক, ডোমিনোর কাছ থেকে ভাল খবর এসেছে কিনা।'

দরজা খুলে গেল। একজন পুলিশ কর্পোরাল ঢুকে পড়লেন, তাঁর মাথার টুপি খোলা। ইস্পাতের মেঝের ওপর অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে বণ্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বণ্ড তাঁর হাত থেকে OHMS ছাপ মারা চা-রঙের খামটা নিয়ে খুলল। পুলিশ কমিশনারের সই করা, পেনসিলে লেখা বার্তাটা চটপট নিল। তারপর নিরুত্তাপভাবে পড়ে শোনাল,—

'প্লেন ৫-[illegible]-এ ফিরে এসেছে। তাকে জাহাজে তুলে নেওয়া হয়েছে। ৫-৫৫-তে 'ডিসকো' রওনা হয়ে পড়েছে, পুরোদমে উত্তর-পশ্চিম দিকে। মেয়েটা জাহাজে ওঠবার পর আর ডেক বেড়িয়ে আসেনি, আবার বলছি, আসেনি।'

বণ্ড ক্যাপ্টেনের কাছে থেকে একটা সিগন্যালের কাগজ চেয়ে নিয়ে জবাব লিখল,—

"মাণ্টা নর্থ-ওয়েষ্ট প্রভিডেন্স্ চ্যানেল বেয়ে পিছু নেওয়ার চেষ্টা করবে। নৌবাহিনীর মাধ্যমে ফোর্ট লডারডেলের ফাইটার বম্বার স্কোয়াড্রনকে ফ্লোরিডার উপকূল থেকে ছ'শ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে সাহায্যের জন্য তৈরী থাকতে বলা হবে। মাণ্টা উইণ্ডসর ফিল্ড এয়ার

কন্‌ট্রোলের সাহায্যে যোগাযোগ রাখবে। নৌবাহিনী এবং অ্যাডমিরাল্‌টিকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনুগ্রহপূর্বক রাজ্যপালকে, আর অ্যাডমিরাল কার্লসন ও ব্রিগেডিয়ার ফেয়ারচাইল্ড পৌঁছনোমাত্র তাঁদের, খবরটা জানিয়ে দেবেন।'

বণ্ড বার্তাটা সই করল, তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে দিল। তিনি সব করলেন, লীটার-ও করল। চিঠিটা খামে পুরে বণ্ড কর্পোরালের হাতে দিল। তিনি চটপট ঘুরে পড়ে ভারী বুটজোড়ার আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেলেন।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই ক্যাপটেন ইন্টারকমের সুইচ টিপে আদেশ দিলেন জলের ওপর ভেসে উঠে উত্তরদিকে রওনা হতে, দশ নট বেগে। তারপর সুইচ অফ করে দিলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধতার মধ্যে অনেককিছু শোনা গেল পেছনে,—হুইস্‌লের শব্দ, একটা চাপা যান্ত্রিক গর্জন, আর ধাবমান পদক্ষেপ। সাবমেরিন অল্প অল্প কাঁপতে লাগল। ক্যাপটেন শান্তকণ্ঠে বললেন,—'বন্ধুগণ, যাত্রা শুরু হল। আমাদের শিকার এবং তার উদ্দেশ্যে অল্পেকটু সঠিকভাবে জানতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু আপনাদের কথায় আমি খুশীমনেই ওটার সিছু নেব। এবার কী বার্তা পাঠাবেন বলুন।'

বণ্ড অন্যমনস্কভাবে বার্তার কথা ভাবছিল, আর উদ্বিগ্নভাবে চিন্তা করছিল কমিশনারের চিঠির তাৎপর্য এবং ডোমিনোর সম্বন্ধে। জটিল পরিস্থিতি। এমন হতে পারে, যে প্লেনে করে বোমা আনা হয়নি, যেক্ষেতে মণ্টা আর ফাইটার বম্বারগুলোর রওনা হওয়া নেহাৎ বাড়াবাড়ি। এমনকি এই নির্দেশের পেছনে যুক্তির নিতান্ত অভাব। হয়ত ঐ ভাঙ্গা ভিণ্ডিকেটার প্লেন আর বোমাচুরি সম্পূর্ণ অন্য কোনো দলের কাজ। আর তারা যতক্ষণ 'ডিস্কো'কে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, প্রেতাত্মা সংঘ আরামে নিজেদের কাজ করে চলেছে। কিন্তু বন্দের প্রাতিটি অনুভূতি তাকে এই সম্ভাবনা স্বীকার করতে বারণ করল। ছদ্মবেশ হিসেবে এই ডিস্কো লার্গো চক্রটা সম্পূর্ণ নিখুঁত। কোনোরকম ছিদ্র নেই এতে। আর

ঠিক এই কারণেই বণ্ডের সন্দেহ জেগে উঠেছে। এত বিরাট আকার এবং স্পর্ধার একটা ষড়যন্ত্র এক সম্পূর্ণ নিশ্চিদ্র ছদ্মবেশের আড়ালে ছাড়া থাকতে পারে না।

লার্গো হয়ত তাঁর গুপ্তধন অভিযানে চলেছেন, অথবা চলেছেন বোমা বসাবার জন্য, টাইম ফিউজ ঠিকমত লাগাবার জন্য, যাতে প্রেসিডেন্ট সংঘের দেওয়া সময়রেখা পার হবার কয়েকঘণ্টা পরে বিস্ফোরণ হয়। কারণ, ইংল্যাণ্ড আমেরিকা শেষ মুহূর্তে টাকা দিতে রাজী হলে বোমাটাকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু বোমাগুলো কোথায়? তবে কি সে ছুটো জাহাজে আছে, আর ডোমিনো কারণে সংকেত পাঠাতে পারেনি? নাকি লক্ষ্যস্থলে যাবার পথে একটা বোমা তুলে নেবে?

নাসাউ থেকে পশ্চিম দিকে, বেরী আইল্যাণ্ড চ্যানেল হয়ে নর্থ-ওয়েষ্ট লাইটের পথটা এ দুই সম্ভাবনার সঙ্গেই মিলে যাচ্ছে। বিমিনির দক্ষিণে ডোবা প্লেনটা, মিয়ামী এবং আমেরিকার উপকূলের অন্যান্য সমস্ত সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু ঐ পশ্চিমদিকে। কিংবা চ্যানেল ধরে এগিয়ে গিয়ে, নাসাউ-এর পঞ্চাশ মাইল পশ্চিম থেকে সোজা উত্তরদিকে ঘুরে গিয়ে অগভীর জল দিয়ে আরো মাইল পঞ্চাশেক উজিয়ে গেলেই আর তাদের পিছু নেবার যো থাকবে না। তারপর নর্থ-ওয়েষ্ট প্রভিডেন্স্ চ্যানেলে ফিরে এসে সোজা গ্র্যাণ্ড বাহামার মিসাইল ষ্টেশনের দিকে গেলেই হল।

একটা ভীষণ অস্বস্তি আর ভয় বণ্ডকে কুরেকুরে খাচ্ছিল, যে সে আর লীটার নিজেদেরকে একজোড়া গাধা বলে প্রমাণ করতে চলেছে। সে মনে মনে মানতে বাধ্য হল, যে—সে, লীটার এবং 'মাণ্টা' এক অদ্ভুত জুয়োখেলায় জড়িয়ে পড়েছে। যদি বোমা ছুটো জাহাজে থাকে আর যদি 'ডিস্কো' সত্যিই গ্র্যাণ্ড বাহামার মিসাইল ষ্টেশনের দিকে চলে, তবে নর্থ-ওয়েষ্ট চ্যানেল দিয়ে গিয়ে 'মাণ্টা' সম্ভবতঃ তাকে ধরে ফেলতে পারবে।

কিন্তু যদি এই জুয়োখেলায়, সবরকম বিরূপ সম্ভাবনা সত্ত্বেও, তারা জিততে পারে, তবু...ডোমিনো কেন সংকেত জানাল না? কী হয়েছে তার?

২১

ডার্লিং ডোমিনো ইন ডেঞ্জার

ঘননীল আয়নার মত সমুদ্রের বুকে তরঙ্গ তুলে একটা কালো টর্পে-ডোর মত ছুটে চলেছে 'ডিস্তো'। ইঞ্জিনের শব্দ আর সাইনবোর্ডের ওপর গেলাসের টুং টাং ছাড়া বিরাট ষ্টেটরুমটায় অন্য কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। যদিও প্রত্যেকটি পোর্টহোলের ওপর শাটার টানা আছে, সমস্ত ঘরে একমাত্র আলো হচ্ছে ছাদ থেকে ঝুলন্ত একটি জাহাজী লণ্ঠন। তার ফ্যাকাশে লাল আলো কোনরকমে লম্বা টেবিলটা ঘিরে বসা কুড়িজন লোকের মুখ আলোকিত করে তুলছে। লাল কালো ছায়াময় চেহারাগুলো লণ্ঠনের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে বারবার বিকৃত হচ্ছে —যেন নরকের মধ্যে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের দৃশ্য।

লার্গো বসেছিলেন টেবিলের মাথায়। কেবিন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সমস্ত মুখ ঘামে চকচক করছে। তিনি বলতে শুরু করলেন, তাঁর গলা পরিশ্রমে উত্তেজিত ও কর্কশ শোনাল—"আপনাদের জানাতে চাই যে আমরা একটু জরুরী অবস্থার মধ্যে পড়েছি। আধঘণ্টা আগে ১৭ নম্বর, ডেকের এক কোণে মিস্ ভিতালিকে একটা ক্যামেরা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখেন ১৭ নম্বর তার কাছে আসতেই সে ক্যামেরা তুলে প্যালমীরার ছবি তোলার ভান করল, অথচ তখনো ক্যামেরার লেন্সের ওপর ঢাকনি লাগানো ছিল। ১৭ নম্বর সন্দিগ্ধ হয়ে আমায় ঘটনাটা জানান। আমি নীচে নেমে মেয়েটিকে তার কেবিনে নিয়ে যাই। সে আমার সঙ্গে খুব ধ্বস্তাধস্তি করল। তার ব্যবহারে আমার সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। ক্যামেরাটা আদায় করতে আমি বল প্রয়োগ করতে বাধ্য হই। ক্যামেরা নিয়ে আমি সেটাকে পরীক্ষা করে দেখেছি।"

একটু থেমে লাগে'া শান্তকণ্ঠে বললেন—"ক্যামেরাটা ভুয়ো। তার ভেতরে লুকোনো ছিল একটা গাইগার কাউণ্টার। কাউণ্টারের কাঁটা স্বভাবতঃই ৫০০ মিলি রণ্টজেন-এ উঠে গিয়েছিল। মেয়েটির জ্ঞান ফিরিয়ে এনে তাকে প্রশ্ন করেছি আমি। সে কোনো কথা বলতে অস্বীকার করেছে। যথাসময়ে আমি তাকে কথা বলতে বাধ্য করব আর তারপর তাকে শেষ করে ফেলা হবে। এখন রওনা হবার সময় তাই তাকে আবার অজ্ঞান করে তার খাটের সঙ্গে ভালভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে এসেছি। এই মিটিং আমি ডেকেছি, আপনাদের ঘটনাটা জানাবার জন্য। অবশ্য ২ নম্বরকে এর মধ্যেই আমি সব জানিয়েছি।"

লাগে'া চুপ করলেন। টেবিলের চারিদিক থেকে ক্রুদ্ধ বিরক্ত সব আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। ১৪ নম্বর জার্মানদের একজন দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—"এবং ২ নম্বর এ বিষয়ে কী বললেন?"

—"তিনি বললেন কাজ চালিয়ে যেতে। বললেন সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য গাইগার কাউণ্টার খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাদের। পৃথিবীর প্রতিটি গুপ্তচর বিভাগ আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। নাসাউ এর কোনো ভারপ্রাপ্ত বিভাগ হয়ত পুলিশ বন্দরের সব জাহাজের তেজস্ক্রিয়তা মাপবার আদেশ দিয়েছেন। হয়ত মিস্ ভিতালিকে এ-জাহাজে কাউণ্টারটা নিয়ে আসবার জন্য ঘুষ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ২ নম্বর বললেন, যে একবার বোমাটাকে লক্ষ্যস্থলের কাছে বসিয়ে দিলেই আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রেডিও অপারেটরকে আমি নাসাউ ও উপকূলের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক বেতারবার্তা বিনিময় হচ্ছে কিনা দেখবার জন্য কান খাড়া রাখতে বলেছি। কিন্তু সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি। যদি আমাদের ওপর সন্দেহ পড়ত, সঙ্গে সঙ্গে নাসাউ থেকে খবর যেত লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনে। সবকিছুই স্বাভাবিক। সুতরাং অপারেশন যথারীতি এগোবে। লক্ষ্যস্থল থেকে খানিকটা সরে এসে আমরা অ্যাটম বোমার সীসের বাক্সদুটো জলে ফেলে দেব। তাদের একটার মধ্যে থাকবে মিস ভিতালির দেহ।"

১৪ নম্বর তবু বললেন—"কিন্তু আশা করি আপনি প্রথমেই মেয়েটির কাছ থেকে পুরো খবর আদায় করবেন? আমাদের ওপর সন্দেহ পড়েছে, এমন আশংকা আমাদের পরবর্তী সব কাজের পক্ষে আনন্দদায়ক হবে না।"

—"এ মিটিং শেষ হলেই আমি ওর পেট থেকে কথা বের করবার চেষ্টা আরম্ভ করব। আপনারা যদি আমার মত চান, আমি বলব গতকালের ঐ দুজন লোক—বণ্ড আর লাকিন, হয়ত এর মধ্যে থাকতে পারে। তারা বোধ হয় গুপ্তচর। ঐ তথাকথিত লার্কিনের কাঁধে একটা ক্যামেরা ছিল। সেটা আমি ভালভাবে দেখিনি, কিন্তু সেটার চেহারা এই ক্যামেরাটার মতই। ঐ দুজন সম্বন্ধে আরো সাবধান না হওয়া আমার অন্যায় হয়েছে কিন্তু তাদের কথাবার্তা আমার খাঁটি বলেই মনে হয়েছিল। কাল সকালে নাসাউ ফেরার সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমরা বলব যে মিস ভিতালি জলে পড়ে গেছেন। গল্পটা ঠিকমত সাজিয়ে দেব আমি। খোঁজখবর হবে নিশ্চয়ই। ব্যাপারটা বিরক্তিকর, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। আমাদের সাক্ষীরা জেরায় বিচলিত হবার নয়। আজ রাতে আমাদের গুপ্তধন অনুসন্ধানের অ্যালিবাই আরো পাকা করবার জন্য পুরোনো মুদ্রাগুলো ঠিকমত ক্ষয়াতে পেরেছেন তো ৫ নম্বর ?"

৫ নম্বর অর্থাৎ পদার্থবিদ কোৎসে বিজ্ঞভাবে বললেন,—"দরকারের পক্ষে যথেষ্ট। সাধারণ পরীক্ষা পেরিয়ে যাবে। মুদ্রাগুলো ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের খাঁটি স্প্যানীশ স্বর্ণমুদ্রা আর সাধারণ মুদ্রা। জল সোনা আর রূপোর তেমন ক্ষতি করতে পারে না। আমি ওগুলোকে ক্ষয়াবার জন্য অল্প অ্যাসিড ব্যবহার করেছি। করোনারের হাতে তুলে দিয়ে বলতে হবে যে এগুলো গুপ্তধন। অবশ্য কোথায় গুপ্তধন পেয়েছি তা জানবার জন্য ঝুলোঝুলি হবে। আন্দাজে একটা জায়গা বলে দিলেই হবে।

"প্রবাল প্রাচীরের পরেই সাধারণতঃ গভীর জল থাকে। আমরা বলতে পারি, যে মিস ভিতালির বোধ হয় অ্যাকোয়ালাঙে কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল এবং তাকে একটা গভীর গহবরের ভেতর পড়ে যেতে দেখা গেছে। এ গল্পকে ভুয়ো প্রমাণ করবার কোনো উপায় আমি দেখছি না। আমরা বলব যে আমরা তাকে অনুসন্ধানে যোগ দিতে অনেক বারণ করেছিলাম। কিন্তু এ ব্যাপারে তার ভীষণ আগ্রহ ছিল। কোনো কথা শুনল না। তাছাড়া চমৎকার সাঁতার জানত সে।" দুহাত ছড়িয়ে কোৎসে বললেন, "এরকম দুর্ঘটনা প্রতি বছর অনেক ঘটে। বলব, যে সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম

কিন্তু হাঙ্গরদের ঝামেলায় বিশেষ সুবিধে করতে পারিনি। আমরা পত্রপাঠ অনুসন্ধান স্থগিত রেখে নাসাউ ফিরে আসি এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা জানানোর জন্য।"

৫ নম্বর স্থিরবিশ্বাসে মাথা নাড়লেন—"এই ঘটনায় চিন্তিত হবার মত কিছুই দেখছি না আমি। মেয়েটির কাছ থেকে সব কথা আদায় করতেই হবে।" ৫ নম্বর লার্গো'র দিকে তাকিয়ে খুব ভদ্রভাবে প্রশ্ন করলেন—"বিদ্যুতের কয়েকটা চমৎকার ব্যবহার আমি জানি। মানব-দেহ তা সহ্য করতে পারে না। আমি যদি কোনো কাজে লাগি—।"

সমান ভদ্রতার সঙ্গে জবাব দিলেন লার্গো। যেন তারা সামুদ্রিক পীড়ায় শয্যাশায়ী এক সহযাত্রীর ওষুধের কথা আলোচনা করছেন। বললেন তিনি—"ধন্যবাদ। কথা বার করবার কয়েকটা কায়দা আমার জানা আছে, যা আগে আমায় কাজ দিয়েছে। অবশ্য যদি দেখি তাতেও কথা বেরোল না, তবে নিশ্চয়ই আপনার সাহায্য নেব।"

লার্গো টেবিলের চারিপাশে ছায়াময় রক্তিম মুখগুলোর দিকে তাকালেন। বললেন—"এবার আমি আমাদের কাজের সর্বশেষ পর্যায়ের কথা আরেকবার বলে নিচ্ছি।" ঘড়ি দেখলেন, "এখন মধ্যরাত্রি। রাত তিনটে থেকে দু ঘণ্টার জন্য চাঁদের আলো থাকবে। ভোরের প্রথম আলো দেখা যাবে পাঁচটার একটু পরেই। সুতরাং আমাদের হাতে কাজ শেষ করবার জন্য দু ঘণ্টা সময় থাকবে। যে রাস্তা দিয়ে আমরা চলেছি, তাতে দক্ষিণ দিকে থেকে ওয়েষ্ট এণ্ড-এ পৌঁছব আমরা। দ্বীপ-গুলোতে ঢোকবার এটাই স্বাভাবিক পথ। আর লক্ষ্যস্থলে আরো কাছে এগিয়ে গেলে যদি মিসাইল ষ্টেশনের রাডারে আমাদের ধরতেও পারে তারা বড় জোর ভাববে, যে ইয়াটটা ভুল করে রাস্তা থেকে সরে গেছে ঠিক মত রাত তিনটেয় নোঙর করব আমরা। তারপর সাঁতারুর দল রওনা হবে আধ মাইল দূরে বোমা বসানোর জায়গাটার দিকে। আমাদের যে পনেরোজন এই দলে থাকবেন, তাঁরা যথারীতি তীরের মত ছড়িয়ে সাঁতার কাটবেন, আর দলের মাঝখানে থাকবে বোমাবাহী রথ এবং স্লেড্। আপনারা বুঝেছেন তো? পথপ্রদর্শকের প্রধান কর্তব্য হবে হাঙ্গর ও ব্যারাকুডা সম্পর্কে সাবধান থাকা। আমি

স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যে গ্যাস বন্দুকের পাল্লা হচ্ছে কুড়ি ফিট আর কোনো বড় মাছকে মারতে হলে আঘাত করতে হবে তার মাথায় বা তার ঠিক পেছনে। কেউ যদি বন্দুক চালান, তিনি আগেই পার্শ্ব-বর্তীকে তা জানিয়ে দেবেন, যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয়।"

লাগে'া সামনের টেবিলে দুহাতে উপুড় করে বললেন,—"এ সব বহুশ্রুত কথা আরেকবার বললাম বলে অসন্তুষ্ট হবেন না। আমি জানি এ ব্যাপারে জলের নীচে অনেক ট্রেনিং নিয়েছি আমরা আর আমার বিশ্বাস সবকিছু নির্বিঘ্নেই শেষ হবে। তবে ডেক্সিড্রিন্ ট্যাবলেটের প্রভাব নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা। এই পিলগুলো মিটিং এর শেষ সাঁতারুদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে। এর কাজ হবে আমাদের স্নায়ু-তন্ত্রকে আরো সজীব করে তোলা আর ষ্ট্যামিনা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করা। সুতরাং আমরা অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনার জন্য তৈরী থাকব এবং আশা করি ভালভাবেই তার সম্মুখীন হতে পারব। আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন আছে?"

ষড়যন্ত্রের গোড়ার দিকে, কয়েক মাস আগে প্যারিসে, ব্লোফেড লাগে'াকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যে দলের কোনো সদস্যের কাছ থেকে যদি বিপদ আসে, তাহলে তা ঐ দুজন রাশিয়ানের কাছ থেকে আসবার সম্ভাবনাই বেশী। এরা হলেন ১০ এবং ১১ নম্বর, SMERSH এর প্রাক্তন সদস্য। ব্লোফেড বলেছিলেন,—"এই দুজনের রক্তের মধ্যে ষড়যন্ত্রের বীজ রয়েছে। আর ষড়যন্ত্রের চিরসঙ্গী হল সন্দেহপ্রবণতা। এরা দুজনে সবসময় ভাববে, তাদের বিরুদ্ধে আলাদা কোনো মতলব আঁটা হচ্ছে কিনা—অর্থাৎ তাদেরকে সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজগুলোর ভার দেওয়া হচ্ছে কিনা পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কিনা, কিংবা হয়ত তাদের মেরে ফেলে লভ্যাংশ আত্মসৎ করবার চেষ্টা হচ্ছে। ওরা সঙ্গীদের বিরুদ্ধে নালিশ করবার চেষ্টা করবে, সর্বসম্মত প্ল্যানগুলোতে সম্মতি দিতে সবচেয়ে দেরী করবে। তাদের ধারণা থাকবে যে আসল ব্যাপার তাদের কাছে চেপে যাওয়া হচ্ছে। বারবার বোঝাতে হবে তাদের যে কিছুই লুকোনো হচ্ছে না। তবে একবার কোনো নির্দেশ যদি ওরা মেনে নেয়, তাহলে সে কাজ বিপদ আপদ তুচ্ছ করে নিখুঁতভাবে শেষ করে দেবেই। সেইজন্য এধরনের লোককে তাদের বিশেষ কোনো ক্ষমতা না থাকলেও দলে নেওয়া উচিত।

কিন্তু আপনি মনে রাখবেন, আমি এর আগে কী বলেছি এবং যদি কোনো গণ্ডগোল হয়, যদি ওরা দলের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ বপন করতে চেষ্টা করে, আপনাকে দ্রুত ও নির্দয়ভাবে তা দমন করতেই হবে। অবিশ্বাস, অবিশ্বস্ততার বীজাণু যেন কখনো আপনার দলে ছড়াতে না পারে। সবচেয়ে নিখুঁত প্ল্যানকেও এরা ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম।"

এবার ১০ নম্বর, একদা খ্যাত SMERSH দলের সন্ত্রাসবাদী টাৰ্লি'ক কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি লাগে'ার বাঁদিকে বসেছিলেন দুটো চেয়ার পরে। তিনি সম্বোধন করলেন। লাগে'াকে নয়। বললেন—বর্ণনা শুনছিলাম, আর ভাবছিলাম যে সবকিছু কেমন চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে। আমি আরো ভাবছিলাম যে এই অপারেশন নিশ্চয়ই ভালোভাবে শেষ হবে, আর দু নম্বর লক্ষ্যস্থলে বোমা পাঠানোর কোনো প্রয়োজন হবে না। এরকম এক পরিস্থিতিতে, কমরেডস," বর্ণহীন ঝোটা তাঁর কণ্ঠস্বর কেমন ঘোরালো হয়ে এল, "আমি নিজেকে বলছিলাম যে, আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের সব পরিশ্রম শেষ হবে, আর তা পুরস্কারটাও হাতের মধ্যে এসে যাবে। কিন্তু কমরেডস," লালকালো আবহাওয়ায় তাঁর হাসিটাকে মুখের বিকৃতি বলে মনে হল, "এত টাকা নাগালের ভেতর এসে যাওয়ার পর একটা নিতান্ত অনুচিত চিন্তা আমার মাথায় আসছে।" (ল্যাগে'া কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট কোট ২৫ রিভলভারটার সেফটি ক্যাচ সরালেন) "এবং আমার রাশিয়ান সঙ্গী ১১ নম্বর ও আপনাদের সকলের প্রতি আমার কর্তব্যের ত্রুটি হবে, যদি না আমার মনের কথা আপনাদের জানাই আর সে সন্দেহটুকু দূর করবার ব্যবস্থা করি।"

সমস্ত অধিবেশন নিস্তব্ধ। উপস্থিত সকলেই গুপ্তচর অথবা ষড়যন্ত্রকারী। তাঁরা বিদ্রোহের গন্ধ পেলেন, আঁচ করলেন অবিশ্বস্ততার কালো ছায়া এগিয়ে আসছে। কী জানতে পেরেছেন ১০ নম্বর? কী বলতে চাইছেন তিনি? প্রত্যেকে তৈরী রইলেন, যাতে বক্তব্যটা শোনামাত্র সিদ্ধান্ত নিয়ে সেইমত রাস্তা ঠিক রাখতে পারেন। লাগে'া পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে ধরে রাখলেন উরুর ওপর।

অন্য সবাইকার মুখ দেখে তাঁদের মনোভাব আন্দাজ করবার চেষ্টা

করতে ১০ নম্বর বলে গেলেন—'কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সময় আসবে যখন আমরা পনেরোজন থাকব ঐ ওখানে,'' তিনি কেবিনের দেওয়ালের দিকে হাত দেখালেন, ''অন্ধকারের ভেতর. জাহাজ থেকে আধঘণ্টা সাঁতারের রাস্তা। আর পাঁচজন সদস্য ও ছ-জন সাব এজেণ্ট থাকবেন এই জাহাজেই। তখন যদি, কমরেডস, জাহাজের লোকেরা আমাদের জলে ফেলে রেখে চলে যান, তাহলে ব্যাপারটা কীরকম দাড়াবে?''

টেবিলের চারিপাশে নড়াচড়া ও গুঞ্জনের শব্দ শোনা গেল। ১০ নম্বর হাত তুলে তাঁদের থামিয়ে বললেন 'হাঙ্গর, তাই না কমরেডস্? আপনারাও নিশ্চয়ই তাই ভাবছেন। কিন্তু আমরা একই জাতের মানুষ। আমরা জানি সবচেয়ে বড় বন্ধু ও কমরেডদের মধ্যেও কোন কোন সময় কীরকম প্রলোভন জেগে ওঠে। আর কমরেডস্, আমাদের পনেরোজনকে সরিয়ে দিতে পারলে বাকী প্রত্যেকের ভাগের টাকা কতটা বেড়ে যাবে ভেবে দেখুন। ফেরৎ গিয়ে তাঁরা শুধু বর্ণনা করে দেবেন যে হাঙ্গরদের সঙ্গে কী ভীষণ লড়াই করে আমরা সবাই নিহত হয়েছি।'

মোলায়েম স্বরে প্রশ্ন করলে লার্গো—'এবং এবিষয়ে আপনার প্রস্তাব কি, ১০ নম্বর?'

এই প্রথমবার ১০ নম্বর ডানদিকে তাকালেন। লার্গোর মুখের ভাব তিনি দেখতে পেলেন না। অস্পষ্ট লালকালো মুখটার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, তাঁর গলার স্বর দুবিনীত—'আমার মতে প্রত্যেকটি জাতীর দলের একজন করে জাহাজ থেকে দলের বাকী সদস্যের স্বার্থরক্ষা করা উচিত। এর ফলে সাতারুর সংখ্যা দশ-এ নেমে আসবে, কিন্তু যাঁরা এই বিপজ্জনক অভিযানে অংশগ্রহণ করছেন তাঁরা অনেক বেশী উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে পারবেন, কারণ তাঁরা জানবেন যে পূর্বোল্লিখিত বিপদের সম্ভাবনা আর নেই।'

খুব ভদ্র, নিরুত্তাপ কণ্ঠে কথা বললেন লার্গো,—'আপনার প্রস্তাবের একটা খুব সংক্ষিপ্ত ও সোজা উত্তর আমার জানা আছে, ১০ নম্বর।' তাঁর বিশাল থাবা থেকে বেরিয়ে আসা রিভলবারের ছোট নলটার ওপর একবার লাল আলো খেলে গেল। রাশিয়ানটির মুখে এত দ্রুত পরপর তিনবার গুলি করলেন তিনি, যে তিনটে বিস্ফোরণের শব্দ আর তিনটে তীব্র আলোর ঝলকানি মাত্র একটা বলে মনে হল। ১০ নম্বর দুর্বলভাবে

দুহাত সামনে তুলে ধরলেন, যেন পরের গুলিগুলো ধরে ফেলবার চেষ্টা করছেন। সামনের দিকে একটা ঝাকুনি দিলেন, তারপর চেয়ারশুদ্ধ হুড়মুড়া করে উলটে পড়লেন পেছনদিকে।

লার্গো রিভলভারের নলের ডগাটা নাকের তলায় ধরে আরাম করে গন্ধ শুঁকলেন, যেন সেটা একটা সেন্টের শিশি। চারিদিক নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে দু-সারি লোকের ওপর একবার বুলোলেন লার্গো। শেষে মৃদুকণ্ঠে বললেন,—'আজকের অধিবেশন এখানেই শেষ হল। সদস্যেরা নিজ নিজ কেবিনে ফিরে গিয়ে শেষবারের মত সরঞ্জামগুলো পরীক্ষা করে নিন। গ্যালীতে এখন থেকেই খাবার তৈরী আছে। যাঁর প্রয়োজন হবে, এক গেলাস মদও খেয়ে নিতে পারেন। আমি দুজন নাবিকের সাহায্যে মৃত ১০ নম্বরের ব্যবস্থা করছি। ধন্যবাদ।'

সবাই চলে যাবার পর লার্গো উঠে দাড়ালেন। আড়মোড়া ভেঙে এক বিকট হাই তুললেন। তারপর সাইডবোর্ডের কাছে গিয়ে ড্রয়ার খুলে বার করলেন এক বাক্স 'করোনা' সিগার। একটা সিগার বেছে নিয়ে তেতো মুখ করে ধরালেন। বরফের টুকরো ভর্তি একটা লাল রঙের রবারের থলি হাতে নিলেন। তারপর দরজা খুলে হেটে গিয়ে ঢুকলেন ডোমিনো ভিতালির কেবিনে।

ঢুকে, ভেতর থেকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলেন। এঘরেও ছাদ থেকে ঝুলছে একটা লাল রঙের বাতি। তার তলায় বড় বাংকটার ওপর মেয়েটা শুয়ে, একটা তারামাছের মত অসহায়। তার গোড়ালি আর কব্জি লোহার খাটের চারকোণে দড়ি দিয়ে বাঁধা। লার্গো বরফের থলিটা চেষ্ট অফ ড্রয়ার্সের ওপর সাবধানে রাখলেন, তার পাশে রাখলেন সিগারটা, যাতে তার জলন্ত ডগাটা বার্নিস নষ্ট না করতে পারে।

মেয়েটা তাকে লক্ষ্য করছিল। আবছা আলোয় তার চোখদুটো জলছিল দুটো লাল অঙ্গারের মত।

লার্গো বললেন,—'প্রিয়ে, তোমার শরীরকে আমি অনেক উপভোগ করেছি, আনন্দও পেয়েছি প্রচুর। পরিবর্তে, তুমি যদি না বল তোমায় কে ঐ যন্ত্রটা দিয়েছে, তাহলে আমি তোমায় ভীষণ যন্ত্রণা দিতে বাধ্য হব।

কাজটা আমি করব এই সামান্য দুই অস্ত্রের সাহায্যে'—তিনি সিগারটা হাতে নিয়ে তার ডগায় ফুঁ দিতে লাগলেন, যতক্ষণ না সেটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—'উত্তাপের জন্য এটা, আর ঠাণ্ডার জন্য বরফের টুকরো। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এ দুটো ব্যবহার করলে, চীৎকার করা ছাড়া তোমার কোন উপায় থাকবে না। আর সে চীৎকার থামলে, তুমি কথা বলবে, এবং সত্যি কথাই বলবে। এবার বল, তুমি কোনটা চাও।'

মেয়েটার গলা ঘৃণার আগুনে ভয়ংকর শোনাল,—'আমার ভাইকে খুন করেছ তুমি, আর এখন আমায় খুন করতে চলেছ। তোমার যা প্রাণে চায় কর। তোমারও সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর সে সময় যখন আসবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি যেন আমার চেয়ে লক্ষগুণ বেশী কষ্ট পেয়ে মর।'

লার্গো কর্কশ গলায় একবার হাসলেন। খাটের পাশে গিয়ে দাড়িয়ে বললেন,—'ভাল কথা, প্রিয়ে। দেখা যাক তোমায় নিয়ে কি করতে পারি,—খুব মোলায়েমভাবে, আর খুব, খুব আস্তে।'

তিনি ঝুঁকে পড়ে মেয়েটির কাঁধের কাছে শার্ট ও ব্রেসিয়ারের ফিতে একসঙ্গে চেপে ধরলেন। তারপর খুব আস্তে, কিন্তু ভীষণ জোরের সঙ্গে হাত নীচের দিকে টেনে আনতে লাগলেন, শরীরের সমস্ত দৈর্ঘ্য বেয়ে। শেষে দু-হাতের দু-টুকরো ছেঁড়া কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিলেন মেয়েটির উজ্জ্বল দেহ। কী যেন ভাবতে ভাবতে লার্গো সেটাকে ভালভাবে দেখলেন তারপর চেস্ট অফ ড্রয়ার্সের ওপর থেকে সিগার আর বরফের পাত্রটা নিয়ে এলেন। ফিরে এসে আরাম করে চেপে বসলেন খাটের ধারে।

লার্গো সিগারটায় একটা টান দিলেন, ছাই ঝেড়ে ফেললেন। তারপর ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে।

২২ সংগ্রামের আয়োজন

'মাণ্টা'-র আক্রমণ কেন্দ্রে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। কম্যাণ্ডার পেডারসন একো-সাউণ্ডার পরিচালকের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং মাঝে মাঝে পেছন দিকে বসা বণ্ড ও লীটারের প্রতি কথা বলছিলেন। তারা দুজন বসেছিল যন্ত্রপাতি থেকে বেশ দূরে, দুটো ক্যানভাসের চেয়ারে। ক্যাপ্টেন একো-সাউণ্ডার ছেড়ে তাদের দুজনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। আনন্দের হাসি হেসে বললেন,—'জল ত্রিশ ফ্যাদম গভীর, আর সবচেয়ে কাছের দ্বীপ হচ্ছে পশ্চিমদিকে এক মাইল দূরে। এখান থেকে গ্র্যাণ্ড বাহামার রাস্তা পরিষ্কার। আর যথেষ্ট জোরে যাচ্ছি আমরা। এরকম চলতে থাকলে ঘণ্টা চারেকের পথ। ভোরের আলো ফোটবার একঘণ্টা আগেই আমরা গ্র্যাণ্ড বাহামার কাছে পৌঁছে যাব।

'খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবেন নাকি? আগামী একঘণ্টার মধ্যে রাডারের পর্দায় কিছু দেখা যাবেনা—যতক্ষণ না বেরী দ্বীপপুঞ্জের এলাকা থেকে বেরিয়ে পড়তে পারছি, সেই দ্বীপগুলোই সমস্ত পর্দা জুড়ে থাকবে তারপরেই আসবে আসল সমস্যা। যদি পর্দায় দেখতে পাই, ছোট্ট একটা দ্বীপ দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে জোরে উত্তরদিকে ছুটছে আমাদের সমতরাল পথে, তবেই বুঝব, যে সেটা হচ্ছে আমাদের 'ডিস্ট্রো'। যদি তা দেখতে পাই, আমরা জলের তলায় ডুব দেব। আলার্ম বেল শুনতে পাবেন আপনি। কিন্তু ইতিমধ্যে একটু গড়িয়ে, বা ঘুমিয়ে নিতে পারেন। যতক্ষণ না সে জাহাজটা লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি পৌঁচচ্ছে, বিশেষ কিছু করবার নেই। তারপর অবশ্য আবার আমাদের ভাবতে বসতে হবে।'

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন,—'এদিক দিয়ে আসুন

দেখবেন, পাইপে মাথা ঠুকে না যায়। জাহাজের এই জায়গাটাই কেবল প্রশস্ত নয়।'

তারা দুজন তাঁর পেছন পেছন একটা প্যাসেজ বেয়ে গিয়ে মেস্ হলে পৌঁছলো। একটা আলোকিত খাবার ঘর, ক্রীম রঙের দেওয়াল আর গোলাপী সবুজ প্যানেল। তারা একটা ফর্মিকা-ঢাকা টেবিল ঘিরে বসল অন্যান্য অফিসার ও লোকজন থেকে দূরে। তারা সবাই এই দুজন নাগরিকের দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকাল। দেওয়ালগুলো দেখিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন,—'সাধারন ব্যাটলশিপ গ্রে রং থেকে একটু আলাদা। এই রং নিয়ে অনেক মাথা ঘামানো হয়েছে। কারণ, এক এক সময় মাসখানেক বা তারও বেশী জলের তলায় ডুব মেরে থাকতে হয় আমাদের। সে সময়টা নাবিকদের মনের ফূর্তি বজায় রাখা দরকার। সেইজন্যেই দেওয়ালে এমন উজ্জ্বল সব রং। এ ঘরটা অনেক রকম আমোদপ্রমোদের জন্য ব্যবহৃত হয় সিনেমা, টেলিভিশন, খেলাধুলো, ইত্যাদি।'

একজন ষ্টুয়ার্ড মেনু নিয়ে এল। ক্যাপ্টেন বললেন—'এবার খাওয়ার ব্যাপার। আমি খাব রেড আই গ্রেভি দেওয়া ভাজি নিয়া হ্যাম, অ্যাপল-পাই, সঙ্গে আইসক্রীম এবং বরফ দেওয়া কফি। আর ষ্টুয়ার্ড, রেড-আই-টা যেন পানসে না হয়।' বণ্ডের দিকে ফিরে বললেন—'বন্দর থেকে বেরোলেই আমার দারুণ ক্ষিদে পায়। জানেন, ক্যাপ্টেনদের বিতৃষ্ণা থাকে জলের ওপর নয়, ডাঙার ওপর।'

বণ্ড পোচ করা ডিম, কড়া টোষ্ট, আর কফির অর্ডার দিল। ক্যাপ্টেনের ফূর্তিবাজ কথাবার্তার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছিল, কিন্তু খাবার ইচ্ছে ছিলনা মোটেই। যতক্ষণ না 'ভিস্কো' রাডারে ধরা পড়ছে, এবং একটা নির্দিষ্ট কর্মপন্থা স্থির করা সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভেতরের চাপা উত্তেজনা কমবে না। আর সবকিছুর আড়ালে রয়েছে মেয়েটার সম্পর্কে দুশ্চিন্তা। তাকে অত কথা জানানো কি উচিত হয়েছে? মেয়েটা বিশ্বাসভঙ্গ করেছে কি? নাকি ধরা পড়েছে? বেঁচে আছে তো? বণ্ড ঢকঢক করে এক গেলাস বরফ জল খেয়ে ফেলে ক্যাপ্টেনের বর্ণনা শুনতে লাগল— কী করে সমুদ্র থেকে বরফের টুকরো ফিলটার করে বার করা হয়।

শেষ পর্যন্ত বণ্ড আনন্দময়, শান্ত ভঙ্গির কথাবার্তা শুনতে শুনতে অধৈর্য

হয়ে পড়ল। বলে উঠল,—'মাফ করবেন ক্যাপ্টেন, কিন্তু আমি কি পরিষ্কার করে জানতে পারি গ্র্যাণ্ড বাহামার কাছে 'ডিস্কো'-কে ধরতে পারলে আমরা কী করব? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এরপর আমরা কি করব। আমার মাথায় একটা মতলব আছে, কিন্তু আপনি কি ঠিক করেছেন,—জাহাজটার পাশে গিয়ে আটক করবেন, না টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দেবেন?'

ক্যাপ্টেনের ধূসর চোখদুটো কেমন ধারালো মনে হল। তিনি বললেন,—'এসব ব্যাপার আমি আপনাদের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি বন্ধুগণ। নৌবাহিনী থেকে বলা হয়েছে, যে আমি আপনাদের আজ্ঞাধীন। আপনাদের সোফার মাত্র। আপনার যদি কোন মতলব থাকে, আমায় বলুন, আমি খুশিমনে তা পালন করতে প্রস্তুত, যতক্ষণ আমার সাবমেরিনের,' তিনি হাসলেন, 'মানে, বেশীরকম ঘায়েল হবার সম্ভাবনা না থাকে। অবশ্য নৌবাহিনীর কথা যদি খাঁটি হয়, আর আপনারা যা বললেন তাতে এ জাহাজের নিরাপত্তাও শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হলে উপেক্ষা করতে হবে। আমাকে সুবিধামত যে কোন পন্থা অবলম্বনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আমার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। এবার চলুন।'

খাবার এল। বণ্ড তার ডিমে কয়েকটী ঠোকর মেরে সরিয়ে দিল। একটা সিগারেট ধরাল। লীটারের দিকে তাকিয়ে বলল,—'তুই কতদূর ভেবেছিস জানিনা ফেলিক্স, তবে চার্টের ওপর ভাল করে চোখ বুলিয়ে আমার মনে হয়েছে, যে ডিস্কো' গ্র্যাণ্ড বাহামার উপকূলের এক মাইলের মধ্যে নোঙর করবে। যদি বোমাটাকে লক্ষ্যবস্তুর যথাসম্ভব কাছে বসাতে হয়, তবে উপকূলের দিকে আরো আধমাইল এগিয়ে গিয়ে বারো-তেরো ফিট গভীর জলে বোমা রেখে, টাইম ফিউজের সুইচ অন্ করে চটপট পালিয়ে আসবে।

'ব্যাপার এরকম হবে বলেই আমার ধারণা। ভোরের আলো ফোটবার আগেই জাহাজটাস রে পড়বে। ওস্টয়এ ও-ওর কাছে অনেক ইয়াট চলাচল করে বলে জানতে পেরেছি। মিসাইল ষ্টেশনের রাডারে তার উপস্থিতি ধরা পড়লেও তারা ভাববে যে এ একটা সাধারণ ইয়াট। যদি বারো ঘণ্টার ফিউজও লাগানো থাকে, সে সময়ের মধ্যে লার্গো দু-বার নাসাউ ফিরে আসতে পারে। আমার মতে সে ফিরে এসে সকলকে গুপ্তধন

খোঁজের এক বানানো গল্প বলে দিয়ে প্রেতাত্মা সংঘের পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবে।" একটু থামল বণ্ড। লীটারের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে বলল,—"অবশ্য যদি লাগো মেয়েটার কাছ থেকে কথা বার করতে না পারে।"

লীটার দৃঢ়ভাবে বলল—"আরে নাঃ! আমার মনে হয় না যে মেয়েটা কিছু ফাঁস করে দেবে। ভারী শক্ত মেয়ে। আর যদি বলেই দেয় তাতে আপনাদের কি? বড়জোর তার গলায় একটা ওজন বেঁধে জলে ফেলে দেবে, আর চাউর করে দেবে যে গুপ্তধন খোঁজবার সময় তার অ্যাকোয়ালাং বিগড়ে গিয়েছিল। যাই হোক না কেন, নাসাউতে ফিরবেই ওরা।"

ক্যাপ্টেন বাধা দিয়ে বললেন—"কিন্তু বোমাটা তারা জাহাজ থেকে মিসাইল ষ্টেশনের কাছাকাছি কী করে নিয়ে যাবে বলে মনে হয় আপনার? চার্ট দেখে মনে হয় যে ইয়াটটা তারা তীরের খুব কাছ নিয়ে যেতে পারে না। সে চেষ্টা করলে ষ্টেশনের উপকূল রক্ষীদের হাতে বিপদে পড়বে। শুনেছি, রক্ষীদের মোটর বোটও আছে। জেলেরা বা অন্যরা তীরের কাছে এসে পড়লে তারা বোটে চড়ে তাড়া করে।"

বণ্ড স্থিরকণ্ঠে বলল—"আমার বিশ্বাস, এই কাজের জন্যই জলের তলায় 'ডিস্কো'র খোলের কামরাটা তৈরী করা হয়েছে। ডুবুরী সাঁতারুরা সেই কামরা থেকে বেরোবে, সঙ্গে একটা স্লেড বা অন্যকিছুতে করে বোমাটাকে টেনে নিয়ে যাবে। যথাস্থানে সেটা বসিয়ে ফিরে আসবে জাহাজে এছাড়া ডুবুরীদের সরঞ্জাম রাখবার প্রয়োজন হবে কেন?"

ক্যাপ্টেন মৃদুভাবে বললেন—"হতে পারে কম্যাণ্ডার। কিন্তু আমাদের এ ব্যাপারে কী করবার আছে?"

বণ্ড ক্যাপ্টেনের চোখে চোখ রেখে বলল—"এই লোকগুলোকে খায়েল করবার একটাই সুযোগ আছে। যদি আমরা তাহাহুড়ো করি 'ডিস্কো' চট্‌পট্‌ কয়েক-শ গজ সরে গিয়ে বোমাদুটোকে কোন গভীর গহ্বরের ভেতর ফেলে দিতে পারে। তাদের এবং বোমাদুটোকে বাগে আনবার সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষণ হবে, যখন তারা জাহাজ থেকে লক্ষ্যস্থলের দিকে জলের তলায় সাঁতার কেটে এগিয়ে যাবে। তাদের ডুবুরীর দলকে আমাদের ডুবুরীর দল দিয়ে ঘায়েল করতে হবে। দ্বিতীয় বোমাটা

যদি জাহাজেও থাকে, কিছু এসে যাবে না। সেইশুদ্ধ ডিস্কো'-কে ডুবিয়ে দিতে পারি আমরা।"

ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর চিন্তান্বিতভাবে বললে—"আপনার কথার পেছন যুক্তি আছে, কম্যাণ্ডার। আমার কাছে অজস্র অক্সিজেন রি-ব্রীদার (Rebreather) আছে। আর আছে দশজন শ্রেষ্ঠ সাঁতারু। কিন্তু তাদের কাছে ছোরা ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র নেই। তাদের মধ্যে কার কার যাওয়ার ইচ্ছে আছে দেখছি।" একটু থেমে বললেন—"কিন্তু তাদের নেতৃত্ব করবে কে?"

বণ্ড বলল,—"আমিই করব। ডুব সাঁতার আমার একটা নেশা। আর আমাদের শিকার সম্বন্ধে আমার ভাল ধারণা আছে। আপনার লোকদের সে সব বুঝিয়ে দেব।"

ফেলিক্স লীটার বাধা দিয়ে কড়া গলায় বলে উঠল—"আর আমি এখানে বসে বসে ভাজি নিয়া হ্যাম খাবো নাকি! এটার ওপর," তার ইস্পাতের ডানহাত তুলে বলল, "একটা পায়ের পাখনা লাগিয়ে নিয়ে তোকে যে কোনো সাঁতারে হারিয়ে দিতে পারি জানিস?"

ক্যাপ্টেন হেসে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—"বেশ বেশ। আপনারা দুই হীরোতে ঝগড়া করুন, আর আমি বরং মাইক্রোফোনে আমার লোকজনদের সঙ্গে কিছু কথা বলে নিই। তারপর চার্ট আর সরঞ্জাম দেখেশুনে নেওয়া যাবে। আপনারা মশাই ঘুমোলেন না তাহলে। আমি বরং আপনাদের কয়েকটা ব্যাটল্ পিল এনে দেব। কাজ দেবে।' তিনি হাত নেড়ে মেস হলের দরজার দিকে চলে গেলেন।

লীটার বণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলল—"হতচ্ছাড়া কোথাকার। ভেবেছিলিস পুরোনো স্যাঙাৎকে ফেলে রেখে মজা মারতে যাবি, তাই না? মাইরী, তোরা ইংরেজরা এইসা বেইমান যে কী বলব!"

বণ্ড হেসে উঠে বলল,—আরে আমি কি করে জানব যে তোর কাটা হাতের এত উন্নতি হয়েছে? তুই যে জীবনকে এত উপভোগ করতে চাস, তাও আমার জানা ছিল না। তুই বোধহয় তোর ঐ বিদঘুটে হুকটা নিয়ে প্রেম করবার একটা উপায়ও বার করে ফেলেছিস?'

গম্ভীর চালে বলল লীটার—'শুনে তুই হাঁ হয়ে যাবি। একটা মেয়েকে এই হাতে জড়িয়ে ধরলেই এমন গলে জল হয়ে যায়!—এবার কাজের কথায় আসা যাক। কিরকম ফর্মেশনে সাঁতার কাটব আমরা? জলের আবছায়ার মধ্যে শত্রুদের কী করে চিনে নেব? এ অপারেশনটা নিখুঁত ভাবে শেষ করতেই হবে। পেডারসেন লোকটা ভাল। আমি চাই না, যে আমাদের কোনো বাজে গাফিলতির জন্য ওর কজন লোক মারা পড়ে।'

লাউডস্পীকারে ক্যাপ্টেনের গলা গমগম করে উঠল—'শোনো সবাই। তোমাদের ক্যাপ্টেন বলছি। নৌবাহিনী আমাদের জাহাজের ওপর একটা কাজের ভার দিয়েছেন, গুরুত্বে যেটা যুদ্ধের অপারেশনের সঙ্গে তুলনীয়। আমি তোমাদের পুরো ঘটনাটা বলছি, কিন্তু মনে রেখো, যে অন্যরকম নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত একটা সর্বাপেক্ষা গোপনীয় তথ্য হয়ে থাকবে। এবার শোনো—'

• • •

বণ্ড এক ডিউটি অফিসারের বাংকে ঘুমিয়ে ছিল। অ্যালার্ম বেল-এর গর্জনে তার ঘুম ভেঙে গেল। লাউডস্পীকারের লৌহকঠিন চীৎকার শোনা যাচ্ছে—'ডাইভিং ষ্টেশনস্! ডাইভিং ষ্টেশনস্!' আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার বাংক একটু হেলে গেল আর ইঞ্জিনের দূরবর্তী গর্জন কেমন অন্যরকম শোনাল। আপনমনে গম্ভীর হাসি হাসল বণ্ড। বাংক থেকে নেমে আক্রমণ কেন্দ্রের দিকে চলল।

ফেলিক্স লীটার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল সেখানে। ক্যাপ্টেন তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাঁর মুখের ভাব উত্তেজিত—'মনে হচ্ছে আপনারা ঠিকই অনুমান করেছিলেন। পেয়েছি সে জাহাজটাকে। পাঁচ মাইল সামনে, আর একটু ডানদিক ঘেঁষে। প্রায় ত্রিশ নট বেগে চলেছে। অন্য কোনো জাহাজ এত জোরে চলবে না। একটাও আলো নেই। এই যে, পেরিস্কোপে দেখবেন একবার? জাহাজটা তরঙ্গ তুলছে প্রচুর, আর বেশ ঝকঝক করছে। চাঁদ ওঠেনি এখনো, কিন্তু আন্ধকারে চোখ সয়ে গেলেই একটা ঝাপসা সাদা রঙের ছোপ দেখতে পাবেন আপনি।'

বণ্ড পেরিস্কোপে চোখ লাগাল। এক মিনিট পরেই দেখতে পেল—দিকচক্রবালে একটা ছোট্ট সাদা ছোপ। সরে এসে বলল—'কোন্ দিকে চলেছে ওটা?"

'আমাদের রাস্তা ধরেই চলেছে,—গ্রাণ্ড বাহামার পশ্চিম প্রান্তের দিকে। আমরা এবার আরো গভীরে নেমে আরেকটু জোরে চলতে শুরু করব। ও জাহাজটাকে সোনার-এ (Somar) ধরে ফেলেছি, সুতরাং হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। এখন সমান্তরালভাবে চলছি ওটার সঙ্গে, কিছুক্ষণ পরে কাছে ঘেঁষব। আবহবার্তায় বলেছে যে ভোরের দিকে পশ্চিম থেকে মৃদুমন্দ হাওয়া দেবে। ভাল কথা। সাবেরিন থেকে ডুবুরী বের করবার সময় অনেক বুদ্বুদ ভেসে উঠবে সমুদ্রের বুকে। সে সময় সমুদ্র শান্ত থাকলে বিপদ। এই যে," "তিনি শাদা প্যাণ্ট পরা একজন শক্তিশালী লোকের দিক ফিরে বললেন, 'ইনি হচ্ছেন পেটি অফিসার ফালো। ইনি সাঁতারুর দল পরিচালনা করবেন, অবশ্য আপনাদের অধীনে। প্রতিটি ভাল সাঁতারু যেতে রাজি হয়েছে। ফালোঁ তাদের ভেতর থেকে ন'জনকে বেছে নিয়েছেন। তাদেরকে আমি সব কাজ থেকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি।'

ক্যাপ্টেন একটু হেসে আবার বললেন,—অস্ত্রশস্ত্র বিভাগে সার্জেণ্টটি হাতিয়ার যোগাড়ের চেষ্টায় আছেন। তিনি এক ডজন ছোরা সংগ্রহ করেছেন নাবিকদের কাছ থেকে, অবশ্য তারা সহজে তাদের সম্পত্তি ছাড়েনি। তারপর সেগুলোকে শান দিয়ে দিয়ে তীরের ফলার মত সূচাগ্র করে তুলেছেন। সেগুলোকে কাঁটার ডাণ্ডার মাথায় জুড়ে তৈরী হয়েছে বারোটা বর্শা। কাঁটাগুলোর অবশ্য বারোটা বেজে গেল।—ঠিক আছে তাহলে। আবার দেখা হবে। যা দরকার হয় জানাবেন আমায়।' তিনি আবার প্লটের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

বণ্ড ও লীটার চলল পেটি অফিসার ফালোঁর পেছন পেছন, নীচের ডেক বেয়ে ইঞ্জিনঘরে, তারপর সেখান থেকে ইঞ্জিন মেরামতের ঘরটাতে। পথে তাদের রিঅ্যাকটর রুমের ভেতর দিয়ে যেতে হল। রিঅ্যাকটর আসলে একটা নিয়ন্ত্রিত অ্যাটমিক বোমার মত। চেহারা ফোলা ফোলা বিশ্রী আর মোটা সীসের আবরণে আগাগোড়া ঢাকা। পাশ দিয়ে যেতে যেতে লীটার ফিসফিস করে বণ্ডকে বলল—'তরল সোডিয়াম সাবমেরিন

ইণ্টারমিডিয়েট রিঅ্যাক্টর, মার্ক 'M'।' বলে দাঁত বের করে বুকে ক্রশচিহ্ন আঁকল।

বণ্ড সাবধানে সেটাকে এক লাথি কশিয়ে বলল—'নেহাৎ সেকেলে মাল। আমাদের নৌবাহিনীতে 'M' ব্যবহার করা হয়।'

মেরামতের ঘরটাতে, অজস্র যন্ত্রপাতির মধ্যে লেদ্ মেশিনের সাহায্যে বর্শার ফলা তৈরীর কাজ চলেছে। কয়েকজন সাঁতারু ইতিমধ্যেই বর্শা হাতে পেয়ে গেছে। আলাপ-পরিচয়ের পর বণ্ড একটা বর্শা নিয়ে পরিক্ষা করে দেখল। মারাত্মক অস্ত্র। তীরের মত ফলাটা সামনের দিকে ছুঁচলো হয়ে গেছে, আর ডগার কাছে বাঁকা। লম্বা, সোজা লাঠির মাথায় সেগুলো তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। বণ্ড বুড়ো আঙুল দিয়ে ইস্পাতের ফলা আর ডগাটা পরখ করে দেখল। হাঙরের চামড়াও এর সামনে ফালাফালা হয়ে যাবে।

কিন্তু শত্রুপক্ষের হাতে কী অস্ত্র থাকবে? নিশ্চয়ই গ্যাস বন্দুক। বণ্ড এক সারি হ্যাণ্ডসাম ব্রোঞ্জ রঙের যুবকের দিকে তাকাল। এরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে—অনেকেই হয়ত মারা পড়বে। আক্রমণটা খুব আকস্মিক হওয়া চাই। কিন্তু এদের এবং বণ্ডের সোনালী দেহ আর জীটারের সাদাটে গা চঁদের আলোয় কুড়ি ফিট দূর থেকেই দেখা যাবে—গ্যাস বন্দুকের পাল্লার মধ্যে, কিন্তু বর্শার পাল্লার বাইরে। বণ্ড পেটি অফিসার ফালে'ার দিকে তাকিয়ে বলল,—'আপনাদের কাছে বোধহয় রবারের স্যুট নেই, না?'

—'নিশ্চয়ই আছে কম্যাণ্ডার! থাকতেই হবে। ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটবার সময় দরকার হয়।' সে হাসল,—'আমরা তো আর তালগাছের তলা দিয়ে হাঁটছি না।'

—'তাহলে সেগুলো আমাদের লাগবে। আর ঐ স্যুটগুলোর পিঠে বড় বড় হরফে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত সংখ্যা একে দিতে পারবেন? তাতে আমরা অন্ধকারেও মোটামুটি বুঝতে পারব, কে কোনটা।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' ফালে'া তার লোকদের ডেকে বলল,—'এই, ফণ্ডা আর জনসন। কোয়ার্টার মাষ্টারের কাছ থেকে পুরো দলের জন্য রবারের স্যুট নিয়ে এসো। ব্র্যাকেন, তুমি ষ্টোরস্ থেকে একটিন রবার

সলিউশন, পেণ্ট, নিয়ে এসো। তারপর স্যুটগুলোর পিঠে সব সংখ্যা লিখে দাও। এক এক ফুট লম্বা চওড়া। ১ থেকে ১২ পর্যন্ত। তাড়াতাড়ি কর।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই চকচকে কালো স্যুটগুলো দেওয়াল থেকে বিশাল সব বাদুড়ের চামড়ার মত ঝুলতে লাগল। বণ্ড দলের সবাইকে ডেকে বলল,—বন্ধুগণ, আমরা জলের তলার এক ভয়ংকর যুদ্ধে যোগ দিতে চলেছি। হয়ত অনেকেই মারা পড়বে। কেউ চাও দল থেকে বেরিয়ে আসতে?" সবাই বণ্ডের দিকে তাকিয়ে একমুখ হাসল। 'বেশ। এখন, আমরা সাতার কাটবো দশ ফিট জলের নীচে। সিকি কিংবা আধ মাইলের সাঁতার। যথেষ্ট আলো থাকবে। চাঁদ উঠে পড়বে আর সমুদ্র-গর্ভে সাদা বালি আর ঘাস ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা সাঁতরাবো ধীরসুস্থে, ত্রিভুজের মত ছড়িয়ে। ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুতে থাকব আমি, ১ নম্বর. আমার পরেই থাকবেন ২ নম্বর মিঃ লীটার, এবং পেটি অফিসার ফালেঁা ৩ নম্বর।

'প্রত্যেকে তার সামনের জনকে অনুসরণ করবে, ফলে কারো হারানোর সম্ভাবনা থাকবে না। এটা মাছেদের প্রাতঃকালীন খাবার সময় সুতরাংবেড় মাছের দিকে সকলে নজর রেখো। কিন্তু খুব কাছে এসে না পড়লে তাদের বিরক্ত কোরো না। এসে পড়লে অন্ততঃ তিনজনে মিলে আক্রমণ কোরো বর্শা নিয়ে। এও মনে রেখো, যে আমাদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুব। ঘেঁষাঘেঁষি করে সাঁতার কাটলে আমাদেরকেই একটা বিরাট মাছের মত দেখাবে, আর আমার ধারণা, অন্য মাছেরা ধারে কাছে আসবে না। সী-এগের কাঁটা সম্বন্ধে সতর্ক থেকো। বর্শার ফলা যেন ভোঁতা না হয়ে যায়।

'সবচেয়ে বড় কথা, শান্ত থেকো। আমাদের আক্রমণটা খুব আকস্মিক হওয়া দরকার। শত্রুপক্ষের হাতে গ্যাস বন্দুক থাকবে, যার পাল্লা প্রায় বিশ ফিট। কিন্তু ওগুলোকে রিলোড করতে খুব সময় লাগে। যদি কেউ তোমার দিকে বন্দুক তোলে, খাড়া থেকো না, উপুর হয়ে গিয়ে ওর লক্ষ্য-স্থলের আকার কমিয়ে আনবার চেষ্টা করবে। আর সে গুলি চালা-বার সঙ্গে সঙ্গে বর্শা বাগিয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। শরীরের প্রায় যে কোনো অংশে এই বর্শার চোট লাগাতে পারলেই শত্রু ঘায়েল।

"কেউ আহত হলে সে নিজেই তার ব্যবস্থা করবে,—আমরা তো আর ষ্ট্রেচারবাহক নিয়ে যাচ্ছিনা সঙ্গে। আহত হলে লড়াই থেকে সরে গিয়ে একটা প্রবালের চাঙড়ের ওপর বসে পড়বে। কিংবা তীর বা অগভীর জলের দিকে সাঁতরে যাবে। গায়ে যদি বর্শা বিঁধে যায় টেনে বর করবার চেষ্টা কোরো না, সেই অবস্থাতেই শুয়ে থেকো, যতক্ষণ না কেউ এসে সাহায্য করে। পেটি অফিসার ফালোর কাছে একটা সিগন্যাল ফ্লেয়ার Flare আছে। আক্রমণ শুরু হলেই সেটা তিনি সমুদ্রের বুকে ফাটিয়ে দেবেন। তৎক্ষণাৎ ক্যাপ্টেন সাবমেরিন নিয়ে ভেসে উঠবেন, আর একটা ডিঙ্গিতে চেপে একদল সশস্ত্র লোক ও সাবমেরিনের চিকিৎসক আমাদের সাহায্যের জন্য রওনা হয়ে পড়বেন। এবার তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে?"

—"সাবমেরিণ থেকে বেরিয়ে আমরা কী করব স্যার?"

—"চেষ্টা করবে, যাতে সমুদ্রের বুকে খুব কম আলোড়ন ওঠে। চট্‌পট্‌ দশ ফিট্‌ গভীরে নেমে গিয়ে দলে নিজের জায়গা ঠিক করে নেবে।"

—"জলের তলায় কী কী ইংগিত ব্যবহার করব, স্যার? ধরুন যদি কারো কাঁচের মুখোশে গোলমাল থাকে?"

—"বুড়ো আঙুল নীচের দিকে করা মানে 'জরুরী ব্যাপার'। হাত সোজা ওপর দিকে তুললে 'বড় মাছ'। বুড়ো আঙুল তোলা মানে 'বুঝতে পেরেছি', বা 'সাহায্য করতে আসছি"। এর বেশী কিছু লাগবে না।" বণ্ড হেসে বলল, "আর যদি ঠ্যাংজোড়া ওপর দিকে উঠে যায় বোঝা যাবে যে তোমার হয়ে গেছে।"

সবাই নানারকম গলায় হেসে উঠল।

হঠাৎ লাউডস্পীকার গম্‌গম্‌ করে উঠল,—"ডুবুরীর দল জলে বেরোনোর দরজায় চলে এসো। আবার বলছি, ডুবুরীর দল বাইরের দরজার কাছে চলে এসো। সরঞ্জাম সব পরে নাও। সরঞ্জাম পরে নাও। কম্যাণ্ডার বণ্ড একবার আক্রমণ কেন্দ্রে আসবেন দয়া করে।"

ইঞ্জিনের গর্জন ক্রমশঃ মৃদু হতে হতে হঠাৎ থেমে গেল। 'মাণ্টা' বসে পড়ল সমুদ্রপৃষ্ঠেওপর। একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি লাগল।

২৩

ওরা বারো জন

এক দমকা কম্প্রেস্‌ড্‌ এয়ার বণ্ডকে এস্‌কেপ্‌ হ্যাচ্‌ পেরিয়ে ওপর দিকে ঠেলে দিল। তার অনেক ওপরে সমুদ্রের বুকটাকে দেখাচ্ছিল যেন একটা রূপোর থালা,— হাওয়ার ঝাপটায় নাচছে, ফুলে উঠছে। বণ্ড দেখে খুশী হল। যে হাওয়াটা তাকে ঠেলে দিয়েছিল, সেটা বেলুনের মত ওপরে উঠে রূপোলী ছাদের কাছে ছোট একটা বোমার মত ফেটে পড়ল। কানে তীব্র ব্যথা অনুভব করল সে। ডিকম্‌প্রেস্‌ করবার জন্য পায়ের পাখনার ঝাপটা মেরে দশ ফিট গভীরে নেমে গিয়ে স্থির হয়ে রইল। নীচে 'মাণ্ডা'-র কালো মূর্তিটাকে কেমন ভয়াবহ আর বিপজ্জনক বলে মনে হল তার।

এবার এস্‌কেপ্‌ হ্যাচ্‌ থেকে একপাদা রূপোলী বুদ্‌বুদের নিস্ফোরণের সঙ্গে 'মাণ্ডা' তার দিকে লাটায়ের কালো দেহটা ছুঁড়ে দিল। বণ্ড রাস্তা থেকে সরে গিয়ে ভেসে উঠল জলের ওপর। সাবধানে ঢেউএর ওপর দিয়ে চারিদিক দেখে নিল। নিষ্প্রদীপ 'ডিস্‌কো' তার বাঁদিকে এক মাইল দূরেস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজটায় কোনো কাজকর্মের লক্ষণ দেখা গেল না। এক মাইল উত্তরে বালি তার ছোট ছোট ঢেউ-এর পাড় বসানো গ্র্যাণ্ড বাহামার দীর্ঘ কালো উপকূল। দ্বীপের অনেক ওপরে

প্লাট-ফর্মের মাথাগুলো দেখাচ্ছিল যেন কয়েকটা অস্পষ্ট কালো কংকাল। বিমানদের জন্য ওয়ার্নিং লাইট-কটা দপদপ করছিল। আবার দশ ফিট নীচে ডুব দিয়ে লক্ষ্যস্থলের দিকে নিজের শরীরটাকে কম্পাসের কাঁটার মত স্থির করে রেখে দলের বাকী ক'জনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল বণ্ড।

• • •

দশ মিনিট আগে চাপা উত্তেজনার চোটে ক্যাপ্টেন পেডারসেনের স্বাভাবিক সুদৃঢ় উদ্বেগহীনতা কোথায় উবে গিয়েছিল। বণ্ড আক্রমণ কেন্দ্রে ঢুকতেই তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠছিলেন,—'কী আশ্চর্য। আপনি যা বলেছিলেন ঠিক তাই হচ্ছে। ওরা দশ মিনিট আগে জাহাজ থামিয়েছে আর তারপরথেকে sonar-এ যে সব অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তাতে সত্যিই মনে হয় ওরা জলের তলার কামরাটা থেকে বেরোচ্ছে। স্পষ্ট কিছু বোঝা সম্ভব নয়, কিন্তু আন্দাজ করবার পক্ষে এই যথেষ্ট। আমার মনে হয় আপনাদের রওনা হয়ে পড়া উচিত। আপনারা বেরিয়ে গেলেই আমি একটা সারফেস্ অ্যান্টেনা ভাসিয়ে দিয়ে নৌবাহিনীর দপ্তরে খবরটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর মিসাইল ষ্টেশনেও একটা খবর দেওয়া উচিত, যাতে তেমন প্রয়োজন হলে সেখানে থেকে সব লোকজন সরানো যেতে পারে।

'তারপর আমি কুড়ি ফিট গভীরতায় দাঁড়িয়ে ছুটো টিউবে টর্পেডো ভরে তৈরী থাকব আর পেরিস্কোপে সবকিছু লক্ষ্য করব। পেটি অফিসার ফালোঁকে আমি আরেকট ফ্লেয়ার দিয়ে দিয়েছি। যদি সে বোঝে যে আমাদের দল চরমবিপদে পড়েছে, তখন সে এই দ্বিতীয় ফ্লেয়ারটা ফাটাবে। এরকম হবার সম্ভাবনা কম, কিন্তু এধরনের বিপদে কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না আমি। যদি দ্বিতীয় ফ্লেয়ারটার আলো দেখতে পাই, আমি সোজা

'ডিস্কো'-কে আক্রমণ করব। আমার ৪-ইঞ্চি কামানটা দেগে জাহাজ জখম করে দখল করে নেব। তারপর যতক্ষণ না বোমাগুলো উদ্ধার করতে পারছি কড়া হাতে কাজ করে যাব আমি।' সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। মাথার লোহা-কুচির মত ক্রু-কাট চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে বললেন,—'বড় বিশ্রী পরিস্থিতি, কম্যাণ্ডার। খুব বড় ঝুঁকি নিতে হচ্ছে।' হাত প্রসারিত করে বললেন,—'বেশ, এবার তাহলে বেরিয়ে পড়ুন। ভাগ্য আপনার সহায় হোক। আশাকরি আমার লোকেরা এ জাহাজের সম্মান বাড়াতে সক্ষম হবে'—

বণ্ডের কাঁধে টাকা পড়ল। লীটার। কাঁচের মুখোশের ভেতর থেকে হাসল সে। বণ্ড চট্ করে পেছনটা দেখে নিল। দলের লোকেরা ছড়িয়ে পড়ছে, আস্তে আস্তে নড়ছে তাদের পায়ের পাখনা আর হাত। বণ্ড মাথা নড়ে সাঁতরাতে শুরু করল। আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে চলল, একটা হাত পাশে, আরেকটা হাতে বর্শাটা বুকের ওপর ধরা। তার পেছনের সবাই ত্রিভুজের আকারে ঘর হতে এল। এগিয়ে চলল তারা—যেন বিশাল এক মাছ শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে।

রবারের সুটের ভেতরটা গরম ও চটচটা। মাউথপীস থেকে আসা অক্সিজেনে রবারের স্বাদ। কিছু সাঁতারের গতি ও দিক স্থির রাখতে বণ্ড এত ব্যস্ত ছিল, যে এই সামান্য অসুবিধের কথা ভুলেই গেল।

আরেকবার পেছনদিকে তাকালে বণ্ড, সব ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য। হ্যাঁ, সবাই আছে,—এগারোটা মুখোশের কাঁচ চকচক করছে, তার পেছনে পাখনার ঝটপটি, আর হাতের বর্শাগুলোর ফলকের ওপর চাঁদের আলো ঠিকরে। বণ্ড ভাবল, হে ভগবান, একবার যদি শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। এত সব কালো কালো ছায়া আর প্রবালের চাঙড়ের ভেতর কী ভয়ানক অ্যাম্বুশ-ই না হবে। এক মুহূর্তের জন্য তার বুক নেচে উঠল, কিন্তু মেয়েটার সম্বন্ধে চাপা আশংকার

প্রাবল্যে আবার তা চাপা পড়ে গেল। যদি মেয়েটা শত্রুপক্ষের ডুবুরী দলের একজন হয়! যদি তারা মুখোমুখি এসে পড়ে! বণ্ড কি বর্শা চালাতে পারবে?—কিন্তু নাঃ। সমস্ত চিন্তাটাই ভিত্তিহীন। মেয়েটা নিশ্চয়ই নিরাপদে জাহাজে বসে আছে। কাজ শেষ হলে শিগগীরই আবার তাদের দেখা হবে।

সামনে কয়েকটা প্রবালের চাঙড় দেখা দিয়ে বণ্ডকে সচেতন করে তুলল। সাবধানে সাবধানে দিকে তাকাল সে। গতি কমিয়ে দিল, যাতে লীটার আর ফালো তার পাখনায় ধাক্কা খায়। বণ্ড হাত তুলে অন্যদের আস্তে চলবার নির্দেশ দিল। আস্তে আস্তে সামনে এগোল সে তার দিকে-চিহ্ন, একটা পাথরের চূড়ার মাথায় রূপোলী ঢেউ ভাঙার দিকে চোখ খোলা রেখে। হ্যাঁ, ঐ যে ওখানে বাঁদিকে। সে রাস্তা থেকে পুরো কুড়ি ফিট সরে এসেছে। বণ্ড পাথরটার দিকে ঘুরে গেল। দলের দিকে থামবার নির্দেশ দিল। তারপর পাথরটার আড়ালে থেকে ধীরে উঠতে লাগল ওপর দিকে। খুব সাবধান ঢেউগুলোর ওপরে মাথা তুললো। প্রথমে তাকাল 'ডিস্কো'-র দিকে। হ্যাঁ, ঐ যে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাকে। নিস্তব্ধ জাহাজ। বণ্ড খুব আস্তে তার
দৃষ্টি সমস্ত সমুদ্রের ওপর বুলিয়ে নিল। চাদের আলোয় ঠাকা সমুদ্রের ওপর দিয়ে অসংখ্য ঢেউ বয়ে যাচ্ছে কেবল, আর কিছু নেই।

এবার বণ্ড চূড়ার অন্যদিকে ঘুরে গিয়ে সমুদ্রের অন্যদিকটা পর্যবেক্ষণ করল। কিছু নেই। শুধু অগভীর জলে ভাঙা ভাঙা ঢেউ, আর পাঁচ-ছশো গজ দূরে সুস্পষ্ট তীরভূমি। বণ্ড বারবার খুঁজতে লাগল,—কোনো অস্বাভাবিক আলোড়ন দেখা যাচ্ছে কি না, কারো চেহারা দেখা যাচ্ছে কি না, কিছু নড়ছে কি না। ওটা কী? একশ গজ দূরে, প্রবালের চাঙড়ের মধ্যে কাঁচের মুখোশ পরা একটা সাদা মাথা সহসা ভেসে উঠল চারিদিক দেখে নিয়ে তক্ষুণি আবার ডুবে গেল।

বণ্ডের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। সে অনুভব করল, তার রোমাঞ্চিত হৃৎপিণ্ড রবার স্যুটের ভিতরটাকে হাতুড়ির মত ঘা দিচ্ছে। সোজা নীচে ডুব দিল সে। পেছনের মুখোশগুলো তার দিকে ফেরা, তার সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছে। বণ্ড বার কয়েক বুড়ো আঙুলটাকে ওপর দিকে উঁচু করে দেখাল। প্রত্যুত্তর হিসেবে তার কাছাকাছি মুখোশগুলোর ভেতরে হাসির ঝলক দেখতে পেল সে। বণ্ড তার বর্শাটাকে আক্রমণের ভঙ্গীতে ধরে নীচু প্রবাল স্তূপের ওপর দিয়ে সামনে এগিয়ে চলল।

এখন শুধু গতি আর উঁচু-নীচু প্রবালস্তূপের ভেতর দিয়ে সঠিক পরিচালনার দরকার। মাছের সব ঝাঁক ভয় পেয়ে তাদের পথ থেকে সরে যেতে লাগল। বারোটা ছুটন্ত শরীরের ঢেউএর ধাক্কায় যেন জেগে উঠল সব প্রবাল প্রাচীরগুলো। পঞ্চাশ গজ যাবার পর বণ্ড সকলকে আক্রমণের জন্য সারি বাঁধিতে সংকেত করল। তারপর গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল। সে,—তার মাথায় টনটন করে লাল হয়ে যাওয়া চোখের দৃষ্টি সামনের হালকা কুয়াশার মত জলের ভেতর থেকে শত্রুদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সামনে একটা সাদা চামড়ার ঝলক দেখা গেল, তারপর আরো, আরো। বণ্ড বাহুর সাহায্যে আক্রমণের সংকেত দিল। তারপর বর্শা বাগিয়ে ধরে ঝাঁপ দিল-সামনের দিকে।

বণ্ডের দল শত্রুপক্ষের একপাশ থেকে আক্রমণ করল। বণ্ড পরক্ষণেই বুঝতে পারল, যে ভুল হয়েছে, কারণ প্রেতাত্মা সাবের ডুবুরী দল সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল এক আশ্চর্য বেগের সঙ্গে। বণ্ড বিস্মিত হল, কিন্তু তারপরেই আবিষ্কার করল লার্গোর লোকদের পিঠের জোড়া অক্সিজেন সিলিণ্ডারের মাঝে বাঁটা ঘনীভূত হাওয়ার স্পীড্-প্যাক। এই স্পীড্-প্যাকের হাওয়ায় বন্‌বন্ করে ঘুরছে প্রত্যেকের পিঠের ছোট ছোট প্রপেলার। পায়ের পাখনার ঝাপটার সঙ্গে এই প্রপেলারের শক্তি যোগ

হওয়াতে ফাঁকা জলে তারা সাধারণের দ্বিগুণ বেগে সাঁতার কাটতে পারে। কিন্তু এখন তাদের বৈদ্যুতিক রথের সাহায্যে একটা সড়ক প্রবালের ফাঁক দিয়ে দিয়ে সাবধানে টেনে আনতে হচ্ছিল। ফলে তারা বড়ের দলের চেয়ে বড়জোর এক নট্ জোরে হচ্ছিল। শত্রুদের সংখ্যাও বড় বেশী। বারোজন পর্যন্ত গুণে বণ্ড আর গুণলো না। প্রায় প্রত্যেকের কাছেই আবার গ্যাস বন্দুক আছে, এবং পায়ের সঙ্গে বাঁধা তূণে বাড়তি বর্শা।—নাঃ; সংখ্যায় আর অস্ত্রে ওরা অনেক ভারী। কিন্তু ওরা জানবার আগেই যদি কোনোরকমে ওদের বর্শার পাল্লার মধ্যে এনে ফেলতে পারে—।

আর ত্রিশগজ, বিশগজ। বণ্ড পেছনে তাকাল। তার এক হাতের মধ্যে দলের ছ'জন লোক, বাকী সবাই একটা আঁকাবাঁকা লাইনে তার পেছনে ছড়িয়ে আছে। এখনো লার্গোর লোকদের দৃষ্টি সামনের দিকে। এখনো তারা বুঝতে পারেনি, প্রবালের ফাঁক দিয়ে অনেক-গুলো কালো কালো দেহ তাদের দিকে ছুটে আসছে। কিন্তু বণ্ড লার্গোর দলের একেবারে সামনের লোকটির কাছাকাছি এসে পড়তেই চাঁদের আলো তার কালো ছায়া ফেলল নীচের সাদারঙের বালির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক লোক চমকে পায়ের দিকে তাকাল। আর বণ্ড একটা প্রবাল স্তূপে পায়ের ধাক্কা মেরে তীরের মত সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সামনের লোকটি আত্মরক্ষার কোন সুযোগই পেল না। বণ্ডের বর্শা তার শরীরের একপাশে ঢুকে গেল। সে ছিটকে পড়ল পরের লোকটির ওপর। বণ্ড এলোপাথারি বর্শা চালাতে লাগল। লোকটা বন্দুক ফেলে দিয়ে হাটু ভেঙে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। এবার শত্রুদের অর্দ্ধনগ্ন দেহগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তীরের বেগে প্যাকের গতি বাড়িয়ে দিয়ে। বণ্ড তাদের দিকে আক্রমণ চালালো। আরেকটা লোক তার সামনে পড়ে গেল দুহাতে মুখ ঢেকে। বণ্ডের বর্শার একটা চোট হঠাৎ কী

করে তার মুখোশের কাঁচ চুরমার করে দিয়েছে। সে হুড়মুড় করে ওপর দিকে উঠে গেল। বণ্ডের মুখে তার লাথি লাগল।

একটা হারপুন বণ্ডের পেটের ওপর দিয়ে রবারের স্যুট ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। বণ্ড একটা জ্বালা আর ভেজ ভেজা স্পর্শ অনুভব করল। বুঝতে পারল না সেটা রক্ত, না সমুদ্রের জল। একটা ছুটে আসা হারপুনের ফলাকে পাশ কাটাল সে। তারপরেই একটা বন্দুকের কুঁদো তার মাথায় এসে লাগল। যদিও জলের মধ্যে সে মারের জোর অনেকটাই কমে গিয়েছিল, তবু বণ্ডের মাথা তাতে ঘুরে উঠল। আঘাতটা সামলে নিতে একটা পাথরের চাঙড় ধরে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। পাশ দিয়ে তার দলের লোকেরা কালো বন্যার মত ভেসে গেল। চারিদিকের জল জুড়ে সংগ্রাম আরম্ভ হল—রক্ত আর রক্ত।

সংগ্রাম এখন চলছে প্রবালঘেরা অনেকটা পরিষ্কার জলের মধ্যে। তার একপাশে বণ্ড দেখতে পেল স্লেডটা নামিয়ে রাখা হয়েছে। স্লেডের ওপর চাপানো আছে রবারে ঢাকা একটা লম্বা, ভারী জিনিষ। তার সামনে রূপোলী টর্পেডোর মত 'রথ'-টা, আর একদল লোক। তাদের মধ্যে একজনের চেহারা অত্যন্ত বিশাল,—নিঃসন্দেহে লার্গো। বণ্ড প্রবালস্তূপের আড়ালে লুকিয়ে আস্তে আস্তে সেদিকে সাঁতার কাটতে লাগল। কিন্তু প্রায় তক্ষুণি থেমে যেতে হল। একটা বেঁটে মোটা লোক ছায়ার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে আছে। বন্দুক তুলে সাবধানে লক্ষ্যস্থির করছে—লীটারের দিকে। লীটারের হুকের ওপর থেকে পাখনাটা খুলে পড়ে গেছে। সে প্রাণপণে লার্গোর দলের আরেকটা লোকের সঙ্গে লড়াই করছে। সে লোকটা দু-হাতে লীটারের গলা চেপে ধরেছিল, কিন্তু লীটার হাতের হুকটা দিয়ে তার পিঠ চিরে দিল।

বণ্ড পাখনার দুই ঝাপটায় খানিকটা এগিয়ে, ছ-ফিট দূর থেকে বর্শা ছুড়ল। ঠিক বন্দুক ছোঁড়বার আগে বর্শাটা তীরবেগে আততায়ীর হাতে বিঁধে গেল। বন্দুক থেকে বেরোনো হারপুনটা লীটারের অনেক দূরে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে বণ্ডকে বন্দুকের এক বাড়ি মারল। চোখের কোণে বণ্ড দেখতে পেল তার বর্শাটা ভেসে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। মাথায় বন্দুকের বাড়ি লাগতেই সে ক্ষেপে গিয়ে কোনো-

রকমে শত্রুর মুখের কাঁচের মুখোশটা টেনে খুলে দিল। ব্যাস, এই যথেষ্ট। বণ্ড সরে গিয়ে দেখল লোকটা লোনা জলে অন্ধ হয়ে গিয়ে হাঁকপাঁক করে ওপরদিকে উঠে গেল হাওয়ার জন্য।

তার হাতে কে যেন খোঁচা মারল। বণ্ড তাকিয়ে দেখে লীটার। সে এক হাতে অক্সিজেন টিউবটা চেপে ধরে আছে। মুখোসের ভেতর তার মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত। সে ওপর দিয়ে ইঙ্গিত করল। ব্যাপারটা এবার বুঝতে পারল বণ্ড। সে একহাতে লীটারের কোমর জাপটে ধরে ওপরদিক ছুটল। পনের ফিট ওপরে রূপোলী ছাদ ভেঙে জল থেকে মাথা তুলল তারা দুজনে। লীটার চটপট মুখ থেকে ভাঙা টিউবটা টেনে বার করে হাঁপাতে হাপাতে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। বণ্ড কিছুক্ষণ ধরে থাকল তাকে। তারপর একটা ছোট প্রবালের ঢিপি পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। লীটার খুব রেগে তাকে নীচে চলে যেতে বলল। সুতরাং বণ্ড আবার ডুব দিল।

এবার সে প্রবালের অরণ্যের ভেতর দিয়ে আবার লার্গোর খোঁজে চলল। মাঝে মাঝে কয়েকটা দ্বৈত সংগ্রাম চোখে পড়ল তার। তার দলের দলের একজনের পাশ দিয়ে গেল সে। যুবকটির মুখ জলের তলায়, কিন্তু সে মুখে মুখোশও নেই অক্সিজেন টিউবও নেই। মৃত মুখটা বীভৎস ভঙ্গীতে হাঁ করে আছে। সমুদ্রের তলায় প্রবালের ডিবির মধ্যে যুদ্ধের নানান নিদর্শন ছড়িয়ে পড়ে আছে—একটা অক্সিজেনের সিলিণ্ডার, কালো রবারের টুকরো, গোটা একটা অ্যাকোয়ালাং আর গ্যাস বন্দুকের বল্লম অনেকগুলো। তাদের ছুটো বণ্ড তুলে নিল। স্লেডটা সেই বিশ্রী চুরুটের আকারে বস্তুটা নিয়ে একই জায়গায় পড়ে আছে। তাকে পাহারা দিচ্ছে লার্গোর দলের দুই বন্দুকধারী কিন্তু লার্গোর চিহ্নমাত্র নেই।

বণ্ড কুয়াশার মত জলের ভেতর দিয়ে চারিদিকে তাকাল। রক্তমেশা জলের ভেতর দিয়ে খুবই কম চাঁদের আলো এসে পড়ছে বালির বুকে। বালির ওপর ঢেউ-এর মত আলপনা যুদ্ধরত ডুবুরীদের পায়ের ধাক্কায় ভেঙে ভেঙে। যেখানে যেখানে আদের পা পড়ছে, বালিতে গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে আর পা সরে যাওয়া মাত্র তার ভেতর অ্যাল্‌জি বা অন্যরকম শেকড়ের খোঁজে প্রবাল প্রাচীরের আড়ালে থেকে ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ।

যুদ্ধ প্রায় বারোটা বিভিন্নমুখী লড়াইয়ে বিভক্ত। কিন্তু বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছিল না। বণ্ড যুদ্ধের গতি মোটেই আন্দাজ করতে পারল না। সমুদ্রের ওপরে হচ্ছেটা কি? বণ্ড যখন লীটারকে ওপরে নিয়ে যাচ্ছিল, সমস্ত সমুদ্র ফালোঁর দ্বিতীয় ফ্লেয়ারটার আভায় লাল হয়ে উঠেছিল। 'মাণ্টা' থেকে ডিভিটা কখন এসে পৌঁছবে? তার কি এখানে থেকে বোমাটার ওপর নজর রাখা উচিত?

কিন্তু পরমুহূর্তেই যা দেখল, তাতে সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলতে দেরী হল না। কুয়াশার আড়াল থেকে চকচকে টর্পেডোর মত বৈদ্যুতিক রথটা বণ্ডের ডানদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের কাছে এসে পড়ল। তার ওপর চেপে বসেছিলেন লার্গো, মোটরবাইক আরোহীর মত সামনের পার্স-পেক্স কাঁচের শীল্ডের পেছনে অল্প একটু ঝুঁকে। তাঁর বাঁহাতে দুটো 'মাণ্টার' তৈরী বর্শা। ডানহাতে জয়ষ্টিক ধরে রথ পরিচালনা করছেন তিনি এসে পড়তে প্রহরী দুজন বন্দুক ফেলে স্লেডটাকে রথের সংগে জুড়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। লার্গো গতি কমিয়ে আস্তে ভেসে তাদের সামনে এসে থামলেন। একজন প্রহরী রথের হাল ধরে সেটাকে স্লেডের কাছে টেনে আনতে লাগলো।

এবার বণ্ড বুঝতে পারলো যে এরা পালাবার চেষ্টা করছে। লার্গো এই বোমাটাকে রথের সাহায্যে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রবাল প্রাচীরের ওধারে অতলস্পর্শী গহ্বরের মধ্যে ফেলে দেবেন। 'ডিস্কো' রাখা অন্য বোমাটিরও একই গতি হবে। এইভাবে সব প্রমাণ লোপাট করে দিয়ে লার্গো নাসাউ ফিরে যাবেন এবং সবাইকে শুনিয়ে দেবেন যে, আরেকদল শিকারী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁরা। তিনি কি করে জানবেন যে তারা যুক্তরাষ্ট্রের এক সাবমেরিণের নাবিকের দল? তাঁরা যুদ্ধ করেছেন গ্যাস-বন্দুকের সাহায্যে কারণ তাঁরাই প্রথমে আক্রান্ত হয়েছিলেন।—আরও একবার লার্গোর গুপ্তধন শিকারের ছদ্মবেশ সবকিছু ঢেকে দেবে।

লার্গোর লোকেরা তখনো স্লেডটা জুড়তে ব্যস্ত, আর তিনি বার

যার উদ্বিগ্ন ভাবে পিছন দিকে তাকাচ্ছিলেন। বণ্ড ব্যবধানটুকু আন্দাজ করে নিয়ে একটা প্রবালের ঢিবির ওপর সজোরে পায়ের ধাক্কা মেরে ঝাঁপিয়ে পড়লো সামনের দিকে।

লার্গো শেষ মুহূর্তে ঘুরে গিয়ে তাঁর ডান হাতের বর্শা দিয়ে বণ্ডের বর্শার আঘাত ঠেকালেন। আর বণ্ডের বাঁ হাতের বর্শাটা তার পিঠের অক্সিজেন সিলিণ্ডারের ওপর সশব্দে প্রতিহত হয়ে বেরিয়ে গেল। বণ্ড আবার ঝাঁপ দিল লার্গোর মুখ থেকে হাওয়ার নলটা খুলে নেবার চেষ্টায়। লার্গো দু হাত দিয়ে আটকালেন তাকে, হাতের বর্শাদুটা ফেলে রথের জয়ষ্টিক টেনে ধরলেন। রথটা এক ঝাঁকুনির সঙ্গে সামনের দিকে ছিটকে গেল প্রহরী দুজনের হাতের কাছ থেকে। ছুটে চললো ওপরের দিকে, আর তার পিঠের ওপর যুদ্ধরত দুটি মানুষ।

এ অবস্থায় ঠাণ্ডা মাথায় যুদ্ধ করা অসম্ভব। তারা অন্ধের মত পরস্পরকে আঁছড়াতে লাগলো, দুজনেই প্রাণপণে কামড়ে ধরে রয়েছে তাদের মুখের মাউথপীসটাকে—যার ওপর তাদের জীবনমরণ নির্ভর করছে। লার্গো রথের সীটটাকে দু হাঁটুর মধ্যে খুব ভালো করে চেপে ধরে আছেন আর বণ্ড ঝুলছে এক হাতে লার্গোর গায়ের সাঁতারের সরঞ্জামগুলো চেপে ধরে, যাতে ছিটকে না যায়। বার বার লার্গোর কনুইটা এসে তার মুখে আঘাত হানতে লাগলো, আর ততবার বণ্ড এঁকে বেঁকে সে আঘাতগুলো মুখোশের কাঁচ বাঁচিয়ে নিজের মুখের বাকী অংশে নিতে লাগলো। একই সংগে বণ্ড তার অন্য হাতটা দিয়ে লার্গোর কিডনী লক্ষ্য করে ঘুঁসি চালাতে লাগলো। লার্গোর শরীরের অন্য সব অংশ তার নাগালের বাইরে।

চওড়া প্রণালীটা যেখানে খোলা সাগরের সঙ্গে মিশেছে, সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে জলের বুকে মাথা তুললো রথটা, আর পাগলের মত এঁকে বেঁকে ছুটলো। ল্যাজের কাছে বণ্ডের শরীরের ভার পড়ায় তার নাক পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি উঁচুতে উঠে রয়েছে। এখন বণ্ডের অর্ধেক শরীর জলের ভেতর। এক্ষুনি লার্গো ঘুরে বসে দুহাতে তাকে চেপে

ধরবেন। বণ্ড স্থির করে ফেললো সে কী করবে। সে লার্গোর অ্যাকোয়ালাং ছেড়ে দিয়ে রথের পেছনদিকটা দুপায়ের মধ্যে ধরে পেছনে সরতে লাগলো, যতক্ষণ না রথের হালটা তার পিঠে এসে লাগে।

এবার সে দু-পায়ের মধ্যে হাত গলিয়ে সজোরে রথের হালটাকে চেপে ধরল, এবং নিজেকে রথের ওপর থেকে পেছনদিকে ছুঁড়ে দিল। তার মুখটা এখন ঘুরন্ত প্রপেলার থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। মুখে ভীষণ জলের ঝাপটা লাগছে। কিন্তু তবু সে হালটাকে নিচের দিকে টানতে লাগল। মনে হল যেন সেটা খুলে আসছে। দেখতে দেখতে হতচ্ছারা রথটা প্রায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। বণ্ড হালের ব্লেডটাকে এক হ্যাঁচকা টান মেরে ডানদিকে অনেকটা বেঁকিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিল। পরিশ্রমের চোটে তার হাতদুটো তখন খুলে আসতে চাইছে। তার সামনে রথটা হঠাৎ শাঁ করে ঘুরে গেল ডানদিকে। লার্গো ভারসাম্য হারিয়ে রথের ওপর থেকে ছিটকে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে ডুব মারলেন তিনি। মুখোশের আড়ালে তাঁর চোখদুটো বণ্ডকেই খুজছে।

বণ্ডের শক্তি একেবারে শেষ, সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত সে। এখন শুধু তাকে কোনোরকমে বেঁচে থাকতে হবে, আর কিছু করবার নেই। হাল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় রথটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেটা কেবল বারবার চক্কর খেতে খেতে ছুটছে জলের ওপর দিয়ে। সুতরাং স্লেডশুদ্ধ বোমাটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বণ্ড তার অবশিষ্ট শক্তি এক করে নিচে ডুব দিল। প্রবালের ফাঁকে লুকিয়ে পড়তে না পারলে বাঁচবার কোনো আশা নেই।

অলসগতিকে লার্গো তার পিছু নিলেন। তাঁর শক্তি অটুট রয়েছে। বণ্ড প্রবালের অরণ্যে ঢুকে পড়ল। তার সামনে একটা সাদা বালিতে ঢাকা গলি, কিছুদূর গিয়ে সেটা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। গায়ে রবারের স্যুটের আবরণ থাকায় বণ্ড সরু গলিটা দিয়েই

চলতে লাগল। কিন্তু মাথার ওপর একটা কালো ছায়া তাকে অনুসরণ করে চলেছে। লার্গো সেই গলিতে ঢোকবার চেষ্টা করেন নি। তিনি প্রবাল প্রাচীরগুলোর ওপর দিয়ে সাঁতার কাটছেন, সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছেন। বণ্ড তাকাল ওপরদিকে। মাউথ-পীসের চারিদিকে একসারি দাঁত ঝকঝক করে উঠল। লার্গো বুঝতে পেরেছেন, যে বণ্ড তাঁর হাতের মুঠোয়। বণ্ড তার আড়ষ্ট আঙুলগুলো খেলিয়ে সাড় আনতে চেষ্টা করল। কী করে পালাবে ঐ সাঁড়াশীর মত একজোড়া থাবার নাগাল থেকে?

এবার আবার সরু গলিটা ক্রমশঃ চওরা হয়ে এল। সামনে অনেকটা বালি ঢাকা জায়গা। বণ্ডের পেছনে তাকাবার উপায় নেই। সে পারে শুধু সাঁতারে ঐ ফাঁদের মধ্যে এগিয়ে যেতে। বণ্ড থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। এছাড়া কিছু করবার নেই। ইঁদুরকলে ইঁদুরের মত ধরা পড়েছে সে। কিন্তু লার্গোকে অন্ততঃ ঢুকে এসে শেষ করতে হবে তাকে। বণ্ড ওপর দিকে তাকাল। হ্যাঁ, বিশাল উজ্জ্বল দেহটা অজস্র রূপোলী বুদ্বুদ পেছনে ফেলে সাবধানে এগিয়ে চলেছে ফাঁকা জায়গাটার দিকে। এবার তিনি একটা সাদা শীলমাছের মত ডুব মেরে শক্ত বালির ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, বণ্ডের মুখোমুখি।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলেন লার্গো প্রবাল প্রাচীর-দুটোর মাঝখানের সরু গলি দিয়ে, বিশাল হাতদুটো সামনের দিকে প্রসারিত। বণ্ডের থেকে দশ পা দুরে থামলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি পাশের এক প্রবালস্তূপের দিকে ঘুরে গেল। ডানহাত বাড়িয়ে এক হ্যাঁচকা টানে কী যেন খুলে নিলেন। হাতটা বেড়িয়ে আসতে দেখা গেল সে হাতে আরো আটটা কিলবিলে কালো আঙুল। লার্গো বাচ্চা অক্টোপাসটাকে তাঁর সামনে ধরে রাখলেন,—যেন একটা ছোট্ট স্পন্দ্যমান ফুল। রবার মাউথপীসের দুধারে একটা ভয়ঙ্কর হাসি ফুটে উঠল। লার্গো এক হাত তুলে অর্থপূর্ণ ভাবে নিজের কাঁচের মুখোশে দুটো টোকা মারলেন। বণ্ড ঝুঁকে পড়ে একটা শেওলাঢাকা

পাথরের টুকরো হাতে তুলে নিল। লার্গো নাটকীয়তা করলেন। বণ্ডের কাঁচের মুখোশে একটা অক্টোপাশের চেয়ে লার্গোর মুখোশের কাঁচে পাথরের আঘাত অনেক বেশী কাজ দেবে। বণ্ড অক্টোপাশের জন্য ভয় পাচ্ছিল না। আগের দিনই সে শত শত অক্টোপাশের মধ্যে ঘুরে বেরিয়েছে। সে ভয় পাচ্ছিল লার্গোর লম্বা হাতদুটোকে।

লার্গো এক পা এগোলেন, তারপর আরেক পা। বণ্ড একটু ঝুঁকে পায়ে পিছু হটল। সাবধানে, যাতে তার রবারের স্যুট না ছেঁড়ে, সে গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। লার্গো এগিয়ে আসতে লাগলেন ধীরেসুস্থে। আর দু-পা এগিয়ে বোধহয় আক্রমণ করবেন।

হঠাৎ বণ্ড দেখতে পেল লার্গোর পেছনে স্বচ্ছ জলের মধ্যে কী যেন নড়ছে। কেউ আসছে তাকে সাহায্য করতে? কিন্তু দেহটা কালো নয়, সাদা। অর্থাৎ শত্রুপক্ষের কেউ!

লার্গো বণ্ডের দিকে লাফ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বণ্ডও পাথরের টুকরোটা হাতে হাতে ধরে ঝাঁপ দিল লার্গোর তলপেট করে। কিন্তু লার্গো প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর হাঁটু সজোরে আঘাত করল বণ্ডের মাথায় আর একই সঙ্গে ডানহাত নামিয়ে চট্ করে বণ্ডের মুখোশের ওপর অক্টোপাসটাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর ওপর থেকে নেমে এল তাঁর দুই হাত। বণ্ডের গলা চেপে ধরে একটা বাচ্চা ছেলের মত তাকে টেনে শূন্যে তুলে-লেন। দুহাত সম্পূর্ণ প্রসারিত করে বণ্ডকে ঝুলিয়ে রেখে সজোরে চাপ দিতে লাগলেন তার গলায়।

বণ্ড আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। অস্পষ্টভাবে অনুভব করল অক্টোপাসের সরু সরু শুঁড়কটা তার মুখের ওপর বুলিয়ে গিয়ে মাউথপীসটাকে আঁকড়ে ধরল, ধরে টানতে লাগল। সমস্ত রক্ত ক্রমশঃ মাথায় উঠে যাচ্ছে, রক্তের গর্জন শুনতে পেল সে। বুঝল, যে সে শেষ হয়ে এসেছে।

বণ্ড আস্তে আস্তে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। কিন্তু কী করে

কেন ডুবছে সে তার গলা চেপে ধরা হাতদুটো কোথায় গেল? তার চোখদুটো এতক্ষণ তীব্র যন্ত্রণায় বুঁজে ছিল। চোখ খুলল বণ্ড, চোখে আলোর স্পর্শ পেল। অক্টোপাসটা নেমে এসেছিল তার বুকের ওপর। এবার সেটা তাকে ছেড়ে ছুটে গিয়ে প্রবালের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

লার্গো, লার্গো পড়ে আছেন তার সামনে বালির ওপর, দুর্বল ভঙ্গিতে পা ছুঁড়ছেন। আর তাঁর গলা থেকে বীভৎস ভাবে বেরিয়ে আছে একটা হারপুনের অর্ধেক অংশ। তা পেছনে দাঁড়িয়ে একটা ছোট সাদা দেহ তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিল, আর হাতের গ্যাস বন্দুকে আরেকটা হারপুন ভরছিল। উজ্জ্বল সমুদ্রের মধ্যে তার দীর্ঘ কেশ উড়ছিল চারিপাশে—যেন তার মাথা থেকে জ্যোতি বেরোচ্ছে। ডোমিনো!

কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল বণ্ড। সামনে এক পা এগোল। হঠাৎ সে অনুভব করল, হাঁটুতে আর মোটে জোর পাচ্ছে না। ঝাপসা হয়ে আসছে তার চোখের দৃষ্টি। প্রবালের উপর ভেঙ্গে পড়ল বণ্ড, তার মুখের অক্সিজেন টিউব আলগা হয়ে এল। মুখে জল ঢুকতে লাগল। না! নিজেকে চীৎকার করে বলল সে। না! এরকম হতে দিওনা।

একটা হাত তার হাত চেপে ধরল। কিন্তু মুখোশের পেছনে ডোমিনোর চোখ অন্য কোথায় ভেসে গেছে। সে চোখের দৃষ্টি ফাঁকা, অসহায়। মেয়েটা অসুস্থ! কী হয়েছে তার? বণ্ড হঠাৎ যেন আবার জেগে উঠল। সে দেখতে পেল মেয়েটার সাঁতারের পোষাকের ফাঁকে ফাঁকে অজস্র রক্তের ছোপ। যদি সে কিছু না করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তারা দুজনেই মরবে। ক্রমশঃ তার সীসের মত ভারী পা দুটো আবার পাখনা নাড়তে লাগল। তারা দুজন ওপরদিকে উঠছে। এখন আর কাজটা তেমন শক্ত লাগছে না। এবার মেয়েটার পাখনাদুটোও অল্প অল্প নড়তে লাগল।

দুটো দেহ একসঙ্গে জলের ওপর ভেসে উঠল। তারপর উপুড় হয়ে ভাসতে লাগল ছোট ছোট ঢেউগুলোর মধ্যে।

ভোরের হাল্কা আলো ক্রমশঃ গোলাপী হয়ে এল। একটা সুন্দর দিনের প্রতিশ্রুতি।

২৪

ডোমিনো—মাই সুইট ডারলিং

ফেলিক্স লীটার সাদা, অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধে ভরা ঘরটায় ঢুকে পড়ে খুব সতর্কভাবে ভেতর থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। হেঁটে এসে দাঁড়াল বিছানাটার পাশে, যার ওপরে বণ্ডকে ওষুধ খাইয়ে প্রায় ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। প্রশ্ন করল,—"কেমন লাগছে দোস্ত্?'

—"মন্দ নয়, তবে কেমন ঝিম্ মেরে আছি।'

—"ডাক্তার বললেন তোর সঙ্গে দেখা করা উচিত নয়। কিন্তু আমি ভাবলাম তোর হয়ত খবরগুলো শুনতে ইচ্ছে করছে। শুনবি নাকি?'

—"নিশ্চয়ই।' বণ্ড মনোযোগ দেবার চেষ্টা করল। যদিও শুনতে ইচেছ করছিল না তার। মেয়েটার কথা ছাড়া অন্য কিছু সে ভাবতে পারছিল না।

"—বেশ; চটপট বলে নিই। ডাক্তার তাঁর রাউণ্ড দিতে আরম্ভ করেছেন। আমাকে এখানে দেখতে পেলে গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগাবেন।—ছুটো বোমাই উদ্ধার করা গেছে। আর সেই পদার্থবিদ্ লোকটা গড়গড় করে পেটের সব কথা বলে দিচ্ছে। মনে হচেছ প্রেতাত্মা সংঘ সত্যিই এক ভীষণ ডাকাতের দল,—SMERSH মাফিয়া, গেষ্টাপো, ইত্যাদি সব দলের লোক আছে এতে। সদরদপ্তর প্যারিসে। এদের নেতার নাম ব্লোফেল্ড, কিন্তু সে ব্যাটা পালিয়েছে—অর্থাৎ এখনো তাকে ধরতে পারিনি আমরা। তবে রেডিওতে লার্গোর শাড়াশব্দ না পেয়ে ব্যাপারটা আঁচ

করে নিয়েছিল। কোৎসে বলছে, পাঁচ-ছ বছর আগে কাজ শুরু করবার সময় থেকে প্রেতাত্মা সংঘ ব্যাংকে লক্ষ লক্ষ করে ডলার জমিয়েছে। এটাই তাদের শেষ কাজ ছিল। আমরা ঠিকই ধরেছিলাম মিয়ামি ছিল ওদের ছ-নম্বর টার্গেট।"

বণ্ড দুর্বলভাবে হাসল,—"তাহলে সবাই এখন খুশী?"

—"আরে নিশ্চয়ই! অবশ্য আমি ছাড়া। এপর্যন্ত আমার হতচ্ছাড়া বেতারযন্ত্রটার সামনে থেকে নড়তে পারিনি। যন্ত্রটা প্রায় জ্বলে যেতে বসেছে। তোর জন্যেও M-এর কাছ থেকে একতাড়া সংকেত এসে পড়ে আছে। ভগবানকে ধন্যবাদ, আজ সন্ধ্যায় CIA আর তোদের দপ্তর থেকে কয়েকজন বড়কর্তা এসে কাজের ভার নিচ্ছেন। তাদের আমরা সব কাজ বুঝিয়ে দেব, আর তারপর আমাদের দুই গভর্নমেণ্ট মারামারি করে ঠিক করুক—প্রেতাত্মা সংঘের লোকেদের কী শাস্তি দেবে, তোকে 'লর্ড' করবে না 'ডিউক' উপাধি দেবে আমাকে প্রেসিডেণ্ট পদের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে রাজী করাবে কিনা,—এইসব ছোটখাটো ব্যাপারগুলো। আর আমরা স্রেফ পালিয়ে গিয়ে ছুটি উপভোগ করব। মেয়েটাকে সঙ্গে নিবি নাকি?

"মাইরী ঐ মেয়েটারই আসলে একটা মেডেল পাওয়া উচিত। কী সাহস; ওরা মেয়েটাকে গাইগার কাউণ্টারশুদ্ধ ধরে ফেলেছিল। জানিনা বেজন্মা লার্গোটা ওর ওপর কী করছিল, কিন্তু মেয়েটা কিছু ফাঁস করেনি—একটা কথাও না। তারপর ডুবুরীর দল রওনা হয়ে গেলে তার বন্দুক আর অ্যাকোয়ালাং নিয়ে কী করে যেন পোর্টহোল দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল লার্গোকে খতম করবার জন্য। করলও তাই. আর সেইসঙ্গে তোর প্রাণ বাঁচাল। দিব্বি গেলে বলছি আর কখনো কোনো মেয়েকে তো নয়ই।" লীটার কান খাড়া করে কী যেন শুনল। শুনে একলাফে দরজার কাছে সরে গেল। বলল—"এই রে, ডাক্তারটা করিডোর দিয়ে আসছে। আবার

দেখা হবে, জেমস্।" সে দরজার হাতল ঘুরিয়ে খানিকক্ষণ কান পেতে রইল, তারপর সরে পড়ল চট্ করে।

দুর্বল গলায় জোর করে ডাকল বণ্ড,—"দাঁড়া। ফেলিক্স। ফেলিক্স।" কিন্তু দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বণ্ড শুয়ে পড়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ভেতরে ক্রমশঃ ভীষণ রাগ আর ভয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কেন তাকে কেউ মেয়েটার কথা বলছে না? অন্য সব খবরে তার দরকারটা কী? মেয়েটা ভাল আছে তো? কোথায় আছে? তবে কি সে—।

দরজা খুলে গেল। বণ্ড এক ঝটকায় সোজা উঠে বসল। সাদা কোট পরা মূর্তিটার দিকে ভীষণ চীৎকার করে বলে উটল সে,—"মেয়েটা কেমন আছে? শীগ্‌গীর বলুন আমায়।"

ডাঃ ষ্ট্রেঞ্জেল নাসাউ-এর একজন 'উঁচুদরের' ডাক্তার। শুধু উঁচুদরের নয়, তিনি সত্যিই একজন ভাল ডাক্তার। আজ সকালে তাঁর কাছে এক সরকারী আদেশ এসেছে, সেটা আবার সরকারী গোপনীয়তা আইনের মধ্যেও পড়ে। ডাঃ ষ্ট্রেঞ্জেল তাঁর হাতে আসা রোগীদের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলেননি, যে ষোলটি মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে হল তাদের সম্বন্ধেও না। এই ষোলজনের দুজন আমেরিকান, ঐ বিশাল সাবমেরিনের লোক, আর দশজন সেই সুন্দর ইয়াটার নাবিক। ইয়াটের মালিকের দেহও ছিল তাদের মধ্যে।

এখন তিনি সাবধানে বললেন—"মিস ভিতালি অবিলম্বে সুস্থ হয়ে উঠবেন। তিনি জোর শক্ পেয়েছিলেন। এখন তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন।"

—"আর কী? তার শরীরের কী হয়েছে?"

—"তিনি অনেকটা সাঁতার কেটেছিলেন। কিন্তু সে পরিশ্রম সহ্য করবার মত শারীরিক অবস্থা তাঁর ছিল না।"

—"কেন?"

ডাক্তার দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন—"আপনারও এখন বিশ্রামের দরকার। খুব চাপ পড়েছে আপনার ওপর ছ'ঘণ্টা অন্তর একটা করে ঘুমের ওষুধ খাবেন। কেমন? আর ভাল করে ঘুমোন। অল্পদিনেই ভালো হয়ে উঠবেন। কিন্তু আপাততঃ আপনাকে অবশ্যই খুব শান্ত হয়ে থাকতে হবে, মিঃ বণ্ড!"

'শান্ত হতে হবে!' 'অবশ্যই শান্ত হয়ে থাকতে হবে!' বণ্ড জীবনে এতটা বোকার মত কথা শোনেনি। হঠাৎ সে রেগে আগুন হয়ে উঠল। এক লাফে খাট থেকে নেমে এল। মাথাটা ঘুরে উঠল, তবু সে টলতে টলতে এগিয়ে গেল ডাক্তারের দিকে। একটা বিরাট ঘুষি পাকিয়ে ডাক্তারের মুখের ওপর ধরল। ডাক্তার অবিচলিত রইলেন। কারণ তিনি রোগীদের এরকম উত্তেজনা দেখে অভ্যস্ত, আর তিনি জানতেন, যে ঘুমের ওষুধটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনেকক্ষণের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দেবে বনকে।

বণ্ড চীৎকার করে বলল,—"শান্ত হব। চুলোয় যান আপনি কী জানেন আপনি শান্ত হবার? আমায় বলুন মেয়েটার কী হয়েছে। কোথায় আছে সে? তার ঘরের নম্বর কত?" বণ্ডের দু-হাত অবশ হয়ে তার দু-পাশে ঝুলে পড়ল। দুর্বল গলায় বলে উঠল সে,—"ভগবানের দোহাই আমায় বলুন ডাক্তার। আমার —আমার জানা দরকার।"

ডাঃ ষ্ট্রেঞ্জল ধৈর্যের সঙ্গে, সদয়কণ্ঠে বললেন,—"ভদ্রমহিলার ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। সর্বাঙ্গে অজস্র পোড়ার দাগ। তিনি এখনো খুব যন্ত্রণায় আছেন। কিন্তু," সান্ত্বনার ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বললেন তিনি, "তাঁর শরীরের ভেতরটা সুস্থই আছে। তাঁকে রাখা হয়েছে পাশের ঘরটাতে, ৪ নং কামরায়। আপনি তাঁকে দেখতে পারেন, কিন্তু মিনিট খানেকের বেশি নয়। তারপর তাঁর ঘুমোনো উচিত, আর আপনারও। কেমন? ডাক্তার দরজাটা খুলে ধরলেন।

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ডাক্তার।" বণ্ড টলমলে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার হতচ্ছাড়া পাদুটো আবার নেতিয়ে পড়তে চাইছে। ডাক্তার দেখলেন সে ৪ নম্বর ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকলো, তারপর দরজাটা খুব সাবধানে ভেজিয়ে দিল ভেতর থেকে। ডাক্তার করিডোর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে যেতে ভাবলেন,—এতে বণ্ডের কোনো ক্ষতি নেই, বরং মেয়েটির উপকার হতে পারে। এখন তার এই জিনিসটাই প্রয়োজন—একটু স্নেহ।

ছোট একটা ঘর। জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া আলো বিছানাটার ওপর লম্বা লম্বা ডোরার মত ছায়া ফেলেছে। বণ্ড টলতে টলতে বিছানা পর্যন্ত এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তার পাশে। বালিশের ওপর ছোট্ট মাথাটা তার দিকে ফিরল। একটা হাত বেরিয়ে তার চুল মুঠো করে ধরে কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করল? ভাঙা গলায় বলে উঠল মেয়েটা—"তুমি এখানেই থাকবে। বুঝতে পেরেছ? তুমি আমার কাছ ছেড়ে কোথাও যাবেনা!"

কিন্তু কোনো জবাব এল না। মেয়েটা দুর্বলভাবে বণ্ডের মাথাটা বারকয়েক ঝাঁকিয়ে বলল—"শুনতে পাচ্ছ জেম্‌স্? আমার কথা বুঝতে পেরেছ?" সে অনুভব করল বণ্ডের দেহটা ক্রমশঃ খসে পড়ে যাচ্ছে। চুল ছেড়ে দিতেই ধুপ করে বিছানার পাশের কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। পরমুহূর্তেই বণ্ড ঘুমিয়ে পড়ল নিজের বাহুর ওপর মাথা রেখে।

মেয়েটা কিছুক্ষণ সেই কালো, কেমন যেন নিষ্ঠুর মুখটাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তারপর একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে নিজের বালিশটাকে বিছানার ধারে, ঘুমন্ত মানুষটার ঠিক ওপরে টেনে আনল। মাথা রাখল তার ওপর, যাতে যখন ইচ্ছে চোখ খুললেই সে বণ্ডকে দেখতে পায়। তারপর চোখ বুঁজলো।

এই সিরিজের পরবর্তী বই 'গোল্ডেন ফিংগার' বাহির হইতেছে।